মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. আবদুস সাত্তার
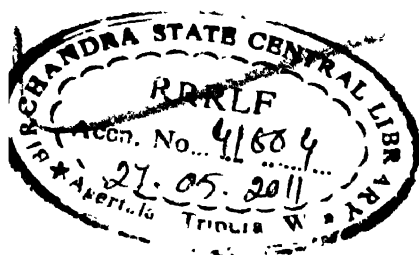
দীপ প্রকাশন ☐ কলকাতা-৭০০ ০০৬

Mir Mosharraf Hossien Rachanabali
Fifth Volume
Edited by
Dr. Abdus Sattar

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬২ • প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৬৭
দাম : ২৫০ টাকা

রেবতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

স্মরণে—

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ:

- বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যান
- সাহিত্যপাঠ নবপত্র

সম্পাদনা :

- চেতনার তরবারি : কাজী আবদুল ওদুদ
- কালোয় ঢেকেছে আলো
- নির্বাচিত রচনা : সুফিয়া কামাল
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড)
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (২য় খণ্ড)
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (৩য় খণ্ড)
- মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড)

প্রাক্-কথন

মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র রচনা প্রকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট নাটক ও প্রহসন। বলা বাহুল্য, বাঙালি মুসলিম লেখকদের মধ্যে মীর এ বিষয়েও পথিকৃৎ। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী'। ১৮৫৭ সালের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে নাট্য রচনার সূত্রপাত হলেও মুসলিম বিরচিত প্রথম বাংলা নাটক 'বসন্তকুমারী'। এই নাটকে মোট তিনটি অঙ্ক ও এগারোটি দৃশ্য রয়েছে। প্রস্তাবনা'র গানসহ মোট আটটি গান সংকলিত হয়েছে। ইতোপূর্বে মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন, শেখ আজিমদ্দী প্রমুখ মুসলিম লেখকের গদ্যে-পদ্যে রচিত কিছু ক্ষুদ্র নাটিকা, প্রহসন ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে মীর মশাররফই বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর এই সৃজনের পূর্বে নাট্য রচনার কলা-কৌশল অবলম্বনে মুসলমান লেখকদের লেখা আর কোনও নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় না। একটি রূপকধর্মী বিষাদাত্মক কাহিনি অবলম্বনে 'বসন্তকুমারী' রচিত। এই আখ্যানের বীজ লোকসাহিত্যে প্রোথিত। যুবক সপত্নীপুত্রের প্রতি যুবতী বিমাতার আকর্ষণ, তার প্রতিক্রিয়া এবং নিরপরাধ সপত্নীপুত্রের সর্বনাশ—এই জাতীয় গল্পের উপাদান লোকসাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

নাটকে রয়েছে সপত্নীপুত্র নরেন্দ্রের কাছে প্রণয় নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইন্দ্রপুরের রানি রেবতীর চিত্তে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। রাজা বীরেন্দ্র ছিলেন একজন ব্যক্তিত্বহীন অপরিণামদর্শী স্ত্রৈণ পুরুষ। রাজার কাছে নরেন্দ্রের নামে মিথ্যে অভিযোগ করে তিনি নরেন্দ্রের প্রাণদণ্ড ঘটান। নরেন্দ্রের স্ত্রী বসন্তকুমারী সহমৃতা হন। শেষে সব জেনে রাজা বীরেন্দ্র সিংহ রেবতীকে হত্যা এবং আত্মহত্যা করেন। এইভাবে একের পর এক হত্যা, মৃত্যু ও আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাট্যকার বসন্তকুমারীকেই প্রধান চরিত্র করতে চেয়েছেন, কিন্তু নাটকীয় কাহিনির জটিলতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে বসন্তকুমারীর চেয়ে রেবতীর ভূমিকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নাট্যকার তাই এই নাটকের উপনাম দিয়েছেন, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।' সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে এই নাটকের প্রারম্ভে রয়েছে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনা'য় নট-নটীর

কথাবার্তায় মুসলমান লিখিত নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, যা সে যুগে সত্যিই ছিল একটা অভিনব ব্যাপার। নটী তাই বলে ওঠে, 'এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক মুসলমান।'

প্রথম নাটকেই মীর মশাররফ সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রানুযায়ী সংলাপের ভাষা পালটে গেছে। গ্রাম্য নরনারীর কথোপকথনে রয়েছে সরলতা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। আবার, রাজার মুখের ভাষা তৎসমবহুল, অলংকারপূর্ণ ও কাব্যিক। রাজা, রানি, মন্ত্রী ইত্যাদি এমন-কী গ্রাম্য নারীর কথোপকথনেও কথ্য ভাষার চমৎকার প্রয়োগ লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে অনেক সমালোচকই বিশ্ববিশ্রুত ফরাসি নাট্যকার ফেদ্রার সঙ্গে এই নাটকের তুলনা করেছেন। সেই নাটকেও সপত্নীপুত্রের প্রতি আকর্ষিত হন রানি। মুনীর চৌধুরীর ভাষ্যে: 'তার রক্তাক্ত হৃদয়ের শোণিত দিয়ে গড়ে তুলেছে সংলাপের উত্তাপকে, তার অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের রোষ-স্ফুলিঙ্গ দিয়ে করে তুলেছে সে ভাষাকে প্রদীপ্ত, শাণিত।'

মশাররফ হোসেনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মানসিকতার প্রকাশ বিধৃত ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জমিদার দর্পণ' নাটকে। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলায় দর্পণ-নাটক লেখার রেওয়াজ চালু হয়ে যায়। তাই এই সময়কে চিহ্নিত করা হয় 'দর্পণ সাহিত্যের যুগ'-রূপেও। যেমন ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'সাক্ষাৎ দর্পণ', প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), যোগেশচন্দ্র ঘোষের 'কেরাণী দর্পণ' (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ', 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) ইত্যাদি। যে সময়ে বাংলার বাবুরা ইংরেজ সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য ঘরের বউ-ঝিকে পর্যন্ত মদ খাইয়ে সাহেবদের সামনে বিবস্ত্রা করে তুলেছেন, সেই পরিস্থিতিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে জন্মেও এবং টাঙ্গাইলের দেনদুয়ারে এক জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারের চাকরি করেও মশাররফ হোসেন জমিদারদের অত্যাচারের বীভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন। নিঃসন্দেহে এ তাঁর দুঃসাহসিকতারই পরিচয়। 'জমিদার দর্পণ' নাটকে নিপীড়িত মানুষের প্রতি লেখকের সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার কৃষক-কুলের লাঞ্ছনায় লেখক মর্মে-মর্মে পীড়া অনুভব করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র যেমন নীল-চাষীদের বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'নীলদর্পণ' রচনা করেছিলেন, মশাররফ হোসেনও তেমনই কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদের নিয়ে রচনা করেন এই নাটক। হয়তো কাঙাল হরিনাথই ছিলেন তাঁর প্রেরণা; যিনি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার মাধ্যমে সে-যুগের কৃষকদের দুঃখকষ্টের কথা তুলে ধরতেন। পরাক্রমশালী জমিদারদের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লেখনী চালনা করতেন। কৃষকদের ওপর জমিদারের অত্যাচারের কাহিনিই এর মূল প্রতিপাদ্য। ১৮৭১-৭৬ সালে বাংলাদেশের পাবনা ও বগুড়ায় এক বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ঐতিহাসিক এই কৃষক-বিদ্রোহ মুসলিম অধ্যুষিত পাবনা-সিরাজগঞ্জ থেকেই শুরু হয়, ক্রমে সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলায়

ছড়িয়ে পড়ে। জমিদার কর্তৃক প্রজা উচ্ছেদ এবং খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদেই মূলত এই বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ কেবল জমিদার-গোষ্ঠীর কৃষক-শোষণের চক্রান্ত ব্যর্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি; ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' চালু করতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল।

এই নাটকের উল্লেখযোগ্য পাত্রপাত্রী জমিদার হায়ওয়ান আলি, তার অধীন প্রজা আবু মোল্লা এবং তার স্ত্রী নুরন্নেহার। আরবি শব্দ হায়ওয়ানের অর্থ পশু। কামুক জমিদারেরা যে মানুষ হয়েও পশুর মতো নির্বিচারে রমণেচ্ছা মেটায় তারই প্রকাশ ঘটেছে হায়ওয়ান আলির মতো টাইপ চরিত্রে। তার মধ্যে মানবিক গুণাবলির স্পর্শমাত্র নেই। নুরন্নেহারের রূপাসক্ত হায়ওয়ানের হৃদয়ে ঘটেছে রূপলালসার উদগ্র ও অলজ্জ প্রকাশ। এই রূপ-লালসা চরিতার্থের জন্য হায়ওয়ান নুরন্নেহারের স্বামী দরিদ্র প্রজা আবু মোল্লার ওপর অত্যাচার চালায়। অকারণে ডেকে এনে অপমান ও শাস্তির ব্যবস্থা করে। এই ব্যবস্থার পাশাপাশিই চলে তার নামাজ পাঠের প্রস্তুতি। সে বলে, 'নামাজের সময় হয়েছে, চলো নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক।' আল্লাহ'র উপাসনার সঙ্গে মানুষের ওপর অমানবিক অত্যাচারের চেষ্টা হায়ওয়ানের চরিত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

আবু মোল্লা দরিদ্র ও নিরীহ প্রজা। দরিদ্র, অসহায় কিন্তু আত্মসম্মানসম্পন্ন এবং মানবিক। অত্যাচারী পেয়াদাদের কাছে কিংবা জমিদারের সামনে তাকে তার বিরুদ্ধে এই অকারণ অত্যাচার সম্পর্কে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে ও অপদস্থ হতে দেখে তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জাগ্রত হয়। অন্তঃসত্ত্বা নুরন্নেহার যথেষ্ট সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছে। অগ্রাহ্য করেছে জমিদারের হাজারও প্রলোভনকে। তবু, রাতের অন্ধকারে পাশবিক আক্রমণের বিরুদ্ধতা করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তার বিচারের নামে হয়েছে প্রহসন। ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষী মানুষের যে ভণ্ডামি, তারই যথার্থ প্রকাশ হরিদাস বৈরাগী ও জীতু মোল্লার চরিত্রে।

প্রথানুযায়ী শুরুতে প্রস্তাবনা এবং শেষে রয়েছে উপসংহার। তিনটি অঙ্ক এবং প্রতি অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। নাট্যকার যদিও দৃশ্য শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'গর্ভাঙ্ক'। অন্যান্য গ্রন্থের মতো এখানেও তিনি বহু প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকের ভাষা, কৃষক ও নিম্নশ্রেণির মুখের ভাষা, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের উর্দু-বাংলা মিশ্রিত ইংরেজি ভাষা, উচ্চশ্রেণির লোকের আরবি-উর্দু-ফারসি মিশ্রিত ভাষা এই নাটককে ভাষাগত বৈচিত্র্য দান করেছে। প্রথম অঙ্কে ধর্ষণের পরিকল্পনা, দ্বিতীয় অঙ্কে ধর্ষণের অনুষ্ঠান, তৃতীয় অঙ্কে যা ঘটেছে তার পুনরালোচনা—এইভাবেই এগিয়েছে কাহিনি।

এই নাটকটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় নাটকটি সম্পর্কে লেখেন: 'আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি।...আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।' অথচ বঙ্কিমচন্দ্রই আবার মীর মশাররফের গদ্যরীতি সম্পর্কে লিখেছেন 'জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা

ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লোকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।'

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয় মীর মশাররফের প্রথম প্রহসন 'এর উপায় কী?' গৃহ-নিস্পৃহ স্বামীর বারবণিতা গমনের মতো সামাজিক অন্যায় মশাররফকে চিন্তিত ও ব্যথিত করেছিল তার প্রমাণ মেলে এই প্রহসনে। ১৮৭৪ সালে রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন 'এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।' উনিশ শতকের শেষার্ধে পানাসক্তি ও লাম্পট্য নিয়ে অনেকগুলো ব্যঙ্গচিত্র, নকশা ও নাটক-প্রহসন রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। গঠনরীতির দিক থেকে এই প্রহসনকে চারটি দৃশ্যের একাঙ্ক নাটক বলা যেতে পারে। পটভূমি উনিশ শতকের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ। সেকালে এক শ্রেণির পুরুষের ঘরের বউয়ের প্রতি অবহেলা, বেশ্যা ও মদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ও কুৎসিত আকর্ষণ, তথাকথিত হাকিমদের গোপন কার্যকলাপ, কলেজ পড়ুয়াদের 'চালাকি আর বদমাইসি' প্রভৃতির ব্যঙ্গাত্মক চিত্র প্রহসনটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিজের রচনার স্বপক্ষে মীর অকপট : 'সাধারণের উপকারের জন্য সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতে, কখনও সঙ্কুচিত হইবো না।'

গণিকাসক্ত ও মদ্যপ রাধাকান্ত নিজের স্ত্রী মুক্তকেশীকে ছেড়ে নয়নতারা নামে এক বারবণিতার প্রেমে আত্মহারা। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে রাধাকান্ত নয়নতারার সঙ্গে মদের আসরে বসে রাত কাটায়। বারবণিতার প্রেমে রাধাকান্ত মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এটা মুক্তকেশী ভালো করেই জানে। তাই স্বামীকে সুপথে ফেরানোর জন্য সে বহু কাতর অনুনয়-বিনয় করে কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। অবশেষে সখী রাইমনীর পরামর্শে রাধাকান্তকে জব্দ করার ফন্দি আঁটে। কী করে স্বামীকে বশ, জব্দ করতে হয় রাইমনী তা ভালোই জানে। এক রাতে মুক্তকেশী তার ঘরে ছদ্মবেশী রাইমনীকে উপপতি সাজিয়ে বসিয়ে রাখে। মুক্তকেশীর ঘরে প্রবেশ করে রাধাকান্ত দেখে যে মুক্তকেশী উপপতি নিয়ে রাত্রিযাপন করছে। এই দৃশ্য দেখে উত্তেজিত রাধাকান্ত উভয়কে খুন করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ছদ্মবেশী উপপতি যখন বলে 'আমি ইচ্ছা করে আসিনেই, টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে' তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত রাধাকান্ত আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। ইতিমধ্যে মুক্তকেশী রাইমনীর ছদ্মবেশ কেড়ে নিয়ে প্রমাণ করে যে মুক্তকেশী অসতী নয়। অতঃপর অনুতপ্ত রাধাকান্ত ও উৎফুল্ল মুক্তকেশীর মিলনের মধ্য দিয়ে প্রহসনের সমাপ্তি। এই প্রহসনটি স্ত্রীকে অবহেলা করে স্বামীর গণিকা সংসর্গ এবং বান্ধবীর কৌশলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর চেতনা সঞ্চারের কাহিনি।

১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয় মীর মশাররফের শেষ প্রহসন 'টালা অভিনয়'। কলকাতার টালা অঞ্চলে পাথুরিয়াঘাটার জমিদার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একখণ্ড জমিকে কেন্দ্র করে ১৮৯৭ সালে হিন্দু-মুসলমানে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, সেই বাস্তব ঘটনা অবলম্বনেই রচিত এই প্রহসনটি। জমির দখল প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা সেখানে একটি

চালাঘর নির্মাণ করে। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা এবং আদালতের রায়ে মুসলমানদের 'মসজিদে'র দাবি অগ্রাহ্য হয়। এরপর জমির দখল নিয়ে মহারাজার লোকজনদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা বাধে। শেষপর্যন্ত হাঙ্গামাকারীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে হাঙ্গামাকারীদের ১১ জন নিহত ও প্রায় ২০ জন আহত হয়। কলকাতায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

'টালা অভিনয়' প্রহসনে মীর হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মের মুখোশ পরা কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বার্থপর ব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। কারণ তাদেরই উস্কানি ও চক্রান্তে সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে এই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ছদ্মবেশী ইবলিশ মুন্সী এবং নারদ ঠাকুরের দল ধর্মের দোহাই ও ধোকাবাজির আশ্রয় নিয়ে নানা কলা-কৌশলে অশিক্ষিত সরল জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে মৌলবী ও পুরোহিতদের প্রচেষ্টা ও ইচ্ছায় যে আন্তরিকতা ছিল না, শুধু তাই নয়; তাদের চক্রান্ত ও উস্কানিই ছিল এই দাঙ্গার মূল কারণ। প্রহসনে এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রহসনে দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষের মনোবেদনা, অন্নকষ্ট, জীবনযাপনের দুর্দশা সামান্য কয়েকটি ইঙ্গিতে বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্য, সংস্কার আর নির্বুদ্ধিতা এই গরিব লোকগুলোর নিত্যসঙ্গী। উচ্চবিত্ত মানুষ কীভাবে এদের বঞ্চনা করে, নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তারও মর্মান্তিক বাস্তবচিত্র রয়েছে।

'কারা খাটে, কারা খাটে শোয়'—কালুর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও বিত্তবানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রহসনে সামগ্রিকভাবে তিন শ্রেণির চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। (ক) মৌলবী, বিদ্যারত্ন, শয়তান সভার ভূতপ্রেত চেলা চামুণ্ডা, (খ) নজু, ফজু, কালুর মতো খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণির মানুষ এবং (গ) খাঁ সাহেবের মতো কৌশলী মানুষ, আদালতের নাজির বাবু ইত্যাদি। মীর এই রচনায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। 'সৎপ্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধে মশাররফ অকপট : 'বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোনও গুরুতর সামাজিক বিবাদ-বিরোধ নেই এবং অভিন্ন শাসন ও অর্থনীতির অধীনে অবস্থান ও একই সমতলে বসবাসের কারণে এই ধরনের কলহ-বিদ্বেষ থাকা নিতান্তই অর্থহীন।' কপট মৌলবি ও ফিকিরবাজ পুরোহিত, এরাই ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনে প্রধান অন্তরায়।

পশ্চিমবঙ্গে মীর মশাররফের সমগ্র রচনাবলী পুনর্মুদ্রণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাঁর সমস্ত রচনা অগ্রন্থিত, অপ্রকাশিত থাকা যেমন একটা গোটা জাতির ক্ষতি, তেমনই তাদের বাঙলা ভাষার পাঠকের কাছে অবিলম্বে সহজপ্রাপ্য করে তোলা একটা মস্ত দায়-ও বটে।

প্রয়াত রেবতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় শিক্ষককুলের আদর্শ ব্যক্তিত্ব, আপনজন। আজীবন গান্ধীবাদী এই মানুষটি সকলের হিতকর্মে নিজেকে নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সাধারণ সহকর্মিদের অনায়াস দক্ষতায় সহজেই উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। সারল্যে, অনাড়ম্বর

জীবনচর্যায় তিনি নিজেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূল্যবোধে জারিত তাঁর জীবন। শিক্ষাদান তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই খণ্ডটি সেই 'শিক্ষাব্রতী'-র প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

আত্মজা সানিয়া ও সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী—'আমরা সকলেই সকলের তরে'। তাদের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

'দীপ প্রকাশন'-এর কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল, পুত্র দীপ্তাংশু মণ্ডল ও আশিস চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের তরুণ গবেষক রাহুল ওরফে অরিন্দম দাশগুপ্ত প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে যথাসম্ভব সহায়তা করেছেন। মীরের দুষ্প্রাপ্য রচনার সংগ্রাহক বাংলাদেশের 'কালি ও কলম' পত্রিকার হাসনাত ভাই। সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আবদুস সাত্তার

সূচিপত্র

বসন্তকুমারী নাটক

নাটকোক্ত নর-নারীগণ।

পুরুষ

বীরেন্দ্র সিংহ	—	—	ইন্দ্রপুরের রাজা
নরেন্দ্র সিংহ	—	—	রাজপুত্র।
বৈশম্পায়ন	—	—	রাজমন্ত্রী।
প্রিয়ম্বদ	—	—	বিদূষক।
শরৎ কুমার	—	—	রাজপুত্রের সহচর।
বিজয় সিংহ	—	—	ভোজ পুরাধিপতি।

স্বয়ম্বর সভায় মিলিত রাজগণ, কঞ্চুকী, প্রতিহারী, নগরপাল প্রজাগণ, ভৃত্য প্রভৃতি।

রমণী

রেবতী	—	—	ইন্দ্রপুরের রাণী।
বসন্তকুমারী	—	—	ভোজপুরের রাজকন্যা।
বিমলা } সরলা }	—	—	প্রতিবাসিনীদ্বয়
মেঘমালা	—	—	বসন্তকুমারীর সহচর।
মালতী	—	—	রেবতীর সহচর।

প্রস্তাবনা।

(নটের প্রবেশ)

নট—(স্বগত) আহা! কি অপূর্ব্ব সভা! এ সভার শোভা নয়ন গোচর কোরে আমার অন্তঃরাত্মা যেন সন্তোষ-সাগরে সন্তরণ দিচ্ছে। অদ্য আমার জনম সফল হলো। নয়ন চরিতার্থ হলো। এই ক্ষুদ্রায়তন স্থানে বহুগুণ সম্পন্ন গণনীয় মহোদয়গণের আগমনে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে, স্থানটি কি মনোহর রূপই ধারণ করেছে। চমৎকার শ্রেণীবদ্ধ দীপমালা যেন অসংখ্য তারকামালার ন্যায় শূন্য থেকেই সভাতলস্থ অন্ধকার একেবারে হরণ কোরেছে। কিন্তু এক চন্দ্রের নিকট যখন গগণস্থ অগণনীয় তারকাশ্রেণী দীপ্তি পায় না, তখন দীপমালা যে, এই উপস্থিত মহাত্মাগণের মুখচন্দ্রমার কাছে মলিনভাব ধারণ কোরবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে প্রিয়সীকে ডেকে দেখি, যদি কিছু উজ্জল[১] কোরতে পারি। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে। যদি বেশ বিন্যাস হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে এসে সভাতল সমুজ্জ্বল কর।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—নাথ আমারে আবার কেন ডাকলেন?

নট।—প্রিয়ে, দেখ দেখি, কেমন চমৎকার সভা হয়েছে, ইন্দ্ররাজের দেব-সভার শোভাও এ সভার শোভায় পরাজয় হয়েছে। তবে অনর্থক বাক্ চাতুরীতে সময় নষ্ট না কোরে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ দ্বারা উপস্থিত মহোদয়গণের চিত্তরঞ্জন কর।

নটী।—নাথ আপনিও আমোদ-প্রমোদ নিয়েই আছেন। তা যা হক্ আমায় কি কোরতে হবে আজ্ঞা করুন।

নট।—আজকাল ভদ্রসমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব প্রিয়ে! তোমায় আজ একটি নূতন নাট্যাভিনয় কোরতে হবে।

১। উজ্জ্বল

নটী।—আজকাল নব্য সমাজে নাটকের সমাদর হয়েছে বটে, কিন্তু এই সকল বিজ্ঞজন মণ্ডিত সভায় নাট্যাভিনয় করা সহজ নয়।

নট।—তাতে ভয় কি? গুণিগুণ কি মূর্খজনের দোষ গ্রহণ করেন? তোমার এত ভয় কি? তুমি একখানা নাটক মনোনীত কর, আমরা অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

নটী।—নাথ! আপনিই মনোনীত করুন। আপনি উপস্থিত থাকতে কি আমি অগ্রে কোন কথা বোলতে পারি?

নট।—(কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হলো শুনেছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী।—বসন্তকুমারী !!! কার রচিত?

নট।—কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ[২] হোসেন রচিত।

নটী।—ছি ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।

নট।—কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো?

নটী।—তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? হাজার হোক্ মুসলমান।

নট।—অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

নটী।—নাথ। ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার শিরধার্য্য।[৩] কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকের অভিনয় কোরে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গঞ্জনার ভাগী হবেন। সভাস্থ মহোদয়গণের চিত্তরঞ্জন করা দূরে থাক্ বরং তাঁদের বিরক্তিই হবে।

নট।—প্রিয়ে মনরঞ্জন[৪] না কোরতে পারি, রহস্য ত হবে? সে-ও-এক আমোদ। তুমি আর বিলম্ব কোরনা। একটি গান গেয়ে অভিনয় আরম্ভ কোরে দাও।

নটী।—সে কি নাথ! আমি স্ত্রীলোক, এই সভার মাঝখানে গাত[৫] গাবো?

নট।—তাতে লজ্জা কি?

নটী।—আপনি তা বোলবেন বটে, কিন্তু আমি তা পারি না। আমার ভারি লজ্জা।

নট।—(হাস্য করিয়া) দেখ প্রিয়ে। এটি তোমাদের স্বভাব। পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বোল্লেই লজ্জা জানাও।

নটী।—(ঈষৎ হাস্যমুখে লজ্জিতভাবে) আচ্ছা আপনি বোলচেন তবে গাই।

গীত।

বসন্ত বাহার—আড়া।

ফুটিল বসন্তফুল মোহন কাননে। (সই।)
দহিছে বিরহী প্রাণ বিচ্ছেদ দহনে।।

২। মশাররফ, ৩। শিরোধার্য্য, ৪। মনোরঞ্জন, ৫। গীত, গান।

পিক বঁধু শাখী পরে,
কুহকে পঞ্চম স্বরে,
শুনে প্রাণ হু হু করে,
বিয়োগী মরে জীবনে।
ফুলশরে ফুলবান,
হাসিতেছে পঞ্চবান,
ঋতুরাজ বধে প্রাণ,
প্রমোদিত উপবনে।
এ বসন্তে কান্তা হারা,
আঁখি ঝরে তারা কারা,
কোথারে নয়ন তারা,
সতত বলে বদনে।।

নট।—বেশ বেশ! প্রিয়ে তোমার সুকণ্ঠ বিনির্গত তান লয় যুক্ত সঙ্গীত শ্রবণে বোধ হয়, সকলেই মোহিত হয়েছেন।

(নেপথ্যে সভাভঙ্গ বাদ্য)

প্রিয়ে।—শুন্‌ছ রাজা, বীরেন্দ্র সিংহের সভা ভঙ্গ হলো। চল আমরা যাই।

(উভয়ে প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর,—রাজা বীরেন্দ্র সিংহের বহিস্থ শয়ন মন্দির;—
রাজা আসিন[১]।

রাজা।—(স্বগত) মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, কিছুই ভাল লাগছেনা, মন্ত্রীই বা এখনো কেন আসছেন না, প্রতিহারীও ত অনেকক্ষণ গিয়েছে। (চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া নিকটস্থ পর্য্যাঙ্কে শয়ন ও বিবিধ চিন্তা।) (প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।)

প্রিয়।—(গ্রীবা উন্নত করিয়া মহারাজের আপাদ-মস্তক দৃষ্টি এবং স্বগত) মহারাজ ত ঘুমিয়েছেন, এই অবসরে রাজ বিছানায় বোসে মনের সাধটা মিটিয়ে নিই।

১। আসীন

(অহঙ্কারের সহিৎ উপবেশন) বা বা! কি নরম। বালিসে টেক দিলে, মন আর কিছুই চায় না, কি সুখ (দক্ষিণ বামে ফিরিয়া) উহ্ কি মজা। সাধে কি বড় লোকে বালিস নিয়ে গড়াগড়ী যায়। রাজ তক্তে বসিলে মনের গতিও ফিরে যায়। এখন দেই হুকুম। মারি গর্দ্দান। না না এই সোনার নলে টান দিয়ে বরাদ্দটা বুঝি। ডাবা, ফরসী, গুড়গুড়ী, সে ত আছেই এর ভিতরের মার পেঁচটা কি? মরি আর বাঁচি এ সোনার হুঁকয় একটান দিবই দিব (নল হাতে করিয়া টানিতেই।)

রাজা।—বয়স্য! ও কি কর?

প্রিয়।—(চমকিত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া গড়াইয়া দূরে যাইয়া জোড় হাতে) না মহারাজ! বিছানায় কেমন সোনা রূপার কাজ, তাই দেখছিলুম।

রাজা।—অহে! আজকাল চোলছে কেমন?

প্রিয়।—(একটু সরিয়া গিয়া) চোলবে কি? বলব কি? মহারাজ করবো কি? যা তাই। সেই ফাক্ ফাক্। তবে আপনি যদি পুনরায় বিবাহ কোত্তেন, তা হলে এক রকম,—জানতেই পাচ্ছেন, আপনি ত আর সে নামটীও কোরবেন না। দেখুন, কেমন সুখ। এইত, বিছানায় একা শুয়ে কেবল মনে মনে সাত সাগরের ঢেউ গুণছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে দেখতেন, শর্ম্মারাম কখনো গৃহ শূন্য হতো না—কখনই হতেন্ না।—মুহূর্ত কালের জন্যও ঘর খালি থাক্‌তো না। এক যেতো আর আসতো। মহারাজ! যে ঘরে স্ত্রীলোক নাই, সে ঘরে লক্ষ্মী নাই; সে ঘর নরক বোল্লেও হয়, শ্মশান বল্লেও হয়। (পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ! চোল্‌লেম।—আর বসা হলো না।

রাজা।—কেন? এত ব্যস্ত কেন? কথা শেষ হলো না যে?

প্রিয়।—(গাত্রোত্থান করিয়া বিরক্তি ভাবে) আর থাক্‌তে পাল্লেত শেষ হবে? ঐ দেখুন, ও বেটার মুখ দেখলেই আমার প্রাণ উড়ে যায়। যাই মহারাজ! (বেগে প্রস্থান।)

(মন্ত্রী বৈশম্পায়ন এবং প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন।)

বৈশ।—(করযোড়ে দণ্ডায়মান)

রাজা।—মন্ত্রীবর! রাজ্যের সমস্ত কুশল ত?

বৈশ।—মহারাজ! সর্ব্বাংশেই মঙ্গল। জয়পুর অধিপতি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে যে মস্তক উত্তোলন কোরেছিলেন, তিনিও এক্ষণে যোড়করে কর প্রদানে বাধ্য হয়েছেন। অন্য রাজারা বিনা যুদ্ধে অধীনতা স্বীকার কোরেছেন। প্রজারাও মহাসুখে আছে। মহামারী, জল প্লাবন, দুর্ভিক্ষ এ সকল নামও শুনা যায় না। সুবৃষ্টি হওয়ায় সশ্য[১] ও অপর্য্যাপ্ত জন্মেছে, প্রজাদের পরস্পর দ্বেষ, হিংসা বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই নাই, দস্যু দল আর হিংস্র জন্তুগণ রাজ্য থেকে

১। শস্য

বহিষ্কৃত হয়েছে, প্রজাগণ এখন নিশাকালেও নির্ভয়ে বিমুক্ত দ্বারে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। কোন বিষয়েই রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা[১] নাই।

রাজা।—রাজ্যের শুভ সমাচার শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। মন্ত্রীবর! আমি মনে মনে একটি সঙ্কল্প কোরেছি, এতে আপনার কি অভিপ্রায়। দেখুন, আমার ত এই শেষ দশা, ভগবান কোন সময় কি ঘটান কে বলতে পারে। রাণীর লোকান্তর হওয়াবিধি সর্ব্বদাই দুঃখিত মনে কাল কাটাচ্চি, বলতে কি তিলার্দ্ধ কালের জন্যও আমি সুখী নই। বল বীর্য্য সাহস অনেক লাঘব হয়েছে, দিন দিন যেন ক্ষীণ ও বলহীন হয়ে আস্‌ছি। কুমার নরেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক, বিদ্যা বুদ্ধিতেও বিশারদ, হয়েছেন। আমার ইচ্ছা যে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কোরে আমি রাজ কার্য্য থেকে একেবারে অবসর লই এতে আপনার মত কি?

বৈশ।--(যোড় করে) মহারাজ! এ অতি সৎ পরামর্শ। যুবরাজ নরেন্দ্র কুমার যেমন শান্ত প্রকৃতি তেমনি দয়ার্দ্র চিত্ত, বিদ্যা বুদ্ধিতেও বিচক্ষণ, বলবীর্য্য, সাহস, পরাক্রমে ও অদ্বিতীয়, স্বধর্ম্মেও অচলা ভক্তি। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন, এটি আমার একান্ত মত। প্রজারাও তাতে সুখী হবে। যুবরাজ প্রজারঞ্জন কোরে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোরবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যৌবন কাল অতি ভয়ানক কাল। আমি মনেও করি না যে, দুর্জ্জয় রিপু দল তাঁকে পরাজয় কোরবে, তবু কি জানি এই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে চাটুকা দলের কুমন্ত্রণায় কোন অসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে পরিণামে কলঙ্কের ভাজন হতে পারেন, তখন আপনিও অনুতাপ কোরবেন, তিনিও দুর্ণামের ভাগী হবেন। আমি জানি বটে, অন্য অন্য কার্য্যে চাটুকা দল তাঁর সৎ প্রবৃত্তিকে কোন মতেই অসৎপথের অনুবর্ত্তী কোরতে পারবে না, কিন্তু ভূপতিগণের—ভূপতিগণের কেন, মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান শত্রু কাম রিপু। ঐ ভয়ানক শত্রুর দ্বারা জগতে কেন, সুর লোকেও কত কত কাণ্ড সংঘটন হয়েছে। দেখুন, সে ভয়ানক শত্রু দমনে অক্ষম হয়ে সুরপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ কোরে কেমন দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছিলেন।—কেবল এই অদমনীয় রিপুর ছলনায় লঙ্কাধিপতি দশানন সবংশে বিনাশ হয়েছেন। এ সকল তো মহারাজের অবিদিত নাই।

রাজা।—আপনি কি বিবেচনা করেন?

বৈশ।—মহারাজ। অগ্রে যুবরাজকে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করুন, শেষে রাজ্যাভিষিক্ত কোরবেন।

১। বিশৃঙ্খলা

রাজা।—উত্তম যুক্তি বটে। অগ্রে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কুমার এক্ষণে কোথায়?

বৈশ।—দ্রাবিড় থেকে যে বিচক্ষণ পণ্ডিত রাজধানীতে আগমন কোরেছেন, তারই সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক কচ্ছেন। দেখে এসেছি।

.(যুবরাজের প্রবেশ)

নরেন্দ্র।—(প্রণাম করিয়া যোড় করে) পিতঃ! আজ আমার মৃগয়ায় যেতে বাসনা হয়েছে, --অনুমতি হলে মন্দুরা থেকে অশ্ব আর আর জন কতক পদাতিক সৈন্য লয়ে মৃগয়ায় গমন করি।

রাজা।—বৎস! তুমি মৃগয়ায় যাবে মাতঙ্গ তুরঙ্গ সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র যা ইচ্ছা লয়ে যাও, এতে আমার আদেশের অপেক্ষা কি?

যুবরাজ।—(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

মন্ত্রী।—মহারাজ! তবে রাজকুমারের বিবাহের নিমিত্ত পাত্রী অন্বেষণে ভাট পাঠানো কর্ত্তব্য।

রাজা।—তা তো পাঠাবেই। আর আজ থেকে বিবাহের আয়োজনও কর। (রাজা মন্ত্রী এবং তৎপশ্চাৎ প্রতিহারীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

পুষ্পোদ্যান।

(রাজা ও প্রিয়ম্বদের প্রবেশ)

প্রিয়।—মহারাজ আপনি যে শত শত টাকা ব্যয় কোরে এই সকল ফুল গাছ ভিন্ন দেশ থেকে এনে নন্দন কাননের চেয়েও সাজিয়েছেন, এতে লাভ কি?

রাজা।—এতে কি লাভ, তা তুমি বুঝবে কি? মনোরম পুষ্পে নয়নের প্রীতি সাধন, চিত্তের সন্তোষ সাধন আর সুবাসে হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। এর চেয়ে লাভ আর কি আছে?

প্রিয়।—(পদচারণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া) মহারাজ! ও কথা শুনলেম না, ও কোন কথাই নয়। ও শুনবার যোগ্য কথা নয়। ফুল দেখ্‌লে মন খুসী হয় এও কি একটি কথা! কোথায় ফুল আর কোথায় মন। সম্বন্ধও ভারি। কি মজার কথা, ছোব না খাব না, দেখেই খুসী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ! মহারাজ! পেট ভরে আহারটি না করলে হাজার সোঁক[১] হাজার দেখো, কিছুতেই মন খুসী নন। (উদরে হাত দিয়া) দেখুন, এই উদর এই

১। শোঁক

অর্থ ভাণ্ডার, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না সুঁকলেও[২] মন খুসী হয়, চক্ষুর প্রীতি—জন্মে তবে রাজা রাজড়ার মন কেমন বলতে পারি না। তা যাই বলুন মহারাজ! ও সকল ফুল গাছের চেয়ে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, জাম, জামরুল, পিচ, লিচু আর সাক কচুর গাছ হলে, বড় আনন্দের বিষয় হত। আহা! যদি এই সকল গাছই থাক্‌তো তা হলে কি শর্ম্মারাম রুক্ষ পেটে খালি হাতে ফিরে যান্? (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

(পুনঃরায় কোকিলের স্বর)[৩]

রাজা।—ওহে সে সকল গাছও ত আছে।

প্রিয়।—আছে ত বটে, কিন্তু কাজে পাই কৈ? এ বাগানে যেমন প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এসে পড়েন, সেও ত আপনারই বাগান, কৈ জন্মাবচ্ছিন্নে ত একদিনও পদার্পণ করতে দেখলুম না। তা সেখানে যাবেন কেন, ফুল গাছেই যে আপনারে খেয়েছে।

রাজা।—বয়স্য! দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমল মালা কেমন ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধু গন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে।

(নিকটস্থ সিমূল[৪] বৃক্ষ হইতে কোকিলের স্বর)[৫]

প্রিয়।—(চমকিত) ও কি ডাকে? মহারাজ! ও কি?—

রাজা।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আরে ভয় কি? ও যে কোকিল। বসন্তকালের কোকিলের ডাক কি শুন নাই?

প্রিয়।—(নিতান্ত আগ্রহে) মহারাজ! অনুগ্রহ করে যে গাছে ডাকছে, সেই গাছটি আর পাখীটি আমায় চিনিয়ে দিন।

রাজা।—(অঙ্গুলির দ্বারা দর্শান) ঐ দেখ, শিমূল বৃক্ষ দেখছ, যার পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়ে লোহিত বর্ণ সূর্য্যকেও লজ্জা দিচ্ছে; সেই বৃক্ষের দক্ষিণ শাখায় বসে পাখীটি ডাক্‌ছে। দেখেছ?

প্রিয়।—(আনন্দ রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া)—দেখেচি দেখেচি, ও ত এ দেশী কাগ মহারাজ।

রাজা।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) কাকই বটে! তোমাকে সাক্ষাৎ বাচস্পতি বোল্লেই হয়। যা হোক্ ফল ফুলে সমস্ত বৃক্ষ কেমন মানিয়েছে। বসন্ত কালটি কি মনোহর!

প্রিয়।—মহারাজ! এই সব দেখে আমারও মন যেন খুসী হলো। আমি আর থাক্‌তে পারি না অনুমতি করেন ত একটা গান গাই।

২। শুঁকলেও; ৩। বোধ হয় লেখকের অনধাবনতাবশতঃ নাট্যনির্দেশনার এই অংশ পরবর্তী অংশের সাথে বদল করেছে। ৪। শিমূল; ৫। ৩নং পাদটীকা দেখুন।

রাজা।—আচ্ছা। তাতে আর আপত্তি কি?

প্রিয়।—(গানারম্ভ)

রাগিনী জংলা,—তালজৎ।

কোথায় রহিল আমার যতনের ধনরে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

তারে নারে নারেরে।

মনে হলো না। পেটে কিছু নাই ছাই মনে হবে কি?

—সে যতনের ধনরে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি,—

রাজা।—হে নটবর ব্যাপার কি?

প্রিয়।—কৈ কিছুই নয়।—

যার লাগি ঘর ছাড়ি কোথায় না যাইরে।

হেরিয়ে কুসুম বন, মন হল উচাটন,

কোকিলের স্বরে প্রাণ, আর—

মহারাজ!—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদর খালি রয়েছেন, এতে কি আর গান মনে হয়, ক্ষুধা হলে কথা আড়িয়ে যায় তার আবার গান—

রাজা।—না—না বেশ গেয়েছ। অতি উত্তম হয়েছে। চমৎকার গেয়েছ।

প্রিয়।—আমিও ভালই গেয়েছি। আপনি এর অর্থ বুঝেছেন?

রাজা।—বুঝবো না কেন?

প্রিয়।—না, আপনি কখনই বুঝতে পারেন নি, যদি এর অর্থ বুঝতেন তা হলে কি আর এই সুখ সময়ে স্ত্রী বিহীন হয়ে একা থাকতেন? আমি প্রায় বৎসরাবধি বল্‌ছি যে, মহারাজ বিয়ে করুন—বিয়ে করুন। আপনিও সুখী হবেন, শর্ম্মাও পেটটি পুরে আহারটি করবেন!

রাজা।—তুমি পাগল হয়েছ! আমার কি আর বিবাহের সময় আছে। নরেন্দ্র পূর্ণ বয়স্ক হয়েছেন, তারই বিবাহ দিতে মনস্থ করেছি। এতেই তো তোমার আহারের যোগাড় হচ্ছে।

প্রিয়।—সে ত গড়ানই রয়েছে। ছেলে থাকলেই বিয়ে দিতে হয়। দশ জনার আশীর্ব্বাদও লইতে হয়। আপনি বিয়ে কল্লে ছাই মনেও হয় না। একেবারে ছক্কা পাঞ্জা মেরে নিতুম। রাজ বিয়ে খেতে খেতেই যুবরাজের বিয়ের পালা আস্‌তো।

রাজা।—না হে, আর বিবাহ কোর্‌তে বাসনা নাই। এ বয়সে বিবাহ কোল্লে দেশ শুদ্ধ লোকে আমায় নিন্দা কোরবে।

প্রিয়।—ফেলে রাখুন নিন্দে কার নিন্দা কার কাছে। আপনি বাঁচলে—বাপ মায়ের নাম—লোকের নিন্দায় কি হয়। নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে কতক্ষণ লাগে। আজকাল যথার্থ বাদী উচিত বক্তা কে আছে মহারাজ? যিনি একটু মাথা তুলবেন, রাজবিধি খাটাতে হবে না শাসন দণ্ডের সাহায্য লইতে হবে না। সেই খেউ খেউ হেউ হেউ রবের সঙ্গে ২ কিছু রসাল গোচের (দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া) ফেলে দিলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভার শর্ম্মার[৬]—

রাজা।—তাত মান্‌লেম। বয়সের কি? এ বয়েসে কি আর বিবাহ সাজে?

প্রিয়।—সে কি মহারাজ? বলেন কি? কিসের বয়েস! আপনার চুল পেকেছে? কৈ? আমি ত একটিও পাকা দেখ্‌তে পাই না। একটিও ত কাল হয় নাই। যেমন শাদা, তেমনি ধব ধব কোরছে। তবে আপনি বিয়ে কোরবেন না কেন? কিসের বয়েস? আপনার যে বয়েস এর চেয়ে কত অধিক বয়েসে কত শত লোক বিয়ে কোরে বংশ রক্ষা কোরছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে, স্ত্রী মলে ঘর শূন্য হয়। আপনার কোটা ঘর বলে কি আর শূন্য হবে না? আমি যোড় হাতে বোলছি মহারাজ বিয়ে করুন। আপনিও সুখী হবেন, গরীব বামুনের ছেলেও পেট ভরে খেতে পাবে।

রাজা।—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওহে, মনে কর যেন আমার বিবাহ কোর্ত্তে ইচ্ছাই হলো, উপযুক্ত পাত্রী কোথা পাব?

প্রিয়।— মহারাজ কি কথাই বল্লেন। হাঁসী রাখবার স্থান আর নাই। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকলে বুদ্ধির স্থির থাকে না। মহারাজ যত্ন করলে কিনা হয়? যত্ন কোরে লোকে! সাগর থেকেও মাণিক মুক্তা তোলে, আর একটা মেয়ে পাওয়া যাবে না? এত তুচ্ছ কথা। আর মহারাজ, চির কালটা রাজা রাজড়ার সহবাসেই কাটালেম, আগা গোড়া বেঁধে বড় লোকের কাছে কথা বোলতে হয়, তা আমি বেস[৭] জানি। শর্ম্মা কি তার যোগাড় না কোরে প্রকাশ করেছেন?

রাজা।—কি রকম যোগাড়?

প্রিয়।— মহারাজ! অভাব কি? আপনার যে রাণী মরে গেছেন অবিকল সেই রকম মেয়ে পাওয়া গেছে বরং তার চেয়ে সরস বৈ নিরস হবে না।

রাজা।—তবু কোথায়?

প্রিয়।— মহারাজ! মনে পড়ে? সেই আপনি একদিন নগর ভ্রমণে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বরণ[৮] হয়? আমি কত কৌশলে আপনারে দেখিয়েছিলুম। আপনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থির ভাবে দেখতে দেখতে বোল্লেন, এই কমলটি

৬। শর্ম্মার, ৭। বেশ; ৮। স্মরণ।

প্রস্ফুটিত হয়ে যে মহাত্মার হস্তে পোড়বে তিনিই জগতে সুখী, তারই জীবন সার্থক। মনে পড়ে?—ঐ যে—

রাজা।—হাঁ হাঁ, মনে হয়েছে। সে কি রকমে হবে?

প্রিয়।— হা! হা! কি রকমে হবে এই বুদ্ধিটুকু এখন রাজ রাজেশ্বরের মাথায় নাই। হায়রে গৃহলক্ষ্মী মহারাজ! আপনি অনুমতি কোল্লে আবার হবে না, অধীনে থেকে তার এত ক্ষমতা যে মহারাজের সঙ্গে বিয়ে দেবে না?

রাজা।—মহারাজ হলে কি হবে? তার বয়স অতি অল্প, তার মা বাপ স্বীকার হবে কেন?

প্রিয়ে।—মহারাজ বুঝেছি। আর বলতে হবে না, মাতৃ পিতৃ বিয়োগে আজীবন দুর্দ্দশা—রাজ-মস্তক স্ত্রী বিয়োগ ভারে অবনত। বুদ্ধির বিপর্য্যয়। হায়রে লক্ষ্মী! হায়রে গৃহলক্ষ্মী! গৃহ ভূষণ। কি পরিতাপ কি পরিতাপ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের মতিভ্রম। মহারাজ! আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলেন কি? প্রস্তাব মাত্রে সম্মত। যদি না হয় তবে গলার এ সাদা সুত আর গলায় রাখবো না ছিড়ে অগ্নিদেবে উপহার দিয়া যা ইচ্ছা তাই করবো।

রাজা।—তবে তুমিই কেন ঘটকালী কর না? ঘটকালী পাবে।

প্রিয়।—(হাস্য মুখে) মহারাজ! আমি কিছুই চাই না। আমি আপনার (পেটে হাত দিয়া) এই হলেই হয়।

রাজা।—আচ্ছা তাই হবে।

প্রিয়।—তবে শর্ম্মা রায় চল্লেন। (প্রস্থান)

রাজা।—(স্বগত) যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। এ দিকে প্রিয়ম্বদও আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। কি করি-যদি প্রিয়ম্বদ কৃতকার্য্যই হয়; তবে বিশেষ গোপনে এ কার্য্য সম্পন্ন করা চাই এ বয়সে আর লোক জানাজানি করে আবশ্যক নাই। যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হতে হতে যদি এ দিকে ঘটে যায়, তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, কার মেয়ে তার জীবনের ভার হয়েছে যে দেখে শুনে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে।—কপালে কি আছে বলা যায় না। (প্রস্থান)

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ভোজপুর—বসন্ত কুমারীর—বাসগৃহ

বসন্তকুমারী।—(শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে ২) হায়! কোথা গেল? এত কথা এত ভালবাসা এত প্রেম, শেযে সকলি ফাঁকি। শুধু ফাঁকি নয়—প্রাণ মারিয়া ফাঁকি! কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! না—না তাই বা বলি কিসে? ধর্ম্ম সাক্ষী করে

কণ্ঠহার বদল হয়েছে, (হারের প্রতি চাহিয়া) একি? কি সর্ব্বনাশ! এ কার হার? এ হার কার? এ যে আমারই হার। কথা কি? হায়! হায়! এর অর্থ কি? না না আমি দেখিলাম কি? একি স্বপ্ন? না না তাই বা কি করে হয়। আমি স্বহস্তে তাঁর গলায় হার পরাইয়াছি। তিনিও তাঁর গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়েছেন। সে হার কৈ? এযে আমারই হার। (কণ্ঠে হার খুলিয়া) এই যে আমারই হার আমার গলায় এ হার কেন? তবে কি যথার্থই স্বপ্ন না চিত্ত বিকার। অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম না। আমার চক্ষুও বন্দ[1] ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, কথা বলেছি, কথা শুনেছি; কাছে বসেছি, স্বপ্নে কি এত কথা হয়, এত ভালবাসা জন্মে, আর এত ভাল দেখায়। হা! নাথ! কোথা গেলে?

(বসন্ত কুমারীর পশ্চাদ দিকের দ্বার দিয়া মালার প্রবেশ এবং নিঃশব্দে দণ্ডায়মান)

হায় হায়! এত কথা সকলি মিছে হলো। সত্য সত্যই কি স্বপ্ন? (কণ্ঠ হার দূরে নিক্ষেপ) এ হার আর গলায় পরবো না, না তা হবে না হার আমার যতনের, এ হার আমার আদরের, যে পবিত্র গলায় উঠেছিল, স্পর্শ গুণে হারও পবিত্র হয়েছে, এ হার আজীবন আদরে গলায় রাখব। (হার আনিয়া পুনরায় কণ্ঠে ধারণ এবং পূর্ব্ববৎ উপবেশন) আমার একি হলো। আর সহ্য হয় না। কেন হৃদয়ে আঘাত লাগে? কেন প্রাণ কাঁন্দিয়া উঠে। একি জ্বালা। হায়! হায়! কেন চক্ষু—(অধোবদনে চিন্তা এবং মেঘমালা অতি সাবধানে বসন্ত কুমারীর পশ্চাদ হইতে যাইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ)

বসন্ত।—(চমকিত ভাবে) আর কেন জ্বালাও দু খানি পায় ধরি, অবলা, বালা, অন্তরে আর আঘাত দিও না।—নাথ! আমি বালিকা এ চাতুরীর মর্ম্ম কি বুঝব। (মেঘমালা বসন্ত কুমারীর চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে আগমন বসন্ত কুমারীর—রোষ ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ লজ্জায় অধোবদনে চিন্তা)

মেঘমালা।—(নিকটে বসিয়া)

ও সখি কেন ২ অধোবদনে।
কি কথা হল কারই সনে॥
ছল ছল দুটী আঁখি,
ভাবিছ কি বিধু মুখী,
বল, বলো, প্রাণ সখী।
কি আছে মনে॥

১। বন্ধ

(চিবুক ধরিয়া) ও সখি কেন অধঃবদনে। কি হয়েছে? সৈ তোমার দু খানি পায় ধরি, বল কি হয়েছে। (পায়ে ধরিতে উদ্যত)

বসন্ত।—আমার কিছু হয় নাই। আমি তোমার পায় ধবি, তুমি আমার মাথা খাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

মেঘ।—কি বিরক্ত কল্লুম ভাই? বিরক্তের মধ্যে একটি সামান্য গান গেয়েছি। আর এই কাছে বসে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি কি হয়েছে? এতেই কি বিরক্ত করা হলো?

বসন্ত।—(বিরক্তির সহিত) আমি তোমার গান শুনতে ইচ্ছা করি না। কথা শুনতে ভালবাসি না। তোমার পায় ধরি তুমি আমাকে ক্ষমা কর—রক্ষা কর। (পুররক্ষিণী[২] প্রবেশ এবং রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া যোড় করো)—মহারাজ! আপনাকে দেখতে আসছেন।

বসন্ত।—আস্‌ছেন ভালই।

(রাজা বিজয় সিংহের প্রবেশ এবং পুর রক্ষিণীর প্রস্থান)

বসন্ত কুমারী মেঘমালা উভয়ে শশব্যস্তে উঠিয়া রাজচরণ বন্দন এবং নত শিরে দণ্ডায়মান)

রাজা।—(বসন্ত কুমারীর প্রতি) মা! আমি তোমার দাসীর মুখে শুনলেম, কি অসুখ হয়েছে মা?

বসন্ত।—(মৃদু স্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই।

মেঘমালা।—(নম্র ভাবে) অসুখ হয় নাই কি কথা? যা কখনও দেখি নাই তাই দেখ্‌ছি, একি অসুখ নয়?

রাজা।—(মেঘমালার প্রতি চাহিয়া) মা কি দেখ্‌ছ? অসুখের কি লক্ষণ দেখালে মা?

মেঘমালা।—আপনি সখির, মুখের ভাব, কথার আভাষ, চক্ষের চাউনি দেখে কি বুঝতে পাচ্ছেন না। আমার কথার বিরক্ত, আমাকে মনের বলি? একি দেখ্‌তে অনিচ্ছা—ইহাতে কি বলি? একি মনের বিকার নয়? একি অসুখের লক্ষণ নয়? বিপদের আশঙ্কা নয়?

রাজা।—(বসন্তকুমারীর আপাদ-মস্তক দৃষ্টি করিয়া স্নেহসহকারে বলিলেন) মা তুমি আমার সর্ব্বস্ব ভোজপুর রাজ-বংশে তুমিই একমাত্র মণি, মা যথার্থ কথা বলো তোমার কি অসুখ হয়েছে?

বসন্ত।—(মহারাজেব পায় ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই।

২। রক্ষিণীর

রাজা।—কোন অসুখ হয় নাই, তবে একি মা? তোমার চক্ষে জল কেন? তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার সেই এক প্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির মন কেন মা? তোমার অভাব কি? তুমি আমার একমাত্র কন্যা এ রাজ্য ধন, সকলি তোমার। তোমার মনে কোন দুঃখের কারণ না হইলে চক্ষে জল আসিবে কেন মা! আমার যে একটু সন্দেহ ছিল তা মেঘমালার কথায় আর নাই। মা! তোমার মনের কথা বলো। কোন দাসী কি অন্য কেহ তোমাকে কিছু বলে থাকে, কি তোমার অবাধ্য হয়ে থাকে, তোমাকে অবজ্ঞা করে থাকে, বল এখনই তাহার সমুচিত সাস্তি[৩] বিধান কচ্ছি।

বসন্ত।—(কাঁন্দিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই। আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই! কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই। আমার মনেও কোন কষ্ট হয় নাই। (ক্রন্দন)

রাজা।—মা! বৃদ্ধ বয়সে আর আমার অন্তরে ব্যথা দিও না মা! তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্টভাবে বল। যে প্রকার অসুখই হয়ে থাকে গোপন করো না। মা, আমি তোমার পিতা, আমার কাছে মিথ্যা বলিলে মহাপাপ, তুমি অবোধ নও। মনের কথা বল। বৈদ্য, গণক, রাজপুরীতে সকলি উপস্থিত আছেন। কোন প্রকার লোকের অভাব নাই। এই মুহূর্তেই তাঁহাদিগকে আনিয়ে তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিতেছি।

বসন্ত।—পিতঃ আমার কোন পীড়া হয় নাই। বৈদ্য, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই। আমার কোন প্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই। আমি—(ক্রন্দন)

রাজা।—(সজল নয়নে) হা! এ পুরীর আর মঙ্গল নাই। রাজ লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে; (মেঘমালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হয়েছে। উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ।

মেঘ।—আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছিনা।

রাজা।—মা তুমি বসন্তের কাছ ছাড়া হওনা। আমি মন্দ্রির সহিত পরামর্শ করে বৈদ্য, জ্যোতির্ব্বিদ, রোজা সংগ্রহ করে এখনি আসছি। সাবধান বসন্তের কাছ ছাড়া হওনা। মা আমার বসন্তের কেউ নাই!

(রাজার প্রস্থান)

মেঘ।—সৈ, সে দে —সে দে[৪]—গান শুনেছ। কত মাথার কিরে দিয়ে কথা বলিয়েছ। আজ আমি মিনতি করে তোমায় শুনাতে চাচ্ছি তুমি শুনবে না! একি কথা? আর সখি আমি তোমার বাল্যকালের সখি, আমার কাছে এত গোপন কেন? কি হয়েছে।—কার জন্যে এত,

---

৩। শাস্তি , ৪। সেধে সেধে।

বসন্ত।—দেখ ভাই। আমার মন ভাল নাই তুমি আমায় ক্ষমা করো। কোন কথা আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।

মেঘ।—আর একটি গান করছি।—

বসন্ত।—না সখি আমি বিনয় করে বলছি। তোমার গানে আমার মন আরো—

(হাসিতে হাসিতে বসন্তকুমারীর দাসীর প্রবেশ)

মেঘ।—ওলো তোর আবার কি হলো! এত হাসি কেন? হতভাগিনী স্থির হয়ে কথা বল্, কথা নাই বার্ত্তা নাই সুধুই[৫] হাসি। কথাটি কি!

দাসী।—(পুনরায় হাসি)

মেঘ।—(দাসীর হাত ধরিয়া) খেপি! আবার হাসবি তো মার খাবি। রাজকুমারীর অসুখ, তোর হাসি ধরে না।

দাসী।—(হাসিতে হাসিতে) ঐ অসুখের জন্যই তো গণক ঠাকুর গণে বলেছে। রাজ দরবারে কি কম লোক জুটেছে? রাজা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রির মুখে কথা ছিল না। এখন সকলেই হাসি খুসিতে আছেন।

মেঘ।—আরে ভেঙ্গে বল না আমিও একটু সুস্থির হই। সখিকেও সুস্থির করি।

দাসী।—(হাসিতে হাসিতে) না না আমি বলতে পার্‌বো না।

মেঘ।—(কৃত্রিম রোষে) তোকে বলতেই হবে। বল্‌বি না?

দাসী।—কিন্তু কানে কানে অথচ একটু সরে গিয়ে।

(মেঘমালার কাণে প্রকাশ এবং হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান)

মেঘ।—সখি জ্যোতিষ শাস্ত্র বড় কঠিন! কোন কথা গোপন রাখবার ক্ষমতা নাই সাত পুরুচর্ম্ম মাংস, অস্থির মাঝের কথা জ্যোতিযে প্রকাশ করে। ধরা পড়েছ, আর বলব কি? মনের কথা আমাকে বল্লে না। এখন রাজ সভায় কথা ভাঙ্গচুর হচ্ছে।

বসন্ত।—(মৃদুস্বরে) কি কথা সখি? কি কথার ভাঙ্গচুর হচ্ছে বল।

মেঘ।—তুমি বল্লে না। আমি বলব কেন?

বসন্ত।—তখনও পায়ে ধরেছি, এখনও পায় ধর্‌ছি বল।

মেঘ।—তুমি আমার সখী, প্রাণের সখী, বলছি ভেঙ্গে-চূরে বলছি কিন্তু একটু বিলম্বে।

বসন্ত।—না—না বিলম্ব সহ্য হয় না—এখনি বল।

মেঘ।—আর কি "ফুল ফুটীল"

৫। শুধুই

বসন্ত।—ও কি কথা যাও আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না কিসের ফুল ফুটিল।

মেঘ।—যে ফুল কুঁড়ি ছিল তাই ফোট ফোট হয়েছে শীঘ্রই ফুটবে চিন্তা নাই ওদিকে আয়োজনের আদেশ হয়েছে।

বসন্ত।—তুমি যা ইচ্ছা বলে যাও আমি শুনব না।

মেঘ।—আর বাঁকি রাখলে কি? আচ্ছা আমি চল্লেম।

(যাইতেই বসন্তকুমারী মেঘমালার বস্ত্র ধারণ) আর ধরাধরি কেন গণকে গুণে বলেছে সয়ম্বর[৬] সভায় ঘোষণা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে এখনও মন ভাল হয় নি—?

(মেঘমালা যাইতে উদ্যত বসন্তকুমারী মেঘমালার বস্ত্র ধরিয়া উভয়ে প্রস্থান)

পটবেক্ষশ

চতুর্থ রঙ্গভূমি

পথমধ্য

(জল কলস কক্ষে সরমা, এবং অন্যদিক হইতে বিমলার প্রবেশ)

সুরমা।—দিদি ভাল আছিস্ত। আজ যে ভারি ফিটফাট। সেজে গুজে কোথা গিয়েছিলে? আবার কি দিন ফিরেছে?

বিমলা।—(হাস্য মুখে) তুই যে অবাক কল্লি। দিন কাল নেই বলে সাধ নাই? দাঁত পড়ে, চুল পাকে কত লোকের, প্রাণ যেমন, তেমনই থাকে। লোকে নিন্দা করবে বলে বুড়ীরা ছুঁড়িদের মত সাজ গোজ করে না বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

সরমা।—দিদি। কাঞ্চনের ত কিছু হয় নাই?

বিমলা।—(মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।

সরমা।—ক মাস হলো?

বিমলা।—এই সেদিনে সাধ খেয়েছে।

সরমা।—ও মা! সে দিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল।

বিমলা।—এ কালে ছুঁড়ী বুড়ী কিছুই চেনা যায় না। আর এক কথা শুনেছ?

সরমা।—কি কথা দিদি?

৬। সয়ম্বর।

বিমলা।—বলবো কি কিছু, কি দিন হলো, শুনেছিলেম যে, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিয়ের আয়োজন হচ্চে, মহারাজ স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছেন।

সরমা।—হাঁ, আমিও শুনেছিলেম। দিদি! যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে নাই। রাজা রাজড়ার ঘরের ছেলে যে এমন লাজুক হয় তা বোন্ কখনও শুনিনি। পাড়া-পড়সীর মেয়ে ছেলে নজরে পোড়লে অমনি মাথাটি হেঁট কোরে চলে যান। এতবড় হয়েছেন, তবু উচু নজরে কারো পানে চান না।

বিমলা।—সে যাহা হোক, আমরা পাড়ায় পাড়ায় যুবরাজের বিয়ের কথাই বলাবলি কর্ত্তুম, সকলেই আশা কোরে রয়েছি যে যুবরাজের বিয়ে দেখবো। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনলেম, মহারাজ আপনিই বিয়ে কোরেছেন!

সরমা।--(আশ্চর্য্য হইয়া) অবাক! বলিস্ কিরে? (জল কলস কক্ষ হইতে নামাইয়া) দিদি বলিস কি?—মাইরি? বুড়ো রাজার বিয়ে হয়েছে?

বিমলা।—আমি কি মিছে বোলছি?

সরমা।—মাগো কোথা যাব! আমরা ত কিছুই টের পাইনি। যুবরাজের বিয়ে হবে, তাই জানি। এর মধ্যে বুড়োর বিয়ে হয়ে গেল! দিদি! তুই যা বল্লি, যথার্থ! এ কালে বুড়োও চেনা যায় না, ছেলেও চেনা যায় না। কৈ, রাজবাড়ীতেও ত কোনো ধূমধাম হয়নি।

বিমলা।—এ কাজটি চুপে চুপে সারা হয়েছে। ধূমধামে বিয়ে কোরতে অবশ্যই কিছু লজ্জা হয়, সেই বিবেচনা কোরেই বোধহয় কাকেও জানান নি।

সরমা।—(মুখ ভঙ্গী করিয়া) কি লজ্জা! আরে আমার লজ্জা! বিয়ে কোরে ঘরে আনতে পাল্লেন, তাতে লজ্জা হলো না, লোক জানলেই লজ্জা হতো! এ কথা গোপন থাকবে কিনা? ছি ছি! মহারাজ বড় অন্যায় কাজ কোরেছেন। এই বয়সে লজ্জার মাথা খেয়ে বর সাজলেন কি কোরে? চুলে গোঁফে বুঝি কলপ দিয়েছিলেন? ছি ছি! বড় লজ্জার কথা!

বিমলা।—আরো শোনো, আরো মজা আছে। সেইদিন শুনে নূতন রাজরানী দেখতে বড় সাধ গেল, তাই আজ দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়েছি। দেখতে বড় সুন্দরী, এলো চুলে বোসে সখীদের সঙ্গে কথা কোচ্চিলেন, চুলগুলি পিঠের উপর দে পোড়ে মাটীতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সে দিকে তাকাচ্ছেনও না। নাক কান আর সেই জোড়া ভুরুতে মুখখানি চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত [illegible] কোর্‌ছে। ঠিক ভুরুর মাঝখানে একটি ছোট টিপ কেটেছেন। থেকে থেকে চাঁদের আলো ফুটে সেইটী যেন তারার ন্যায় টিপটিপ কোরছে। চক্ষের ভাবভঙ্গী আর থেকে থেকে মুচকে মুচকে হাসি দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়েছি। ঠোঁট দুখানি জবা ফুলের মত লাল, দাঁতগুলি বড় পরিপাটি, কথাও বড়

মিষ্টি বয়স অতি অল্প, —এখনও ১৪ পেরোয়নি। রাজার সঙ্গে ছাইও মানায় নি। যদি যুবরাজের সঙ্গে এই বিবাহটি হতো, তা হলে সুখের সীমা থাকতো না। যেমন বর, ঠিক তেমনি কোনে মিলে যেতো।

সরমা।—ছি ছি! রাজাকে বিয়ে কোত্তে কে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিমলা।—রাজার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা পাগলা গোছের বামুণ থাকে সেই নাকি এর ঘটক।

সরমা।—তার কি? সে পেটপুরে খেতে পেলেই বড় খুশী। রাজার তো চোক ছিল?

বিমলা।—চোক্ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়; তা ত আগেই বোলেছি।

সরমা।—দিদি! রাজার বিয়ে কোর্‌তে যদি এত সাধই হয়েছিল, কিছুদিন খুঁজে একটি বড় মেয়ে দেখে কেন বিয়ে কোল্লেন না? এ বিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ হবে। বুড়ো বয়সে অমন মেয়েকে বশে রাখা বড় ছোট কথা নয়। শত শত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, বয়সের মিল না হলে কোন কালেই মনের মিল হয় না। তুমি দেখো, রাজা আমাদের নতুন বৌয়ের মন যোগাতে যোগাতে একেবারে নাজেহাল হবেন। তবুও তার মন উঠবে না। রাজাই হোন, আর প্রজাই হোক্, যুবতী নারী ঘরে পুরে মুখ ফুটে বোল্‌তে পারবেন না যে, আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভালবাসে। যিনি একথা বলেন, তিনি পাগল।

বিমলা।—সত্যি কথা, বুড়ো বয়সে কখনই সোমত্ত মেয়ের ভালবাসা হওয়া যায় না। বুড়োরা কত কোরে মন যোগায়, তাতে কি সে ভোলে? সুধু কথায় কি হয়? পোড়া কপাল, কথা বোলতেও থু থু পড়ে।

(দূরে যুবরাজ নরেন্দ্র ও শরৎকুমারের প্রবেশ)

সরমা।—চুপ কর দিদি! চুপ কর। ঐ যুবরাজ আসছেন। মন্ত্রীপুত্র শরৎকুমারও সঙ্গে আছেন। আমরা যে সকল কথা বলাবলি করেছি, বোধ হয় আড়াল থেকে ওরা সকলই শুন্‌তে পেয়েছেন।

বিমলা।—(পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিয়া জিহ্বা দংশন এবং ঘোমটা দিয়ে বেগে প্রস্থান, সরমাও জল কলস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

শরৎ।—যুবরাজ! শুনলেন ত। পাড়ার মেয়ে দুটি কি বোলে গেল। সুধু আমিই যে বলি, তা নয়, মেয়েরাও মহারাজকে ধিক্কার দিচ্ছে। রাজ্যের অপর সাধারণ সকলেই মহারাজের নিন্দা কোচ্ছে।

নরেন্দ্র।—মিত্র! গুরুলোকের কথায় কথা কওয়া আমাদের ভাল দেখায় না, পিতা অবশ্যই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা কোরেই পুনরায় দার পরিগ্রহ কোরেছেন। সামান্য লোকে তার ভাব কি বুঝবে? আর আমরাই বা কি বুঝতে পারি?

শরৎ।—না, না, আমি যে কেবল বিবাহের জন্যেই বলছি তা নয়। দেখুন। অমাত্যগণ,

সভাসদগণ, প্রজাগণ, সকলেই মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, মহারাজ মাসাবধি রাজকার্য্য একবারে পরিত্যাগ কোরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় না। সিংহাসন শূন্য থাকলে যে, রাজ্যের কি দশা ঘটে, তা বুঝতেই পাচ্ছেন, দুর্জ্জনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য কোরে তাদের সর্ব্বস্বান্ত কোরেছে। কর্ম্মচারীরা খোলা মহল পেয়ে, দেদার লুট আরম্ভ কোরেছে। প্রভুত্ব প্রকাশ কোত্তে কেহই ত্রুটি কোরছে না। প্রজাগণ কাতর হয়ে, বিচারের প্রার্থনায় রাজ-বাটীতে প্রত্যহই আসছে; সমস্ত দিন অনাহারে থেকে ম্লান মুখে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জেনেছি, বিপক্ষ রাজারা যুদ্ধ-সজ্জার উপক্রম কোরছেন। রাজা সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা রাণীর মন্দিরে থাকেন, রাজকার্য্যে মনোযোগ নাই; দেশে ২ এই ঘোষণা হয়েছে। অন্য অন্য রাজারা মহারাজের রহস্য নিয়েই আমোদ কোরছেন।

নরেন্দ্র।—মিত্র! এতদূর হয়েছে?—আমি এর কিছুই শুনতে পাইনি। শুনবোই বা কি কোরে? আমি ত প্রায় মাসাবধি রাজধানীতে ছিলেম না।

শরৎ।—বড়ই অন্যায় হয়েছে।

নরেন্দ্র।—প্রধান মন্ত্রিবর কেন এ সকল বিষয় রাজাকে জানান না?

শরৎ।—মহারাজ সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁর নিকটে যেতে কারোও অনুমতি নাই।

নরেন্দ্র।—তবেই ত বিভ্রাট।

(কয়েকজন প্রজার প্রবেশ।)

১ প্রজা।—বলি ও বেয়াই! রাজা বেটা বুড়োকালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে গেছে। রাত দিন অন্তঃপুরেই থাকে; আর কদিন আসবো, প্রত্যহই আসছি যাচ্ছি, একদিনও বেরোয় না, তা বিচার কোরবে কি? যেতে আসতে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল। প্রত্যহ দিনের বেলা না খেয়ে থাকতে হয়, আর বাঁচি না। বেটা উচ্ছিন্ন যাক, এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের গোলাম, সে কি মানুষ?

২ প্রজা।—ওহে! তুমি বুঝতে পারো নি, রাজা কি সাধে ও রকম হয়েছেন? রাজা বুড়ো, রাণী কাঁচা, একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে, কাজেই পাগল হয়েছেন। বুড়ো বয়েসে বিয়ে কল্লে সকলেরই ঐ দশা হয়; তুমিও ত কিছু কিছু বুঝো।

১ প্রজা।—এত না।

২ প্রজা।—বড় লোকে আর ছোট লোকে অনেক তফাৎ।

১ প্রজা।—আরে ভাই থাম আমরা রাজার মত পাগল নই! সোনার চাঁদ ছেলে থাকতে নিজে বিয়ে কোরে বসলো। পাগলেও এমন করে না। বড় মানুষের দোষ নাই, আমাদের ছোট লোকের ঘরে হলে ঢাকে ঢোলে কাটী বাজতো।

২ প্রজা।—ঐ জন্যেই তো বোলছি, বড় লোকে যা করে, তাই শোভা পায়। (রাজপুত্রকে দেখিয়া) বেই![১] এই বারেই গেছি; আমরা যা যা বলেছি সকলই রাজার ছেলে শুনতে পেয়েছে।

(সভয়ে কম্পিত কলেবরে সকলের প্রণাম)

নরেন্দ্র।—বাপু! তোমরা কোথা গিয়েছিলে?

১ প্রজা।—কর্ত্তা! আমরা রাজার দরবারে নালিশ করেছি, কারও এক মাস, কারও দু'মাস যায়, তবুও বিচার হয় না। শুনতে পাই যে, তিনি অন্দরে আছেন। রোজ রোজ হাঁটা হাঁটি কোরে আমরা সারা হলেম। সারাদিন না খেয়ে এই সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে যাচ্ছি, আমাদের দুঃখের সীমা নাই। আপনি রাজা হলে আমরা বাঁচি।

নরেন্দ্র।—বাপু সকল! (হস্ত বাড়াইয়া) আমি এই কয়েকটি টাকা দিচ্ছি, তোমরা জল খাওগে।

প্রজা।—(হস্ত বাড়াইয়া টাকা গ্রহণ) যুবরাজের জয় হউক—যুবরাজের জয় হউক।

(যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার ও শরৎ কুমারের প্রস্থান। এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে আপন ২ টাকা কাপড়ে বান্দিতে ২ গান)

এমন বিচারক রাজার রাজ্যে মরি অবিচারে।
আমাদের ভাই সাধ্য নাই,
আমরা রাজার কাছে যাই,
বলি সব মনের কথা দুটী পায় ধরে॥
বিড়াল কুকুর শৃগাল মত, বধে প্রাণ বলব কত,
জোরে ধরে নিয়ে কার, সর্ব্বনাশ করে॥
আমাদের রক্ষা হেতু, আছে যত ধূমকেতু
মন যোগালে মনের মত পেলে তারা সকলি পারে।
যার যা ইচ্ছা সে তাই করে,
ওরে রাজা থাকতে প্রজা মরে, হায়! হায়!
এ দুঃখের কথা আমরা বলি কারে॥

(সকলের প্রস্থান)

১। বেয়াই

পঞ্চম রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর।—রেবতীর শয়ন-মন্দির।

(রেবতী ও মালতী আসিনা)

রেবতী।—(হস্তে দর্পণ লইয়া) মালতি! দেখ্ দেখি, আজ কেমন বেশ কোরেচি। ভাল হয় নি?

মালতী।—বেশ হয়েছে। রাজা একেই পাগল হয়েছেন, আবার এই নূতন সাজগোজ দেখ্‌লে ঘর থেকে আর নোড়্‌বেন না। বাছা! তুমি আচ্ছা মেয়ে জন্মেছিলে। রাজা বীরেন্দ্রের নাম শুন্‌লে ভয়ে মাটী কেঁপে উঠে, সে বীরকে একেবারে মাটী কোরে ফেলেছ। সাবাস মেয়ে জন্মেছিলে!

রেবতী।—(দর্পণ ফেলিয়া) রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলাতে পারেন নি। তিনি আমায় না দেখে এক নিমিষ স্থির থাক্‌তে পারেন না, কিন্তু আমার তা নয়, সে মুখ নজরে পোড়লেই যেন গায়ে ঝেঁটার বাড়ী পড়ে। মন যারে ভালবাসে না, চোক তারে ভালবাস্‌বে কেন? এ তো আমারি চোক্।

মালতী।—এদিকে তো বড় মিল দেখা যায়।

রেবতী।—তুই যেমন মিল দেখতে পাস, কিসের মিল? হেসে হেসে দুটো মিষ্টি কথা বলি, তাতেই কি মিল হলো। মুখে মিল থাক্‌লে কি হয়, মনে যে মেলে না।

মালতী—মিল কোর্‌তে কতক্ষণ লাগে? কোল্লেই পারো।

রেবতী—পোড়া কপালি! তুই কিছুই বুঝিস নে, মিল কি কথায় হয়? মনে মনে মিল্লেই তবে মিল হয়। বোলতে হাসিও আসে, কান্নাও পায়, তার সঙ্গে আমার মনের মিল কেন হবে? তার যৌবন অবস্থা মধ্যম অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে, আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন? আমিই বা তাকে ভাল বাসবো কেন? মণি মুক্তা আর ভাল ভাল গয়না ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়, ভালবাসার অঙ্গ অনেক। তবে মা বাপে জোর কোরে ধোরে রাজ-রাণী কোরে দিয়েছেন, ভেবেছেন, আমি সুখী হলে তাঁরা সুখে থাকবেন, তাঁরা ভাগ্যবন্ত হবেন, রাজার কুটুম্ব বোলে সমাজে আদর পাবেন। বাবা মহারাজের শ্বশুর, নিজ ক্ষমতাতেই উচ্চাসনে বসে চার পাসে নজর কোরবেন, মনে ভাববেন যে, সকলেই আমাকে নজর করে। মা ত একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন, রাজার শাশুড়ী হয়েছি, আর ভাবনা কি? সকলেই সুখের ভাগী হলেন, হতভাগিনীই কেবল চির দুঃখিনী হলো! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

মালতি! আমি যে যাতনা ভোগ করছি, তা সেই ভগবানই জানেন। অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখেছিলেন তাই হয়েছে, তা বোলে আর দুঃখ কোল্লে কি হবে?

মালতী।—রাজমহিষি! আর দুঃখ কোরো না। কেবল আপনারই যে, ওরকম হয়েছে, তাও নয়, অনেকেরি এই দশা!

রেবতী।—না না, আমার মত হতভাগিনী আর কেউ নাই। আমি যেমন জ্বোলছি, শত্রুও যেন এমন না জ্বলে।

মালতী।—তা যাই বল, রাজা কিন্তু তোমায় বড় ভালবাসেন,—প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন। শুনেছিলাম, যুবরাজকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল কোরতেন না, তোমায় বিয়ে কোরে অবধি তাঁকে মনেও করেন না, একটিবার নামও করেন না।

রেবতী।—(ব্যস্ত ভাবে চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া) মালতি! ভাল কথা মনে করেছিস্। নরেন্দ্রকে, যে কথা বল্‌তে বলেছিলুম, বলেছিলি ত?

মালতী।—তুমি যে কথা বল্‌তে বলেছিলে, আমি তার দশগুন বাড়িয়ে বলেছি, তিনি শুনে দুটি চক্ষু পাকল করে আমার পানে চেয়ে রইলেন। আমি সেই ভাব ভক্তি দেখেই পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কল্লেম। মাগো! ও আমার কাজ নয়।

রেবতী।—(চক্ষু হইলে জল পতন) এখন চক্ষে জল পড়ছে, যখন যুবরাজকে এক দৃষ্টে দেখেছিলি, তখন আগ্ পাছ ছিল না। মালতি! যুবরাজকে সেই অবধি দেখে আহার নিদ্রা কিছুতেই সুখ নাই। সর্ব্বদাই যেন সেই কথা মনে পড়ে; তুই আজ আবার যা, আমার এই যেন সেই কথা মনে পড়ে তুই আজ আবার যা, আমার এই সব দুঃখের কথা ভাল করে বোল্‌গে।

মালতী।—না না, আমি আর যেতে পারবো না, আমায় ওসব কথা বলো না, রাজকুমারের চোক দেখলেই ভয়ে আমার গা কাঁপতে থাকে। আমি কি আর তাঁর কাছে যাই? গেলেই বা কি হবে? তিনি তোমার নামও শুন্তে পারেন না।

রেবতী।—(দুঃখিত স্বরে) আমিই যেন তারে দেখে একেবারে পাগল হয়েছি, তিনি ত আমায় দেখেন নি, চার চোক একত্র হলে তবে বোঝা যাবে। মনের কি ভাব, তাও জানা যাবে। হায়! পিতা মাতার যথার্থই চক্ষু ছিল না। রাজাকে চোখে দেখতে পেলেন, আর যুবরাজকে চোখে দেখতে পেলেন না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যুবরাজ! তুমিই আমার হয়েছিলে! যুবরাজ তুমিই আমার—

(রাজার প্রবেশ)

রেবতী—(ত্রস্তভাবে চক্ষের জল মুছিয়া হাস্য মুখে) এই যেতে যেতেই যে ফিরেছেন?

বীরেন্দ্র—কেন?

রেবতী—আবার কেন? মাসান্তরে যদি বা দরবারে গিয়েছিলেন, মুহূর্ত্তকাল অতীত না হতেই আবার এলেন?

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে! কেন যে এলেম,—শেষে বোল্‌বো। আজ যে চমৎকার রূপ দেখতে পাচ্ছি? আজ অমানিশা, আকাশে চন্দ্র নাই, কিন্তু আমার গৃহে এককালে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয়। আমি যথার্থই আজ তোমায় যেন পূর্ণ চন্দ্র দেখ্‌ছি! বেশ মানিয়েছে।

রেবতী—মানিয়েছে, ভাল হয়েছে। তোমায় আর ঠাট্টা কোত্তে হবে না। আমি একটা মানুষ, আমায় আবার মানিয়েছে, ওসব পূরণ[১] কথা ভাল লাগে না, যেতে যেতে ফিরে এলে কেন, তাই বলো।

বীরেন্দ্র।—তুমি কি পাগল হয়েছ। দেহ কি কখনও আত্মা ছেড়ে থাকতে পারে? না ছায়াই কখনও কায়ার অন্তর হতে পারে? অলি কি কখন নব কলি ফেলে থাকতে পারে? দেখ প্রিয়ে চকোর কি করে সুধাকরের পূর্ণ কলেবর হেরে সুধা পানে বঞ্চিত থাকবে? তুমি জেনেও আজ ভুলছো! আর কেই বা না জানে যে, বারি বিহনে যেমন মীন বাঁচে না, তেমনি তোমা বিহনে আমি বাঁচি না। আর এও কি কখনও হয় যে, সর্ব্বস্ব ধন রেবতী, বীরেন্দ্র তারে নয়নের অন্তরাল কোরে দরবারে বসে থাকবে?

রেবতী।—যাও যাও, আর বাড়িও না, মাথা খাও, আর জ্বালিও না। (মৃদু হাস্যে) ও মুখে অত ভাল লাগে না। মিনতি করে বলছি, দরবারে যাও।

বীরেন্দ্র।—আজ আবার দরবার? যে দরবার পেয়েছি, এর কাছে আবার দরবার?

রেবতী।—তুমি যাই কেন বল না, দেশ শুদ্ধ লোক আমারই নিন্দা করে। তারা এই কথা বলে, রাজা নূতন রাণীর কাছে একেবারে চাকরের মতন রয়েছেন, রাণী যা বলেন, তাই করেন। ক্ষণকালও রাণীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। রাজ কার্য্য নাই, কারো সঙ্গে আলাপ নাই, দেখা নাই, দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই রাণীর চরণ সেবা কচ্ছেন! ছি ছি! বড় লজ্জার কথা।

বীরেন্দ্র! —এতে আবার তোমার লজ্জা কি? এ লজ্জা এক প্রকার আমাকেই অর্শে। যা হোক, তাতেই বা ক্ষতি কি? এমন রূপবতী সতী যার ঘরে, তার চিন্তা কি? ছাই রাজ্য থাক্ বা যাক তাতেই বা ক্ষতি কি? তাদের কি চক্ষু নাই,

---

১। পুরাতন অর্থে

তাদের কি কর্ণও নাই,—কখন কার মুখে শুনেও নাই যে, তৃতীয়ার চন্দ্র তার ললাটের সমতুল হতে পারে না। আর অনেকেই বোলে থাকে যে, স্ত্রী জাতির ভ্রু ভঙ্গী দেখেই ইন্দ্রধনু গগনাশ্রয় করেছে, তা আমিও স্বীকার করি। এখনও যে, বৃষ্টিজলে সূর্য্য কিরণ পড়্‌লেই সুখময় ইন্দ্রধনু[২] দেখা পাওয়া যায়, সেটিও যথার্থ। কিন্তু বিনা মেঘে বিনা সূর্য্যে তৃতীয়ার চন্দ্র কিরণে একেবারে যে যুগল রামধনু সর্ব্বদা বিরাজ কচ্ছে, তা কি তারা শুনেও নাই? (রেবতীর নয়নের নিকট হস্ত লইয়া) এই নয়নের ঈর্ষাতে কুরঙ্গিনী যে বন বাসিনী হয়েছে, তা কে না জানে? এই দন্তের আভা হেরে সে দামিনী অভিমানিনী হয়ে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে, তবু তোমার মৃদু হাসিতে দন্তরাজী ক্ষণে ক্ষণে হেরে সময় সময় ক্ষণপ্রভা রূপে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিয়েও ত স্থির নাই। তারা যাই কেন বলুক না, আমি এ মুখে এ নাসার তুলনা তিল ফুলের সঙ্গে দিব না।—হা! সকলেই কি অন্ধ হয়েছে? যার চিকুরের শোভা দেখে কাদম্বিনী ভয়ে যে, কোথায় পালাবে, তারই স্থান উদ্দেশে একবার পূর্ব্বে, একবার উত্তরে, একবার পশ্চিমে, শেষে নিরুপায় হয়ে বৃষ্টিচ্ছলে আনন্দ, শিলাচ্ছলে অঙ্গ বিসর্জন করছে; যথার্থই তারা অন্ধ। যার কটির শোভায় পশুরাজ হরি মানভয়ে কোন স্থানে আশ্রয় স্থান না পেয়ে শেষে যে পদের আশ্রয় নিলে কাহারও ভয় থাকে না, একেবারে সেই অভয়ার পদাশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমার গৃহে এইরূপ রূপ মাধুরী রমণী থাকতে কি প্রকারে তার চক্ষের আড়াল হতে পারি? ক্ষণকাল আমার নয়নের অন্তর হলে চতুর্দিকে যেন অন্ধকার বোধ হয়। কাজেই প্রিয়ে তোমায় সম্মুখে তোমারি ঐ লোহিত বর্ণ ওষ্ঠ দুখানির প্রতি চেয়ে থাকি। পূর্ব্বে নরেন্দ্র ক্ষণকাল চক্ষের আড়াল হলে যেমন কষ্ট বোধ হতো, তুমি চক্ষের আড়াল হলে, তার চেয়ে এখন শতগুণ কষ্ট বোধ হয়।

রেবতী।—(অবগুণ্ঠন খুলিয়া) নাথ! তোমার বিবেচনা নাই। দেখ দেখি, আমি তোমায় কদিন বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্র কুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই সাধ গেছে। আমার গর্ভজাতই না হলো, আপনার সন্তান ত, তা মহারাজ! আমাকেও আপনার মত দেখতে হয়। একটি বার কি দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে ত?

বীরেন্দ্র।—প্রিয়ে তুমি নরেন্দ্রকে দেখবে, তাতে আমার অনুমতি কি? তার মা নাই, তুমি আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ কর, তা হলে নরেন্দ্রও তোমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে, দেশশুদ্ধ লোকেও তোমার সুখ্যাতি করবে। সকলের মনে বিশ্বাস আছে যে, নারী জাতি স্বপত্নী পুত্রের পরম শত্রু, তাকে একেবারে চক্ষুঃশূল জ্ঞান করে,

---

২। ইন্দ্রধনুর

তুমি যদি নরেন্দ্রের প্রতি জননীর ন্যায় ব্যবহার কর, তা হলে লোকের মনে কোন সন্দেহ থাক্‌বে না।

রেবতী।—মহারাজ! আমি বুঝি। —ছেলে বেলা থেকে অনেক বই পড়েছি, তাতে হিত কথাও অনেক দেখেছি, যে যেমন পাত্র, তারে তেমনি আদর কোত্তেও শিখেছি। আপনার পুত্র ত, আমার গর্ভেই না হলো, তাইতে কি আমি তার স্নেহ কোরবো না, ভাল বাসবো না?—কেমন কথা বোলছেন?

রাজা।—(ব্যস্ত হইয়া) না না আমি তোমায় বলছি না, তবে যুগ যুগান্তরে এইরূপ হয়।

রেবতী।—মহারাজ! আপনি একবার যুবরাজকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠান।

রাজা।—কিন্তু এখানে প্রতিহারী ত কেউ নাই।

রেবতী।—মালতীই আজ আপনার প্রতিহারী।

রাজা।—আচ্ছা, মালতী! নরেন্দ্রকে একবার ডাক ত।

(মালতীর প্রস্থান)

রেবতী।—মহারাজ দেখুন! এখনও একটু বেলা আছে, কিন্তু রোদ নাই। সময়টি অতি মনোহর, বসন্ত কালের এই সময়টি সকলের পক্ষেই মনোহর, এই সময় একবার প্রমোদ-বনে গেলে হয় না?

রাজা।—না প্রিয়ে! নরেন্দ্রকে আসতে বলা হলো, হয় ত এখনই আসবেন, এখন আর প্রমোদ উদ্যানে গিয়ে কাজ নাই। চল, প্রদোষ গৃহে গিয়ে বসা যাক্‌।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ রঙ্গভূমি

(নরেন্দ্রকুমারের বিশ্রামগৃহ—যুবরাজ ও শরৎকুমার আসীন)

নরেন্দ্র। (—সংস্কৃত কাদম্বরী হস্তে অন্যমনস্ক)

শরৎ।—পড়।—তার পর কি হলো?

নরেন্দ্র।—(সমভাবে অন্যমনস্ক)

শরৎ।—কি যুবরাজ! হঠাৎ এমন হোলে যে? ওখানে এমন কি কথা আছে?

নরেন্দ্র।—(সচকিতে) কথা এমন কিছুই নাই, তবে এইটি ভাব্‌ছি, সংস্কৃত কবিদের কতদূর ক্ষমতা!

শরৎ। না,—সুধু তা নয়, তুমি তাই ভাব্‌ছো না,—ভিতরে কিছু কথা আছে। কবির ক্ষমতা আর মনের ক্ষমতা কে কেমন করে ভাবে, তা লক্ষণ দেখে স্পষ্টই জানা যায়। তুমি আমার কাছে গোপন করো না, আমি কতক বুঝতেও পেরেছি। কাদম্বরীর বিরহদশা আর চন্দ্রাপীড়ের সেই লজ্জা,—কেমন এই নয়?

নরেন্দ্র। —হাঁ এক রকমই বটে, বল্‌ছি যে, সংস্কৃত কবিদের কি আশ্চর্য ক্ষমতা! দেখ, কাদম্বরীর এখন যে অবস্থা, তা দেখ, যে কিছুই জানে না, সে ব্যক্তিও রাজপুত্র চন্দ্রপীড়ের স্মরদশা অবশ্যই বুঝ্‌তে পাচ্চে। কবির এমনি কৌশল, লজ্জায় মুখ ফুটে কাউকে কিছু বোল্‌তে দিচ্ছেন না। কাদম্বরী এখানে নাই, চন্দ্রাপীড় এখানে নাই,—সে লতামণ্ডপও নাই,—তার ছবিও নাই,—তবু রচনাকৌশলে সকলেই যেন ঠিক চক্ষের উপর বিরাজ কোর্‌ছে। আহা! গন্ধর্ব্বকুমারী কাদম্বরী কি লজ্জাশীলা!

শরৎ। —এই এতক্ষণের পর ঠিক হলো। আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোন কুলবালা ঠিক অমনি করে আপনার কাছে প্রণয়ভাব জানায়, আর মুখে কিছু না বলে তা হলে আপনি কি করেন? এ কথা কি বল্‌তে পারেন যে, প্রেয়সি! তুমি আমার প্রতি বড় অনুরাগিণী, আমি তোমার প্রতি বড় অনুরক্ত এখনই আমায় বিয়ে কর! একথা কি বল্‌তে পারেন? আর সেই কামিণীই কি পারে?

নরেন্দ্র। —বয়স্য! এই তোমার রহস্য কর্‌বার সময়? (দীর্ঘনিশ্বাস)

শরৎ। —রহস্য কচ্ছি না। মহাকবি বাণভট্ট যথার্থ প্রণয়ের লক্ষণ কাদম্বরীর ঐ স্থানে বর্ণন করেছেন কেন, অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বভাব যেন চক্ষের উপর নৃত্য কোর্‌ছে। এই আপনিই ত বল্লেন, কাদম্বরী নাই, চন্দ্রাপীড় নাই, লতামণ্ডপ নাই, অথচ যেন সকলই চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি। কবিদের ঐ ত প্রশংসা।

নরেন্দ্র। —(পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া স্থির নেত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস)

শরৎ। —আবার কি ভাব্‌ছ যুবরাজ? বুঝেছি তোমার মন অস্থির হয়েছে। আচ্ছা, ও সকল কথার আন্দোলন ছেড়ে দেও। এখন একটি গান গাও।[১]

নরেন্দ্র। —নূতন রকম আমোদ হলে এ সব কথা ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু আমার ত ভাই সে অভ্যাস নাই। তুমিই একটি গাও।

শরৎ। —আচ্ছা, তবে গাই।

রাগিণী মোল্লার;—তাল একতালা।

রমণী রতনে, বিধি সযতনে,
নিরজনে গড়িয়াছে
তাই যত ধণী, হয়ে অভিমানী,
মানের গুমানে এত বাড়িয়াছে।
মুনি ঋষি রত যে শিব সাধনে,
তিনিও আশ্রিত রমণী চরণে,
ব্রজে কেলে সোণা, নিকুঞ্জ কাননে,
রমণীর পায়ে পড়িয়াছে।
ধিকরে শরৎ, ধিক্কার জীবন,
এহেন রতনে কর অযতন,
সাধনের ধন, সংসার রতন,
সোয়াতী জীবন রথে চড়িয়াছে॥

নরেন্দ্র। —না বয়স্য! আজ কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

শরৎ।— (তানপুরা রাখিয়া) তবে এসো অন্য আলাপ করা যাক্‌। ভাল কথা মনে হলো। মহারাজ যে আপনার বিবাহের জন্য স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছিলেন, তার কি হলো?

নরেন্দ্র। —ঘটক পাঠিয়েছেন এইমাত্র জানি, কি হয়েছে কিছুই জানি না।

শরৎ। —যতদিন আপনার বিবাহ না হচ্ছে, ততদিন কিন্তু রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা হচ্ছে না।

নরেন্দ্র। —বিলক্ষণ! আমার বিবাহ হলে রাজ্যের শৃঙ্খলা কি হবে?

শরৎ। —(সভয়ে) তার মানে আছে। আগে মহারাজ আপনার বিবাহ না দিয়ে রাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌বেন না। স্ত্রীলাভ না হলে রাজশ্রী লাভ হবেনা। আপনি রাজা হলে সকল দিকেই মঙ্গল হয়। প্রজারাও সুখী হবে, আমরাও মনের আমোদে থাকবো।

১। নরেন্দ্র ও শরৎকুমারের কথোপকথনে শরৎকুমার নরেন্দ্রকে কখনো 'তুমি' আবার কখনো 'আপনি' বলে সম্বোধন করছে। ছাপার ভুলেও এ বিভ্রাট ঘটতে পারে।

নরেন্দ্র। —সখে! রাজদণ্ড ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। বিবাহটিও কম কথা নয়। লোকে লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করতে পারে, কিন্তু প্রণয়শৃঙ্খল ভগ্ন করা নিতান্ত অসাধ্য। সাধ্বী স্ত্রীকে শাস্ত্রে রত্ন বলে, রত্ন সাগর ছেঁচে তুলতে হয়, তুলে আবার বেছে নিতে হয়। যে জীবনের সঙ্গিনী, সুখ দুঃখের ভাগিনী, প্রথমেই তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা উচিত। নারী অতি অভিমানী। যেমনই কেন হোক্‌না, আমি বড় সুন্দরী, আমার মত কেউ নাই, এইটি নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্ব। সে গর্ব্ব নাই, এমন স্ত্রীরত্ন যদি মিলে, তবে বিবাহে সুখ আছে। নৈলে নয়।

শরৎ। —এত খুঁজ্‌তে হলে আর বিবাহ হয় না। এও কি কোন কাজের কথা?

নরেন্দ্র। —সখে! তুমি যাই বল, অমন গুণবতী রমণী যদি হয় তবে তার পাণি গ্রহণ কর্‌বো, নচেৎ যে ভাবে আছি, চিরজীবন সেই ভাবেই থাক্‌বো।

শরৎ। —তবে আর বিবাহই কর্‌বেন না?

নরেন্দ্র। —কেন কোর্‌বোনা? উপযুক্ত পাত্রী পেলেই বিবাহ কোর্‌বো। সখে! তোমাকে তাও বলি, তুমিও শুনেছ, রাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্ত-কুমারী রমণী কুলের ঈশ্বরী। অবলা জাতির যতগুণ থাকা আবশ্যক, বিধাতা সে সকলই বসন্ত-কুমারীকে অর্পণ করেছেন। তাঁর পাণি গ্রহণ করাই আমার নিতান্ত বাসনা। এইটি আমার মনের কথা।

(মালতীর প্রবেশ)

মালতী। —(করযোড়ে) যুবরাজ! মহারাজ আপনারে ডাক্‌ছেন।

নরেন্দ্র। —(সরোষ নয়নে) রাজা কোথায়?

মালতী। —মহারাজ অন্তঃপুরেই আছেন।

নরেন্দ্র। —আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

(মালতীর প্রস্থান)

(স্বগত) রাজা আজ আমায় হঠাৎ অন্তঃপুরে ডাক্‌লেন কেন? (শরৎকুমারের প্রতি) সখে! মহারাজ যখন আমায় যে আজ্ঞা করে থাকেন, সে ত সভার মধ্যেই প্রকাশ করেন। জননীর মৃত্যু অবধি আর অন্তঃপুরে ডাকেন না, আজ হঠাৎ কেন ডাক্‌লেন?

শরৎ। —পিতা ডেকেছেন, তাতে আর কেন ডাক্‌লেন কি বৃত্তান্ত, তার তর্ক বিতর্ক কেন? বোধহয় কোন আবশ্যক আছে।

নরেন্দ্র। —তবে তুমি এখন বিদায় হও, আমি অন্তঃপুর থেকে একবার আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

রাজার প্রদোষগৃহ।

(বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, রেবতী ও মালতী আসীন।)

রাজা। —বৎস! এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সব কথা বল্লেম, তাতে কখনই উপেক্ষা করোনা। তুমি বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছ, তোমায় আর কি উপদেশ দিব, চতুর্দ্দিক তোমার যশোখ্যাতি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অপরের মুখে তোমার সুখ্যাতি শ্রবণ করে আহ্লাদে আমার চিত্ত নৃত্য কর্‌চে। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যেমন বংশ উজ্জ্বল করেছিলেন, তেমনি তুমি আমার কুলতিলক। তিনি যেমন কৈকেয়ীর আজ্ঞা প্রতিপালন করে জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছেন, বাপু! তুমিও তোমার বিমাতার আদেশ প্রতিপালন করে ভূমণ্ডলে সেইরূপ কীর্ত্তি স্থাপন কর। মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে এসে রাণীকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করো, সন্তানের কর্ত্তব্য কার্য্যে যেন কোন অংশে ক্রটি না হয়।

রেবতী। —মহারাজ! আমি বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয়। ভগবান আমায়—করেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখ পানে চেয়ে থাক্‌তে হয়। মহারাজ! যুবরাজ আমায় ভাল বাসুন আর না বাসুন, আমি তাঁকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

মালতী।—(করযোড়ে) মহারাজ! মন্ত্রী বৈশম্পায়ন কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বীরেন্দ্র। —কি আপদ! যদি ক্ষণকাল অন্তঃপুরে এসেছি, এখানেও প্রধান মন্ত্রী! ক্ষণকাল স্থির থাক্‌তে দেন্‌না। ওঁরাই আমারে পাগল কল্লেন।

রেবতী। —এ কেমন কথা! কাজ থাক্‌লে আস্‌বেন না। মন্ত্রিবর যখন অন্তঃপুর পর্য্যন্ত এসেছেন, তখন বিশেষ কোন দরকার না থাক্‌লে কখনই আসতেন না। আপনি না যেতে পারেন, মন্ত্রিবরকে আস্‌তে অনুমতি করুন।

বীরেন্দ্র। —(আগ্রহ পূর্ব্বক) মালতী! তবে মন্ত্রীকে ডাক্।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

বৈশ। —(করযোড়ে) রাজা বিজয়সিংহ দূতের দ্বারা মহারাজের কাছে এই পত্র পাঠিয়েছেন।

বীরেন্দ্র। —পত্র শেষে শোনা যাবে, দূত মুখে কি বল্লে?

বৈশ। —বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী—(নরেন্দ্র মন্ত্রীর মুখপানে দৃষ্টি করলেন) স্বয়ম্বরা হবেন, অন্য দেশীয় রাজপুত্রগণ সেই সভায় আহূত হবেন, বিজয়সিংহ বসন্তকুমারীর একখানি ছবি আর এই পত্র মহারাজের নিকট পাঠিয়েছেন।

বীরেন্দ্র। —আচ্ছা, পত্র পড়।

বৈশ। (পত্র পাঠারম্ভ)।

প্রিয়তম্ রাজন্!

আমার প্রাণাধিকা দুহিতা বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বর। কন্যা আপনার ইচ্ছানুসারে স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। অতএব তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আপনার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, অধীনস্থ রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বর সভায় প্রেরণপূর্ব্বক বাধিত করিবেন, আর প্রাণাধিক কুমার নরেন্দ্র এবং আপনিও সভাস্থ হন, এই আমার নিতান্ত অভিলাষ।

একান্তই আপনার
বিজয়সিংহ

বীরেন্দ্র। —ভোজপুর অধিপতি এই বারে অতি সুবিবেচনার কার্য্য করেছেন, এতে কোন পক্ষেরই আপত্তি থাক্‌বে না! মন্ত্রিবর! আমার শরীর ত সর্ব্বদাই অসুস্থ; তুমি লোকজন সঙ্গে দিয়ে নরেন্দ্রকে ভোজপুরে প্রেরণ কর। (কুমারের প্রতি) বৎস নরেন্দ্র সকলি ত শুন্‌লে, ভোজপুর অধিপতির কন্যা স্বয়ম্বরা হয়েছেন। (নরেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে প্রস্থান)

বীরেন্দ্র। —তবে এক্ষণে চলুন, সভায় গিয়ে সভাস্থ সভ্যগণ সহিত অন্য বিষয়ের পরামর্শ করা যাক্। নরেন্দ্রকুমারকে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত ভোজপুরে পাঠাতে হবে। (রাজার গাত্রোত্থান—মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া) মন্ত্রিবর! চিত্রপটখানি কুমার নরেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেও।

রেবতী। —না না মহারাজ! তা হবে না, পটখানি আমার কাছেই থাক্। যদি বিধাতা এঁকেই (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) আমাদের পুত্রবধূ করেন, তাহলে আমি সেই চাঁদমুখ দেখে আগেই সাধ মিটিয়ে নিই। পটখানি আমার কাছেই থাক্, আমি যত্ন কোরে তুলে রাখবো। আর মাঝে মাঝে বুকে রেখে প্রাণ জুড়াবো।

বীরেন্দ্র। —আচ্ছা, তবে তোমার কাছেই থাক্, কিন্তু নরেন্দ্রকে একবার দেখালে আমি বোধ করি ভাল হতো।

রেবতী। —না মহারাজ! দেখ্‌লে ভাল হতো না, শুনেই ভাল হবে।

বীরেন্দ্র। —আচ্ছা মন্ত্রিবর! কুমারকে গিয়ে বল, রাজকুমারী বসন্তকুমারী অতি সুন্দরী, তাঁর স্বয়ম্বর সভায় অবশ্যই যেন যাওয়া হয়।

রেবতী। —(মন্ত্রীর প্রতি) না মন্ত্রিবর! তা বলো না। কেবল এই কথা বোলো, ভোজপুরের রাজা নিমন্ত্রণ করেছেন, তোমায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে।

বীরেন্দ্র। —মন্ত্রিবর! তবে চল আমরা যাই।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান)

রেবতী। —বাঁচলুম, আপদ গেল! রাজা যে ক্ষণকাল ও চক্ষের আড়াল কর্ত্তে চান্ না, সে যে ভারি বিপদ। কেবল কথায় ভুলাতে চান, এও কি কখনো হয়। আমি

কি কথায় ভুলি। মুখের কথাতে কিবা হয় অবলা সরলা কোথা, সুধু কথায় ভুলে রয়।

মালতী। —রাজমহিষি! একটু সুর করে বলো।

রেবতী। —হতভাগী! এখন কি আমার সুরের সময় আছে। সুর করে বল্‌তে আমার লজ্জা করে।

মালতী। —বলই না কেন, এখানে আর ত কেউ নাই, আর কেই বা কি বলবে?

রেবতী। —তবে বলি, কিন্তু সেও না বলার মত।

রাগিণী সুরট;—তাল কাওয়ালী।

স্বজনী লো মুখের কথাতে কিবা হয়।

প্রাণে আর কত সয়, অবলা সরলা কোথা

সুধু[১] কথায় ভুলে রয়॥

নবীনা যুবতী আমি,
অন্ত দন্ত হারা স্বামী,
অন্ত জানেন অন্তর্যামী,
মধু প্রেম বিষময়॥
মনো যারে নাহি চায়,
বিধি মিলাইল তায়,
করি সাথী কি উপায়,

প্রেমানলে প্রাণ দয়॥

মালতী। —(গালে হাত দিয়া অধোবদনে) হাঁ, তাই ত! (চিন্তা)

রেবতী। —তুই আবার ভাবছিস কি? (বসন্ত কুমারীর পট লইয়া) দেখ দেখি, এ পটখানি কেমন?

মালতী। —এ কার ছবি? তোমার ছবি?

রেবতী। —দূর হতভাগি! এতক্ষণ কি শুন্‌লি?

মালতী। —আমি কিছুই শুন্‌তে পাইনি। আরও যাও শুনেছি, দোহাই ধর্মের, কিছুই বুঝতে পারিনি। মাইরি পারিনি।

রেবতী। —(হাস্য করিয়া) কিছুই বুঝতে পারিস নি? ও আমার দশা! কিছুই বোধ সোধ নেই! তোর সমুখে এত কথা হলো, কিছুই বুঝতে পাল্লিনে! মরণ আর কি।

মালতী। —ঠাকরুণ। তোমার পায়ে ধরি, এ ছবিটি কার বল।

রেবতী। —ভোজপুরের রাজা বিজয়সিংহের মেয়ের ছবি।

মালতী। —বল কি? আঁ?—মানুষে কি এমন সুশ্রী হতে পারে? আমার ত বিশ্বাস

১। শুধু

হয় না। তুমি যা-ই বল, আমি বলছি, এছবিটি ঠিক নয়। লোকের মন ভুলাবার জন্যে মিছে করে এঁকেছে। যদি সত্য হয় তবে সে মেয়ে কখনই মানুষ নয়, কখনই না, নিশ্চয় দেব কন্যা। তা যা হোক মহারাজ তোমায় এ ছবিখানি কেন দিলেন?

রেবতী। —দিলেন সাধে? সহজে দিয়েছেন? আমি জোর করে রেখেছি। রাজা বিজয়সিংহের ইচ্ছা মেয়েটি নরেন্দ্রকেই দেন। ঠিক জানি না; ভাবে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আর আমাদের রাজারও যেন ইচ্ছা তাই। সেই জন্যে ছবিখানি নরেন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছিলেন, আমি দেখি, বিষম বিভ্রাট; নরেন্দ্রের বিয়ে হলে সে এই রাজ্যের রাজা হবে, তা হলে আর আমার মান গৌরব কিছুই থাকবেনা, আর যা হবে, বুঝতেই পাচ্ছ।

মালতী। —কেন থাকবেনা মহিষী? কুমার তোমায় যে রকম মান্য করেন তাতে তিনি বিয়ে কল্লেই যে একেবারে দয়া মায়া কাটাবেন, এত আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

রেবতী। —তুই যা বলিস্ মালতী। কিন্তু আমার ত সন্দেহ ঘুচ্চে না।

মালতী। —এত সন্দেহ কি তোমার?

রেবতী। —সে আমার আত্মাই জানে, আর আমিই জানি।

মালতী। —রাজ মহিষী! তাতেই বা বিশ্বাস কি? বসন্ত কুমারী স্বয়ম্বরা হয়ে কার গলায় মালা দেবে, তা কে জানে? সে জন্যে তোমার এত সন্দেহ কেন? হাঁ, তবে যদি জান্‌তেম, সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, যুবরাজই বর হয়েছে, এ বিয়ে হবেই হবে, তবেই যা হোক্। এত তা নয়! এটি বারয়ারি বিয়ে, কার কপালে কি আছে, বসন্তকুমারী যে কার হবে, আমি আন্দাজ করি বসন্তকুমারীও তা জানে না। এর জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন? এখনই কি?

রেবতী। —তুই বলিস কিরে। শত শত রাজপুত্রের মধ্যে নরেন্দ্র কুমার যদি অতি মলিন বেশে ও সভায় এক পাশে বসে থাকেন, আর এই মেয়েটি যদি (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) যথার্থই রমণী কুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে, মুনি কন্যাই হোক্, আর দেবকন্যাই হোক্, বিধি যদি উপযুক্ত নয়ন দিয়ে থাকেন, তা হলে সভা মধ্যে নরেন্দ্রকুমার ভিন্ন আর কাউকেই চক্ষে দেখ্‌বে না; যুবরাজকে মালা পরাতে হবে। পটে যে রূপ দেখা যাচ্ছে, এর চেয়েও যদি সে শতগুণে রূপবতী হয়, নরেন্দ্রকুমারের মুখপানে একবার নয়ন পড়্‌লে যে ফিরে উলটে পলক ফেল্‌বে, সে পথ আর থাকবে না। যতই কেন লজ্জাশীলা হোক্ না, একদৃষ্টে সেই মুখপানে চেয়ে থাকতেই হবে।

মালতী। —দেখবো যুবরাজ ত ভোজপুরে যাবেন, কি করে আসেন, শেষেই দেখো—এখন আর কিছুই বল্‌বোনা; দুদিনের চাঁদ হলে ঘরে বসেই দেখ্‌তে পাব।

রেবতী। —চুপ কর, ও কোন কাজের কথা নয়, তুই দেখিস্। যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যান, তবে সে বসন্তকুমারীর ক্ষমতা কি যে, নরেন্দ্রকে ফেলে অন্য পুরুষের গলায় মালা পরাতে পারে, ওলো তুই দেখিস্ দেখিস্, যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যায়, (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! আমি ধর্ম্মের দিকে ফিরেও চাইলেম না? লজ্জার মাথা খেয়ে সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে, কলঙ্কভার মাথায় বহন কর্‌তে হবে, লোকের গঞ্জনা সৈতে হবে, অধর্ম্মে নরকে পুড়্‌তে হবে। এ সকল ভেবেও রাজকুমারের প্রতি মন সমর্পণ কল্লেম, কিন্তু তিনি ত আমার পানে একবারও চাইলেন না। আমার সমুখে যতক্ষণ ছিলেন, আমি একবার চক্ষের পলক উল্‌টাতে পারি নি, কিন্তু তিনি ত মুখ তুলেও চাইলেন না। ধিক আমার জীবনে। যদি এই রমণী (পটের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) তাঁর প্রাণয়িনী হয়, তা হলে আমার মনের আশা পূর্ণ করা দূরে থাক্ ফিরেও চাইবেন না। দিনান্তে কি মাসান্তে আমার কথা মনে আর কর্‌বেন না। হা! সকল আশাই নিরাশ হল। মালতী! এর উপায়? আমি ত আর বাঁচিনা।

মালতী। —উপায় আর কি? একেবারে ক্ষান্ত দেওয়াই উপায়। কেন দুদিনের তরে গঞ্জনার ভাগিনী, পাপের ভাগিনী, কলঙ্কের ভাগিনী হতে চান, মলেও যে এ কলঙ্ক যাবে, তা মনে করোনা, বেহ্মাণ্ড যতদিন থাক্‌বে, ততদিন এ কলঙ্ক যাবার নয়।

রেবতী। —তুই যাই বলিস, প্রাণ কোন মতে ধৈর্য্য মানে না। ভাগ্যে যাই থাক্, যুবরাজকে পত্র লিখে মনের ভাব জানাব, এতে বিধি কপালে যা ঘটান, তাই স্বীকার—ভয় কি? একদিন ত মর্‌তেই হবে, তাতে আর এত ভয় কি?

মালতী। —কি বলে পত্র লিখবে?

রেবতী। —যা মনে হয়, তাই লিখবো। তুই শীঘ্র আমার লিখনের উপকরণ নিয়ে আয়।

(মালতীর প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে লিখনের সমস্ত উপকরণ লইয়া উপস্থিতি)

মালতী। —এই নিন্।

(রেবতীর পত্র লিখিতে আরম্ভ)

রেবতী। —(স্বগত) কি লিখি? (কালি লইয়া লেখনী কাগজে স্পর্শ) যা মনে হয়েছে, তাই লিখি। (লেখনী দন্তে স্পর্শ করিয়া চিন্তা) লিখ্‌বই, অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, (লিখিতে আরম্ভ—তিন চার ছত্র লিখিয়া কাগজ-দ্বিখণ্ড করে মুচড়ে নিক্ষেপ এবং পুনরায় লিখিতে আরম্ভ)

মালতী। —(হেঁচে বাধা দিল)

রেবতী। —দূর হতভাগী! সব নষ্ট কল্লি। বাধা মানাই চাই। (কিঞ্চিৎ পরে লিখিতে আরম্ভ, দুই তিন ছত্র লিখিতেই লেখনি ভাঙ্গিয়া গেল, লেখনীর প্রতি দৃষ্ট করিয়া)

তুই আজ ভেঙ্গে গেলি? (সক্রোধে লেখনী দুই খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ) আর লিখব না, এত বাধা পড়্ছে আর লিখব না। (দণ্ডায়মান) মালতী! এ সব কাগজপত্র নিয়ে যা, আজ আর লিখ্‌ব না। কি জানি—

মালতী। —(লিখনের উপকরণ লইতে অগ্রসর।)

রেবতী। —রাখ! রাখ! (উপবেসন, পুনরায় কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে পত্র লেখা শেষ হইল) দেখি কোন পথে।

মালতী। —কি লিখ্‌লেন, আমায় একটু শুনান।

রেবতী। —শুনবি, তবে শোন।

(পত্র পাঠারম্ভ)

যুবরাজ চিনিতে কে পারিবে আমায়।
যে দিন প্রমোদ বনে দেখেছি তোমায়॥
শবতকুমার সনে গলাগলি করি।
বেড়াইতে ছিলে কোরে হাত ধরাধরি॥
সেদিন নয়ন কোণে হেরিয়া তোমায়।
একেবারে মজিয়াছি প্রণয় মায়ায়॥
পার কি না পার তুমি চিনিতে এখন।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণ ধন॥

মোহন নয়ন বাণে বিঁধিয়ে নয়ন।
কোথা লুকাইয়া গেলে নাহি দরশন॥
এঁকেছি হৃদয় পটে প্রতিমা তোমার।
ভুলিবনা কভু তাহা ভুলিব না আর॥
সে রূপ মাধুরী প্রাণ ভুলিতে কি পারি।
লহরী খেলিছে যেন সাগরের বারি॥
দূরে যায় ফিরে আসে লহরী যেমন।
তেমনি তোমায় আমি জানি প্রাণধন॥

বলে কি জানান যায় মনের বেদন।
যে ভুগেছে সেই জানে যাতনা কেমন॥
তদবধি ভুগিতেছি আমি অভাগিনী।
খেতে সুতে সুখ নাই দিবস যামিনী॥
হেরিয়ে মোহন রূপ ভুলিয়াছে মন।
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা মুরতি মোহন॥

ভুলেছ, [illegible]রে হরে নিয়ে মন।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন॥

বিরহিনী একাকিনী ছিলাম কাননে।
যে দিন ভ্রমিতেছিলে শরতের সনে॥
মালতী আমার সনে ছিল সে সময়।
সাক্ষি দিবে কটাক্ষের মিথ্যা কথা নয়॥
চুরি করিয়াছ মন হইয়াছ চোর।
তদবধি মন চুরি হইয়াছে মোর॥
জপিতেছি কতদিনে হইবে মিলন।
বাঁচাও বাঁচাও প্রাণ প্রিয় প্রাণধন॥

তোমারই প্রেমভিলাষিনী
রেবতী।

মালতী। —বেশ হয়েছে। এখন দেখ্‌ব, যুবরাজ আমার উপর কেমন করে চোক্ রাঙান।

(রাজার প্রবেশ)

মালতী। —(নিঃশব্দে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র। —(রেবতীর হস্তে পত্র দেখিয়া) প্রিয়ে! কোথায় পত্র লিখ্‌ছ?

রেবতী। —(সক্রোধে) সে কথায় তোমার কাজ কি?

বীরেন্দ্র। —বল না কোথায় লিখেছ, বল, আমার মাথা খাও বল। কোথায় লিখ্‌ছ?

রেবতী। —আমি বল্‌বোনা, যাও আমি বল্‌বোনা, যে কথা বলবোনা, সে কথায় তোমার আবার কথা কেন, আর মাথা খাওয়াই বা কেন?

বীরেন্দ্র। —(হঠাৎ রেবতীর হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ) কেমন এই ত নিয়েছি।

রেবতী। —(ম্লান মুখে রাজার মুখ দর্শন)

বীরেন্দ্র। —(ভয়ে) প্রিয়ে! বিরহলে?

রেবতী। —(দুঃখিত স্বরে) বিরক্ত হব কেন? হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিলেন, আপনি চাইলে আর আমি দিতুম না!

(অশ্রু পতন)।

বীরেন্দ্র। —বড় অন্যায় করেছি। তোমার অসম্মতিতে পত্রখানা হাতে থেকে কেড়ে নেওয়া বড়ই অন্যায় হয়েছে। প্রিয়ে! ক্ষমা কর, পত্র নেও। (পত্র দিতে হস্ত অগ্রসর)

রেবতী। —(সক্রোধে রাজার হাতে আঘাত করিয়া) আমি পত্র চাইনে। আপনি আমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিয়েছেন, ঐ পত্র আবার আমি হাতে করবো?

বীরেন্দ্র। —তোমার পায়ে ধরি। পত্র ধর, আমার অপরাধ হয়েছে। (পত্র রেবতীর সম্মুখে লইয়া) ক্ষমা কর, আর কোন দিন এমন হবেনা। প্রিয় মার্জ্জনা কর।

রেবতী। —(পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ) আমি আবার

—কখনই—

বীরেন্দ্র। —(অতি ত্রস্তে পত্র আনিয়া রেবতীর পদধারণ) প্রিয়ে! তোমার পায় ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জান্‌তুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত যাবে, তা হলে পত্র নেওয়া দূরে থাক্ ছুঁতুমও না। পায় ধরি—নেও, আর মনে ব্যথা দিও না।

রেবতী। —(রাজার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ।)

বীরেন্দ্র। —তোমার পায়ে শত নমস্কার বাপরে, একমুহূর্ত্ত মধ্যে আমায় একেবারে ত্রিভুবন দেখিয়েছো।

রেবতী। —(হাস্য মুখে) পত্রের কথা শুন্‌বে।

বীরেন্দ্র। —না না, আমি আর শুনতে চাইনে। তোমার পায়ে ধরি গো আর শুন্‌তে চাইনে।

রেবতী। —না-না শুনুন্, আপনি মনে মনে দুঃখিত হবেন, তা আর কাজ কি, শুনুন।

বীরেন্দ্র। —তোমার ইচ্ছা হয়, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি আর কিছু বলব না।

রেবতী। —আমার যে ছোট ভগ্নী আছে তা আপনি জানেন্ ত?

বীরেন্দ্র। —জান্‌বো না কেন?

রেবতী। —আমার বিবাহ হওয়াবধি তার সঙ্গে আর দেখা নাই। অনেক দিন হলো, কোন সংবাদও পাই নাই, মনটা আজ্‌কে বড় অস্থির হয়েছিল, তাকেই এই পত্র লিখেছি।

বীরেন্দ্র। —প্রিয়ে! তুমি যদি বিরক্ত না হও, তবে আর একটি কথা বলি।

রেবতী। —বলুন।

বীরেন্দ্র। —তোমাব ঐ কমল-কর-বিনির্গত পত্রখানি পাঠ করে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন কর।

রেবতী। —তা আর হানি কি? আপনি শুন্‌বেন, তাতে ক্ষতি কি? আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নহে। শুনুন।

(মনঃকল্পিত রূপে হস্তস্থিত পত্র পাঠারম্ভ)

প্রিয় ভগিনী!

দীর্ঘকাল তোমার কুশল সমাচার অপ্রাপ্তে যারপরনাই দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমি পরাধিনী। রাজার বিনানুমতিতে পদ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা নাই। তুমি অবশ্যই মনে করেছ যে, দিদি রাজরাণী হয়ে সুখে কাল কাটাচ্ছেন! সে কথা মনেও করো না। আমি সুখী হই নাই। কারণ তুমি যদি আমার নিকটে থাক্‌তে তা হলে যথার্থ সুখ ভোগিনী হতেম। ভগিনী! সেই যখন আমার

বিবাহ হয় নাই, দুজনে একত্রে কত খেলা করিয়াছি। পুতুল বিয়ে দিয়ে তুমি আমি কত সম্বন্ধ পাতেছি, সেই সকল পূর্ব্ব কথা মনে হলে কিছুতেই সুখ বোধ হয় না। এ অতুল্য সুখও যেন সে সময় বিষময় বোধ হয়, রাজভোগ তখন আমার বিষবৎ বোধ হয়, রাজা অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। নচেৎ আমার যে কি দশা হতো, তা বিধাতাই জানেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পার, তোমার শুভ সংবাদ লিখিয়া আমায় সুখী করিবে।

তোমারই--রেবতী।

বীরেন্দ্র। —বেশ লিখেছ! খাসা কেন হবে না? প্রিয়ে তুমি যে এমন লিখ্‌তে পার, আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। যা হোক, শুনে বড় সুখী হলেম। তুমি বস আমি আসছি।

[প্রস্থান]

মালতী। —প্রণাম করি তোমার পায় দণ্ডবৎ হই! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। রাজা যখন তোমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিলেন, আমার প্রাণ তখনই উড়ে গিয়েছিল—মনে কর্‌লেম আজ সর্ব্বনাশ হলো।

রেবতী। —ওলো! (হাসিতে হাসিতে) সেকেলে বুড়রা কি একেলে মেয়েদের চাতুরী বুঝতে পারে? দেখ্‌লি ত রাজাকে কেমন জব্দ করেছি, কেমন ঠকিয়েছি? তা যা হোক্, পত্রখানা আজকেই যুবরাজকে দিবি মালতী সাবধান, একটি প্রাণীও যেন টের না পায়। তা হলে তোমারই মাথা আগে কাটা যাবে। (শিরোনামা দিয়ে মালতীর হস্তে প্রদান।)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী সুরট,—তাল কাওয়ালী।

যুবরাজ দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণ।
যায় যায় যায় প্রাণ।
সহেনা সহেনা আর তব অদর্শন বাণ॥
হেরিয়ে প্রমোদ বনে,
মরিতেছি মনাগুণে,
মনে করি ত্বরা আসি, কর প্রেম বারি দান!
তোমারি মিলন আশে
সুখ নীরে প্রাণ ভাসে,
ভাসায়োনা দুঃখ নীরে, দুঃখিনী রেবতীব প্রাণ॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ভোজপুর;—রাজা বিজয় সিংহের বাটী;—
বসন্তকুমারীর শয়ন মন্দির;—
বসন্তকুমারী আসীনা।

বসন্ত। —(স্বগত) আজকেই আমার জীবনের শেষ। আজই আমায়—! ভগবান্! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই অবলার আশ্রয়! সতীত্ব রক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। নাথ! তুমি কৃপানেত্রে অবলোকন না কোল্লে দাসীর আর উপায় নাই। যাঁরে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁরে সভায় যদি দেখ্‌তে না পাই, তবে এ প্রাণ আর রাখবো না।

(মেঘমালার প্রবেশ)।

মেঘ। —তুমি এক্‌লা বোসে কি ভাব্‌ছ? চুপে চুপে কি বল্‌ছো? এখানে ত কেউ নেই। কাকে কি বল? তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েছি, ছি! তুমি ত আর অবোধ নও, আজ তোমার বিয়ে, তোমার এ দশা কেন? বলত তোমার এ বেশ কেন? ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা! বেশ করে সাজগোজ করবে, সর্ব্বদাই হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে মন খুলে মনের আমোদে কথা কৈবে, হাসি খুসি করে ক্রমে দিন কাটাবে। তা নয়, আজ যেন চিরদুঃখিনী বিরহিনী সেজেছ।

বসন্ত। —সখি! আমি সাধে এরূপ হয়েছি আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, মনে সুখ নাই, কেবল দিবানিশি চিন্তা সাগরেই ডুবে রয়েছি। দেখ না ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি একেবারে সারা হলেম। আমি কি আর আমাতে আছি।

মেঘ। —এত ও জান! তোমার কিসের চিন্তা? আর ভাবছই বা কি? তোমার রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে বিয়ের মুখ দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আগেই চিন্তাসাগরে ডুব দিলে?

বসন্ত। —(দুঃখিত স্বরে) বিবাহই আমার কাল হয়েছে বিবেচনা কর, আমি স্বপ্নে যারে বরণ করেছি, কণ্ঠহার গলায় পরিয়েছি, তাঁর দাসী হব, তাঁর চরণ সেবা করবো, এই বলে এতকাল পর্য্যন্ত দেবতার আরাধনা কর্‌ছি. এই পোড়া চক্ষের আড়াল হবে বলে প্রেম-তুলিকায় চিত্তপটে লিখে রেখেছি. সেই জীবন সর্ব্বস্ব পতিভ্রমে যদি অন্য পুরুষের গলে মালা অর্পণ করি, তবে ত সতীত্ব গৌরব একেবারে গেল! সখি! তুমি নিশ্চয় জেন, যদি আমার সেই চিত্ত-অঙ্কিত রূপ সভায় নয়নগোচর না হয়, তবে সেই খানেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো। এ জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

মেঘ। —তুমিও যেমন পাগল হয়েছ, কাকে কবে স্বপ্ন দেখেছিলে, না জেনে না

শুনে তাকে মন দিয়ে বসে রয়েছ। স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? স্বপ্নে কণ্ঠহার বদল করেও কি কেউ বিয়ে করে? এও কি একটা কথার মত কথা? ওসব কথা ছেড়ে দেও, আমার কথা শুন ও চিন্তা দূর কর, কত রাজপুত্র সভায় উপস্থিত থাক্‌বেন, যাঁকে তোমার চক্ষে দেখতে ভাল বোধ হয়, তাঁর গলে মালা দিও। এত আর কেউ ধরে বেঁধে দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে না, তোমারই হাত, তোমারই চক্ষে যাকে ভাল দেখায় তারই গলে মালা দিও।

বসন্ত। —(বিরক্ত ভাবে) যাও, ও সকল কথা মুখে এনো না, ও কথায় আমি বড় ব্যথা পাই। আমি যাঁর দাসী, তাঁরি গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার প্রাণ তিনিই আমার জীবন যৌবনের অধিকারী, তিনিই আমার প্রাণের ঈশ্বর, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তাঁর করে জীবন সমর্পণ করেছি। তা নয় স্বপ্নেই বা হলো, তাতে ক্ষতি কি? তাঁরেই আমি পতি বোলে সম্বোধন করেছি যদি তাঁকে সভায় না দেখতে পাই, যা মনে আছে তাই করবো।

মেঘ। —দেখ্‌বো দেখ্‌বো। বল্‌তে সহজে গড়ে উঠা কঠিন। আচ্ছা, তুমি যে স্বপ্নে কণ্ঠহার গলে পরিয়েছ, করস্পর্শ করেছ, পতি বলে সম্বোধন করেছ, তোমায় কিছু পরিচয় দেন নাই?

বসন্ত। —কেন দিবেন না? অবশ্যই পরিচয় দিয়েছেন তুমি শুন্তে চাও, আমি একাল[১] পর্য্যন্ত সে নাম কারো কাছে ফুটিনি, মনের কথা মনেই আছে, আজ নাচারে পড়ে তোমার কাছে ভাঙছি। সখি! আমি যেমন যত্নে রেখেছি, তুমিও আমার হয়ে প্রাণনাথের নাম সযত্নে হৃদয় ভাণ্ডারে রাখবে।

মেঘ। —তুমি এত সন্দেহ কোচ্চ কেন? আমি কোনদিন কোন কথা জিহ্বাতেও আন্‌বো না। যদি ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তখন প্রকাশ কোর্‌বো।

বসন্ত। —সখি! আমার জীবনসর্ব্বস্ব এই প্রকারে পরিচয় দিয়েছেন। সত্য মিথ্যা তিনিই জানেন। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র, নাম নরেন্দ্রকুমার। (অশ্রুপতন)

মেঘ। —এও ত ভারি জ্বালা। আমি কেন নাম জিজ্ঞাসা করে তোমায় কাঁদালেম। এ কি! নাম বলেই কাঁদছো কেন? আজ আনন্দাশ্রু নির্গত হবে, না অনিবার দুঃখের বারি দর দর করে পড়্‌ছে। এ বড় দুঃখের কথা! আমি মিনতি করে বলছি, তুমি আর কেঁদোনা। (অঞ্চল দ্বারা বসন্তকুমারীর চক্ষু মার্জ্জন)

বসন্ত। —বল্‌বো কি সখি। প্রাণনাথের নাম মনে পড়্‌লে কোথা থেকে হু হু শব্দে চক্ষে জল এসে পড়ে। কতরূপে নিবারণ চেষ্টা করি, সকলই বিফল হয়!

১। এতকাল

(বিজয় সিংহের প্রবেশ)
(বসন্তকুমারী পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

বিজয়। —এ কি! আজ তোমার মলিন বেশ কেন! আজ তোমার মলিন বদন দেখে মনে বড়ই বেদনা হোচ্ছে। আজ তুমি স্বয়ং বর গ্রহণ করবে, তোমায় কি এই বেশে থাকতে হয়? অপর সাধারণ তোমার জন্য সন্তোষ হৃদয়ে উত্তম উত্তম বেশ ভূষা কর্‌ছে, মা তুমি কেন ম্লান মুখে মলিন বেশে রয়েছ? তোমার কিসের দুঃখ মা! আজ তুমি ভাল কাপড় পরবে, মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা হবে, বেশ বিন্যাস করবে না—তোমার সকলি বিপরীত দেখতে পাই। সহচারীরা! তোরা কোথায়? আমার বসন্তকুমারীকে সাজিয়ে দে। এই সমস্ত কারুকার্য্য খচিত বসন, এই সমস্ত মণিময় অলঙ্কার এনেছি, তোরা সকলে মনের মত কোরে আমার বসন্তকে সাজিয়ে দে।

বসন্ত। —পিতঃ! ও সকল বসন ভূষণে আমার কাজ নাই। কৃত্রিম রূপ অপেক্ষা ঈশ্বরদত্ত রূপই প্রশংসনীয়। শত খণ্ড হীরা মাথায় দিলেই যে গৌরবিণী হলো তা নয়, নারীজাতীর সতীত্বই যথার্থ গৌরব, পতিভক্তি ভূষণই রমণীর প্রধান ভূষণ। মণিমুক্তা অলঙ্কারে সুরূপাকেই অধিক সুন্দরী দেখায়, কিন্তু পতিভক্তি অমূল্য ভূষণে সুরূপা কুরূপা উভয়েই সুন্দরী। যে অলঙ্কারে কুরূপাকেও সুরূপার সমান করে, সেই অলঙ্কারই অলঙ্কার। দেশীয় রমণীগণ যে কেন স্বর্ণ অলঙ্কারকে এত আদর করে, তার ভাব আমি কিছুই জানি না। পিতঃ! লজ্জাই অবলার অমূল্য বসন। এ সকল জেনেও যে, রমণীগণ কারুকার্য্য খচিত বসনে অবগুণ্ঠন দ্বারা লজ্জা প্রকাশ করেন, এ বড় লজ্জার কথা। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি ও সকল অহঙ্কারপূর্ণ বসন ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে গৌরবিণী হতে বাসনা করি না। মিষ্টভাষিণী নম্রস্বভাবা সত্যবাদিনী ধীরা এবং স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হলেই যখন তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম বেশভূষায় স্বামীর ভালবাসা হতে ভালবাসি না।

বিজয়। —বাছা বসন্ত! তোমার এই মধুমাখা কথা শুনে, আমার শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়াল। প্রাণাধিকা হেমন্তকুমারীর আর রাণীর মরণ হঠাৎ মনে পড়েছিল, তোমার এই সুশ্রাব্য কথা কটি শুনে এতদূর সুখী হয়েছি যে, সে সকল কথা কিছুই মনে নাই! মা! তুমি আমার কুলের গৌরবিনী কন্যা, তুমি আমার বংশের উজ্জ্বল মণি, মা! তুমি আমার শতপুত্রসম এক কন্যা জন্মেছ। তোমা হতে বিজয়সিংহের বংশ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হবে। দেখ মা! আমি তোমার পিতা, আমার কথাও ত রক্ষা করতে হয়। মা! আমি বারে বারে বলছি, তুমি বেশভূষা কর। সখীরা! তোরা কোথায়? বসন্তকে সাজিয়ে দে। [প্রস্থান]

মেঘ। —রাজকুমারী! অলঙ্কার ত পরতে হলো? আর না বল্‌তে পারবে না।

বসন্ত। —কি করি, পিতার আজ্ঞা।

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ রঙ্গভূমি

ভোজপুর,--রাজপ্রাসাদ, আহুত যুবরাজগণ এবং কাশ্মীর
নর্ত্তকী-দ্বয়ের নৃত্য ও হিন্দি গান
(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। —(কিঞ্চিত উচ্চৈঃস্বরে)

জয় হোক্ মহারাজ ইন্দ্রপুর-পতি
ভুবনে বিখ্যাত বীর-বীরেন্দ্র কেশরী!
তোমারি শোভনে আজ শোভে রাজসভা—
অপূর্ব্ব শোভার হার শোভে যথা নভে।
দেবরাজ পুরন্দর সুর সিংহাসনে
রাজিছে রাজন তব ভাতি মনোহর,
এ মহীমণ্ডলে আজি, রতন যেমতী
রাজে রত্নাকর-করে, বিপিন মাঝারে।
অপূর্ব্ব শোভায় শোভে মরকত মণি!
রহ রহ রাজগণ রহ ক্ষণ তরে,
ভঙ্গ দেহ প্রেমানন্দে আজিকার মত।
অয়ি! সুরঙ্গিনীবালা নাচিওনা আর,
বাজনা বিরাম দেও রাজ বাদ্যকর,
আসিছেন রাজবালা সভা মধ্যখানে।
সহ সহচরীদ্বয় জগত মোহিনী,
যেমন বিদ্যুৎ লতা বাসন্তী গগনে।
সাজায়ে বরণ ডালা অগুরু চন্দন,
মনোহর ফুলমালা সুবাসিত জল,
দু'ধারী চামর সেবি, সহাস্য আননা।
ওই দেখ আসিছেন বসন্তকুমারী।
নয়ন খেলিছে যেন যুগল খঞ্জন,
নীল শতদলে যথা যুগল ভ্রমর,

তেমনি শোভিছে মার[1] মুখ শতদল।
আমরি আমরি যেন প্রকৃতি আপনি
জগতের যত শোভা একঠাঁই করি
এনেছেন শোভিবারে রাজ তনয়ায়।
নবীন যৌবন বালা বসন্তকুমারী।
রহ রহ রাজগণ দেখ নেহারিয়া,
আসিছেন রাজকন্যা বিকাশি বদন,
অকলঙ্ক চাঁদ যেন উদয় মহীতে
হইল, মোহিতে আজ তোমা সবাকায়।

[প্রস্থান]

(সহচরীদ্বয় সঙ্গে বসন্তকুমারীর সভায় প্রবেশ,—প্রথমে মলিন বদনে চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি,—হঠাৎ নরেন্দ্রকে নয়ন গোচর করিয়া পূর্ণানন্দে নরেন্দ্রকুমারের গলায় মাল্য দান—এবং সভাস্থ সকলের সন্তোষ-সূচক করতালি)

(বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। —মা! আমি মহা সুখী হলেম। উপযুক্ত পাত্রের গলাতেই মাল্য অর্পণ করেছ। আজ আমার আশা পূর্ণ হলো। বৎস নরেন্দ্র! (সেরোদনে) আমার সর্ব্বস্বধন, আমার যত্নের রত্ন, বসন্তকে তোমার হস্তে সমর্পণ কল্লেম। আমার বসন্ত— (বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দান, সভাস্থ সকলে সহর্ষে করতালি এবং নেপথ্যে বিবিধ বাদ্য ও উলুধ্বনি)

পটক্ষেপণ।

১। তার। (?)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি।

ইন্দ্রপুর; —রাজ-বাটী;—রেবতীর শয়ন মন্দির;—
রেবতী ও মালতী দাসী আসীনা।

রেবতী। —মালতি! মনে পড়ে? কেমন, হয়েছে ত? আমি যা বলেছিলুম, তাই হয়েছে কি না?

মালতী। —হয়েছে। আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক্ তাই হয়েছে। পটে যে রূপ দেখেছিলেন, এখন তার চেয়ে শতগুণ সুন্দরী দেখতে পাচ্ছি। বেশ হয়েছে, যেমন যুবরাজ, তেম্নি বসন্তকুমারী। যথার্থ রাজমহিষি! বেশ মিলেছে। মহারাজ! এই বিবাহে বড়ই খুসি হয়েছেন। আবার শুন্‌লুম, যুবরাজকে রাজা কোর্‌বেন। তাই নিয়ে পাড়ার মেয়েরা সুদ্ধ আমোদ কোচ্ছে। যুবরাজ রাজা হবেন শুনে আরও খুসি হয়েছে। সকলেই বলাবলি কোচ্ছে, কাল আমাদের যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার রাজা হবে।

রেবতী। —তুই বসন্তকুমারীকে ভাল কোরে দেখেছিস ত?

মালতী। —দেখেছি, অমন সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখি নাই। পাড়ার মেয়েরাত বসন্তকুমারীকে দেখে আহ্লাদে গোলে গোলে পড়্‌ছে। মহিষি! তোমায় কেন এমন দুঃখিত দেখ্‌ছি? তোমার কিসের দুঃখ? তুমি রাজরাণী, তোমার কিসের দুঃখ?

রেবতী। —মালতী! তুই আমার মনের ভাব জেনেও যে অমন কথা বল্‌ছিস্? আমার প্রাণে আর সয়না। নরেন্দ্র বিবাহ কোরে এসে মনের আনন্দে নব যুবতীর সঙ্গে সুখভোগ কোর্‌বেন, আর আমি তাই দেখ্‌বো, আমার প্রাণে তাই সহ্য হ'বে, আমি মনে মনে পুড়ে মর্‌ব? এ কখনই হবেনা। (নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল পরে) আমি আজ এর একখান কর্‌বোই কর্‌বো। যুবরাজ রাজা হলে আর কোন উপায় থাক্‌বেনা। যে আমার হলোনা, তার উপর এত মায়া কেন? তার জন্য এত দুঃখই বা কেন? বসন্তকুমারী! তুই আমার সুখতরি ডুবালি। আচ্ছা, তোমার এ সুখের বাসা আজই ভাঙ্‌বো—ভাঙ্‌বোই—ভাঙ্‌বো। তখন দেখ্‌বে, রেবতী কেমন মেয়ে। যুবরাজ! তুমি আমার শত্রু, আজ তুমি আমার শত্রু! (বলিতে বলিতে অঙ্গের আভরণ ত্যাগ এবং আলুলায়িত কেশে ধূলিশয্যায় শয়ন)

মালতী।—এ কি? এ কি কর? ওমা! তুমি এ কি কর? কথা বল্‌তে বল্‌তে এ আবার কি?

রেবতী। —তুই চুপ কোরে থাক্। তোর এত কথায় কাজ কি?

মালতী। —না, না, না, তুমি উঠ, মহারাজের অন্তঃপুরে আস্‌বার সময় হয়েছে, তুমি উঠ।

রেবতী। —না, আমি উঠ্‌বোনা, তুই চুপ কোরে থাক্। রাজা এলে কোন কথা বলিস নে, যা বোল্‌তে হয়, আমিই বল্‌বো।

(রাজা বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মালতী। —(সভয়ে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র। —এ কি? (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে) বলি এ কি? মালতি! এ কেমন? (নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে। তোমার কি হলো, তোমার এ দশা কেন? আমার প্রাণ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি! কোন পীড়া হয়েছে? না, না, তা নয়, অঙ্গের আভরণ যখন মাটিতে পড়ে আছে, তখন এ দুঃখের চিহ্ন? তোমাকে কি কেউ মন্দ বলেছে? না তাই বা কি করে হবে, কার জীবন ভার হয়েছে, বাঁচবার সাধ নাই যে, তোমায় মন্দ বলেছে। আমি ত কিছু বলি নাই। আর কারই বা এমন সাধ্য যে রেবতীকে কটু উক্তি করে বেঁচে যাবে। যথার্থই কি তার প্রাণের মায়া নাই? এমন সাধ্য কার? প্রেয়সি! উঠ। তুমি আমার—(নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে! (হস্ত ধরিয়া) ছি! এখনও চক্ষের জলে মাটি ভিজে যাচ্ছে। বীরেন্দ্র সিংহ বর্ত্তমান থাক্‌তে তোমার চক্ষের জল পড়ছে? বীরেন্দ্র সিংহের মহিষীর চক্ষে জল পড়্‌ছে? যদি যথার্থই তোমায় কেউ কোন কথা বলে থাকে, তবে তুমি তার কেবল নামটি মাত্র বল। দেখ, তোমার সম্মুখেই এই দণ্ডেই এই অসি দ্বারা সে দুরাত্মার, শিরশ্ছেদন কর্‌বো। প্রিয়ে! উঠ, আর আমায় কষ্ট দিওনা।

রেবতী। —(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি দেহে আর প্রাণ রাখ্‌বোনা। তুমি দেখ, তোমার সম্মুখেই প্রাণ ত্যাগ কোচ্ছি, দাঁড়াও, তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করি।

বীরেন্দ্র। —তোমার পায় ধরি, তোমার জীবনে এত ঘৃণা কিসে হলো? স্পষ্ট কোরে বলো। আমি বীরেন্দ্র যদি তার কোন প্রতিফল না কর্‌তে পারি, তবে তুমি একা মর্‌বে কেন, আমিও তোমার সহগামী হব। তুমি আমার—তুমি মর্‌বে কেন?

রেবতী। —মহারাজ! সে বড় ভয়ানক কথা। আমি কথা মুখে আন্‌তে পারিনা। আমার মরণই ভাল। পুত্রের এই কাজ! আমি নয় বিমাতাই হোলেম। তাই বোলে কি তিনি আমায় কোন মন্দ কথা বল্‌তে পারেন? এই কি ধর্ম্ম? তুমি কোথায়! আমি এ প্রাণ রাখবোনা। পুত্র হয়ে আমায় এমন কথা বল্‌তে পারে? ছি ছি প্রাণে ধিক্! নারীকুলে ধিক্। তোমার মত রাজার শত ধিক্। আমি তোমার রাণী হয়ে আবার তোমারই পুত্র মুখে—শুন্‌তে হলো। হায়! হায়! প্রাণ বেরোও,

আর কষ্ট দিওনা। নরেন্দ্রের দুষ্ট অভিসন্ধির কথার ভাব শুনেও কি তোমার ঘৃণা হয় নাই? তোমায় শত ধিক্! তুমি এতক্ষণ যে দেহে আছ সে দেহকেও ধিক্!

বীরেন্দ্র। —প্রিয়ে! আর বলোনা। আর বল্‌তে হবেনা। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। এখনই চক্ষে দেখ্‌তে পাবে, বীরেন্দ্রের ক্ষমতা আছে কি না? তুমি স্থির হও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এই অসি দ্বারা তোমার সম্মুখেই দুর্ব্বৃত্ত কুলাঙ্গারকে এখনই দুই খণ্ড কর্‌বো। বড় লজ্জার কথা! পুত্রের এই কাজ? (ক্রোধ স্বরে) নগরপাল! নগরপাল!

রেবতী। —মহারাজ! অন্তঃপুর মধ্যে নগরপাল কোথায়?

বীরেন্দ্র। —আমি হতজ্ঞান হয়েছি! মালতী! তুই শীঘ্রই নগরপালকে ডেকে আন্।

(মালতীর প্রস্থান)

রেবতী। —হায় হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল। রাজরাণী হয়ে এই হলো। সকলের কাছে মাননীয় হব, লোকের নিকট আদরিণী হব, সুখে থাক্‌বো, বলেই পিতামাতা রাজরাণী করে দিয়েছিলেন, হায় হায়! শেষে অদৃষ্টে এই হলো। মহারাজ! (রোদন স্বরে) আমার বাঁচবার আর সাধ নাই।

বীরেন্দ্র। —কেন এত দুঃখ কচ্ছো দেখ, তোমার সম্মুখেই দুরাত্মার উচিত শাস্তি কোচ্ছি। আর কেঁদোনা, আমার মাথা খাও, আর কেঁদোনা। তোমার চক্ষের জল আমি আর দেখ্‌তে পারিনা।

রেবতী। —(কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ! ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা আমিই খেয়েছি! নরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডেকে এনে শেষে এই ফল হলো! মহারাজ! ও দুরাচারের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র করোনা, কখনই করোনা, আমি বল্‌ছি, আমার সম্মুখে কুলাঙ্গারকে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশের অনুমতি কর। ওর মৃতদেহ যেন আর চক্ষে দেখ্‌তে না হয়। যদি আপনার আজ্ঞা অবহেলা করে, তবে হাত পা বেঁধে আগুনে ফেলে দেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অস্ত্রে হবে না, জলে হবে না, কিছুতেই হবে না, অনলই এর যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। এই যদি পারেন, তবে আমায় পাবেন, নচেৎ পুত্রের মায়া করেন, তবে আমার মায়া ত্যাগ করুন।

বীরেন্দ্র। —ছি! তুমি এ কথা মুখেও এনো না, তুমি আমার প্রাণ, তোমার মায়া ত্যাগ কোল্লে আমার শূন্য দেহে ফল কি? আর আমিই বা কি কোরে বাঁচ্‌বো? তুমি কখনও অমন কথা মুখে এনোনা। অমন দুরাচার কু-সন্তানের মুখ দেখতে আছে? আমি কি পুনরায় ওকে পুত্র বোলে সম্বোধন করবো? স্পষ্টই বল্‌ছি, যাতে তোমার দুঃখ নিবারণ হয়, তুমিই তাই কর।

(নগরপালের সহিত মালতীর পুনঃ প্রবেশ)

মালতী। —(করযোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ! নগরপাল উপস্থিত।

বীরেন্দ্র। —(ক্রোধযুক্ত স্বরে) নগরপাল! নরেন্দ্র কুমারকে যে অবস্থায় দেখ্‌বে, সেই অবস্থাতেই হস্তপদ বন্ধন কোরে আমার কাছে নিয়ে এস।

[নগরপালের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর;—যুবরাজ নরেন্দ্র ও বসন্তকুমারীর শয়ন ঘর;
—যুবরাজ ও বসন্তকুমারী আসীন।

নরেন্দ্র। —প্রিয়ে! তুমি যে বাসর-গৃহে বোলেছিলে, মনের কথা বল্‌বো, কৈ আর কিছুই যে বোল্লে না? এখনও কি সময় হয় নাই?

বসন্ত। —নাথ! আমি যে বল্‌বো বলেছি, সে ত বল্‌বোই; আপনাকেও একটি কথা বল্‌তে হবে। আপনি না বল্লে আমি বল্‌বো না। কখনও বল্‌বো না।

নরেন্দ্র। —প্রিয়ে! দেখ দেখি, এ কেমন কথা। তোমার কাছে কোন্ কথা আমার ছাপা আছে? মনের কথা এমন কি আছে যে, তোমায় গোপন করবো?

বসন্ত। —কি জানি, পুরুষের মন।

নরেন্দ্র। —আমি তেমন পুরুষ নই যে, উপযুক্ত স্ত্রীর নিকট কোন কথা গোপন রাখবো।

বসন্ত। বল্‌বে ত? সত্য কোল্লে? বলি, এই যে পত্রখানি আমি তোমার বাক্‌সে পেয়েছি, এখানি কার লেখা? সই দেখ্‌ছি রেবতী, সে কোন্ রেবতী যুবরাজ? লেখার ভাবে বোধ হচ্ছে, সে রমণী আমা হতেও আপনার যত্ন করে,—মনের সহিত ভালবাসে। আপনি যে দিন যার হাতে পত্রখানি পেয়েছেন, তাও লিখে রেখেছেন। (নরেন্দ্র মস্তক হেঁটকরণ) মাথা হেঁট কল্লে যে? বলো না, সত্য করেছ, সে কোন্ রেবতী? আর কোন্ মালতী।

নরেন্দ্র। —আমি মিনতি কোচ্ছি, ও কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না, আর অন্য যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে তাই বল্‌বো।

বসন্ত। —না না, তা হবে না, আপনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, বলুন, না বোলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরবেন?

নরেন্দ্র। —যথার্থই শুনবে।

বসন্ত। —শুনবই, না শুনলে ছাড়বোনা।

নরেন্দ্র। —আর কোন্ রেবতী, বুঝতেই পাচ্ছ। মালতী দাসীকেও চিনেছ, আর বেশী বোলতে পারি না।

বসন্ত। —(আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি? কি কথা! এমন! ছি ছি! নারীকুলে এখনও এমন আছে? ধিক নারীর জীবনে! (গালে হাত, নিস্তব্ধ)

নরেন্দ্র। —প্রিয়ে! পত্রখানা খণ্ডখণ্ড কোরে ভস্মসাৎ কোরে দেও, কি জানি, দৈবাৎ আর কারো হাতে পড়লে একেবারে জীবন্মৃত হতে হবে। পত্রখান দেও। আমি পুড়িয়ে ফেলি।

বসন্ত। —(প্রদান) পত্র নিন্ কিন্তু পুড়িয়ে ফেলবেন না। ছিঁড়েও ফেলবেন না। আমার কথা রাখুন, পত্রখানা যত্নে বাক্সের মধ্যে পুরে রেখে দিন, কি জানি—কি হবে।

নরেন্দ্র। —আচ্ছা, তবে তোমার কথাই শুনলেম। এখন থাক্, পরে সাবধানে রাখবো। প্রিয়ে! এখন তুমি তোমার কথা বল।

বসন্ত। —আমার আর কথা আছে। আমি অবাক হয়েছি।

নরেন্দ্র। —যাও! ও সকল কথা মুখে এনো না, আর মনেও করো না, তুমি কি বোল্‌ছিলে তাই বল।

বসন্ত। —বাসর ঘরে যে পর্য্যন্ত বলেছি, তা বেশ মনে আছে?

নরেন্দ্র। —সে কি আর ভুলি?—অন্তরে গেঁথে রেখেছি।

বসন্ত। —তারপর মনে এই স্থির কোল্লেম, যদি আমার চিত্ত-অঙ্কিত রূপ সভায় নয়ন গোচর না হয়, তবে সেইখানেই আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণ ত্যাগ কর্‌বো। এদিকে বিবাহের দিন উপস্থিত হলো। আমি ভাব্‌তে ভাব্‌তে একবারে সারা হলেম। সখীরা, প্রতিবাসীরা,—শেষে পিতা এসে কত মতে প্রবোধ দিলেন, বসন ভূষণ পরতে অনুরোধ কল্লেন, আমার যে কেন বিরস ভাব, কেন যে দুঃখিত মনে আছি, তা ত কেউ জান্‌তেন না। মনের কথা কেবল মনেই জানে। বেশ ভূষা কর্‌তে আমার ইচ্ছামাত্র ছিল না,—পিতার অনুরোধ বেশ ভূষা করে সভায় যেতে হলো, কিন্তু আমি তখন যে কি অবস্থায় ছিলাম, তা কিন্তু মনে নাই কে আমায় সঙ্গে করে যে কোন্ পথে উপস্থিত করেছিল তাও জানি না পরে যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে, (মুখপানে চাহিয়া) এই বদনকমল দর্শন কোরেছি, আহ্লাদে সে সময় যে, কি করি, কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারি নাই।

নরেন্দ্র। —তারপর?

বসন্ত। —তারপর, এখন বল্‌তে হাসি পাচ্ছে. তখন কেঁদেছি। শেষে আর অপেক্ষা না করে কণ্ঠহার—

(নগরপালের প্রবেশ;—যুবরাজকে বন্ধন)

বসন্ত। —নাথ!—নাথ! আমার প্রাণ না—(মূর্চ্ছা)

নরেন্দ্র। —(কাতর স্বরে) নগরপাল! এ কি? কি কর মলেম!—প্রাণ গেল!

নগর। —চোপরাও! মহারাজকা হুকুম।

নরেন্দ্র। —উহু! উহু! আর সয়না,—বন্ধন জ্বালা আর সয় না। নগরপাল!—পিতা কি অপরাধে আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা কল্লেন! প্রাণ যে গেল! বন্ধন খুলে দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি পালাব না। যাতনা আর সহ্য হয় না।

নগর। —(ক্রোধযুক্ত স্বরে) মহারাজকা হোকম, তোমকো বাঁধকে লে যাগা।

নরেন্দ্র। —(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে! সর্ব্বনাশ হয়েছে।—আমার অদৃষ্টে কি আছে,—বলতে পারি না। কি জানি, যদি আর দেখা না হয়। একবার ওঠো।

বসন্ত। —(নেত্র উন্মীলন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! তোমার এ-দশা কেন? তোমায় কে বেঁধেছে? (নগরপালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছা)

নরেন্দ্র। —হায় হায়! এ দুর্দ্দশা আর প্রাণে সয় না। নগরপাল। আমি মিনতি করছি ক্ষণকাল-জন্য বন্ধন মুক্ত কর,—আমি বসন্তকুমারীকে সান্ত্বনা করি। বসন্তকুমারীর দশা আমার আর সহ্য হয় না।

নগর। —(কর্কশ স্বরে) সো হোগা নেই।

নরেন্দ্র। —(দণ্ডায়মান হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে! তবে আমি বিদায় হই।

বসন্ত। (ক্ষণকাল পরে) মনে করি, এইবার দেখ্‌লে বুঝি আর রোদন-বদনও দেখ্‌ব না,—বন্ধন দশাও দেখ্‌ব না। নাথ!—সেই আশায় কতবার চোক বুজলেম, —চাইলেম, তবু বন্ধনদশা!—সেই রোদন বদন!—বলত তুমি কি অপরাধে অপরাধী? হে রাজপুত্র। তুমি কার কি মন্দ করেছ? তুমি কার কি ধন চুরি করেছ? তোমারে চোরের চেয়েও যে, কঠিন বেঁধেছে।—(উপবেশন) সত্তি সত্তি[1] যদি কোন অপরাধে অপরাধী হয়ে থাক, তবে তার প্রতিশোধ কি ধনে হয় না? তোমার পায় ধরি খুলে বল। তার প্রতিশোধ কি হবে না। আমার সমস্ত অলঙ্কার দিচ্ছি, বহুমূল্য পট্ট বসন দিচ্ছি, আমার যে সম্পত্তি আছে, তাও দিচ্ছি, তাতেও যদি শোধ না হয়, আমার প্রাণ দিচ্ছি, তোমায় যেন কেউ কিছু বলে না। (নগরপালের প্রতি) তোমার কি কিছুমাত্র দয়া নাই? যার নয়নজল পোড়্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—পাষাণও গোলে যায়, তোমার প্রাণ কি পাষাণের চেয়েও কঠিন? রক্তমাংসের শরীর যে এমন এ আমি কখন দেখি নাই। কারো মুখেও শুনি নাই। হঠাৎ বন্ধনে নাথের বিরস বদন দেখেও কি তোমার অন্তরে দয়া হল না? ঐ মুখের কাতর স্বর শুনেও কি তোমার মন যেমন তেমনি থাকল? কিছুই মায়া হলো না? ঐ চক্ষের জল দেখে এখনও যে বিশাল-নয়নে চেয়ে রয়েছ, ধন্য তোমার কঠিন প্রাণ! (রোদন)

নরেন্দ্র। —রাজার আজ্ঞা, নগরপাল কি করবে?

১। সত্যি সত্যি

বসন্ত। —কি?—রাজার আজ্ঞা!!! তুমি এমনই কি অপরাধ করেছ যে, পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা কল্লেন?

নগর। —(হস্তস্থিত রজ্জু ধরিয়া যুবরাজকে আকর্ষণ) আর দেরি কর্‌ণে নেহি সাক্‌তা।

বসন্ত। —হায় হায়! প্রাণ যে গেল নগরপাল। তোমার পায়ে ধরি। আর অমন করে টেন না। এই কণ্ঠহার তোমায় দিচ্ছি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমিও নাথের সঙ্গে যাব। (হার প্রদান)

নগর। —মহারাজ কা হুকুম, ক্যা করেগা, (হার গ্রহণ, যুবরাজের বন্ধন মোচন)

নরেন্দ্র। —না—না, তুমি আমার সঙ্গে যেওনা, এ হতভাগার সঙ্গে গিয়ে তুমি কেন অপমানী হবে! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। তুমি ঘরে থাক।

বসন্ত। —তোমার এই দশা দেখে আমি ঘরে থাক্‌বো? তোমার মান চেয়েও কি আমার মান অধিক? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। আমাদের দুজনকে দেখেও কি মহারাজের মনে একটু দয়া হবে না?

নরেন্দ্র। —(কাতর স্বরে) তুমি রাজার নিকটে যেওনা, আমিই একা যাই।

বসন্ত। —মিনতি করে বল্‌ছি, এই দুটি চরণ ধোরে প্রার্থনা কোচ্চি, (পদধারণ) আমায় নিয়ে চলুন।

নরেন্দ্র। —যদি একান্তই যাবে, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মিছে কেন মিছেভবে এত অহঙ্কার।—
ভাবিতে কি হবে ভবে হেন সাধ্য কার॥
ছিলাম রমণী সনে,
প্রেমরসে আলাপনে,
মিছে প্রণয় বন্ধনে,
করি হাহাকার?
মনে ছিল যত আশা,—
সকলি হলো নিরাশা,
ভাঙিল আশার বাসা,
হেরি অন্ধকার। ঃ—
আমার যুগল করে,
কঠিন বন্ধন করে,
পরাণ কেমন করে,
বাঁচিনে যে আর॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর;—রেবতীর শয়ন মন্দির,—রেবতী, মালতী, বীরেন্দ্রসিংহ, বৈশম্পায়ন, নরেন্দ্র, বসন্তকুমারী, নগরপাল, প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত।

বীরেন্দ্র। —(ক্রোধযুক্ত স্বরে) রে দুরাত্মা। রে কুলাঙ্গার! তুই এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস্? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি? নানা শাস্ত্রে বিশারদ হয়েছিলি? তার ফল বুঝি এই ফল্লো? তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা, ধর্ম্ম বলেও তোর ভয় হলো না? রে পাপাত্মা! তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়। এই অসি দ্বারা (অসি প্রদর্শন) স্বহস্তেই তোর মস্তকচ্ছেদন কর্‌তেম, তা কোর্‌বোনা। তুই যে পাপ করেছিস্, তোর মাথা কেটে কি পবিত্র হস্তকে অপবিত্র কোর্‌বো? তোর শোণিতাক্ত শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ কোর্‌বে? বীরেন্দ্র সিংহের রাজপুরীয় মহত্ব যাবে? তোর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞা যে, ঐ প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে আত্ম বিসর্জ্জন কর্! যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিস্, তবে এই দণ্ডেই তোর হস্তপদ বন্ধন করে এই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর্‌বো!

নরেন্দ্র। —পিত! আমার হস্তপদ বন্ধন করে আগুনে ফেল্‌তে হবে না। আপনি যখন আজ্ঞা করেছেন, তখন সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আসন্নকালে এই নিবেদন, আমি কি অপরাধে অপরাধি, সেইটি শুন্‌তে চাই! যদি কোন অপরাধও না করে থাকি, আর আপনি ইচ্ছা করে আমায় অনলে আত্ম সমর্পণ কোত্তে অনুমতি কর্‌ছেন, তাও বলুন। আমি সন্তোষ হৃদয়ে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে পুত্রের কাজ কচ্ছি।

বৈশ। —যুবরাজ! আপনি রাজমহিষীর পবিত্র সতীত্বের নিকট অপরাধী, সুতরাং আপনি দণ্ডনীয়! মহারাজ রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, অদ্যই আপনার প্রাণ বিনাশ করে সমুচিত দণ্ডবিধান করবেন।

নরেন্দ্র। —(নিস্তব্ধ) হা ভগবান্! (বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে! আর কেঁদোনা। এ কাঁদ্‌বার সময় নয়। কাঁদলে আর কি হবে পিতার আজ্ঞা! তুমি আমায় জন্মশোধ বিদায় দেও। পিত! আমি বিদায় হলেম!—মা রেবতী! আমারে জন্মের মতন বিদায় দিন!

বসন্ত। —(সরোদনে) নাথ! আমি যে চিরসঙ্গিনী, যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব! (রোদন)

নরেন্দ্র। —প্রিয়ে! সে কি কথা? তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই? আমি জন্মের মত বিদায় হোচ্ছি।

বসন্ত। —(উচ্চ রোদনে) তা কখনই হবে না। —বসন্তকুমারী তোমারে কখনই প্রাণ থাকতে অসহায় হয়ে অনলে প্রবেশ কোত্তে দেখ্‌বে না। আগে আমিই আগুনে ঝাঁপ দিব। এও কি কখনও হয়, যে, পতির মরণ স্বচক্ষে দেখে সতী স্ত্রী জীবনধারণ করে থাকে? নাথ! এই দেখুন সেই বিবাহের রাত্রের অলঙ্কার অঙ্গেই আছে, পায়ের আল্‌তা পায়েই আছে, সিঁতার সিঁদুরও মলিন হয়নি, এই বেশেই পতির সঙ্গে অনলে প্রবেশ কর্‌বো। মিনতি করে বল্‌ছি চিরসঙ্গিনী অভাগিনীর চক্ষের পথে একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সম্মুখে ঐ জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করি!

নরেন্দ্র। —তবে প্রস্তুত হও।

বসন্ত। —আমি প্রস্তুত আছি। কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা!

নরেন্দ্র। —(পিতৃ চরণে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া) পিত! বিদায় হলেম!

বীরেন্দ্র। —পামর! তুই আমায় স্পর্শ করিস না। কখনই করিস না!

নরেন্দ্র। —(ম্লান মুখে) মন্ত্রিবর! নরেন্দ্র অদ্য জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা কর্‌ছে। মন্ত্রিবর। আপনি শৈশব কাল হতে আমায় যে এত স্নেহ করেছেন, হতভাগা দ্বারা তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন, আর প্রিয় বন্ধু শরৎকুমারকে বলবেন, নরেন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনে অনলে আত্ম বিসর্জ্জন করেছে! (শরৎকে উদ্দেশে) প্রিয় মিত্র শরৎ। মরণ সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না? মনের কথাও বল্‌তে পাল্লেম না। মিত্র। অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জ্জনা কর। বন্ধু ভেবে কোন দিন যদি কিছু রূঢ় কথা বোলে থাকি, মার্জ্জনা ক'রো। পুরবাসিগণ! জননী মৃত্যুসময় তোমাদের হাতেই আমায় সোঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তোমাদের কিছুই উপকার কর্‌তে পাল্লেম না, মার্জ্জনা করো! মা! রেবতি! বিদায় হই! জন্মের মত বিদায় হই। পিত! মাতৃহীন নরেন্দ্র আজ জন্মশোধ বিদায় হলো! (পদদ্বয় গমন এবং পুনরায় পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া রাজার প্রতি) পিত!—(বসন হইতে পত্র লইয়া) এই পত্রখানা একবার পাঠ কর্‌বেন। (পত্র দান) (বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে অনলে প্রবেশ)

বীরেন্দ্র। —(পত্র হস্তে করিয়া) নরাধমের পত্র পড়্‌বো? না, পড়্‌বো না। ও পাপাত্মার পত্র হাতে করাই অন্যায় হয়েছে। (ছিন্ন করিতে উদ্যত)

বৈশ। —(করযোড়ে) মহারাজ! পত্রখানা নষ্ট কর্‌বেন না। যুবরাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে অনলে আত্মসমর্পণ কল্লেন। তাঁর প্রতি আর কোপ কেন? তাঁর পত্র পড়্‌তে হান্[১] কি? একবার দৃষ্টি করুণ। অবশ্যই কোন কারণ থাক্‌তে পারে।

১। হানি।

বীরেন্দ্র। —(পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠান্তে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত) মালতি।

মালতী। —(ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদধারণ) দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি কিছু জানি না। আমার কোন অপরাধ নাই। রাণী এই পত্র লিখে যুবরাজের হাতে আমায় দিতে বলেছিলেন, তাই আমি দিয়েছি। দোহাই ধর্ম্মের! আমি আর কিছু জানি না। যে দিন রাণী পত্র লেখেন, সেই দিন আপনি এই পত্র রাণীর থেকে কেড়ে নিয়ে ছিলেন। আবার আপনি ফিরিয়ে দিলেন। আমি আর কিছু জানি না। আজ যুবরাজ রাণীর সঙ্গে কোন কথা কওয়া দূরে থাক, অন্তঃপুরেই আসেন নাই। মিছে মিছি একটা ছল করে গায়ের গহনা খুলে মাটীতে পড়েছিলেন।

রাজা। —(আর্ত্তস্বরে) নরেন্দ্র!—আমার নরেন্দ্র!—বিনা অপরাধে!—আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই! হায়! হায়! দুশ্চারিণী রেবতীর ছলনায় আমার নরেন্দ্রকে!—প্রাণের নরেন্দ্র!—ওরে পাপীয়সি! রে পিশাচি!—তোর শাস্তি—(সজোরে তরবারি আঘাত)

রেবতী! —(ভূতলে পতিত) যুবরাজ আমিই তোমার জীবননাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে।—হ-য়ে-ছে—যু-ব-রা-জ! (প্রাণ ত্যাগ)

বীরেন্দ্র। —(সরোদনে) মন্ত্রিবর! পিশাচিনীর শাস্তি হয়েছে! হায় হায়! আমার কি হলো! আমি কোথা যাব! আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্র!!! আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি! হায় হায়। কি অধর্ম্মের কাজ করেছি! বিনা-অপরাধে বিনা দোষে আমার কুল-তিলককে,—আমার বংশের শিরোমণিকে,—আগুনে পুড়ে মাল্লেম! হায় হায়! আমি কি পাষণ্ড,—কি নিষ্ঠুর,—প্রাণাধিকা বসন্তকুমারীর প্রতি ফিরেও চাইলাম না! মা আমার নরেন্দ্রের সঙ্গেই অনলে প্রবেশ কল্লেন! আমি সে দিগে ফিরেও চাইলাম না। ধিক্ আমার জীবনে! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মন্ত্রিবর! আমার কি হবে? আমি কোথা যাব? আমি দুর্ম্মতি রেবতীর কথায় ভুলে প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ কল্লেম! মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে পুত্রের মায়া বিসর্জ্জন কল্লেম! হায় হায়! দুশ্চারিণীর হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিয়েও পড়ি নাই, আমার মত নরাধম নির্ব্বোধ আর কে আছে? আমার মত পামরের মুখ দেখ্‌তে নাই! মন্ত্রিবর!—আমার নরেন্দ্র কি যথার্থই আগুনে পুড়েছে। নরেন্দ্র! (পতন ও মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। —(জল সেচন) এখন দুঃখ কল্লে আর কি হবে?

বীরেন্দ্র। —(কিঞ্চিৎ পরে চেতন পাইয়া) হা! আমার প্রাণ এখনও পাপদেহে রয়েছে! নরেন্দ্রই যদি প্রাণত্যাগ কল্লে, তবে আমার জীবনে ফল কি? এ পাপাত্মার জীবনে ফল কি? হায় হায়! কি বলেই বা দুঃখ করি! কোন্ মুখেই বা নরেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি। মন্ত্রিবর! যথার্থই কি আমার নরেন্দ্র জীবিত নাই! সত্য

সত্যই কি আগুনে পুড়ে মরেছে! আমি সেই আগুন দেখব! আর সহ্য হয় না! (শিরে করাঘাত করিতে করিতে গমন) হায়! হায়! এই আগুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মরেছে। (অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) অগ্নিদেব!—আমার নরেন্দ্র দাও!—প্রাণাধিক নরেন্দ্র!—নিরপরাধী শিশু! —আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও! নরেন্দ্র! প্রাণের নরেন্দ্র! বিনা দোষে বিনা অপরাধে প্রাণের নরেন্দ্রকে আগুনে—হায়! হায়! প্রাণের সন্তানকে আগুনে—কুহকিনী মায়াবিনীর ছলনায় প্রাণের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌লেম। উহু! কি নিদারুণ কথা—দুশ্চারিণীর পত্রখানা হাতে করেও সে সময় পড়ি নাই, কি কুহক—সত্যই কুহকিনী আমাকে কুহক জালে আবদ্ধ করেছিল! ধিক আমাকে! ধিক আমাকে! বাছা নরেন্দ্র! কোলে আয়! আর সহ্য হয় না, বাপ কোলে আয়!

(অগ্নি প্রবেশ)

—হায়! হায়! একি হইল। সর্ব্বনাশ হইল (শিরে করাঘাত করিতে করিতে) হায়! "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" (শীরে[২] করাঘাত করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

সম্পূর্ণ।

২। শিরে

জমিদার দর্পণ

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

হায়ওয়ান্ আলী	—	জমীদার
সিরাজ আলী	—	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
আবু মোল্লা	—	অধীনস্থ প্রজা
জামাল প্রভৃতি	—	জমীদারের চাকর
আরজান ব্যাপারী	—	জুরি

নট, সূত্রধার, মোসাহেব চারিজন, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্‌পেক্টর, কোর্ট-সাব-ইনস্পেক্টর, উকিল, মোক্তার, পেস্কার, কনষ্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নূরন্নেহার	—	আবু মোল্লার স্ত্রী
আমিরণ	—	আবু মোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমণি		
নটি		

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র— (পদচারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম্ম! তোমার ধর্ম্ম লুকালো ভারতে ;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে!
পাতকীর কর্ম্মদোষে হলে পাপ ভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল।
রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমিদার! রাজরূপে পালক প্রজার
সর্ব্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,
সে পদবী হীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর
নদনদী জলাশয় খরতর করে।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
স্মরিয়া বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে তথা ঢাকা হুতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

[নটের প্রবেশ]

নট— একা একা পাগলের মত কি বলছেন?

সূত্র— কেন? অন্যায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি?

নট— আমি সত্য-অসত্যের কথা বল্‌ছিনে, ভয়ের কথাও বল্‌ছিনে, বলি কথাটা কি?

সূত্র— কথা এমন কিছু নয়। কলিকালের প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত ; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এরি সন্ধান কর্চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য কর্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।

নট— কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী-দুঃখী, সকলি সমান! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া! আজকাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশ টান্ !

সূত্র— (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আচ্ছা, মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পার পায় না। বলব কি জান্ওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট— কি কথাই বল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়?

সূত্র— আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জান্ওয়ারদের চারখানা পাও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদীর আশেপাশে ল্যাজগুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই কর্চ্ছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই! দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়! কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট— দল আবার কেমন?

সূত্র— যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট— ঠিক বলেছেন। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চম্‌কে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!

সূত্র— এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট— যাক, ও সকল কথা বলে আর কাজ নাই, কি জানি—

সূত্র— কেন বলব না? আপনিতো বলেছিলেন, যদ কোন দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা বলবো। আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে!

নট— কি করে?

সূত্র— একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না!

নট— (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য!

সূত্র— আর বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো। যত কথা মনে আছে সকলি বল্‌বো! এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জান্‌ওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করতেই হবে!

নট— তাইতো ভাবছি, কোন্ নক্সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে।

সূত্র— আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটক' সে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।

নট— তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক!

[উভয়ের প্রস্থান]

[পুষ্পাঞ্চলে ধরিয়া নটির প্রবেশ]

নটি— বেশ্, ইনি তো মন্দ নন্। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই। তা যাক্, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই আসরে মালা গেঁথে নেই।

[উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত]

(রাগিণী মল্লার—তাল আড়া)

পাষাণ সমপ্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর—ভিন্নভাব অন্যমতি॥
কত কথার কত ছলে; রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত কথা বলে, মজায় অবলা জাতি।
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্ পদগুণ, কি হবে এদের গতি॥

এই মালা নিয়ে আজ আমোদ করবো।

[নটের প্রবেশ]

নট— প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম! এখন আর বিলম্ব কি ; আর কথাই বা কি?

নটি— না, আমার কোন কথা নাই। আপনি যা মানস করেছেন আমি কি আর তাতে কোন বাঁধা[১] দেই? দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি। এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে।

নট— (সহাস্যে) একবারতো পরিয়েছ, আবার কেন?

নটি— (মৃদু হাসে) এও এক সুখ!

১। বাধা

নট— প্রিয়ে। মালাতো পরালে এখন আর একটি গান গাও।

নটি— আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বল্লে আমি বলবো না।

নট— তাতে আর ক্ষতি কি?

উভয়ের সঙ্গীত।

[লক্ষ্ণৌয়ের সুর—তালে কাওয়ালী]

মরি দুর্ব্বল প্রজার পরে অত্যাচার
কতজনে করে, করে জমাদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥
জমীদার ধরে জরিমানা করে
মনো সাধপুরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার॥

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে সঙ্গীত

[রাগিনী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী]

ওরে প্রাণ মিলন সলিল কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ
বিনে প্রেম বারি পান।
মনপ্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষবাণ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(হাওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন)

হায় — দেখেছো?

প্র, মো— হুজুর দেখেছি।

হায় — কেমন?

প্র, মো— সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটি নাই!

হায় — কিন্তু ভারী চালাক, কিছুতেই পড়ছে না।

প্র, মো — (সহাস্যে) সে কি? সামান্য স্ত্রীলোক কিছুতেই পড়ে না!

হায় — তোমরা বোধকর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য!

প্র, মো — অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন?

হায় — টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার[1] লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না!

প্র, মো — ওর স্বামীও তো এমন সুশ্রী পুরুষ নয়, যে তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায় — না, তাই বা কি করে? আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক! বিধির নির্ব্বন্ধ দেখ চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয়?
"হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!"

প্র, মো — (ক্রোধে) কি আর বলবো। যদি আমার হাতে পড়তো তবে দেখতে পেতেন! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধল্লেও হয় না ; হওয়ার আরও উপায় আছে ; একদিন—

হায় — আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ তাতো জানতেই পাচ্ছো, তায় আবার যদি বলপূর্ব্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোন কৌশলে হলে সকল দিকই বজায় থাকে। আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি, সেটা পরখ করে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

১। গয়নার

প্র, মো — কি এঁকেছেন হুজুর।

হায় — একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম গরম আবণ্ডে করে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দেই। সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে' দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

প্র, মো — বেশ যুক্তি হয়েছে হুজুর, বেশ যুক্তি হোয়েছে! এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হোলে আজ রাত্রেই—

হায় — আজ রাত্রেই?

প্র, মো — রাত্রেই—এখনি—

হায় — যেদিন তারে দেখিছি, সেদিন হোতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান,—যেন উন্মত্ত! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল!

[সর্দ্দার বৈশ, জামালের প্রবেশ]

জামা — (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান।) হুজুর—

হায় — আর সকলে কোথায়?

জামা — (যোড় হস্তে) সকলেই দেউড়ীতে হুজুর।

হায় — পাঁচ আদমী যাও, আবুকো পাকড় লাও, আবি লাও।

জামা — যো হুজুর।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান]

হায় — দেখা যাক! ফাঁদতো পাতলেম ; এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, হবে যা মনে আছে তাই! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হলে কোন্‌দিন কাজ শেষ করে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল; তা যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র, মো — বোধ হয় এইবারেই হবে। আর অন্য চেষ্টা কর্ত্তে হবে না! এইবারেই হবে।

হায় — কৈ তা হয়? ক'মাস হোলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটা হাটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

প্র, মো — অধঃপাতে গেছেন! আপনাদের পূর্ব-পুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত!

হায় — ওহে, আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না কর্ত্তে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা!

প্র, মো — সে রোজাও এদেশে নাই।

হায়— এক রকম সত্য বটে, আগে আগে মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা,

কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।

প্র, মো — হুজুর যে ফন্দী এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

[নেপথ্যে আজান দান, নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচ্চৈঃস্বর।]

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকর, আল্লাহু আকবর'। আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্, আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্, আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মা-দুর রাসুলল্লাহ্। আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্। হাইয়া আলাস সালাহ্, হাইয়া আলাস সালাহ্। হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ্। আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর। লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

হায় — নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক। (গাত্রোত্থান)

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে গান

[রাগিনী সিন্ধু—তাল জৎ]

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি?
মধু মাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্মবেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি?
সতীর সতীত্ব ধন হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার বাহির বাটির ঘর

(সর্দ্দারগণ বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা)

আবু — (কাতর স্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন, চাদরখানা নিয়ে আসি; মনিব ডেকেছেন না গিয়ে বাঁচতে পারি?

জামা — নেওয়াতী রাখ্ তোর নেওয়াতী রাখ্, মান রাখতে পারিস একটু দাঁড়াই। নৈলে চল্ (গলা ধাক্কা।)

আবু — (সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের চাদরখানা আনি। আমি কোমর খোলাই দিচ্ছি। অপমান করোনা।

জামা — রাখ্ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে।

আবু — কিঞ্চিৎ কোমর খোলাই দিচ্ছি।

জামা — দিচ্ছি কি? ক'টাকা দিবি? আগে টাকা আন্, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো? তেরা বাত্‌মে বায়ঠেগা? চল্ (গলা ধাক্কা)—

আবু — দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি।

জামা — আন্ পাঁচ জনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন্, বসছি,। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারি মুখো করবো। (ঘাড় ধারণ।)

আবু — দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বে-ইজ্জত কোরবেন না আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা — টাকা দিচ্ছিতো কত বারই বল্লি, টাকা আন্‌না।

আবু — আমি নিতান্ত গরীব। (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্য এই দুটি টাকা।

জামা — (মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে আলা! আমরা ভিক্ষে কর্ত্তে এয়েছি? দুটো টাকা নেব? চল্ (ঘাড়ে হাত দিয়া পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার পাঁচটা মুষ্ঠাঘাত)

আবু — দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।
[নেপথ্যে (অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিনটি টাকা) ন্যাও আর কি কর্ব্বে, যা কপালে ছিল তাই হলো!]

আবু — (হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচটি টাকাই নেন।

জামা — (টাকা হাতে করিয়া উপবেশন ও সঙ্গীগণের প্রতি) বসোহে বসো।

আবু — (তামাক সাজিতে সাজিতে) আমিতো কোন অপরাধ করিনি ; তবে জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁদেওন) কেউ চড়া কথা বল্লে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ডাবা হুকার কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করেনা। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান ও যোড় করিয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা, তুই জানিস্ আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হক-না হক মাচ্ছেন? মাটির

হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, "রাজা বাদী, উত্তর নাদি!" আপনারা বসুন আমি চাদরখানা নিয়ে আসি।

জামা — না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারী নে' যাব। যেমন আছে তেমনি চল, হুকুম মত কাজ কর্ত্তে হয় এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন।

আবু — এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা — আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে চলো।

(সকলের গাত্রোত্থান)

আবু — তবে চল কপালে যা তাকে তাই হবে?

[সকলের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে গান

[রাগিনী ঝিঁঝট খাম্বাজ—তাল আড়া ঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ॥
ক্ষমতা হোলো না আর করি পদ অগ্রসর
দেখে আসি একবার, প্রেয়সী বদন॥
দু'জন দু'হাত ধরে, লয়ে যায় জোর করে
কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ।
দেখিলে চক্ষের পরে কেমন প্রভুত্ব করে
আনিতে দিলানা মোরে আমারি বসন॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হায়ওয়ান আলীর বৈঠক খানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব একদিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায় — (তাস দেখিতে দেখিতে) বিন্তি নাই?

দ্বি, মো— কি বড়?

হায় — বিবী বড়!

দ্বি, মো— প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়? আপনার নিকট বিবীর বড় বাড়াবাড়ী দেখতে পাচ্ছি! বিবি যে আর ছাড়ে না!

হায়— বিবী ছাড়ে বৈকি ; সাএবই ছাড়ে না! খেলনা। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্য কত খানা হোয়ে যাচ্ছে কৈ একবারও সায়েবের পানে ফিরেও তাকায় না! রঙের দশ আমার।

দ্বি, মো— আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে ; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে।

হায়— সে যথার্থ, কিন্তু ভাই আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্য আহার-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ, পূর্ব্বে যে বড় ভালবাসার ছিল, তকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না। বলবো কি, জীয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ কর্চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুনতে পারে না! কাবার বিন্তি!

দ্বি, মো— (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেলেহো দেখে খেলো! গোচ বড় ভাল নয়!

প্র, মো— কাবার ইস্তক!

দ্বি, মো— তবে ঠক্‌লেম!

তৃ, মো— কাজেই, ওঁদের পড়তা পড়েছে ; পড়তা প'লে এই হয়! (গান) "পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?" এই টেক্কা হাতের পাঁচ আমার!

হায়— হাতের পাঁচ মিলে কি হবে, ওদিকে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (১ম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখানা কাগজ ধর (তাস একত্রে করিয়া. সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি, মো— (হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেমনা, গোলামেই সব হবে।

হায়— কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি, মো— আবার ভয় কেন? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়— ওহে! আমরা সাধে জিত্‌ছি, আমাদের যাত্রা ভাল ; ওদিগের খবর শুনেছ তো?

দ্বি, মো— কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আন্‌ছে না? বোধ হয় পালিয়েছে!

হায়— পালাবে কোথায়? একটু বসোনা, এখনি দেখতে পাবে।

তৃ, মো— দেখ্‌বে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হন্দর হয়েছে!

হায়— এমন সময় এমন কাজ কল্লে? হাতে না তুলতেই হন্দর—

প্র, মো— (দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আন্‌ছে

হায়— চুপ কর, ওদিকে তাকিওনা—এইবারে খেলাটা হোয়ে যাক্।

(সর্দ্দারগণ বেষ্টিত আবুল প্রবেশ)

আবু— (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা— হুজুর!—আবু হাজির।

হায়— কাঁহা হ্যায়? পঞ্চাশ! (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই জানিস্ আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু— (ভয় কাতর স্বরে) হুজুর! আপনি সব কর্ত্তে পারেন ; আপনি রাজা ; জানজাহানের মালিক ; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন ; রাখলেও রাখতে পারেন!

হায়— তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অ-কৌশল? তুই ভেবেছিস কি? আমি তোকে সোজা কর্ব্বই কোর্ব্ব! কাবার পঞ্চাশ—জামাল! হারামজাদাসে পাঁচাশ-রোপেয়া, জ'রবানা আদা কর!

জামা— যো হুকুম!

আবু— (যোড় করে) হুজুর! আমি কি ঘাট করেছি?

হায়— চোপরাও হারামজাদা! আবতাক্ হাম্‌রা সামনে মু'খোলকে বাৎ কাহতাহায়! আভি লে যাও! লে যাও! (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘণ্টে কা দারমিয়ান রোপেয়া অদা কর।

জামা— (মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্!

মোল্লা— খোদাবন্দ আমায় মাপ্ করুন।

হায়— মাপ ক্যা, এ্যা মাপ হ্যায় নাই! জামাল! ওকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায় ইট চাপিয়ে দে', তা না হোলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না!

জামা— (চোদ্দ পোয়া করন)

আবু— খাঁ সাহেব আমার মাথায় ইটই দিন আর আমারে কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবে না। বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম বেচে নিন!

হায়— হারামজাদা! আমি তোর ঘর বেচবো! তুই যেখান থেকে পারিস টাকা এনে দে।' (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলি নি।

[একজন সর্দ্দারর প্রস্থান]

আবু— হুজুর! আমি বড় গরীব, কুপুষ্যিগলায়, বিষয় আশায় হুজুরে অজানা কি? এত টাকা কোত্থেকে জোটাই? দোহাই খোদাবন্দ! মাপ করুন!

প্র, মো— কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?

দ্বি, মো—আরে জাননা, ছোট লোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী তার এক পুষ্যিতেই একশ'! নিত্যি-নতুন ফরমাস্—নিত্যি নতুন আব্‌দার!

প্র, মো— ওর বিবী বুঝি খুব খুপসুরৎ?

দ্বি, মো—উরির মধ্যে।

হায়— তবে অবশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে। তার গয়নাই থাক, নগদই থাক্, আর যার কাছে থেকেই হোক্, টাকার তার অভাব কি? (ইট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে!

(সর্দ্দার কর্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু— দোহাই সাহেব! আর সয় না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী গে, ঘটি বাটি যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি! হুজুর কপালে যা ছিল, তাই হোলো! আমার কোন পুরুষেও এমন অপমান হইনি! এর চেয়ে মরণই ভাল!

হায়— চোপরাও, চোপরাও। (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেল্‌বে? না আর কাজ নেই! (চ, মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যান!

চ, মো—(নিকটে গিয়া) বলুন?

হায়— (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব করবেন না! গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন!

চ, মো—যাচ্ছি!

হায়— যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভরে চিনি দেব!

আবু— (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি—চুপে চুপে) কর্তা। আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ আঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব!

চ, মো—(হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপি চুপি) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না!

হায়— (মৃদু স্বরে) আচ্ছা আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখা হুকুম দিচ্ছি!

চ, মো—(প্রকাশ্যে) দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো, টাকা পয়সা আদায় হবে না! জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় করে নিয়ে আসুক।

হায়— তা হবে না, আমি ওকে চেড়ে দিতে পারি না। তবে আপনি বলেছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক! সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই কর্‌বো ; তখন আর কারও উপরোধ শুনবো না।

চ, মো—*আপনি সব করতে পারেন! আমার কথায় কথায় যে এই কল্লেন এতেই কৃতার্থ* হোলেম!

(প্রস্থান)

হায়।— জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ। সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা করতে হয় করবো। এখন দেউড়িতে নে'যা।

(জামাল, আবু মোল্লা ও সর্দ্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি, মো—আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝতে পারছি না।
"সীতা নাড়ে আঙ্গুলী, বানরে নাড়ে মাথা
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা।"

হায়।— বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে!

দ্বি, মো—দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নেই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে! তখন আর ঠারে ঠোরে বলা চলবে না। "ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ্ দাদায় কড়ি"— প্যাচ ঘটাতে সকলে পারে কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই!

হায়।— (মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মশায় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না!

দ্বি, মো—চুপ কল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে কর্‌বেন।

হায়।— সেজন্য আপনাকে বড় ভাবতে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল আড্ডায় যাওয়া যাক্!

দ্বি, মো—গুলিতে যে হাড় কালি হোয়ে চল্ল!

হায়।— চুপ কর হে চুপ কর ; বেশী ব'কোনা, মাথা ঘুরবে!

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী

(নুরুন্নাহার ও আমিরণ আসীনা)

আমি।— (কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁদলে কি হবে। জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পারবে না, টাকা দিতেই হবে।

নূর।— পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব? আজ যে করে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি তা আর কি বোল্‌বো! আর একটি পয়সারও ফিকির নাই, জিনিষপত্র ঘর কয়েকখানা বেচলে কিছু টাকা হোতে পারে। তা এ অবস্থায় কে-ই বা কিন্‌তে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি করবো? এত টাকা কোথায় পাব? তিনি কাছারিতে আটক রইলেন, আমি মেয়ে মানুষ কোথা থেকে এত টাকা দেবো? গরীব বলেও কি তার দয়া হোল না? পঞ্চাশ টাকা এক সাথে তো আমরা চক্ষেও দেখিনি। আজ আর কোথা হতে দেব।

আমি।— না দিয়ে কি আর বাঁচবে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোনো হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিয়ো না!

নূর।— পলাব! সেতো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মারবে, কত বারই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে! তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই (রোদন)। টাকার জন্য তাকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেলবে।

আমি।— মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি করবে? তাঁর নামে তো আর সাহেবদের কাছে নালিশ করতে পারবে না? নালিশ কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা, সে কিনা কর্ত্তে পারে!

নূর।— পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন? এই কি জমীদারের বিচের, জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা তা গেলো মাটি চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতি!

আমি।— চুপ কর চুপ কর, ঐ কেষ্ণমণি আসছে যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই বলে দেবে। মাগো ওতো সামান্যি মেয়ে নয়!

নূর।— তাইতো ও আবার আসছে কেন? ওকে দেখলেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ)

কৃষ্ণ।— "জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!"—মা ভিক্ষে দেওগো! ওমা তোমায় আজ এমন দেখছি কেন গো? কেঁদে কেঁদে দুটো চোখ যে একেবারে রাঙা করেছ, ওমা এ কি গো?

আমি।— ও মরে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারী ধরে নে গেছে, তুমি শোননি?

কৃষ্ণ।— দুই চোখের মাথা খাই মা! আমি কিছুই শুনিনি! ধরে নিয়ে গেছে সে কি? কেন, আবু তো দোষ করবার লোক নয়।

আমি।— শুধু ধরে নিয়ে গেছে! ধরে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হেঁকেছে ; আরও কত অপমান কচ্ছে, টাকার জন্য মাথায় ইট দিয়ে খাড়া করে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোবে না ; এত টাকা কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচার?

কৃষ্ণ।— (কিঞ্চিত ভাবিয়া) আহা-হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ! কি করবে বাছা জমীদার দণ্ড করলে আর বাঁচবার উপায় নেই! টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধল্লে আর এড়ান নেই। তবে একে ভয়ও করতে হয়,—তার কথা শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

নূর।— দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস করেও কাটাতে হয়, এতে যে বিনি দোষে এত টাকা জরিমানা কল্লেন, কোত্থেকে দেব? ঘর দোর ঘটি বাটি বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা, এ তাঁর কেমন বিচার? হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো, তবে এর বিচের হোতো!

কৃষ্ণ।— ওমা! হাকিম থাকলে করতে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না! জমীদার যখন মনে কর্‌বে তখন ধরে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় করবে।—মা! বেলা গেলো আর থাকতে পারিনে, একমুঠো ভিক্ষে দাও যাই, আর কি করবে মা! (দীর্ঘশ্বাস)

নূর।— (ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ।— (পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নূর।— (ভিক্ষা লইয়া ভিখারিণীর ঘটিতে দান)

কৃষ্ণ।— (ভিক্ষা লইতে লইতে)—চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত এড়াতে পারবে না, আমি শুনেছি তোমার জন্য একেবারে পাগল। দেখ না, একমাস হোলো তোমার পাছেই লেগে আছে, তুমি মনে করলেই সব মিটে যায়!

নূর।— (সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে করবো!

কৃষ্ণ।— আর এমন কিছু নয়, আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তা'হলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল ঘরে আস্তে পারবে!

নূর।— আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্বেন? এই কি তার ধর্ম্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হোতে এমন কর্ম্ম হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হোতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো!

কৃষ্ণ।— (জিভ কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জান্তে পারবেনা! জান্‌লেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজরাণীর মত সুখে থাক্‌বে। দেখ জমীদার, সে কি-না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে ; জাবরান কল্লেও তো করতে পারে! সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বেনা! তবে কেন অপমানে কুল মজাবে? মান থাকতে আগেই তার কাছে গিয়ে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে! তিনি যা বলেন, তাইতে রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ করছো তা তো নয়, জমীদারের নজরে পড়ে কত কোণের বৌ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে। চৌধুরীদের কথা শোননি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত! পাড়া-পড়সী, জগত-কুটুম, পর্জার-ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে! কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটেমাটিতে একেবারে উল্‌কুড় উঠিয়ে দিয়েছে! মা আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জান্‌তেও পাচ্ছো-বুঝেছ—

নূর।— বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বো না, জান থাকতে তো নয়! আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই করবেন! ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্ত গমনোদ্দ্যতা)।

কৃষ্ণ।— দাঁড়াও না শু—

নর।— আমি শুনবোনা (আমিরণের নিকট গমন)।

কৃষ্ণ।— শুন্‌লেনা শুন্‌লেনা, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপণার যা শুনাতে হয় তা হবে অকন! শেষে জানতে পার্ব্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি।"

(সক্রোধে প্রস্থান)

আমি।— কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ?

নূর।— তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আনবোনা, ছি, ছি, বড় মানুষের এই আচরণ!

আমি।— কি কথা, বল না শুনি?

নূর।— তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি।— (গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো ; ওরা ছাগলের জাত!—পর্যন্ত পার পায় না! তুমি আমিতো ছার কথা! বলতেও লজ্জা করে বন ; শুনতেও লজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়, জমীদার হোলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে! যেখানে যান সেইখানেই মরেন, একদিনের জন্যও ছেড়ে থাকতে পারেন না। বাঈ! বাঈ! বাঈ! বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড় লোক! সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে! সৎকাজের বেলায় এক পয়সা মা বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু! চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিভ্ লক্‌লক্ করে! সেই বাজারে মেয়েগুনো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু লজা নাই! কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালী দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিণী যুগিণী, চাড়াল্‌ণী, কলুণী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন, কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত ; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন! তা বোন এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই! তা বলে আর কি করবে বল? যে গতিকে পারে তোমার মাথা খাবেই খাবে! তা এখন চল, ওদিকে—

নূর।— ওদিকে আর তুমি কি বলবে ভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ বুঝেছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে! খা সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর পর মিছি মিছি শিকারের ছুতো করে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আমি আজ সকলি বুঝেছি! আমি যা যা বলেছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমার কি হবে? আমি কোথায় পালাব? এখন যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই।

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

[রাগিনী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা]

আর কে আছে আমার

এ দুঃখ পাথারে কে বা হবে কর্ণধার?

যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমারি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখভাগী
বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার।
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্টজন দণ্ডকারী
তবে মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলির আড্ডা

(হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারজন এবং একজন গুলিখোর আসীন)

হায়।— ওহে বসো বসো, কেবলই টান্‌ছো, দুএকটা গল্প চলুক!

তু, মো।—হুজুর! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো।—বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়ীও চলেছে বটে, কিন্তু—

তৃ, মো।—(সক্রোধে) কিন্তু আবার কি?

প্র, মো।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল টেকবে না ; দুমাস পরেই হোক, আর ছমাস পরেই হোক ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে। যত বেটারা গাড়ীর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চলে যায়, তারা গৌরীর জল খাবেই খাবে! গৌরী তাদের খাবেন্‌ই খাবেন!

হায়।— না হে না, ভাঙ্গবে না। শুনিছি ভারি ভারি লোহার থাম পুতেছে।

প্র, মো।—হুজুর থাম পুতলে কি হবে? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে—

হায়।— নড়বড়ে কি রকম?

প্র, মো।—শুনেছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিশ করেছিল যে পুলের ভার আর সইতে পারি নে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে লেস্‌লী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত মুখো হন, আমি একদিনে ভেঙ্গে চুরে একেবারে কুমারখালি গিয়ে ধর্ব্বো!

হায়।— এতো শুনলেম। জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদরী সাহেবের কাছে পড়েছিল, তার কি হয়েছে।

প্র, মো।—হুজুর, খৃষ্টান হওয়া মিছি মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয় তবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে! ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তাঁর কোনমতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক! ভাল মানুষ হোল স্বভাব চরিত্র ওরকম হোত না। দেখ্‌তে সেই লাঙল ঘাড়ে চাষাদের

মত দেখায়! মুসলমানের আবার আচার-ব্যাভার? ধর্ম্ম কিছুই নাই—বলতে কি, তারা কোরাণ কেতাব কিছুই মানে না। কোনো বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই করে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সাম্‌নে অপরের নিন্দাকর্ম্মে মজ্‌বুদ।

হায়।— আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্তা।

প্র, মো।—হুজুর! কুঠির কর্ত্তা একবার কর্ত্তার বড় কর্ত্তামী বার করেছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্যন্ত বাকি ছিল না।

ওরা—

"যখন দেখে আঁটা আঁটি
তখন কেঁদে কেটে ভিজায় মাটী।"

তারপর অমনি চোখ উল্টে বলে ফেলে, তো-তো-তো তোমি কেডা হে?

হায়।— সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র. মো— সে কথা আর কি বল্‌বো? কলিকালে সকলেই গেলো। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা সাহেবেরা তসবি টিপতে টিপতে হলফ করে হাকিমের সামনে মিছে কথা কইলেন, শুনে অবাক হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছু নেই।

হায়।— তা তো কইলেন, তারপর?

প্র, মো।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয়? ডিসমিস হয়েছে!

হায়।— বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জাত বাঁচলো। শুনেছিলাম এ মকদ্দমায় বড় যোগাড় হোয়েছিল।

প্র, মো।—জোগাড় কল্লে কি হবে। অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হোচ্ছে!

হায়।— শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তার কাজ নেই, পাবনায় সেদিন রাড় কনে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিন্দুরা জুটে পুড়িয়ে ফেল্‌ছিল, ভাগ্যিশ হারিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হোলো! তবে—তবে তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌বে।

প্র, মো।—সে কথা যাক, এ দিগের কি হোলো?

হায়।— আজ যে যোগাড় করেছি তাতো শুনিইছ!

প্র, মো।—হুজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়।— না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা রটনা কচ্ছে, আমি তাতেই প্রায় ভুলে গেলাম আর কি! একি ছেলের হাতের পিঠে!

প্র, মো।—(হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী!

হায়।— হ'ক তায় ক্ষতি কি?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায়।— চালাক দাস! খবর কি? গালভরে চিনি দেব, না দুটো ছিটে টান্‌বে!

চ, মো— (কুব্জ হইয়া আঙ্গুলী নাড়িয়া) ছিটে ফোটার কাজ নয়, (নিশ্বাস ত্যাগ) সব দফা রফা—

হায়।— সে কি? একেবারেই যে শেষ ক'ল্লে? ব্যাপারখানা কি?

চ, মো।— কোন মতেই না! সে হাত মুখ নেড়ে কত কি বল্লে! আরো বল্লে, এদের উপর হাকিম থাক্‌ত তাহলে এর শোধ নিতেম। কি আশ্চর্য্য! মেয়েমানুষের এমন কথা! কৃষ্ণমণি আরও অনেক বল্লে, সে কথা এখন বলবোনা, আর এক সময় শুন্‌তে পাবেন!

হায়।— কি? তার স্বামীকে এনে কান মলা নাক মলা দিচ্ছি, খাড়া করে রেখেছি আর তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মেয়েমানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি! আর বল্‌তে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি! আপনি সর্দ্দারদের ডাকুন।

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র, মো।—আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি—

হায়।— এখনই তারে হাকিম দেখাচ্ছি! বড় সতী হোয়েছে! সতীপণা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

জামা।— (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়।— দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে সব যাও। মোল্লাকো জরুকো পাকাড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে দাও। আমি মোল্লা চাইনে, নূরন্নেহার চাই।

জামা।— হুজুর! আমরা চাকর। যে হুকুম করবেন তামিল করবই! কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই!

হায়।— তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়, তাও স্বীকার! নূরন্নেহার কেমন সাচ্চা দেখ্‌বো! আর বিলম্ব করোনা, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। কি? মেয়েমানুষের এত বড় কথা!

জামা।— হুজুরের হুকুম, চল্লেম!

(সেলাম পূর্ব্বক জামাল কামালের প্রস্থান)

হায়।— (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (তৃ, মোসাহেবের প্রতি—) ওহে টান না?

তৃ, মো।—(গুলি টানিতে আরম্ভ করিল)
গু, খো।—(আগুন দিতে অগ্রসর)
হায়।— শুধু শুধু টান। কেউ গান ধর না—
তৃ, মো।—আচ্ছা এই ছিটেটা ওড়াই।
গু, খোর— কর্ত্তা আমি সারদিন কিছুই খাইনি।
হায়।— কিছুই খাস্‌নি এই যে এত ছিটে খেলি!
গু. খো।—কর্ত্তা না জলটুকুও মুখে দিইনি!
তৃ, মো।—আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেয়ে যা! (দুটো পয়সা দান)

(সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান)

হায়। —একটা গান ধর না।
তৃ, মো— আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট খাইয়া) তবে একটা মধ্য গান গাই।

(রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড় খেম্‌টা)

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টানলে পরে
দু'গালে চার চড় লাগাই তার, দেখা পেলে
রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়েছে তার নামের ধ্বজা
মনে মনে হয় সে রাজা, যখন আড্ডায় এসে
আড্ডা করে।
দু'চার ছিটে উড়িয়ে দিলে চতুবর্গ ফলটি ফলে
নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে?
নয়ন দুটি বুঁজে, ঢুলি যখন মাথা গুজে
স্বর্গ মর্ত দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে!

(প্র, মো, ব্যতিত সকলের উচ্চস্বরে গান)

প্র, মো,।—এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান?
তৃ. মো।—নয় তবে এটা কি? ভায়া ভারি কলোয়াত।
প্র, মো।—ওরে তোর মাথা! এটা আড়া খেম্‌টা আর রাগিণী শঙ্করা।
তৃ, মো।—কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা!
হায়।— (উষ্ণ ভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ কর! (উচ্চ স্বরে—) ওহে তোমরা কি পাগল হোয়েছ? একটু চুপ কর না!

(মোসাহেব পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাফ্‌লাক্‌সিন ধিনিতাক)

হায়।— (হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ কর না। তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই ওদিকে যে ভয়ানক গোল হচ্ছে! (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ) শুনেছ? বড় গোল হচ্ছে! চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক!

সকলে।— চলুন, আপনি যাবেন, আমরাও যাচ্ছি!
(উচ্চস্বরে "আল্লা আল্লা" করিয়া)
(নেপথ্যে—উচ্চস্বরে-ছোট বিবি মলেম, (সকলের প্রস্থান)
আমায় নিয়ে চল্লো এইবার গেলাম।)
(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোরা এগোরে।)

পটক্ষেপণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দ্দারগণ এবং হাওয়ান আলী নূরন্নাহারের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। নূরন্নাহার হেট বদনে কম্পিতা)

হায়।— কেমন? এখন তো হাতে পড়েছো! এখন আর কে রক্ষা করবে? বাড়ীতে বসে বসে যে বলেছিলে, ওর উপরে কি আর হাকিম নেই? কই কাকেও যে দেখতে পাইনে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখ না! এসে রক্ষা করেনা! সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে পড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিরকুটি কল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাওতো দেখলে? আরও এখনই দেখতে পাবে জান্! এতদিন আমার জান্‌কে এত হয়রাণ করেছো জান্! এস তার প্রতিফল দিই!

নূর।— (সকরুণে) আপনি সব কত্তে পারেন। আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত মান রক্ষা করতেও আপনি, প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি! আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ্! (রোদন) আপনিই আমার জাত কুল রক্ষা কোরবেন!

হায়।— এইতো কচ্ছি! (নূরন্নাহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নূর।— (মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাবা! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পড়ি, ছেড়ে দিন।

হায়।— (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি!

নূর।— (গোশাইতে গোশাইতে) পায় ধ-রি—আমা—

হায়।— (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদার হাত ধরুন, আমি চুল ধরে টেনে নিচ্ছি!

(তৃ ও চ, মোসাহেব বেগে হস্তধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক নূরন্নাহারকে ধরে অগ্রসর।)

(প্রস্থান)

দ্ব, মো।—(ক্ষণচিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি এতে যে কি করে বসেন, তার নিশ্চয়তা কি। কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে!

জামা।— দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লে আর অদুল কত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরাণ। এ কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে! কি করি? এর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে! এর তো দিগ-বিদিগ জ্ঞান কিছুই নাই, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার! আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে।

(হায়ওয়ান আলীর পুনঃ প্রবেশ)

হায়।— ওহে, তোমরা এখানে কি কচ্ছো? ওদিকে যে—যাওনা এমন দিন—!

প্র, মো।—আচ্ছা যাই।

(প্রস্থান)

হায়।— (সর্দ্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় খুশী করেছো, আমি মনের মতো খুশী কর্ব্বো।

জামা।— হুজুর আমরা হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না মরি! সময় বড় খারাপ, সাবেক আমল হলে এতো ভাবতেম না!

হায়।— তার জন্যে ভয় কি? মকদ্দমা আছে মামলা আছে কবুল! জামাল ওকে কি রকম ধল্লে?

জামা।— আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম! কোন মতে আর ফাঁক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বার থেকে আসি। আবার শুনলুম, যাও চাঁদনির রাত ভয় কি? তারপরই দেখি নুরন্নাহার বাইরে এয়েছে! তখন একবার লাফিয়ে ধরে শূন্যে শূন্যে আনতে লাগ্‌লুম! ও কেবল মুখে বল্লে, 'ছোট বিবি মলেম!'....... তারপরই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন! হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই!

হায়।— তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা।— হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরীব সেইটি যেন মনে থাকে।

হায়।— মনের মত বখ্‌শিখ করবো।

(প্র, মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র, মো।—হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হায়।— কি হলো?

প্র, মো।—আর কি দেখ্‌ছেন, নুরন্নাহার কেমন কচ্ছে, বুঝি বাঁচেনা।

হায়।— বটে (এস্তে উঠিয়া)

প্র, মো।—তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ
অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন।)

জামা।— অদৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছেনা। (হায়ওয়ান আলী মোসাহেবগণের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নুরন্নাহারকে লইয়া প্রবেশ)

হায়।— (মাটীতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও এক কাপ কোরে রয়েছে!

দ্বি, মো।— না, না, দেখুন গর্ভবতী যথার্থই ছিল! ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড় কচ্ছে!

হায়।— (নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; তলপেট অতো নড়ে কেন?

নূর।— (মৃদুস্বরে) হা খোদা! আমার কপালে এই ছিলো! নারী কূলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না। হায় এই জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল! জন্মেই কেন মরে গেলাম না! তা হলে এতো লাঞ্ছনা সইতে হতোনা! কি করি উপায় নাই, এ দুঃখ কাকে জানাব! এমন সময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হোলো না! মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলাম না! প্রতিবেশীরাও আমাকে দেখতে পেলেনা! (দীর্ঘশ্বাস) হা খোদা! তোর মনে এই ছিল! জমীদার হয়ে এমন কাজ কল্লে! ধর্ম্মের দিকে চাইলেনা! এত কষ্ট কি আর প্রাণে সয়! হায় হায়, এদের দমনকর্ত্তা কি আর কেউ নেই। এদের উপরে কি আর হাকিম নেই! হায় হায়, জাত গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হোলো, প্রাণও গেলো, শুধু আমার প্রাণই যে গেল তা নয়। পেটে যে একটা ছিল তারও গেলো। খাঁ সাহেব আপনার মনে এই ছিল এই কল্লেন! খোদা আপনার বিচার কোরবেন! শুনেছি যে মহারাণী সকলের উপরে বড়, সাএবদের উপরেও বড়। আমরা যেমন তোমার প্রজা তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার কোরবেন না? প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না? মা! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছোনা? কেবল বড় বড়

লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা—আ—মার—আ—মা—সয়না, মা—মা—মা— আমি মেয়ে দয়া—কর—তো—পা—য়— (মৃত্যু)।

হায়। ওহে, যথার্থ মলো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে? কই আর যে নড়ে না। বুঝি পেটেরটাও মলো! (বুকে হাত দিয়া) এখন উপায়?

(প্র, মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি, মো। আর উপায়। তখনইতো বলেছিলাম যা করবেন আগেপাছে বিবেচনা করে কোরবেন। এখনতো খুনের দায়ে ঠেকতে হলো!

হায়। চুপ্ চুপ্! খুনখুন করোনা! যা হবার তা.হোলো, এখন কি করা যায়। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে থাকতেই এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি, মো। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হোয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়। জামাল। তোমার বিবেচনায় কি হয়?

জামা। আপনি যে হুকুম করেন তাই কোরব। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি? (প্র, মোসাহেব এবং নিদ্রোত্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)।

সিরা। আরে পাজিরে! এমন কাজ কল্লি? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেলো? লক্ষ্মীছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয়? যত গোয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ করেছ। এখন মুখে কথা নাই। তোর জন্য সর্ব্বনাশ হবে! পূর্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল হয়েছিস? এখন আর কি বলবো? তোর এ বুদ্ধি কে দিল! (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই। পাজিরা এখন কেউ নেই। সর্ব্বনাশ কল্লি। লুটে পুটে মজালি। রাগ আর বরদাস্ত হয় না—'দ্বি, মোসাহেবকে মুষ্ঠাঘাত) তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। তোদের কুপরামর্শতেই হোয়েছে।

দ্বি, তো।—দোহাই আল্লার! কোরাণের কিরে! আপনার গা ছুয়ে বলতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ কর্ব্বেন না!! তা কি উনি শুনেন, উনিনা একজন!

সিরা।— জামাল। তোরাই সর্ব্বনাশ কল্লি! তুই কি এই বদমাইসদের দলে মিশে গেছিস।

জামা।— কর্তা আমি কি আর কর্ব্বো? হুকুম কল্লে তো আর আদুল কর্ত্তে পারিনে।

সিরা।— আর সকল বেটারা কোথায়?

জামা।— সকলেই পালিয়েছে।

সিরা।— (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেঁট মুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না! পাজিরা শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন! আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবি না!

জামা।— তা। বলে আর কি হবে? এখন বাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরা।— এক কাজ করা যাক, রাত শেষ হয়ে এলো। আর কোন উপায়ই এখন হয়না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ীর উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভোর হোল-নেও, নেও উঠ, উঠ, আর দেরী করো না।

দ্বি, মো।— হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল! চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফর্সা হয়ে এলো! (নেপথ্যে দুবার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে, আর রাত নেই ধর ধর—।

সিরা।— জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা।— (কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হোয়েছে! ঐ সেই পাগল বৈরাগী বেটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়েমানুষকে নে যেতে আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল কামাল কর্তৃক শবদেহ লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

[রাগিনী ললিত—তাল তেতালা]

চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন ঘণায়ে এলো
সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল।
মায়াবিণী এই নিশি আসলো ঘুম পড়ানি মাসি
ভোগা দিয়ে সর্বনাশী, সার কথাটি ভুলিয়ে দিলো!
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, বয় কি তারা নিদ্রাযোগে?
মন রেখে সেই পদযুগে, যোগে মজে জেগেছিল!
দুষ্টলোক রেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার খেজুর বাগান

(কনষ্টবলদ্বয় নুরন্নাহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র, কন।—বাবু যে এতক্ষণও আস্‌ছেন না!

দ্বি, কন।— উঠতে পাল্লে তো আসবেন!

প্র, কন।—সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি, কন।— তাতে কি আর নতুন পুরান আছে, বেশী মাত্রা হোলেই দিন কাবার। আবার যে লক্ষ্মী কাঁধে ভর করেছেন তিনি ত—জানই আর কি!

(কাস্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র, চা।— এ গাঁয়ে আর বস্তিচ্চি হয় না। গেল না' ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম ত শুনেছি। এরা যেমন বাবা!

দ্বি, চা।— মামুজি, কি নকমে মাল্লে?

প্র, চা।— আমি কি দেখতে গেছি?

দ্বি, চা।— বুঝিঝি বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীত মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জেলা বড় হ্যাকমত করে বলে হ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর! দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে ন্যাত ক'র্ব্বো না!

(ইনস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি ঐ সাএব (পালাইতে উদ্যত)

ইনি।— খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায়?

প্র, চা।— (হুকা ফেলিয়া করজোড়ে) কর্তা আমরা কিছু জানিনে।

ইনি।— (শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়ে লোকটি কে? কি হয়েছে? এ রকম এখানে পড়ে কেন?

প্র, চা।— মরে গেছে, শুনিছি খুন হোয়েছে!

আবু।— ধর্মাবতার! আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ি হোয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল। (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে?

ইনি।— (কনষ্টবলদের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছো!

প্র, কন।—এই ভাবেই দেখেছি।

ইনি।— লাশ উল্টাও।

প্র, কন।—(ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইনি।— কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র, কন।—হুজুর, এই পিঠে পাছায় গালে দাগ দেখা যাচ্ছে! আর আধোদেশ ফুলো আর থান থান রক্ত।

আবু।— হায় হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? (কপালে আঘাত করিয়া) হায়! খোদায় এই করে এই দেখালে!

ইনি।— দু'জন কুলি বোলাও।

প্র, কন।—ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইনি।— আচ্ছা লে আও। ডাক্তার সাহেবকে লাশ্ পাঠাতে হবে।

প্র, চা।— কর্তা আমরা মুসলমান মরা মানুষ ছুতে পারবো না!

দ্বি, চা।— আমাদের জাত যাবে, আমিত পারবো না!

প্র, কন।—কি? পারবিনে, পার্তেই হবে। (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবি নে, উঠাও লাশ উঠাও!

দ্বি, চা।— না বাবা! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, আমরা পারবো না! আমাদের জাত যাবে, এ কাম আমাদের নয়।

প্র, কন।—(মুষ্টাঘাত করিয়া) নে শালা শুওর কি বাচ্চা—লাশ্‌নে।

দ্বি, চা।— এই নিচ্ছি

(চাষাদ্বয়ের লাশ লইয়া প্রস্থান)

ইনি।— জমীদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র, কন।—হুজুর! তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে—চলুন।

ইনি।— আচ্ছা চল—

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি

(ম্যাজিষ্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর কয়েকজন আসামী, আবু মোল্লা এবং উকিল, মোক্তার, দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত)

ম্যাজি।— নেই, হামি আর সাক্ষী চাহেনা।

কোঃ ইন।— (নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

ম্যাজি।— নেই, সবুদা হুয়া (ফরিয়াদীর মোক্তারের প্রতি) টোমরা কুছ ছওয়াল হ্যায়?

মোক্তা।— ধর্মাবতার! (গাত্রোত্থান)

ম্যাজি।— ও হটে পারেনা, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্টটা শেষে হতে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে?

মোক্তা।— (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্মাবতার! এই মোকদ্দমা বাদী আবু মোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, অত্যাচার করিতে থাকা ও তদহেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইতেছে! আর সেই জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েকজন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান মাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া) থুড়ি হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার! মফস্বলের প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা মালিক জমীদার তাদের আদালত ফোজদারীতেই নিষ্পত্য করিয়া থাকে প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্য হক বা না হ'ক আপন নজরের টাকা হলেই হলো! প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই। জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না! জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করিয়া দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি।— চুপ চুপ আসল কথা বল—

মোক্তা।— খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার। এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী, সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়। তবে যে হুজুর এদ্দূর হয়েচে সে কেবল সত্যি ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধ্যি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শনে) ইতিপূর্বে—সাহেবজাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরাণে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন সে আমি বল্‌তে চাইনে! ধর্মাবতার, ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে! প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে।

(উপবেশন)

উকিল।— ধর্মাবতার! মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বকে গেলেন, এ মকদ্দমার সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম করে—জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায়

কিছু মাত্র সংশ্রব নাই। হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ, বয়স এ পর্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হয়েছে! কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমার মক্কেল নুরন্নেহার আওরতকে জবরাণ বলৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তার প্রাণ বিয়োগ হ'য়েছে। ফরিয়াদি আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ!

আবু।— (গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্মাবতার, আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধ্য কি যে জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি? হুজুর সে—

ম্যাজি।— চুপ্ চুপ্ (কোর্ট সাবইনস্পেক্টরের প্রতি) দারোগা রিপোর্ট পড়।

কো, ইন।—(রিপোর্ট পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নুরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জবানবন্দীতে ও তমিজউদ্দিন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্ম্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্যভ্রাতা সিরাজ আলীর সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতলমারিয়া নিবাসী লালবিহারী সাহার জমিজমা লইয়া বিবাদ ও মনোবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁ দিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি দুষ্ট স্বভাবের মানুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কু-প্রবৃত্তি সাধনের জন্য আপন চাকর ও বাধ্যানুগত ২ নং হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুখ তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২ নং আসামীর বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বল-পূর্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বদ্ধ করিয়া শূন্য ভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্বদারী বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখবন্ধ করিয়া ও নানামত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০ নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২/৩৫৪/৩০২/৩৬৭ ধারার অপরাধক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যাগ্রে ফৌজদারী আদালতে চালান হইয়াছে ১ নং প্রধান আসামী ও ১১ নং হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তাল্লাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) কারাম সহ আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠান হইল আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের ২০২ ধারার

অপরাধ করা প্রকাশ ও সেজন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন তারিখ মাস।

ম্যাজি।— ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায়?

কোঃ ইনি।—নথিতেই আছে।

ম্যাজি।— (নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোঃ ইনি।—হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল। সন তারিখ মাস।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত

[দায়রা বিচার]

[জজ, উকিল, ব্যারিষ্টার—আসামী সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী]

জুরীগণ ও দর্শকগণ

পেস্কা। —(জজের নিকট গিয়া) হুজুর জুরীর সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, একজন গরহাজির।

জজ। —ডেকে আনতে পারো।

পেস্কা। —(দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সঙ্কেতে ডাকেন) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শক। —(নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা। —আপনি জুরী হতে পারেন?

জজ। —আপনি কে আছে?

দর্শক। —খোদাবন্দ—আমি-আমি (জোড়হাত) না না খোদাবন্দ—কিছু কসুর নাই আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ামুড়কি পতন)।

জজ। —নেই টোমার জুরি হটে হবে।

দর্শক। —দোহাই ধর্মাবতার আমার কোনো কসুর নাই আমি কিছু ঘাট করি নাই, আমি কোষ্টা কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুনলাম যে আবু মোল্লার বৌয়ের খুনীর বিচার হচ্ছে। হুজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি। ধর্মাবতার! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম্ম!—

জজ। —নেই নেই হাম টুমকো জুরী করেগা। টোমরা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিশ্ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শক। —(সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই কর্ত্তে পারেন কিন্তু আমি কিছুই জানিনা।

জজ। —(ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমরা নাম ক্যা হায়?

দর্শক। —(সরোদনে করযোড়ে) আরজান বেপারী হুজুর! খোদাবন্দ—

জজ। —টোম ঐ চেয়ার মে বৈঠো।

আর। —(বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। —পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান)

আর। —চেয়ারের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর! আমি কিছু জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানিনা!

জজ। —চুপ রাও।

আর। —এই বারই গেলুম! (নিস্তব্ধ)

পেস্কা। —(জজ সাহেবের নিকট করযোড়ে) হুজুর! ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে।

জজ। —লে আও।

পেস্কা। —(আরদালী প্রতি জীতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।)
(আদালত রীতিমত আরদালী দ্বারা তিনবার ফোকরান।)

জীতু। —আমার নাম জীতু মোল্লা, বাপের নাম কেদু মোল্লা, বয়স ৬০/৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। —মোল্লাকি কি?

জীতু। —কোরান পড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, দুটো আহেরের কথা কই যাতে দীন দুনিয়ার ভালাই হবে! বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর এই সকল আমার কাজ—

জজ। —(গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে?

জীতু। —হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত কতেছে আমি সেদিন আবু মোল্লার খান্‌কা ঘরে বসে সারা রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি; নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ। —টুমি ঘুম পাড়োনা তবে কি কর?

জীতু। —সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিট্‌না করি।

ব্যারি। —নেই ওবাত নেই, টুম কুচ গোলমাল শুনা হ্যায়।

পেস্কা। —হাকিম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল শুনেছিলে।

জীতু। —সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই। এ সকল কেবল মিছে করে আবু মোল্লা এদের রটিয়েছে।

ব্যারি। —টুমি মক্কামে গিয়া?

জীতু। —জনাব! গেছলাম! আমি চারবার অজ করেছি।

ব্যারি। —মোল্লার জরু কি রকম মরেছে টুমি তার কিছু জান?

জীতু। —জানবোনা ক্যা? আবুই মারতে মারতে এহেবারে খুন করেছে।

ব্যারি। —আবু কেউ মারা?

জীতু। —ও নাহি কার সঙ্গে কথা কইল।

ব্যারি। —হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে?—

জীতু। —(তসবি ছুইয়া কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দীনদার, বড় দাতা; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।

ব্যারি। —হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহারকে মারিয়াছে?

জীতু। —(দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে, তা কহনো হবার নয়।

ব্যারি। —আচ্ছা তুমি যাও।

(কলম ছুইয়া জীতুর প্রস্থান)

(নামাবলী গায় কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তেগলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুড়জালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ ও পূর্বমত হলফ পাঠ)

হরি। —আমার নাম হরিদাস পিতার নাম ঠাকুরদাস, বয়স ৪০/৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

ব্যারি। —আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন করিয়াছে টুমি জানে?

হরি। —(মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছুই জানিনে!

ব্যারি। —কিছু শুনিয়াছো?

হরি। —শুনেছি হুজুর!

ব্যারি। —ক্যা শুনা হ্যায়!

হরি। —হরিবোল! হরিবোল! শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ!! হরিবোল! হরিবোল!

ব্যারি। —আবু মোল্লা কেমন লোক?

হরি। —হুজুর সে বড় ফেরেববাজ, একদিন আমি—

জজ। —তুমি কি? ফেরেব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ তুরি ও শিষ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্য পূর্ব্বক উপবেশন) তুমি একদিন তুমি কি—?

হরি। —হুজুর! একদিন আমি ভিক্ষা কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে

আমার ঝোলা দেখি বলে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে; শেষে ঝোলাটা পায়ে পড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ। ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে ম'লো। রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

ব্যারি। —মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিলো?

হরি। —(দুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ! আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবে না—(দীর্ঘশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু!

ব্যারি। —এই আসামীরা কেমন লোক?

হরি। —বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক বড় ধার্মিক, গরীব লোকের প্রতি ভারী দয়া! আর বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন।

বা, উ। —তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি?

হরি। —কৃষ্ণমণি।

বা, উ। —হুজুর সেই কৃষ্ণমণি—

জজ। —হাঁ হাঁ। আমি জানে।

(ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ। —How are you?

ডাক্তা। —Thanks! Quite well.

জজ। —Please take your seat. How is Mrs. Cuningham. I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্তা। —Thanks! She is in delicate state and this is the seventh months.

জজ। —Oh! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত) Do you like to go soon?

ডাক্তা। —Yes; she is alone.

জজ। —(আসামীর ব্যারিষ্টারের প্রতি) Dr. Cuninghum is in hurry and I think it is better to take his disposition first.

ব্যারি। —Yes; I have no objection.

বা, উ। —(দণ্ডায়মান পূর্বক) হুজুর! হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সাওয়াল আছে।

জজ। —Wait, Wait (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo Can't you wait? (মৃদুস্বরে) Natives! Let me take Dr. Cuninghum's disposition first.

(বাদীর উকিলের নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তা। —(বাইবেল চুম্বন পূর্বক) My name is F. B. Cuninghum; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the

Postmartem examination of the body of Nooren Nehare a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmasala police station. No marks of external violence except on the genetal, profuse discharge of blood from this said part; the lungs highly conjested on digesting away the skin of throat, extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguineous opoplexy of the brain;

জজ। —(মৃদুস্বরে) Must be brain disease, (বাদীর উকিলের প্রতি) টোমার কুছ আছে?—

বা, উ —ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল, ঐ কারণে কি "ব্রেন ডিজিজে" মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা?

। —হাঁ। কেন হোবে না? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন; হোবে হোবে।

বা, উ। —হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ। —(বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট। (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the abdomen and extravasation of blood beneath the skin of the throat can produce sanguineous apoplexy of the brain?

ডাক্তা।— (উচ্চহাস্য পূর্ব্বক) হা হা হা! If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sof of blood will produce sanguineous apoplexy of the brain?

জজ। আর কিছু সাওয়াল আছে?

বা, উ,। —হুজুর ম্যাডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই! (উপবেশন)

জজ। —(ব্যারিষ্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. Cuninghum.

ব্যারি। —(সাশ্চার্য্যে) To whom? To Dr. Cuninghum?

জজ। —Yes!

ব্যারি। —Certainly not, he is perfectly right.

জজ। —(ডাক্তারের প্রতি) Then you can go; give my compliments to Mrs. Cuninghum.

ডাক্তা। —Thanks.

(প্রস্থান)

ব্যারি। —(হরিদাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ?

হরি। —গয়া, কাশী, পেড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ। —(ঈষৎ হাস্য পূৰ্ব্বক) টুমি লেখাপড়া জানে?

হরি। —নাম সই কর্তে পারি।

জজ। —আচ্ছা দস্তখত কর। [নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান] (বাদীর উকিলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

(পাঁচ মিনিট কাল উকিলের বাঙ্গালা বক্তৃতা)

(পনেরো মিনিটকাল ব্যারিষ্টারের ইংরেজী বক্তৃতা)

আবু। —দোহাই ধর্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি। —টুমি চোপরাও—

আবু। —আমার বাড়ী-ঘর সব গেছে, জাতও গেছে হুজুর; আমার কিছু নাই; (ক্রন্দন) আমার সৰ্ব্বনাশ হয়েছে।

জজ। —চুপ্ রাও।

আবু। —দোহাই ধৰ্ম্মাবতার! আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরীব!

জজ। —চুপ্ রাও (কিঞ্চিৎ পরে জুরিগণের প্রতি) Is this Case guilty or not?

জুরি। —(যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি। —(হো হো শব্দে হাস্যপূৰ্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে ধারণ এবং জজের একটু খোসামোদ)।

জজ। —(রায় লিখিতে আরম্ভ ও ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্‌মিস্—আসামীগণ খালাস! (হাতে তুড়ি দিয়া নৃত্য)।

ব্যারি। —(হাস্য করিয়া) সেকহ্যাণ্ড!

পটক্ষেপণ

[নটীর প্রবেশ]

নটী। —(স্বগত) হায় হায় একি হ'লো? হা ভগবান তুমি কোথায়?
হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল!
হায়রে পাতকী অর্থ! তোর লাগি ভবে
শুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত!
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুৰ্ম্মতি পাপ—পাষণ্ড বৰ্বর
জমীদার! ধৰ্ম্মাসনে হোলা না বিচার!
কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা? শোক সিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা?

দু'জন জিজ্ঞাসা পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্বনেত্রবান
সর্ব্বদর্শী মহেশ্বর জগত—কারণ
সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিভু
ত্রৈলোক্য—ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যারা সদা আজ্ঞাবহ,
তারে বিজ্ঞাপিব লোক মনে যত আছে—
এই ভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?
আরো বিজ্ঞাপিব শোকে কাঁদি তার কাছে
ঈশ্বর প্রসাদে যিনি ভারতেশ্বরী
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার!

সঙ্গীত

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

কাতরে ডাকি মা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরী
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি॥
থাক মা সাগর পারে কভু না হেরি তোমারে
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি॥
অবলা সরলা সতী তাহে ছিল গর্ভবতী
সে সতীর এ দুর্গতি, উহ মরি মরি॥
সবল দুর্ব্বল পরে হেন অত্যাচার ক'রে?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণে ধরি॥
দয়া মমতা পালিনী প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
দীন দুঃখী নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী;
জননী বলিয়া ডাকি শুন সিন্ধু পারে থাকি
করুণা কটাক্ষ রাখি; তর মা ভারতেশ্বরী।

নট। —প্রিয়ে! আর দুঃখ ক'ল্লে কি হবে? আমাদের কথা কে শুনে? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়? হায়! চোখের উপর এমন অন্যায় হলো? হায়! হায়! দিনে দুপুরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধনমান প্রাণ পর্য্যন্ত গেলো

তার প্রতিশোধ পর্য্যন্ত হলোনা! (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক্ আমাদের আর সেকথায় কাজ নেই! আমাদের কথায় কেবা কান দেয়?

নটি। —বলেন কি? আমাদের এ কান্না কি কেউ শুনবে না। গরীবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবু মোল্লার প্রবেশ]

নট। —আবার কি হয়েছে? উঃ! কি ভয়ানক!

আবু। —আমার সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমায় জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে মানেওয়ারন করে ফেলেছে। আমাদের আর দাঁড়াবার লক্ষ্য নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধনমান প্রাণ সকলই গেলো, বিষয় সম্পতি যা কিছু ছিল সকলই নুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্নবস্ত্র কিছুই নাই! (ক্রন্দন)

নট। —নির্দয়!! কি নিষ্ঠুর!!!

নট ও নটি। —(উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে মুখকর
নাশিবে তমঘোর, ঘোর অন্ধকার হরি?
ওহে বিপদ বারণ কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি;
তুমি দেব সর্বময়—কাতরে করুণাময়
নাশ কর দীনভয়,—শ্রীপদ কমলে ধরি।।

যবনিকা পতন।

এর উপায় কি?

[প্রহসন]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি

(নয়নতারার ঘর, নয়নতারা আসীনা।)

নয়ন।—(পান সাজিতে ২) একখানা ঢাকাই শাড়ী দেখিয়ে পাঁচ জনার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি। মার বিয়ে হয়েছিল কিনা—শুনি নাই। বাবা কেমন চিনি না, কখন' দেখি নাই; সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে, তাতে বেশ দশ টাকা লাভ করেছি। সোনা রূপার অলঙ্কার যা আছে, সকলি আমি করেছি। এত করেও 'হাবা' কথাটা মায়ের মুখ থেকে সরাতে পাল্লেম না। ফাঁকি দিয়ে আজ কিছু টাকা হাত করে, মাকে দেখিয়ে বল্‌বো যে, মা! দেখ দেখি তারা নাকি কিছু বোঝে না। এখনি এর একটা ফন্দি এঁটে রাখি। (পান সাজা রাখিয়া একটু চিন্তা) দূর কর, আর কি করব, জামাইয়ের ঢাকাই শাড়ীই আমার লক্ষ্মী, এই শাড়ী দেখিয়েই বাজি মাৎ করবো। খাটানও কল, খাটাতে জান্‌লে আর পট্‌ যায় না। আজ বড় দিন, বাবু যে কম করে বড় দিন কর্‌বেন, সেত কথাই নয়। বড় লোক বড় রকমেই বড় দিন করে থাকেন, এখনও যখন দেখ্‌ছিনে, তখন বোধ হচ্ছে যে, একেবারে তয়ের হয়ে আস্‌ছেন, তা আমি আগেই একখানা মলা কাপড় পরে এখানা সাম্‌নে ফেলে রাখি। (কাপড় পরিতে গমন)

(অন্য দ্বার দিয়া জগার প্রবেশ।)

জগা।—ওমা!—বাবু আস্‌ছে। কৈ কোথা গেলে গা। (স্বগতঃ) যাক্ মরুগ্‌গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক্, ফাঁক্‌তালে গোটাকত পান চুরি করি (কয়েকটা পান লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরে) কৈ গো ওমা ঠাকুরণ! বাবু এসেছেন। ওগো বাবা ঠাকুর! এসেছেন?

(অন্য কাপড় পরিয়া ঢাকাই শাড়ী হস্তে
নয়নতারার প্রবেশ।)

নয়ন।—বাবু কৈ?

জগা।—এই এলেন বেশী দূরে নয়। আমি দেখেই খবর দিতে এসেছি।

নয়ন।—(শাড়ী ভাজ করিতে ২) আস্‌ছে আসুক, তুই বিছানাটা ভাল করে ঝেড়ে তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর খবরদার কাল রাত্রের কথা মুখে আনিস্‌নে, তোর পেটেত ছাই কিছুই হজম হয় না। তুই এক প্রকার পাগল। (কাপড় সম্মুখে রাখিয়া দুঃখিত ভাবে উপবেশন) যা বেটা যা তামাক সেজে আন, ঐ কথা শোনা যাচ্ছে।

(কিঞ্চিৎ পরে রাধাকান্ত এবং মদনবাবুর প্রবেশ)

জগা।—ও বাবা—আজ যে মেজেষ্টার সাহেব সেজে এসেছে।

(হুকঁ লইয়া প্রস্থান।)

রাধা—বড় বৌ প্রাতঃ প্রণাম! মুখে কথা নাই যে? মাথা ধরেছে? না পেটে ব্যথা উঠেছে? এ কি? কথাটা কি? লক্ষণ ভাল নয়, যাত্রার ফল বুঝি ফলে যায়। ও মদন বাবু! বড় দিনে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি। বেশ বড় দিন কল্লেম। যে গোল দেখ্‌তে পাচ্ছি এত শিগ্‌গির মেটবার নয়। আমার কপাল! আর তোমার মাথা। দিন বুঝেই কল বিগ্‌ড়েছে। দেখি! বউ কথা কও! ও বউ কথা কও।—

মদন।—আর বউ কথা কও—মনে ব্যথা না পেলে কি শ্বাশুড়ী আমার বউ হয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছেন?

রাধা।—(নিকটে যাইয়া) কিসের ব্যথা? কোথা ব্যথা? (নয়নতারার ঘোম্‌টা টানিয়া ফেলিয়া) ও বউ। কথা কও, এক বছর যদি বাঁচি তবে ত আবার বড় দিন পাব? (নয়নতারা চক্ষু বুজিয়া অভিমান।) কথা রাখ, চেয়ে দেখ, কেমন সায়েব সেজেছি। তোমার জামাই বড় দিন করে একেবারে গলে পড়ছেন, আমি গলি নাই; কিন্তু টলেছি। মন্মোহন দাদা ঢলিয়েছেন, আর তোমার সন্ন্যাসী দাস পথে পড়ে ধূল খাচ্ছেন। (চিবুক ধরিয়া) তোমার এ কি ভাব?

নয়ন।—(হাতে ঝ্যাট্‌কা মারিয়া) গায়ে হাত দিও না। ভালয় ভালয় বল্‌ছি আমাকে বিরক্ত করো না।

মদন।—আর কেন বোঝা গেছে।

রাধা।—তুমি ছেলে মানুষ এ সকল ভাব সহজে বুঝবার সাধ্য নাই। আগে একটু সাধ্য সাধনা করে দেখি। (জানু পাঁতিয়া যোড় করে গলবস্ত্রে যাত্রার সুরে)

মানময়ী—মানে ক্ষমা দে। ২—
আজ মান করিবার দিন নহে॥

কৈ না এতে যে কিছুই হলো না। থাক্, নেচে গেয়ে বক্‌সিস নেব, আরও কথা কওয়াব, মদন দাদা আমার সঙ্গী হওত (নৃত্য করিতে ২ গীত ও সময় সময় সায়েবি নৃত্য)

—খেম্‌টা।

সুর—কাহারৌয়া জাল বিনেরে।

বড় বাহার দিয়েছ বৌ বড় দিনে রে।
বড় দিনে, ওলো বৌ বড় দিনে রে,
বড় দিনে ওলো বৌ বড় দিনে রে।
আমিত তোমারে বৌ কিছু বলি নাই।
মাথা তুলে কও কথা মনে ব্যথা পাই॥
কিসে এত মন দুঃখ হল কি অসুখ।
হাসি মুখে চেয়ে দেখ দেখি চাঁদ মুখ॥
অজানিতে যা করেছি তা শুনিব পাছে।
আগে না হয় সাজা কর, গোলাম হাজির আছে॥

(রুমাল গলায় জড়িয়ে যোড় করে দণ্ডায়মান)

(কলিকায় ফুঁ দিতে ২ জগার প্রবেশ।)

নয়ন।—(রোষে রাধাকান্ত বাবুর দিকে হস্তস্থিত জাঁতি নিক্ষেপ) এখানে মর্‌তে এয়েছ কেন? (পাছ ফিরিয়া মাথায় ঘোম্‌টা দান)

জগা।—বাবা এখনি যে গায় লাগ্‌তো।

(ত্রস্তে প্রস্থান)

মদন।—কেমন বক্‌সিস।

রাধা।—থেমে যাও বাবা, আর একবার, এই পাড়ি দিয়েছি। বড় ঢেউ কাটিয়েছি। এখন কেবল হাঁপানিটুকু আছে।

মদন।—সাবাস মোর বাবা! এই দুনিয়ার তুফানে টিকে গেলে—কত জাহাজ বজরা পড়ে গেছে। ভাগ্য আপনি সাম্‌লে আছেন।

রাধা।—তাইত বাবা এইবার সাম্‌লাতে পাল্লে হয়। (নিকটে যাইয়া) বলি ও বড় বৌ! এত কেন? (সুরের সহিত) পেট্‌ যে কেঁপে ওঠে, আর লুচি খাব না।

নয়ন।—(ঈষৎ ক্রোধে) আমি আজ কথা বল্‌ব না।

রাধা।—(সুরের সহিত) এইত বাবা—বলেছ?

নয়ন।—বলেছি বলেছি, আর বল্‌ব না।

রাধা।—(সুরের সহিত) এই দুবার হল।

নয়ন।—বেস্‌ত দুবার কেন তিনবার হলো।

রাধা।—তবে বেস্‌ত চলুক—বড় দিনে আবার চলুক।

নয়ন।—(দুঃখিত ভাবে) তোমার বড় দিন, তোমারই আছে, আমার কি?

রাধা।—তোমার কি? (চিবুক ধরিয়া) বলি ও ক্ষেপি। তোমার কি? জগৎ তোমার আমি তোমার, প্রাণ তোমার, রাধা তোমার, কান্ত তোমার।

নয়ন।—(আড় নয়নে চাহিয়া) থাক্, আর বল্‌তে হবে না। জগৎ আমার, তুমি আমার, তোমার প্রাণ আমার, এত ছেনালী করে আর জ্বালিও না।

রাধা।—কেন? তোমার জন্যে আমি প্রাণ ত দিয়েই রেখেছি। তার উপরেও যদি কিছু থাক্‌ত, তাও না হয় দিতাম। তুমি যা ভাব তা নয়। দেখিয়ে দেও দেই কিনা? —করি কিনা?

নয়ন।—(মাথার কাপড় ফেলিয়া ঈষদ্ধাস্যে) আচ্ছা এখনি পরীক্ষা হক্, সুদু মুখে বল্লে চল্‌বে না।

রাধা।—আচ্ছা তুমি বল, যদি না পারি শেষে অন্য কথা। না বল্‌তেই মুখের দোষ দিলে। এ মুখ বেদ মুখ, যা বল্‌ব সে বেদবাক্য।

নয়ন।—এই কথা! তবে শোন (রাধাকান্তের কানে কানে প্রকাশ।)

রাধা।—(বিকৃত মুখে) এতেই এত? ছি ছি। এত তুচ্ছ কথা!!—ছি ছি মাটি করেছ, প্রাণ মাটি করেছ ছি ছি!!!

নয়ন।—না না সত্যে বল্‌ছি বড় সক্ করে, এই কাপড়খানা নিয়েছি। বিশখানা কাপড় থেকে এইখানা বেছে বার করেছি। মার কাছে টাকা চাইতেইত একেবারে খেউ ২ করে ঝাঁটা হাতে করে উঠলেন। দোকানি বেটা দুবার এসে, শেষ বারে ভারি কড়া ২ কথা বলে গেছে। করি কি ভাই, কাপড়ের মায়াও ছাড়তে পারিনে, টাকাও হাতে নাই। হাতে না থাকলে কে কাকে দেয়?

রাধা।—বড় লজ্জার কথা, তোমার হাতে টাকা নেই বলে আমার দেউলে নাম বের করো না। টাকার জন্যে তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে? নয়নের তারাকে কড়া কথা বলে গেছে?—রাধাকান্ত বাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া কথা বলে গেছে? এ দুঃখ রাখি কোথা? ধিক্ আমার টাকায়, ধিক্ আমার মায়ায়!! শত ধিক্ আমার চৌদ্দপুরুষে! সে বেটার বাড়ী কোথা? কোথাকার সে বেটা? তুমি যে তার দোকান শুদ্দ কিন্‌তে পার, তা বোধ হয় সে বেটা জানে না? নয়ন! তোমার কমি কিসে? কাপড়ের দাম কত?

নয়ন।—বেশী নয়, দশ টাকা।

রাধা।—ছি ছি! মরে যাই। গলায় কলসি বেঁধে উলুবনে ডুবে মরি। দশ টাকার কাপড়ের জন্যে মুখ ভারি। মদন দাদা! একি আর গায়ে সয়? এত বড় তার বাপের যোগ্যতা। টাকার জন্যে কড়া কথা বলবে? (পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া) এই দশ টাকা কাপড়ের দাম, আর পাঁচ টাকা বেটাকে বকসিস দিও। ক্যা বাৎ হ্যায়। এখন বড় দিন করি। [উচ্চৈস্বরে] ও বেটা বাঁদরমুখো?—বাবা জগন্নাথ!

জগা।—(নেপথ্যে) আজ্ঞা।

রাধা।—ব্রাণ্ডি লাও।

জগা।—(নেপথ্যে) জল?

রাধা।—জল খাবে তোর বাবা। শালা ব্রাণ্ডি লাও। (ব্রাণ্ডি লইয়া জগার প্রবেশ।)

মদন।—আবার ব্রাণ্ডি। অন্য আর কিছু হক্। কেমন শ্বাশুড়ি?

নয়ন।—শ্বাশুড়ীর ব্রাণ্ডি না হলো (মাথা নাড়িয়া) হবে না—হবে না; [টাকা উঠাইয়া] বড় দিন,—বড় রকমে হওয়া চাই।

রাধা।—মদন বাবু! আর কত বল্‌ব, সময় থাক্‌তে শিখে নেও। যতন করে মনে রেখ। এ সব কথা বড় কাজে লাগে। বাবা! রাণ্ডির বাড়ী ব্রাণ্ডি না খেলে কোন কালে মজা হয় না। ওর শাস্ত্রেই আছে, রাণ্ডির বাড়ী ব্রাণ্ডি, এয়ারের বাড়ী বিয়ার, শালার বাড়ী স্যাম্পিন, শিকারে সেরি, আর বোর্টেপোর্ট, এই হোল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। বাঁচ আর মর,—মাতাল-উন্নতি সভার সভ্য, এখানে উপস্থিত থাকতে কখনই নিয়ম ভঙ্গ কর্ত্তে পারবে না।

মদন।—তবে পালা আরম্ভ করি।

রাধা।—ও কথা মুখে এন না, ও রস পচে গেছে। মদ খাওয়ার একটী নূতন নাম বেরিয়েছে। 'লেখাপড়া করা।'

মদন।—বা-বা খাসা নাম বেরিয়েছে। তবে দিন 'লিখা পড়া করি।'

রাধা।—(মদ্য দান) লেখা পড়া কর—কিন্তু ধেব্‌ড় না।

মদন।—তবে আগে আপনি।

রাধা।—তা পারি নে।

মদন।—তবে শাশুড়ী?

রাধা।—বৌ নেও লেখা পড়া কর।

নয়ন।—না না আমি লেখা পড়া কর্ত্তে পার্ব্ব না।

রাধা।—ওরে বাপ্‌রে! তা কি হয়ে থাকে, না পার চেরাসই কর।

নয়ন।—(গ্লাস লইয়া এক সিপ পান এবং নয়নতারা কর্ত্তৃক সকলেরই মদ্যপান।)

[সন্ন্যাসী দাসের প্রবেশ।]

সন্ন্যা।—[টলিতে টলিতে] এইত এসেছি। চেনা পথে কি আর বাবা—সন্ন্যাসী দাস?

মদন।—ওকে এখানে কে আন্‌লে। বাবু! ও বেটা বদমাইসকে কসে দুই চার ঘা চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিন। শালা চোর। পরের খেয়ে নিজে মাতলামী কর্ব্বে, আর সকলকে ফাঁকি দেবে। আচ্ছা করে চাব্‌কে দিন।

নয়ন।—না না অমন কর্ত্তে নেই, এর পরে কি আর তাড়াতে আছে, না মার্ত্তে আছে?

রাধা।—সন্ন্যাসী দাস একি? খবর কি? এখানে কেন?

সন্ন্যা।—এইত বাবা সীমা আর বেশী দিন নাই। উঠেছি। ভবের ধূলা খেলা মিটে গেছে।

মদন।—আপনি যত শীঘ্র যান, ততই দেশের মঙ্গল। গায়ে কাঁদা লেগেছে কেন? পীরাণটা ছিড়লে কি করে? খুব মজার লোক দেখছি।

সন্ন্যা।—ওরে ছোঁড়া! মাছ ধর্ত্তে গেলেই গায়ে কাদা লাগে। হেস না, সীমা দেখ। [টলিয়া পড়িতে উদ্যত।] এইত।

মদন।—দেখ গায়ে অমনি পড় না।

সন্ন্যা।—আমি অমনি বদ্ধ মাতাল কিনা? আমার হয জ্ঞান নেই কিনা? ছোঁড়াদের পাকামু দেখে আর বরদাস্ত হয় না। রাস্তায় পড়ে ধূলা খেলা করেছি। এস একবার, এস বড় দিন।—যীশুখৃষ্টের জন্মদিন এস না—যীশু জন্মের কোলাকোলী করি। সকল কোলাকোলির মজা নেওয়া চাই। বিজয় দশমির কোলাকোলী, ঈদের নমাজের পর কোলাকোলী, আজ যীশু-জন্মের কোলাকোলী। মদন! চট না, ফেটে চৌচির হয়ো না, এস, খ্রীষ্টানের মজাও দেখ। আজিকার কোলাকোলিতে কি সুখ পাও, তাও দেখ। [মদন বাবুকে জড়িয়ে ধরণ]

মদন।—তুই বেটা নিতান্তই চাষা। [জোরে ছাড়াইয়া পদাঘাত]

সন্ন্যা।—[চিত্ হইয়া পড়িয়া] এ বাজি ভালা নয়, ফের বাজি [উঠিতেই মুখ ঘুঁসিয়া পতন]

নয়ন।—সন্ন্যাসী দাস একি? মাতলামী কর্ব্বে রাস্তায় যাও,

সন্ন্যা।—বাস্ বাবা—

বাবা মল মদ খেয়ে খুঢ় এল ঘরে।
'রোজে' নিয়ে রোজ ২ কত মজা করে।।
কত মদ খেতে পারে সন্ন্যাসী গোঁশাই।
মাসীমার কথা শুনে লাজে মরে যাই।।

নয়ন।—সন্ন্যাসী দাস। এক গ্ল্যাস খাবে?

সন্না।—দেবেই ত। মাসী এতদিন পরে কি মনে পড়েছে?

বেটা বল কেটা তোর মাসী।
মাসী মাসী বলে বেটা গলায় দিলি ফাঁসি।।

[নয়নতারার হস্ত হইতে মদ্য লইয়া পান] একি? পাকা মাল যে? কোথা পেলে বাবা? মাসীমা! কোথা পেলে? খুবব খাঁটি আসল। ভেল ভেজাল্ জলের কারবার নাই। নম্বার 'এক্কা'।

মদন।—আমরা কি চাষা যে কাঁচা মাল্ খাই।

সন্না।—আমিও চাষার নন্দন নয় জানিস? জাতি কৈবর্ত্ত বামুনের ঝাঁক মাঝি। আমি কি কম লোকের সন্তান। আমার বাবার বাবা, যে টাঁই মাছ ধর্ত্ত, ঠাকুর মার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। বাবা রাজার হাট চেন? সেই রাজার হাটের দক্ষিণে রাণীর হাট, ঠিক বিবির হাটের পাশেই কপীর হাট, সেই আমার

পিতামহের জন্ম-মাটি, নামটাই কি যেমন তেমন—নাম হনুমান দাস। সন্ন্যাসী দাস আসল নাম নয়;

মদন।—এতকাল শুন্‌লেম সন্ন্যাসী দাস, বেটা আজ বলছে হনুমান দাস।

সন্ন্যা।—কথাই শোন, রাগ কর কেন? যে সন্ন্যাসী সেই হনুমান। ভিন্ন কিরে বেটা? শোন আমার জন্ম কাহিনী শোন্। আমি সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদি ছেলে—তারকেশ্বরের মোহন্ত তখন হয় নাই, তা হলে মোহন্তের আশীর্ব্বাদেই হতেম। আমি হতেই মার বেঁজ নাম, বাবার আঁটকুড়ো নাম কার ২ আই বড় নাম ঘুচে গেছে। তাইতে কেউ ২ আহ্লাদ করে আমায় আঁটকুড়োর নন্দন বলেও ডেকে থাকে। এই আঁটকুড়োর নন্দন আগুণে পুড়বে না, জলে ডুববে না। বল, এখন ডুবে দেখাই। মা গঙ্গে! পতিত পাবনি মা। এক বার ডুব দেই। [ভূমে পতন]

রাধা।—যে যা না পারে সৈতে যে না পারে, সে তা কেন খায়?

মদন।—ওকি নিজে খেয়েছে? আকর্ষণে টেনে নিয়েছে এই সকল তিন ঢুকে ছটাকে মাতালেই ত মদের সর্ব্বনাশ করে ভদ্রলোকের ঘর থেকে তাড়ালে। এ দশা দেখলে কি আর মদের নাম শুন্‌তে ইচ্ছা করে। ছি, ছি।

নয়ন।—যাক্, তা আর তুমি কি বলবে। সকলেরই ঐ দশা। ধরে রাখবার লোক থাকলেই ভদ্রলোক! না থাকলেই মাতাল। তা যা হক্। আমি একে রোজের বাড়ীতে রেখে আসি।

রাধা।—তুমি এই অন্ধকারে কোথা যাবে? জগাকে ডেকে দিই আর না হয় আমি যাই। তুমি বাড়ীতে থাক।

নয়ন।—না তা হয় না, পুরুষ মাতালকে পুরুষে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারে না। তুমি রাস্তায় গেলে একাকার হবে। আমি কি পাগল যে, সন্ন্যাসী দাসের সঙ্গে রাত্রে তোমাকে যেতে দিই। [সন্ন্যাসী দাসকে উঠাইতে অনেক চেষ্টা] একি? ও যে আর উঠে না।

মদন।—ওর কেবল চালাকি। তামাসা দেখবেন [সন্ন্যাসীর পায়ে চাদর বাঁধিয়া] এইভাবে টেনে নিন।

রাধা।—[টানিতে আরম্ভ]

সন্ন্যা।—কুইক, বিকুইক জলদি চালাও।

[রাধাকান্ত সন্ন্যাসী দাসকে লইয়া প্রস্থান।]

মদন।—মাতাল কি আর কথায় জব্দ হয়। এখন বেটা গিয়ে পথে আচ্ছা গোল বাধাবে।

নয়ন।—আমরা ত ঘরে আছি। তাতে আর ভয় কি? জামাই সে দিন বড় চালাকি করে গেছে।

মদন।—তুমিই আজ কম কি কল্লে, কাপড় দিয়েছি পূজার সময়। দোকানী কড়া কথা বল্লে আজ। সাজিয়ে ছিলেত মন্দ নয়। তোমায় চেনা ভার।

নয়ন।—তুমি কি? বাছা! তুমি ত কম নও, যার খাও তারই গুণ গাও, দেখত তোমার অসাধ্য কি আছে?

মদন।—শ্বাশুড়ি। বাবুত কিছু টের পান নেই।

নয়ন।—পেলেই কি আমি ত ঘরের মাগ নই যে ভয় করে ডরিয়ে চলব। এত কি? আসে লক্ষ্মী, যার বালাই। আমি ওর জন্যে একেবারে পাগল কিনা? সরে এস। (মদন বাবুর জাদুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন) জগা ও জগা। ঘুমিয়েছিস?

জগা।—(নেপথ্যে) না।—

নয়ন।—বাবু এলে কেসে উঠিস। (মদনের প্রতি) জামাই। অনেক দিন গান শুনিনে।

মদন।—তা বলি কিন্তু—

নয়ন।—যদি তাড়াতে পারি। নানা আজ মাপ কর্ব্বে, ওর মাগকে দেখাবে বলেছে, আজ ওদের বাড়ী যেতে হবে।

মদন।—বাবুর স্ত্রী বড় ভাল মানুষ।

নয়ন।—ভাল মন্দে আমার কাজ নেই, দেখ্‌তে পেলেই হল। তুমি গান কর।

মদন—(নয়নতারার মুখের দিকে মাথা নওয়াইয়া মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া গান।)

কাওয়ালি।

(শ্বাশুড়ি গো) মন দুঃখ মনে রহিল।
আশা না পুড়িতে বুঝি প্রেম বাসা ভাঙ্গিল॥
পিরিতি কাননে, ভ্রমিব গোপনে।
পাবে না সন্ধান কেউ, জানিবে না স্বপনে।
মরি ২ একি দায়, মন যেন ডেকে কয়,
আর কি আবিছ। প্রেমে বিরহ ঘটিল॥

নয়ন।—(মদন বাবুর বুকে সাহসসূচক চপেটাঘাত করিয়া) ভয় নাই ২। ধৈর্য ধর।

(জগার প্রবেশ।)

জগা।—বাবু আসছে।

নয়ন।—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন সরে বস।

(রাধাকান্ত বাবুর প্রবেশ ও জগার প্রস্থান)

রাধা।—বড় শীত (কাঁপিতে ২) আজ বড় শীত। বেটা রাস্তায় বড় জ্বালাতন করে মেরেছে। শেষ না পেরে কাঁধে করে নিতে হয়েছিল। একা হলে পার্ত্তুম না, হঠাৎ গাঙ্গুলী ডাক্তার সঙ্গে দেখা হল, সে আর আমি একত্রে কাঁধে করে নিয়ে

একেবারে আড্ডায় ফেলে দিয়েছি, শালা কাঁধের উপরে দুবার বমী করে আমার গায়ের কোট নষ্ট করে ফেলেছে। (কোট খুলিতে ২) বৌ! এক গ্লাস ঢাল।

নয়ন।—এত কাঁপুনি উঠেছে কেন? (রাধাকান্তের হস্তে মদ্যদান)

রাধা।—(মদ্য পান করিয়া) বাঁচা গেল, সাতখানা লেপ গায়ে দাও যেখানে ফাঁক পাবে সেই খানেই শীত সেঁদবে। আগুন জ্বেলে দাও গায়ের উপরকার চামই গরম হবে। মা সুরেশ্বরী পেটে পড়লে অন্তরে বাহিরে, ভিতরে উপরে যেন একেবারে বেলাতী কম্বলে মোড়ান হয়। বৌ! আর এক গ্লাস।

নয়ন।—এত ভাল নয়, পায়ে দড়ী পড়্বে। (মদ্যপান)

রাধা।—গলায় দড়ী পড়লে ছাড়্ব না বাবা (মদ্য লইয়া পান) বউ! তবে আজ রাত্রেই দেখা শুনা হয়ে যাক। কেন আর অদেখা থাকে!

নয়ন।—আমি তোমার বাড়ী গিয়ে কি ঝেঁটা খাব। তোমার গিন্নি, আমার নামে কুকুর পোযেণ। দেখলে কি আর আস্ত রাখ্বেন। ঝেঁটার বাড়ীতে তোমার, আমার হাড় চুর করে দেবেন।

রাধা।—চুর কর্ত্তে আর হয় না, যদি হয়, তবে চুর হবে, না বৌ। সে বড় খাসা লোক, গেলেই দেখবে।

নয়ন।—চল, এক যাত্রায় দুই ফল হবে। বাড়ী দেখাও হবে ঘরের গিন্নিও, কিন্তু ভাই জামাইকে সঙ্গে নিতে হবে।

রাধা।—চল দাদা! আমার বাড়ী, তোমার বাড়ী, আমার ঘর তোমার ঘর।

নয়ন।—ও কথাটা আর বাকী রাখলেন কেন? তোমার বউ, আমার ভালবাসা, তোমার ভালবাসা।

রাধা।—রাধা হান্[১] কি। চল দাদা।

মদন।—যে আজ্ঞা, আমি হাজির।

নয়ন।—তবে যাত্রা করে নিই। [নয়নতারা কর্তৃক সকলের মদ্যপান]

রাধা।—তবলাটা নিই, গিন্নিকে এয়ারকি দেখাব। বড় বো। নাচ্বে ত।

নয়ন।—অত রসিকতা ক'র না। মাগ্কে আর নাচ দেখিয়ে কাজ নেই, শেষে বেঁধে রাখা দায় হবে। আমার জ্বালাতেই দিন রাত মাথা দিয়ে আগুণ উঠ্ছে। আবার তার চোক কান ফুটিয়ে, আর কাজ নেই। এই আছ ভাল। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাইতো টের পাও না, আমার মত হলে তোমার প্রাণ থাকত না।

রাধা।—যাক্ মদের বোতল আর গ্লাসটা নিতে হবে। (মদের গ্লাস লইয়া) সকলেই আবার যাত্রা করি। (রাধাকান্ত কর্ত্তৃক সকলেই মদ্যপান)

১: হানি অর্থে

(নয়নতারা কর্তৃক গান)

সুর—আড় খেমতা।

আজ আমি মালঞ্চেতে যাই—
[আজ] প্রেম যাচিবারে যাই। দেখি হারি কি হারাই, যা থাকে কপালে হবে, তাতে ক্ষতি নাই।
আমার নয়নতারা, আমার নয়নতারা, বেলেছো যে এত দিন, [আমি] দেখিব তাহাই॥
ভালবাসা জানা যাবে, কপটতা না রহিবে,
প্রণয়ও পরীক্ষা হবে, (আজ) দেখিবে জামাই॥

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি।

রাধাকান্ত বাবুর বাড়ী, মুক্তকেশীর শয়ন ঘর।

(মুক্তকেশী এবং রাইমণী আসীনা)

রাই।—তুমি হয়ে এত সয়ে থাক। আমি হলে এত দিন যা মনে হত, তাই কর্ত্তেম। কা'র মুখের দিকে চাইতেম না। কয়েদির মত দু বেলা দুট খাব, আর মনের আগুণে গুমরে মর্‌ব, একটি কথাও বল্‌তে পার্ব্ব না। বলত, এত কার প্রাণে সয়? আজ কাল ঘরের বৌ হলেই যে চিরকাল মনের আগুণে জলে পুড়ে মর্ত্তে হবে, এত আর বিধাতা কপালে লিখে দেন নাই?

মুক্ত।—বিধাতা যে লিখে দেন নাই, তাই বা কি করে বুঝ্‌তে পারি, শতকের মধ্যে যখন এক'টাও খুঁজে পাইনে, তখন আর অদৃষ্টের দোষ না দিয়ে কার দোষ দেব!

রাই।—সুদু অদৃষ্টের দোষ দিলে হবে না, তোমার দোষ আছে! তুমি কি করে সয়ে থাক, আমি তা ভেবে উঠতে পারি না। এত কি করে চোখে দেখে সওয়া যায়।

মুক্ত।—[মলিন মুখে] সৈ! আমার মনের কথা ত তোমার কাছে কিছুই ছাপা নাই। যখন যে ভাবে রয়েছি তুমি সকলেই জান। আজ কাল যে দুঃখে দিন রাত যাচ্ছে, তা না জাণ্তে পাচ্ছ এমন নয়। একি হল? এখন আর প্রাণে সয় না। আগে মাসন্তরে দুই একদিন দেখা পেতাম, কোন ২ দিনে হাসি তামাসা করে দুই একটা কথা বলতেন। আমি ভাবতেম যে আমার—আমারই আছে, সময় সময় মুখখানা দেখলেই আমার হ'ল, সাধও মিটলো। যেমন চেয়েছি, তেম্‌নি বিধি দিয়েছেন। সুখই কি আর দুঃখই কি? এখন এমন হয়েছে দেখা শুনার নাম নেই? আমি যে একজন তাঁর বাড়ীতে আছি, আমায় যে কখনও বিয়ে

করেছিলেন, (ক্রন্দন) এ তাঁর মনে আছে কিনা সন্দেহ। চিরকাল আইবড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে রইতেম্ তাতেও দুঃখ হত না, থেকে—নেই, আমার আমার নয়, আমি যার, সে পরের। আমি দিন রাত কাঁদি। সে মনেও করে না; এ দুঃখ আর কারে বলি।

রাই।—তুমি আগে হাত খাট করে ঢিল দিয়ে ঠকেছ, মনে ২ জান্তে আমিই সকল, আমি ভালবাসা। সময় সময় হেসে দুট কথা বলতেন তাতেই আহ্লাদে গলে পড়তে। সৈ! পুরুষের মন পাওয়া ভার, তাদের চাতুরী আমাদের বুঝবার সাধ্য নাই। এত কথাই আছে, "নূতনে পোড়ে বন, পুরাতনে জ্বালাতন।" এর পর তুমি যেমন হাবা, এ কালে আর একটী জোড়া পাওয়া ভার। এখন কলি কাল সোজা কথায় কাজ চলে না, হাবা মেয়ে হলে ভাতার জব্দ থাকে না; নরম গরম দুই চাই। কখনও ভয় দেখাতে হয়, ভরসাও দিতে হয়। আমি ত অনেক দিন হতেই দেখে আস্‌ছি যদি কোন দিন রাগ করে মুখখানি ভার করে বসে থাক, বাবু এসে দুট কথা বলতেই জল হয়ে গেলে, হাসি দেখে অমনি হেসে ফেলে সকল কথাই ভুলে বস্‌লে, এতে ছাই আর কি হবে?

মুক্ত।—সৈ মনের কথা বলি। মনে ২ আঁচ করি যে, আজ একখানা কর্ব্ব, আবার ভাবি যে, আজ না হয় কাল কর্‌ব, এই ভাব্‌তে ২ হঠাৎ একদিন তাঁর মুখখানি নজরে পড়লো সকলই ভুলে যাই। হাসি মুখে দুট কথা শুন্‌লে, আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।

রাই।—তা বুঝেছি। অমন করেই ত তোমার মাথা তুমি খেয়েছ। বানরকে নাই দিলে মাথায়, তা জান।

মুক্ত।—ছি, সৈ। স্বামী, তাকে—

রাই।—তা যাই বল, মনমোহিনির কথা শোন নাই, আজ কাল স্বামী বলে পূজা কল্লে চলে না, সে কালও নাই, তেমন স্বামীও নাই। এখনকার মদখোর আর বেশ্যাখোর স্বামী যে বানর হতেও বাড়া। তুমি যদি দুবেলা দুঘা কসে জুতো মারতে তাহলে এত করে মাথায় চড়ত না। মেয়ে বলি মনমোহিনী! যেমন বিষ তেমনি রোজা। একদিন কার বাড়িতে গিয়েছিল, এই কথা শুনে রসিক বাবুকে ত আচ্ছা করে বিষ ঝাড়া ঝেড়ে, সেই মাগীকে মা বলিয়ে ছেড়ে দিলে। চন্দ্র দাদা নেত্যর ঘরে বসে ইয়ার নিয়ে মজা করছিলেন, কুমুদিনী সেই রাত্রে বাড়ী হতে গোপনে বেরিয়ে নেত্যর ঘরের কানাচি দাঁড়িয়ে বড় ২ করে বলতে লাগ্‌ল, চন্দ্রবাবু। আপনি আমার স্বামী, আমি স্ত্রী, আপনি গোপনে এখানে নুকচুরি খেল্‌চেন। আমি চল্লেম। চন্দ্রবাবু শুনে একেবারে কুমুদিনীর পা ধরে কত রকমে সেধে বাড়ী নিয়ে গেলেন। আর কখনো কা'র নাম করেন না।

মুক্ত।—(কাতর স্বরে) যা হবার তা হয়েছে। সৈ! এখন আর উপায় কি? কত লোকের কাছে কত কথা শুনি। পাড়ার ছেলে মেয়ে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে আর কত বলে। কেউ বলে দুইজন মদ খেয়ে পাগলের মত রাস্তায় ২ ঘুরে বেড়ায়। লজ্জা ত নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই। আবার শুনি যে, একদিন দুজনে মারামরি করে যা না বলতে পারে, তাও বলাবলি করেছে।

রাই।—কি বলেছে, মা বাবা বলাবলি করেছে, এইত? ও কথা ত মাতালের আসল বোল্। ও কথায় কিছু গোল নাই। ভালবাসার ডাকই ঐ।

মুক্ত।—মিছে নয়, আবার শুনি যে কিছুই না। যেমন তেমনি রয়েছে। ছি! ছি! কি ঘৃণা।

(নেপথ্যে)

জিতারাও বাবা, বৈতরণী পার হই, দেখে যেও বাবা! আঁধারেতে পা সাবধান, দেখে যেও। "দেখে যেও সোনার যাদু, (আমি) যাচ্ছি তোমার আঁচল ধরে! আঁধারেতে পা সরে না মাথার কিরে যারে ফিরে॥" ধিরে যাও—এ ব্রজরাই ধিরে যাও।

মুক্ত।—এ যে বাবুর। গলার আওয়াজ। এ কি? বাড়ীর মধ্যে আস্ছেন তবু যে গান থাম্চে না।

রাই।—বুঝি বেশী করে খেয়েছেন, আজ বড়দিন, দু তিন বোতল খেয়ে ঢুল্তে ২ গলাবাজি করে আসছেন, কথায় বেঠিক হচ্ছে, যা মুখে আস্ছে তাই বল্ছেন। এই সময় আমি একটু আড়ালে যাই। সৈ। মাতাল হলে মন বড় সাদা হয়। এই রেতে যে গান কর্ত্তে ২ তোমার কাছে আসছেন, অবিশ্যি মনে পড়েছে, অবিশ্যি কিছু মনে হয়েছে৷ আমার মাথা খাও আজ ছেড় না, একটু ধল্লেই মনের কথা শুনতে পাবে। ঐ আস্ছেন আড়ালে গিয়ে বসি।

(প্রস্থান)

[বোতল বগলে গ্ল্যাস হস্তে মাতাল অবস্থায় নয়নতারা এবং মদন বাবুর সহিত রাধাকান্তের প্রবেশ]

রাধা।—[নয়নতারার প্রতি] প্রিয়ে! এই বিবি সাহেবের ঘর, ঐ আমার ঘরের লক্ষ্মী। মদন দাদা! ঐ আমার অঙ্কলক্ষ্মী, ঐ আমার মাথার মণি, ঐ আমার জাত, কুল মান রক্ষাকারিনী, ঐ আমার মুখপানে চাহিনী, (যাত্রার সুরে) ঐ বসে আছেন। তোরা দেখ ২ দেখ একবার চেয়ে দেখ। (হস্ত দ্বারা দর্শন) ঐ গগণের চাঁদ আমার ঘরে, একবার চেয়ে দেখ।

মুক্ত।—পোড়া অদৃষ্টে আর কি আছে? পরমেশ্বর! এই দেখালে? (পালাইতে উদ্যত)

রাধা।—[বোতল গ্ল্যাস রাখিয়া মুক্তকেশীকে ধারণ] ভয় পেয়েছ? গা কাঁপছে যে? ভয় নাই, ভয় নাই। চক্ষে জল পড়েছে? ছি ছি! আমায় লজ্জা দিলে? ছি

লক্ষ্মী। আমার এয়ায়ের মজলিসে মাটি কল্লে। আমি এমন রসিক, এমন চতুর বাবা, আমার ঘরের গিন্নী ভয় খেক? মানুষ দেখে, কেঁপে কেঁদে ফেল্লে? ছি ছি! চেয়ে দেখ, দেখ তোমার জোড়া মিলিয়ে এনেছি। কেষ্ট ঠাকুর মেয়ে মানুষের হাতী সাজিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে, মজা করে চড়ে বেড়াতেন, আমি হাতী ঘোড়া কর্ব্ব না, তোমাদের যুড়ি হেঁকে বেলাতী চক্করে ঘুরব, এইটী বড় সাধ আছে। (মুক্তকেশীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে উপবেশন) আমার কোলে বস, না না আমার মাথায় বস, মান করেছ—বিবিজান মান করেছ? সাজা কর, যা ইচ্ছা সাজা কর, মান ভাঙ্গুক। একটু মদ খাও দেখি, [গ্লাস লইয়া মুখের নিকট ধরণ] সব রাগ মাটি হবে। তুমি জান না? এতে রাগ মাটী হয়। দ্বেষ, হিংসা মন থেকে দু'শ হাত সরে যায়, একবার খাও দেখি?

নয়ন।—কিরে ডেক্‌রা পোড়ার মুখ। এই দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে এসেছিস? আমি যাই, জামাই চল আমার মাথা খাও চল, [মদন বাবুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে] চল এখানে আর থাকব না।

রাধা।—তুই বাবা ঘরে যা। আমি এই ঘরে থাকি।

নয়ন।—(ক্রন্দন করিতে ২) তোর মনে এই ছিল, আমায় বাড়ীতে নিয়ে এত অপমান কল্লি, আমি এ প্রাণ রাখব না, আমি যাই, (যাইতে উদ্যত এবং মদন বাবু কর্ত্তৃক ধারণ) জামাই আমায় ধ'র না। আমি আজ গলায় দড়ী দেব। ও বেহায়া পাজী মাগ নিয়ে মজা করুক। তুমি ছাড় গলায় দড়ী দেব।

রাধা।—(ত্রস্থে মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া নয়নতারাকে ধারণ) তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

নয়ন।—(রাধাকান্তকে পদাঘাত করিয়া) তুই তোর মাকে নিয়ে থাক্। আমি তোর মুখ দেখবো না—আমি কখনও তোর মুখ দেখবো না।

রাধা।—(যোড় করে) মাপ কর, আমি আর কখনও এ ঘরে আসব না, মুক্তকেশীর মুখ আর দেখব না। আমায় মাপ কর।

মুক্ত।—জাত গেল। লোকে এ কথা শুনে মুখে চুন কালী দেবে। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে থাকাই ভাল ছিল। এভাবে কেন বাড়ীতে আমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে এয়েছ? আর ঐ ভদ্র সন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে কি এই দেখালে। আর গোল ক'র না, যেখান হতে এয়েছ, সেই খানে চলে যাও।

নয়ন।—দেখ পাজি। কোন মুখে এখানে রয়েছিস। দূর দূর করে শেয়াল কুকুরের মত তোকে তাড়াচ্ছে, তবু তোর লজ্জা হচ্ছে না?

রাধা।—কার সাধ্য আমাকে তাড়াতে পারে। যে বলবে আমি তার মাথা ভাংব। (তাড়াতাড়ি গ্লাস লইয়া) এই বোতলের বাড়ীতে মাথা ভাংব। (সজোরে মুক্তকেশীর দিকে গ্লাস নিক্ষেপ, মৃত্তিকায় পতন ও ভগ্ন এবং কাঁদিতে ২)

আমি মদ খাব কিসে? আমার গ্ল্যাস ভেঙ্গে গেল, অ্যা আমার গ্ল্যাস দে। দে—দে—

নয়ন।—ভাল চাও, তবে বাড়ী চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাংব।

মদন।—(নয়নতারার প্রতি) তুই বেটি ভারি পাজী। ভদ্র লোকের বাড়ী এসে—এ কি? যা তোর বাবাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর, আমি বাড়ী যাই।

নয়ন।—ও দিকে যোগাড় হ'ল নাকি? আমিই পাজী! বেশ বল্লে।

রাধা।—মদন বাবু। একটু দাঁড়াও, তোমায় মারে কে। আমি আজ ঘর থেকে যাব না। মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে এই পালঙ্কে শুইয়ে—তুমি আমি খাড়া পাহারা দেব।

নয়ন।—তোর আর ভালবাসা দেখাতে হবে না, তুই চল।

রাধা।—আচ্ছা, আমায় একটু ছেড়ে দাও, আমি এ ঘর থেকে মুক্তকেশী হারামজাদিকে তাড়িয়ে দিই।

নয়ন।—যা বল্‌তে হয়, এখান থেকেই বল, কাছে যেতে দেব না। মার্ত্তে গিয়ে কাছে দাঁড়ালেও আমার গা জ্বালা করে।

রাধা।—তা আমি বেশ বুঝি, আমায় ছেড়ে দাও, দেখ, তোমার মনের দুঃখ এমনি মেটাচ্ছি। ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। (জোরে যাইতে উদ্যত ও নয়নতারা পশ্চাৎ হইতে পিরাণ এবং পিরাণ ছিড়িলে পরিধেয় ধারণ)

নয়ন।—আবার যেতে চাও? চল আর এখানে থাক্‌তে পার্ব্বে না। (গমনোদ্যত)

মুক্ত।—(নিকটে যাইয়া) দেখ, তোমার দুখানি পায় ধরি, একটু দাঁড়িয়ে হতভাগিনীর দট কথা শুনে যাও!

রাধা।—তোর কি কথা শুনবো রে প্রাণ। তুই গাইতে জানিস নে, নাচ্‌তে জানিস নে, মদ খেতে জানিস নে, এমন বদ রসিকের কথা রাধাকান্ত শুনতে পারে না।

মুক্ত।—তা হক্, আমি স্ত্রী, আমার একটী কথা শুনে যাও (চরণ ধরিতে উদ্যত) অভাগিনীর দুঃখের কথা শুনে যাও।

রাধা।—(সজোরে পদাঘাত করিয়া) এই শুনি।

[মদন বাবুর প্রস্থান।]

নয়ন।—জামাই! দাঁড়াও আমরাও আসছি, আর দুই এক ঘা দেখে গেলে না?

মুক্ত।—এমন করে এদের সামনে অপমান কল্লে?

রাধা।—আমায় আর শেখাতে হবে না। নয়নতারা ছেড়ে দেয় না বলে বেঁচে গেলি। যদি বাঁচি তবে কাল এসে—

[উভয়ের প্রস্থান।]

মুক্ত।—রে কপাল! (ক্রন্দন)

রাইমণির প্রবেশ।

রাই।—[বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুক্তকেশীর মুখ মুছাইয়া] তোমার দোষে তুমি কাঁদবে, এর উপায় কি? সে পোড়া কপালি দু'শ ভাতারী এত কথা বলে গেল, তুমি ত একটী কথাও বল্লে না।

মুক্ত।—আমার কি বলবার সাধ্য আছে? ভাবলেম কি, হল কি? ও সাতজনের মন যোগায়, কত রকমের কথা ওর পেটে আছে, নিত্য নূতন কথা ওর মুখে, এক কথা কয়ে কি দু'শ কথা শুনবো। (ক্রন্দন করিতে ২) সৈ! এক ঘরের এক মেয়ে বলে, মা বাপের কাছে বড় আদরে ছিলাম। ছোট বেলায় কত আবদার করেছি কত জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরে ছাই করেছি, কেউ আমায় দূর কথাটি বলে নাই। বল্‌তে পারে নাই। সুখে থাকব, আশাতেই বড় লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছিল, অদেষ্টের গুণে তার ফল ত চক্ষেই দেখলে? বিধাতা যার বিমুখ তার হাতে সোনার টাকা তুলে দিলেও অদেষ্ট গুণে তামা হয়, ভাল কথা বল্লেও মন্দ হয়ে পড়ে। যা কপালে ছিল হয়ে গেল, এখন যাতে ভাল হয়, যাতে পোড়ারমুখোর মুখ আর না দেখতে হয়, তারই সোজা পথ দেখিয়ে দাও। আজ রেতে এই হল, আবার কাল তাকে এই মুখ দেখাব? আর কি আশায় থাক্‌ব? দোরে দোরে যদি ভিক্ষে করে খাই, সেও আমার ভাল, এখন এর উপায় কি? যদি না পার, যদি উপায় না বল্‌তে পার, তবে যাতে লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে না হয়, তারই উপায় করে দাও। আর যদি মুখ দেখাতেই হয়, তবে যাতে ওর মুখে চুনকালী পড়ে, দশজনে দেখে হাসে, না হয় তারই উপায় করে দাও। স্বামী বলে যে তার মুখপানে চেয়ে থাকবো, তার কুলে খোঁটা হবে বলে যে কুল মজাতে পিছে হাট্‌বো, তা মনেও কর না। জাত, কুল, মান, ধর্ম্মের দিকে আর তাকাব না। কার জন্যে? যে আমার হল না, আমি তার হব কেন?

রাই।—এখন পথে এস, যদি মন বেঁধে সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পার, তবে আর ভাবনা কি?

মুক্ত।—কেন দাঁড়াব না? এতদিন ত দেখলেম, মেয়ে পবাণে যা সয় না, তা সয়েও মন যুগিয়ে চল্লেম, দেখি কি হয়? আমার দায়, তার গায়েই বাধ্‌ল না। তবে আর কেন? পেটের সন্তান সন্ততি নাই যে, তারা লজ্জা পাবে। তবে মা বাপের, যেমন কাজ তেমনি ফল ভোগ কর্ব্বেন, আমার কি?

রাই।—এত উতলা হচ্ছো কেন। মন যখন ভেঙ্গে গেছে, তখন এর উপায় করে দিচ্ছি। আজ রাত্রে আর কি হবে? আজ আমি বাড়ী যাই, কাল সকালে এসে যা হয় বলে দেব। আজকার রাতটে কোন গতিকে সয়ে থাকতে হচ্ছে।

মুক্ত।—সই! তুমিও আজ ফেলে যাবে? আমার মাথা খাও আজ এইখানে থাক।

দুই সয়ে একত্র শুয়ে '...র উপায় কি?' আজই শুনব। কাল আস্‌বে বলে গেছে, আজই স্থির করা চাই।

রাই।—আচ্ছা তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় রঙ্গভূমি।

নয়নতারার শয়নঘর

রাধাকান্ত এবং মদন বাবু আসীন।

মদন।—ও কথা আর শুনি না। একেবারে অধঃপাতে গেছেন। কাল রাত্রি যা করেছেন, তা বোধ হয় কেউ কর্ত্তে পারে না।

রাধা।—(বায়াঁয় টোকা দিতে ২ ইষদ্ধাস্যে) মুক্তকেশী কিছু ঘুষঘাস দিয়েছে? না গোপনে যেতে বলেছ? বাবা! শ্বাশুড়ীর কথা যে একেবারে ভুলে গেলে?

মদন।—আপনি যদি এ ভাবে কথার উত্তর করেন, তবে চুপ্ কল্লেম।

রাধা।—তোমার মত নিমকহারাম ত দুটী দেখা যায় না। যার খাও, যার নামে তরে যাও, যার ঘরে বসে দু দণ্ড আমোদ কর, যে তোমায় এত ভালবাসে, এখনও যার ঘরে বসে রয়েছে, তারই নিন্দা তোমার মুখে! তোমার চক্ষে মুক্তকেশীকে ভাল লেগে থাকে, স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে এসো। না হয় ঘরে যাও। কেউ রোখবার নেই, খোলা মহল দেদার লোট!

মদন।—আর কি বল্‌বেন? সকল দিকেই দেখতে হয়। চিরকালটা মদ খেয়ে রাঁড়ের বাড়ী পড়ে থাক্‌বেন, ঘরের কথা মুখে আনবেন না। ছি ছি! কেউ কি মদ খায় না? না বেশ্যা রাখে না।

রাধা।—রাখে বই কি, বল?

মদন।—আমরা আর কি বলতে পারি। সাধ্বি সতী স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে দিলেন, নয়নতারা বারোজনের মন যোগায়, তার মাথাটা ছাড়তে পাল্লেন না?

রাধা।—আমি ত আর হাবা ছেলে নই যে ঐ কথায় পড়ে যাব। আমি ছেড়ে দেই আর তুমি গিয়ে দখল কর।

মদন।—আপনি বলতে পারেন। বলনু ত, বেশ্যা কার বাবা কেলে বিশ্বাসের ধন। হাজার ভালবাসেন, দিন রাত পায়ের ধুলা মাথায় করে ঝাড়েন, সোনার টাকা দিয়ে প্রতিদিন পূজা করেন, তবু ফাঁক পেলে উপরি লাভ হাত করবেই করবে।

রাধা।—সকলে নয়।

মদন।—খুঁজলে পাওয়া ভার। আপনি জানেন, আপনার নয়নতারা আপনাকেই জানে।

রাধা।—[কিঞ্চিৎ রাগত ভাবে বায়াঁ রাখিয়া] জানি বই কি? আমি দিব্বি করে বলতে পারি কারও ঘরের মাগ নয়নতারার মত সতী নয়। আগে যাই করুক এখন সে বেশ্যা নাই।

মদন।—যাক্ আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া কর্ত্তে আসি নাই। যা ইচ্ছা করুন, দয়া করে দুই গ্লাস খেতে দিবেন্ বস।

রাধা।—এখন সোজা পথে এসো, বাজে কথার দরকার কি? [সম্মুখস্থ বোতল হইতে গ্লাসে মদ ঢালিতে উদ্যত] না এতে কিছুই নাই, ভগবান ভাব, দেখ বড় বউ কি করে আসেন।

মদন।—শ্বাশুড়ী যে নিজেই।—

রাধা।—দশটা বাজলে দোকানী বেটারা কি আর পুরুষের হাতে মদ দেয়? জগা দুবার ফিরে এসেছে বলে তিনি নিজেই রেগে গেছেন। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, তা বল্লে যে আর তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মদন।—এই ত ঠাকুর চাতুরী বুঝিতে পার নাই।

শতজন মন তারা কথায় যোগায়।
একমন পরিতোষ করিছ কোথায়?
একজন আলে তারা কখনই থাকে না।
একের অভাব হলে কিছুই ভাবে না॥
এ-কেবল তোমার নয় ও নয়নতারা।
কতজনে বলে মোর নয়নের তারা॥
কার তারা কে বলিবে, তারা কার নয়।
কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয়॥

নেপথ্যে।—[মলের শব্দ করিয়া] এমন লোকের হাতেও পড়েছি, এত করে মন যোগাই তবু মন পাইনে।

রাধা।—[মদন বাবুর প্রতি] এখন ত আর সম্মুখে নাই—শোন, অগোচরে কি বলে। মন থেকে খাঁটি করে না বেরোলে কি আর অসাক্ষাতে বলছে?

(বোতল হস্তে নয়নতারার প্রবেশ)

নয়ন।—এই নেও (বোতল রাখিয়া) পথে আস্‌তে বড় ভয় পেয়েছি। মেঘে এমন অন্ধকার হয়েছে যে কোলের মানুষ চক্ষে দেখা যায় না। দুই এক ফোঁটা জল পড়ে আরও জ্বালাতন করেছে। যে জগা সঙ্গে গিয়েছিল সে বেটা আমা হতে ভয় খেক। মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চক্‌মকি দেখে জড়িয়ে ধরে।

রাধা।—বড় বউ আমার জন্য বড়ই কষ্ট পেয়েছ। আমি এ কথা আজীবন ভুলব না, বস, তোমায় মাথার জল মুছিয়ে দি।

নয়ন।—(মুখ বাঁকা করিয়া) থাক্ আপনার আর আদর করে কাজ নেই। আমিই মুছি।

(অঞ্চল দিয়া মাথা মোছন)

রাধা।—[নয়নতারার প্রতি] দেখ তোমার জামাই আজ তোমার যে নিন্দে করেছে, তা শুনে মরা মানুষেরও রাগ হয়! মুক্তকেশীকে কাল তোমার কথায় মেরেছি, তাইতে আমি ত আর মানুষের মধ্যেই নেঁই। আর তোমার নামে একেবারে দুশ ঝেঁটা।

নয়ন।—ওদের কথা মুখে আন্‌তে নেই, অমন নিমকহারামদের কথা শুন্‌তে আছে? ওরা যে পাতে খায় সেই পাতই ফুটো করে। বাবা ওদের খুরে নমস্কার (যোড়-করে নমস্কার)

মদন।—শ্বাশুড়ী! তুমিও যে পাগল হলে। আমি নিন্দে কর্‌ব? আমি বারবিলাসিনীদের দুই একটী কথা বলেছি। তুমি ত আর তা নও? শ্বাশুড়ী আমার মাথা খাও, বাবুর কথায় কান দিও না। আপন হাতে ঢেলে, এঁটো করে একটু দেও, খেয়ে বাড়ী যাই।

রাধা।—যাবে কোথায়? ভয় পেয়ছ? বড় বউর এককথাতেই দশ হাত সরে গেলে; [মদ ঢালিয়া] খাও—লক্ষ্মী আমার। ঢোকে ২ গেলো।

নয়ন।—আপনি কেন দিচ্ছেন! আমি এঁট করে হাতে দিচ্ছি। ও যা বলেছে তাই করি, জামাই আমার মাণিক অঙ্গুরী। যখন যার তখনই তার। হ'ল স্বর্গেই তুললেন মন হ'ল আবার দশ হাত মাটিতেই বসিয়ে দিলেন। পাগল মন। [মদ এঁট করিয়া মদন বাবুর হস্তে দান] বিস্তি কাবার করো ত জামাই। আমার এঁটো যে খাবে, তার জন্যে স্বর্গের সিড়ি দিনরাত খোলা থাকবে। (বেহালার এক দুই তিন সুরের সহিত, জামাই আমার মাথা খাও, খাও মাথা খাও, খাও, দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য সময়ের ভঙ্গির সহিত)

মদন।—এক অঙ্গ বাকী থাক্‌লো তাতেই যা হোক্। শ্বাশুড়ী আপন হাতে ঢালো, নেই।

নয়ন।—ছুঁয়ে দিয়েছি।

মদন।—ছুঁলে কি হয়? যাক্ আরও দিন আছে, [মদ্যপান] একটা গান মনে হয়েছে, বলবো?

নয়ন।—নিয়ম ভাঙ্গ কেন? জান তিনেতেই সব। তিন বার হোক্।

রাধা।—তবে চালাই—মদ ঢালিয়া পান)

নয়ন।—আপন হাত জগন্নাথ ঃ আমি শালা কি চোর? (মদ ঢালিয়া পান)

মদন।—[ত্রস্থে বোতল গ্ল্যাস লইয়া] এবারে আমি [মদ ঢালিয়া পান]

রাধা।—[ত্রস্থে বোতল গ্ল্যাস লইয়া] নিয়ম রক্ষা ত হয়েছে। ফিরে বড় বউ [মদ ঢালিয়া নয়নতারার হস্তে দান]

নয়ন।—বন্দিগী [মুসলমানি ধরণে মাথা নওয়াঁইয়া সেলাম করিয়া মদ্যপান]

মদন—[ত্রস্থে গ্ল্যাস লইয়া] ফের বাজী বড় বাবু! [মদ্য ঢালিয়া রাধাকান্ত বাবুর হস্তে দান]

রাধা—জিতা রাও বাবা। গুডহেল্‌থ বড় বউ! [মদ্যপান]

নয়ন।—আমি বুঝি ফাঁক যাব? (ত্রস্তে বোতল গ্ল্যাস লইয়া) ফের লাগ জামাই (মদ ঢালিয়া মদন বাবুর হস্তে দান)

মদন।—অল রাইট, ঘণ্টা মার (মদ্যপান) গাড়ী উড়েছে।

নয়ন।—মদও উড়েছে [বোতলে ফুঁ দিয়ে দূরে নিক্ষেপ]

রাধা।—এখন আর কি?

নযন।—যা ইচ্ছে।

মদন—আপনাদেরই হোক্।

নয়ন।—তাতে কম পাবে না, জামাই বাজাও ত (গানারান্ত)

পিলু—জৎ।

নয়নেরই অনুরোধে যাঁরে প্রাণ শুপিলাম (আমি)
সে আমার হলো না কেন? ঐ খেদে মরিলাম
অন্য আশা ছেড়ে দিয়ে তারি প্রেমে মজিলাম।
তবু সে চাহে না আমায় একি দায়ে ঠেকিলাম॥
প্রেমজ্বরা লোকেরই মুখে এতদিন যা শুনিলাম।
সাধেরই পিরিতে মজে স্বচক্ষে তা দেখিলাম॥

মদন।—(তালের সহিত) বাবা বেস। বেস ভেল্‌কি। বা শ্বাশুড়ী মনের কথাই খুলে বলেছ।

রাধা।—[গুণ ২ করিয়া গান করিতে চেষ্টা]

মদন।—হুঁ হুঁ করিলে চলে না। তানা নানা কর, যা কর আর হবে না। এর উত্তর নাই বাবা!

রাধা।—মনে হয় আবার হয় না।

মদন।—তা বোঝো গেচে। বলুন আমি উত্তর করি।

নয়ন।—আজ উত্তরে কাজ নেই। একটা কথা শোন (কানে ২ প্রকাশ)

মদন।—হাজির আছি।

নয়ন।—ভুলো না। আমার মাথা খাও এসো।

রাধা।—বড় বউ আমার কানে একটা কথা বল। (নিকটে যাইয়া) আমার কানে একটা মন্ত্র দেও।

নয়ন।—যে মন্ত্র দিয়েছি তাই ত আগে সেধে ওঠ। যত কথা আজই জানা যাবে।

মদন।—(গাত্রোত্থান করিয়া) গুডনাইট টু অল্। আর থাক্‌তে পারি না। এত রাত হয়েছে আজ আর কথা নেই। গিন্নি ঝাঁটা হাতে করেই আছেন। ক ঘা যে খেতে হবে তা গিন্নীর হাত, আর আমার কপাল। (নৃত্য করিতে ২ গান)

খেমটা

কি বলে দাঁড়াব তাহারই কাছে (ওলো সই)
ঘড়িতে ঢং ঢং বাজিয়া গেছে
দশে দশ ঝাঁটার বাড়ী
বাইরে যাই গড়াগড়ি,
না জানি ভাগ্যে
আজি কি যেন আছে (ওলো সই)।

(প্রস্থান)

নয়ন।—(ক্ষণকাল পর) আর কথা কি? রাত ত আর কম হয় নাই?

রাধা।—কথা আর কি (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই।

নয়ন।—না পার খুলে বল। তুমি যে তার মায়া ছাড়তে পারবে না, তা আমার বেশ জানা আছে।

রাধা:—একেবারে প্রাণে মারতে!—

নয়ন।—(ক্রোধে) তবে আমি মরি। তোমার মুক্তকেশী বেঁচে থাক্। তোমার ভালবাসা বেঁচে থাক্। আমি তার পরাণের কাল হয়েছি, তাইতে তোমারও চক্ষের শূল হয়েছি। আর কাজ নেই, আমি গলায় ছুরি দিয়ে মর্‌ব। (ত্রস্থে হাতবাক্স হইতে ছুরি লইয়া গলাস্পর্শ) এই ছুরি। তুমি—

রাধা।—(ব্যস্তে নয়নতারার হাত ধরিয়া) ছি ছি এ কি? তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ করবে? হাত ছাড়, আমি যা বলেছি তাই কর্‌বো। ছুরি ছাড়।

নয়ন।—আবার তোর কথায় ভুলবো? কাল এককথা আজ এক কথা? পাজি! আমি তোর মুখ আর দেখবো না। [দুই পা সজোরে আছড়াইয়া ঈষৎ ক্রন্দন স্বরে] আমি এ প্রাণ আর রাখবো না [ছুরির উল্‌টা পীঠে গলা কাটিতে উদ্যত] এখন মরি, সব মিটে যাক।

রাধা।—তুমি কি পাগল হয়েছ? (কাঁপিতে ২) ছুরি ছাড়। আমি সত্যি ২ বল্‌ছি এই ছুরি দিয়ে মুক্তকেশীর গলা কাটব (ছুরি কাড়িয়া লইয়া) তোমার অসাধ্য ত কিছুই নাই। সর্ব্বনাশ। কি সর্ব্বনেশে রাগ!

নয়ন।—[কান্দিতে ২] ছুরি নিলে কি হবে? আমি আজই গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব। এখন বুঝি অন্তরে ঘা লেগেছে? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) যাও তোমার মুক্তকেশীকেও মেরে কাজ নেই, আমার বাড়ীতে এসেও আর দরকার নেই। আমি—

রাধা।—আমি ধর্ম্মতঃ বলছি, এই তোমার গা ছুয়ে বল্‌ছি, মুক্তকেশীকে আজ খুন কর্‌ব। নিশ্চয়ই খুন কর্‌বো। যদি তুমি দেখতে চাও রক্ত সুদ্ধ ছুরি এনে তোমায় দেখাব। তোমার পায়ে ধরি কেন্দো না। (পদ ধারণ)

নয়ন—(পদাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ জোরে কান্দিতে ২) তোর কথা আবার শুনব? আমি এ প্রাণ রাখব না।

রাধা।—আমি চল্লেম, মুক্তকেশীকে খুন কর্ত্তে এখনই চল্লেম। যা বলেছি তাই কর্‌বো। মুক্তকেশীকে খুন কর্‌ব (গাত্রোত্থান) মার্‌ব, খুন কর্‌বো। মুক্তকেশীকে খুন কর্‌বো তাতে আমার কি?—(পদ চারণ করিতে ২) সে বেঁচে থাকলে আমার প্রাণকে হারাবো, নয়নতারাকে হারাবো। কপালে যাই থাক চল্লেম। (ছুরি লইয়া বেগে প্রস্থান)

নয়ন।—[শয্যা হইতে উঠিয়া দুই তিন পদ অগ্রসর একটু উচ্চৈস্বরে] দেখ! মিছেমিছি করে ফিরে এলে, আর আমায় জিয়ন্ত পাবে না। (ঘরের জিনিষপত্র শৃংখলা করিয়া রাখিতে ২ স্বগতঃ) মুক্তকেশী গেলেই এদিকের পথ খুলাশা হয়। আর যাবে কোথা? নয়নতারা ঝাঁটা মার্‌বে আর দু হাতে লুটবে। ওর যা যা আছে সকলই হাত কর্‌ব। মুক্তকেশীর ভাল ২ অলঙ্কার আছে শুনেছি, সেগুলো তো কালকেই হাত কর্‌ব। এখন একটু আড়করে বসে যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পার্‌ব। এখনও কি আমি হাবা আছি? মা'র চেয়ে ঝি যে দু'হাত বেড়ে গেল, তবু মার কান্দনী গেল না। যারে পান তারেই বলেন, আমার নয়নতারা বড় হাবা (উচ্চৈস্বরে) মা! ওমা! ঘুমিয়েছিস্ নাকি? আমি একা ২ বসে থাকতে পারিনে, আমার ভয় করে।

নেপথ্যে।—এদিকে আয় না? দেখ্‌না কে যেন ডাকছে!

নয়ন।—আমি যেতে পারিনে। যে ডাকে সে কি পথ চেনে না?

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে।—তোর আর নবাবি দেখে বাঁচিনে। সে পথ চিনুক আর না চিনুক, আমি ডাকছি তুই উঠ্‌তে পাল্লিনে?

নয়ন।—কোন্ বেটা নবাবপুত্র এসেছে যে এগিয়ে না আন্‌লে আর আস্‌তে পারেন না। আমি যেন ঘরের মাগ হয়ে পড়েছি। [জোরে পদ নিক্ষেপ করিতে ২ গমন] নেপথ্যে—পথ ভুলেছেন নাকি? মাপ্ কর্ব্বেন। [নগেন্দ্র বাবুর পরিধেয় ধরিয়া নয়নতারার প্রবেশ]

নয়ন।—রঙ্গ রস ভরা এই তারা রঙ্গভূমি।
মন খুলে বোসে দুশ মজা কর তুমি॥

(নগেন্দ্র বাবুকে সাদরে বসাইয়া উপবেশন)

নগে।—বলিহারি যাই, কবিতা বল্‌তেও শিখেছ?

নয়ন।—চিরকালই কি সমান থাকে?

নগে।—ভাল আছ ত তুমি?

নয়ন।—এতদিন পরে 'তুমি' ডাক শুন্‌লেম সেও ভাল। সই, বন্ধু, ভালবাসা, রসকে জননী, দিদি, শ্বাশুড়ী, বড় বউ, আবার কেউ আদর করে নূতন যৌবন দেখেও বুড়ি বলে ভালবাসার ডাক ডাকে, তুমি সেই নূতন ডাক 'তুমি' কথা বের করে যে কত মজা করেছ তা আর বলতে পারি না। যে শুনে সেই বলে লোকটা ত ভারি রসিক। কতজনে দেখ্‌তে চায়।

নগে।—দেখালেই পার।

নয়ন।—পাই কোথা। যখন মন চায় তখন পাই কোথা? আপনি হলেন বিচারকর্তা হাকিম, আপনার বার পাওয়াও সোজা কথা নয়। এতদিন পরে যে মনে পড়েছে, সেও ভাল।

নগে।—এতদিন পরে কি? গেছে শনিবারেও ত এসেছি, "তুমি" যে রাধাকান্ত বাবু পেয়েছ, তাতে কি আর কা'র দখল পাবার কথা আছে?

নয়ন।—ও পোড়ামুখোর কথা বলবেন না, মুখে আন্‌বেন না। ওর নাম শুন্‌লে আমার গায়ে আগুণ জ্বলে। দিন দুই এসেছিল, তাতেই কি একেবারে তার বাঁধা হয়ে পড়েছি, না তার পিরীতে মজেছি! ঝাঁটাখেক, নাথিখোর আমার বাড়ী বই আর চক্ষে দেখে না। 'তুমি' কি বল্‌ব, আজ ক'দিন হ'ল খড়মপেটা করে একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, আর আসবে না। আমিও বাড়ী ঢুকতে দেব না।

নগে।—দেখা যাবে, ক'দিন?—

নয়ন।—আর নয়। যাক, ও কথায় আর কাজ নেই। আজকাল দেখতে পাইনে কেন? আমরা নাচ্‌তে জানিনে, গাইতে জানিনে, দেখতেও ভাল নয়, তাই বলে কি আর দেখা দিতে নেই। কালো বলে ঘৃণা করে কি আর দু' দণ্ড কাছে বস্‌তে নাই?

নগে।—দেখ ভাই, পরের চাকুরি করি। চারদিক নজর রেখে চল্‌তে হয়। তোমার বাড়ীতে আস্‌তে কি আমার ওজর আছ? এত কাজ! দিন রাত খাটি তবু অবসর পাইনে।

নয়ন।—কবে বা ডেকেই পাঠালেন? তোমরা হুগলি কলেজের পড়ো, তোমাদের চালাকি আর বদ্‌মাইসির কি অন্ত আছে?

নগে।—হুগলি কলেজের দোষ দিও না। বড় কষ্টের চাকুরি! ঘোড়ায় চড়তে জানি না, তিন ক্রোস পথ একে দোমে হেঁটেছি। সাঁতরিয়ে গঙ্গা পার হয়েছি, উল্টে

২ বাজি করেছি, দশ বার হাত উপরে বাদুর ঝোলা ঝুলেছি। চাপ্‌দেড়ে থোয়েটের কত বকুনী খেয়েছি। ওর দাড়ি নাড়া দেখলেই আমার গা কাঁপত। এখন বলতে হাসি পায়, দুঃখও হয়। টাম্‌সন্ ডাক্তারে কত কি ধরে, পরীক্ষা করে ভাল শরীর বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এত কাণ্ড কারখানার পর হুজুর ক্যাম্বেল বাহাদুর দয়া করে সব ডিপুটী খেতাব দিয়ে চাকুরি দিয়েছেন।

নয়ন।—বেস হয়েছে। 'তুমি' যে এখন খেতে পায় না তার উপায় কি? চেলের দর বেড়েছে এতে আর বাঁচবার ভরসা নাই। এক পেট হলে ভিক্ষা করেই চালাতে পার্তেম।

নগে।—ভয় কি? রাধাকান্ত বাবুর এত টাকা খাবে কে?

নয়ন।—আপ্‌নি বল্লে নাচার। যাকে দেখতে পারিনে, যাকে ভালবাসিনে, যার নামে দু'শ খেঙ্গরা, তারই কথা!

নগে।—না আর বলব না—আজ আমার বাসায় চল।

নয়ন।—এত ভাগ্‌গী হবে।

নেপথ্যে।—শ্বাশুড়ী, ও শ্বাশুড়ী ঘুমিয়েছ?

নগে।—কে ডাকে?

নয়ন।—কি জানি।

নগে।—বেশ, শ্বাশুড়ী বলে ডাকছে চেন না?

নয়ন।—আসলেই নেই, তার বাবার শ্বাশুড়ী।

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। শ্বাশুড়ী জেগে আছ কি?

নয়ন।—শুধু শ্বাশুড়ী বল্লে চল্‌বে না, নাম বল।

৩য় নেপথ্যে।—নাম বলতে লজ্জা করে।

নয়ন।—তবে জামাই সোজা পথ দেখ। শ্বশুর ঘরে।

নগে।—তোমার জানা লোক হয়, আর আমাকেও যদি না চেনে, তবে ডেকে আন।

নয়ন।—দুই গুণ একত্রে পাওয়া বড় দায়। দেখি—(দোরের নিকট যাইয়া হাস্য করিতে ২) বেস! বেস!! জামাই যে, আরে কবে এলে? এস ২ বাবা এস। মেয়ে ভাল আছে ত?

(মদন বাবুর সহিত নয়নতারার প্রবেশ এবং নগেন্দ্র বাবু কাপড় দিয়া নিজ মুখ আবরণ)

মদন।—(নয়নতারার প্রতি ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা)

নয়ন।—(কানে ২ প্রকাশ)

মদন।—আর ঢাকবেন না, চিনেচি। চাঁদের আলো কি কাপড়ে ঢাকা পড়ে? আজ ধরা পড়েছেন। এত সিভিলসার্ভিস ক্লাস নয় যে নোবলিটীর সার্টিফিয়কট না দিলে ঢোকবার যো নাই। এ কলিকাতার যাদুঘর। তাতেও রবিবার আর সকাল

বিকাল আছে। হুজুর এ হাবড়ার ষ্টেসন বল্লেও হয়, ময়ূরপংখী বল্লেও হয়। পয়সা দিলে আর কথা নেই।

নগে।—(কাপড় ফেলিয়া হাসিতে ২) আমি আজ আপনাকেই দেখতে এসেছি। আপনার ধর্ম্মজ্ঞান, জিতেন্দ্রিয় মরকান্নার ধ্যান, তারই পরীক্ষা কর্তে এসেছি।

মদন।—হুজুর! তবে ঠকেছি।

নয়ন।—জগা—ও জগা। তামাক সেজে আন্। আর সেখানে গিয়েছিলে?

নেপথ্যে।—না—

মদন।—শ্বাশুড়ি। আজ যে ভারি আংরা মুখো দেখতে পাচ্ছি—মার ধ'র হেন ত্যান সাত সতের এ আবার কি?

নয়ন।—চুপ কর, ব'কনা। (তামাক লইয়া জগার প্রবেশ)

জগা।—এদের চক্ষে ত আজ ঘুম নেই। রাত ফরসা হয়ে এল, তবু ঘুময়না। খাটতে ২ প্রাণটা গেল। [কলিকায় ফুঁ দিয়ে নয়নতারার হস্তে হুঁকা দান।]

মদন।—কি জগন্নাথ! মুখে যে খৈ ফুট্‌চে। পেটে ভাত গিয়েছে ত?

জগা।—নেও তোমার আর সে কথা শুধিয়ে কাজ নেই। (নগেন্দ্র বাবুর প্রতি) বাবু মশাই একখানা কাপড় দিতে হবে। শীতে আর বাঁচিনে। কাঁপিতে ২ মরে গেলুম বাবু মশাই।

মদন।—তোর বড় বাবু দেবে?

জগা।—আর দিয়ে কাজ নেই। আপনারা দিলে দশ জায়গায় দেখাব।

নগে।—দশ জায়গায় দেখিয়ে আর কাজ নাই, আচ্ছা পাবে।

জগা।—(গড় হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

নগে।—(নয়নতারার প্রতি) এখন আর কি—যাই।

নয়ন।—যে আজ্ঞা—

নগে।—(গাত্রোত্থান করিয়া মদন বাবুর প্রতি) মহাশয় কিছু মনে কর্‌বেন না, চল্লেম।

মদন।—আপনি মহৎ ব্যক্তি। আমাদের হাকিম,—নমস্কার।

নগে।—[যাইতে ২] নমস্কার ২।

প্রস্থান।

নয়ন।—জামাই ব'সো আমি আস্‌চি।

মদন।—কোথায়?

নয়ন।—এই আস্‌ছি, তুমি একটু ব'সো, আমি আস্‌চি—মাথা খাও যেও না। (প্রস্থান)

মদন।—একবার ঝ্যাটা খেয়ে এসেছি, আবার কোথা যাব? (স্বগত) বাবু লোভে পড়ে এত টাকা দিয়েও নয়নতারার মন পান্ নেই। শক্তের কাছে কিছুই নয়। জগা, ও জগা তামাক আন্।

নেপথ্যে।—যাও মশাই। জগাকে আর ভুগিও না।

মদন।—শুনে যা না। কথা না শুনিস তোর মায়ের কাছে বলে দেব

(জগার প্রবেশ)

জগা।—মা কি আর আজ আস্‌বে যে বলে দেবে?

মদন।—সে যে এখনি আসবে ব'লে গেল?

জগা।—তুমিও যেমন পাগল। আসবে বলে গেছে সেই কথায় ভুলে রয়েছ। আমাকে বলে গেছে বড়বাবু এলে বলিস্ যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছে।

মদন।—ডিপুটী বাবুর বাসায় গেছে?

জগা।—আমি ডিপুটী বাবু চিনিনে; ঐ যে দাড়িমুখ হাকিম—তারই হাত্ ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে—তার সঙ্গে গেছে কিনা জানি না।

মদন।—(গালে হাত দিয়া নিস্তব্ধ)

জগা।—ভাব কি? সে আজ আর আসবে না।

মদন।—কি পাজি? এদের একটী কথায় বিশ্বাস নাই। আমি কত দেশ পুড়িয়ে এলেম। আমাকেও দেখি জব্দ কল্লে, আর কখনও না, এই নাকে কানে—আর কখন না—আর না—(রাগ ভাবে প্রস্থান)

জগা।—বয়ে গেলো, নয়নতারা ত আর বাঁচবে না? তার—(প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ রঙ্গভূমি

রাধাকান্ত বাবুর বাড়ী, মুক্তকেশীর শয়ন ঘর।
মুক্তকেশী ও অপরিচিত একজন পুরুষ আসীন।

পুরু।—তাতে আর কি হবে?

মুক্ত।—আর কি হবে। যা কপালে ছিল তাই হলো? এর বাড়া আর কি হবে।

পুরু।—বাবু এই পালঙ্গে শুতেন?

মুক্ত।—মনে হয় না?

পুরু।—(হাসিতে ২ শয়নের চেষ্টা) তবে সকলই নূতন। হলো ভাল, এস তুমিও শোও। (শয়ন)

মুক্ত।—(পালঙ্গের পার্শ্বে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা)

পুরু।—যা কর্ত্তে হবে তাতে আবার ভাবনা কি? দেখছ না, রাত অনেক হয়েছে। শোও।

মুক্ত।—(শয়ন করিতে ২) কপালে যা ছিল তাতো হলো দেখি! (পুরুষের বাম পার্শ্বে শয়ন এবং কিছুকাল পরে ছুরি হস্তে রাধাকান্তের প্রবেশ)

রাধা।—(দোরে দাঁড়াইয়া চুপে ২ স্বগত) ঘুমিয়েছে? না জেগে আছে। [মস্তক উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি] কৈ কোন সাড়া শব্দ তা পাই না। জাগাব? নয়নতারার মন যোগাতে ঘরের স্ত্রীকে—না—পারব না। (একটু অগ্রসর) নয়নতারার কথায় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, এখন এমন হলো কেন? কি করি [চিন্তা] দূর কর ফিরে যাই। [প্রস্থান এবং ক্ষণকাল পরে পুনঃপ্রবেশ] নয়নতারাকে ত আর পাব না। কিছু না করে সুধু ২ ফিরে গেলে প্রাণের তারাকে ত আর পাব না? কে জানবে? কেই বা বিশ্বাস করবে? মারবো—একেবারেই কাজ নিকেশ করবো। মার্‌বই—এক দিক্‌ত ফর্‌সা করে দেই। একবার মুখখানা দেখে নেই। জন্মের মত মুখখানা দেখে নেই। চিরদুঃখিনীর মুখখানা দেখে নেই। দেখব? মুখ দেখে যদি মায়া হয়। না, তা হবে না; মনবেঁধে একবার বই—দুবার তাকাব না। [নিঃশব্দে অগ্রসর,] একি? পুরুষ!! মুক্তকেশীর বিছানায় পুরুষ। একি উপপতি! মুক্তকেশীর উপপতি! আর ত সহ্য হয় না। আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা—আমার স্ত্রী উপপতি নিয়ে সুয়ে, আমার বিছানায় সুয়ে! কি করি! এ জ্বালা, এ আগুণ কিসে নিবারণ করি, যা অদৃষ্টে থাকে দুটকেই কাটব। এ প্রাণ থাকে আর যায়, দুজনকেই মার্‌বো। [রোষভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি] কি আমি—একি আর চক্ষে দেখা যায়। [হস্তস্থিত ছুরিকা দিকে দৃষ্ট করিয়া] এ ছুরিতে হবে না। দুটমাথা একেবারে কাটবে না। পাঁঠাকাটা দাখানা নিয়ে আসি। (ছুরি ফেলিয়া প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে দুই হাতে দা উত্তোলন করিয়া ক্রোধান্ধে প্রবেশ এবং উচ্চৈস্বরে) মুক্তকেশী! এই বুঝি তোর সতীপনা? ওরে! (দা'র আঘাত করিতে উদ্যত এবং মুক্তকেশী ও পুরুষ ত্রস্তে শয্যা হইতে দুই পার্শ্বে দুইজন দণ্ডায়মান) কর কি? (উভয়ে রাধাকান্তের হস্ত ধারণ)

পুরু।—(রাধাকান্তের হস্ত হইতে দা কাড়িয়া লইয়া রোষে) কি এত কেন? ভাল চাও সরে যাও, প্রাণ বাঁচাতে চাও—দুদিন কাল যদি নয়নতারার মন যোগাতে চাও তবে সরে যাও—

রাধা।—তুই কেরে বেটা। জানিস নে এ কার ঘর, তোর এত বড় মাথা! আমার ঘরে—

মুক্ত।—কেন? তোমার কি?

রাধা।—(কাঁপিতে ২) হারামজাদি! আবার মুখ বাড়িয়ে কথা বল্‌ছিস। লোকের কাছে, আমার কাছে মিছেমিছি সতীপনা দেখিয়ে গোপনে ২ এই কাজ? ওরে হারামজাদি। এই কাজ?

মুক্ত।—তাতে তোমার কি?

রাধা।—আবার কথা? কি বল্‌ব চেঁচিয়ে ঠকেছি, রাগে পাগল হয়ে সব নষ্ট করেছি, তা নইলে এতক্ষণ দুজনেই যমের বাড়ী দেখ্‌তে পেতি। তোর অসাধ্য কি আছে

বলতো? এই ত খালি ঘর পেয়ে উপপতি নিয়ে মজা করিস্। আর দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে আমার নিন্দে বেড়াস্। আজ কি হয়? ক'দিন লুকাবি! আমি তোকে খুন্ করবো। তোর ভালবাসা বাবাকেও খুন্ কর্‌বো। যাবি কোথা? (পুরুষ-প্রতি আক্রোশে) শালা! তুমি খালি ঘর পেয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছ। তোর মাথা কাট্‌ব। বাঞ্চৎ গরুখেক নেড়ে। আমার সর্ব্বনাশ কল্লি! (ক্রোধে দাড়ী ধরিতে অগ্রসর)

পুরু।—সাবধান! দা দেখেছ, তোমার মাথা কাটবো, বেহায়া বের। আমার ঘর থেকে শীঘ্র বের। আর জায়গা পাও নাই, এখানে মাতলামী কর্ত্তে এসেছ? বের বেটা—খালি ঘর খালি ঘর করে বেটা তোলপাড় লাগিয়েছে। খালি ঘর কর কেন? একা ফেলে যাও কেন? বেটা নচ্ছার বের। যা তোর নয়নতারার ঘরে যা। এ ঘরে কেন? আমি ইচ্ছে ক'রে আসি নাই, টাকা দিয়ে নিয়ে এয়েছে। টাকা পেয়ে পরের ঘরে আস্‌তে দোষ কি?

রাধা।—(মুক্তকেশীকে মারিতে উদ্যত; পুরুষ কর্তৃক বাধা) টাকা দিয়ে উপপতি এনে আমার ঘরে—?

মুক্ত।—কেন? এত কেন? তুমি টাকা দিয়ে বেশ্যা এনে আমার ঘরে?—আমি পারিনে? এক রাত্রে দেখেই সচ্ছে না। খুন কর্ত্তে চাচ্ছ। দুজনের মাথাই কাট্‌তে চাচ্ছ। আমি যে চিরকাল দেখেছি, আমার মনে কিছুই হয় না? কিছুই বেদনা লাগে না? বেস করেছি, এতে তোমার কি? রাগই বা কেন? কাটাকাটি মারামারিই বা কেন?

রাধা।—তোর যে ভারি সাহস। ধরা পল্লি, তবু তোর কথার বাঁধুনি গেল না। তবু তোর জোরের কথা গেল না। বল্‌তো, তোকে এত সাহস কে দিয়েছে?

মুক্ত।—কাকেও দিতে হয় নাই। কেউ শেখায় নাই। ভুগে ২ আপনিই শিখেছি। তুমিইত এর গোড়া। তবে আবার এত কেন? যেমন দেখিয়েছ তেমনই দেখ। দেখ্‌লে কি গা জ্বালা করে?

রাধা।—তুই কি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে বসেচিস, এতদিন তো তোর মুখে একটী কথাও শুনতে পাই নাই। হাতে ২ ধরা পল্লি তবু তোর লজ্জা হয় না। তোর কি মরণ নাই?

মুক্ত।—তোমার মরণ নেই। কথা বাড়ালেই বাড়ে। শুনালেই শুন্‌তে হয়, দেখালেই দেখ্‌তে হয়। আর গোল ক'র না, সোজা পথ আছে, চলে যাও। বেশ্যার জন্যে সব মজালে। আবার কাল রাত্রে যা করেছো, তার উপরে কথা? ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার মুখে! তুমি আগে করেছ, আমি না হয় পাছে করেছি, আর পাছেই বা কি। সৈতে না পেরে তোমার জ্বালা—তোমার দৌরাত্মি সৈতে না পেরে মুখ ফুটে কান্দলেম, হাত পা ধল্লেম, কিছুই হ'ল না, কি করি শেষে

আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি। এখন তুমি তোমার মত থাক, আমি আমার মত থাকি। [পুরুষের গায়ে ধাক্কা দিয়া] চল।

রাধা।—তুই কি হাতে ২ প্রতিশোধ নিবি? আমি যা করেছি তুইও তাই করবি?

মুক্ত।—কেন করব না। তুমি আমি ভিন্ন কি? আমার শরীর বুঝি রক্ত মাংসের নয়?

রাধা।—এই কি তার প্রতিশোধ?

মুক্ত।—এক রকম অনেক দিন সয়ে, অন্তরে ঘা খেয়ে এই করেছি। প্রতিশোধ নেই নাই। প্রতিফলও দেখাই নেই, এখনও অনেক বাঁকি।

রাধা।—এর উপরে কি আরও আছে?

মুক্ত।—আছে বৈ কি? হয়েছে কি, একদিনেই এত। অনেক আছে, ক্রমে দেখ—

রাধা।—আরও দেখাবি?

মুক্ত।—দেখাবো।

রাধা।—আমি আজ রেতে যদি কিছু না পারি, কাল তোকে দেখ্‌বো।

মুক্ত।—তুমিও দেখবে। আরও কতজনে দেখবে, কত কানেও শুন্‌বে। ভালই ত?

রাধা।—(মাটিতে বসিয়া অধোবদনে মাথায় হাত দিয়া চিন্তা)

মুক্ত।—(পুরুষের কানে ২ প্রকাশ)

পুরু।—ব্যস্ত কেন? দেখ না। কেবল ধরেছে—

রাধা।—(মাথা হেট করিয়া কাতর স্বরে) হা! আমি কি কর্ত্তে এসে কি দেখলেম। যা কখনও ভাবি নাই তাই হলো। যা কখনও মনে করি নাই, তাই দেখতে হ'ল! নয়নতারা গোপনে জান্‌তে পেরে কি কৌশলে আমায় দেখতে পাঠিয়েছিল? আমি করেছি তাইতে করেছে। মন্দ কথা নয়। পাপে প্রায়শ্চিত্ত আছে। সুখান্তে দুঃখ আছে। তবে আর কেন? বুঝেছি। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আমার দোষ? যথার্থ আমারই দোষ! আমার দোষে এই হলো? কি বলে মুক্তকেশীকে দোষী কর্‌ব, সে পথে ত আমিই কাঁটা দিয়েছি। আমি নয়নতারার প্রণয় ফাঁদে পড়ে সাধারণের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছি। হায় হায়! আমার সর্ব্বনাশ আমিই করেছি, আপন পায়ে আপনি কুড়ল মেরেছি। (মুক্তকেশী পুরুষের সহিত ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা) কাকে কি বল্‌বো—আপন মাথা আপনিই খেয়েছি, আপন স্ত্রীকে যতনে রাখলে কখনই এমন হতো না। এত তাচ্ছল্য, এত অন্যায়, এত ঘৃণা না কর্‌লে কখনই এত হতো না। রাধাকান্তের চক্ষু এতো দেখ্‌তো না। আমারই দোষ, আমারি—আমিই মূল। আর দুঃখ কি? বেস হয়েছে। মুক্তকেশী বেশ করেছে। (কান্তে ২) আমি বেশ্যার মায়ায় না ভুললে মুক্তকেশী কখনই আমায় ভুলতো না। আমি একদিন ভুলেও যদি তার সুখের পথে দাঁড়াতেম, তবে কি আর সে এ পথে দাঁড়ায়? আমি যদি তার মনের দুঃখ বুঝতে পেতেম

তবে কি সে এ পথে দাঁড়ায়? আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, হায়! ভাল মুখে যদি দু'ট কথাও বলতেম তবে কি—[ক্রন্দন]

মুক্ত।—(পুরুষের প্রতি) আর কেন?

পুরু।—একটু বাঁকি আছে।

রাধা।—(কান্দিতে ২) আর সহ্য হয় না। ভগবান এই দেখালে?

মুক্ত।—কেমন? লেগেছে?

রাধা।—(কান্দিতে ২) আর ব'লো না, তোমার পায় ধরি আর আমায় কিছু বলো না। আমি বেস বুঝেছি, রক্ত মাংসের শরীর, সকলের পক্ষেই সমান। আর ঘা দিতে হবে না।

মুক্ত।—চিরকাল কেঁদেছি। এখন তোমার পালা।

রাধা।—[ক্রন্দন করিতে ২] আমি মিনতি করে বলছি আর ঘা দিও না, আর দগ্ধে মের না। আর বলোনা। আমার এখন যেমন হয়েছে, তোমারও তেম্‌নি হয়েছিল। তা আমি বেস বুঝেছি। তাইতে কি! এমন করে জাত কুল মজাতে হয়। বলতো কি করে মান্‌ষের মধ্যে মুখ দেখাব। এ কথা কি আর ছাপা থাকবে? শুন্‌তে কি আর বাকী থাকবে? হয় কাল নয়, দু'দিন পরে একেবারে ঢাকে ঢোলে কাঠি বেজে উঠ্‌বে। কতজনে মুখের উপরে কত প্রকারে বাড়িয়ে বলবে, তাত এ প্রাণে সৈবে না। পরের মুখে এ কথা শুনলে আমার মুখখানা কেমন হবে বল'ত। মেয়ে প্রাণে সকলি সয়। হাজার হলে কেহ কিছু বলে না। তোর সকলি বিপরীত।

মুক্ত।—না হবে কেন? আমি চিরকালটা আপনার পায়ে ধরে কত মিনতি করে বলেছি। এত করনা। বেশ্যার কথায় ঘরের স্ত্রীকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলো না। দেখ অনেকেই করে, অনেকেই সয়ে থাকে, এমনতর কেউ নয়, এত কেউ নয়। স্বামী বৈ স্ত্রীর আর কে আছে? সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে আর কে আছে? এত ক'র না পায় ধরে বলছি। এখনও সাবধান হও। তোমারই মন্দ হবে। অন্তরে ঘা লাগে?

রাধা।—বেস লাগে? আমি কেন অনেকেরই লাগে। আগে ভুগিয়েছি এখন ভুগছি। আমার আর কোন কথা নাই। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। দাখানা আমার হাতে দেও, আমি এ প্রাণ আর রাখব না। এ মুখ আর মানুষকে দেখাব না। কোন মুখে আর কোন কথাও আর শুনতে হবে না। মুক্তকেশী তোমার পায় ধরি, দাখানা আমায় দেও, [কান্দিতে ২] আমি যা বলি তাই কর। আমার অন্তরের জ্বালা মিটিয়ে দেও। আর সহ্য হয় না। আমার আর সহ্য হয় না। আমি নয়নতারার কথায় তোমায় কাটতে এসেছিলাম তোমার মুখখানি দেখব বলে এগিয়ে দেখেই আমার দিকবিদিক কিছুই জ্ঞান থাকল না, আমি কোথায়

গিয়েছি কি করেছি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। আমার একি হলো? তুমি দাখানা দেও, দেখ তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা কচ্ছি। তোমার প্রত্যয় না হয় তোমার উপপতিকে বলে এক চোটে আমার মাথা দুই খণ্ড করে সকল জ্বালা মিটিয়ে দেও। প্রতিশোধ হ'ক। আজই প্রতিশোধ হ'ক। দেখ আমার মরণেই তোমাদের মঙ্গল ও সুখের কারণ।

মুক্ত।—(কান্দিতে ২) আর সহ্য হয় না, আর থাকতে পারিনে। আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ কর, মেয়েমানুষ মেয়েবুদ্ধি বলে মাপ কর। আজ তোমার মনে যে ভাব হয়েছে, আমি চিরকাল এই ভাবে দুঃখের আগুণে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়েছি। সময়ে কত কথা মনে হয়েছে, কত কাজে মন গিয়াছে। গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো তাও কতদিন মনে করেছি। বিষখেয়ে মরবো তারও জোগাড় করেছি। সময় সময় তোমার মুখখানি দেখব সেই আশাতে আবার সকলই ভুলে গেছি। কপাল গুণে এই পোড়া কপালের গুণে কখনও ফিরেও চাইলেন না। কি করি, ভেবে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি। [ক্রন্দন করিতে করিতে চরণ ধারণ] অপরাধ হয়েছে, আমি তোমার দাসী, আমায় ক্ষমা কর।

রাধা।—[দুঃখিতস্বরে] তোমার অপরাধ কি? যা করবার তা'ত করেই বসেছো। যা হবার তা'ত হয়েই গেছে। পুরুষের প্রাণে এ কখনই সহ্য হয় না, রক্ত মাংসের শরীর, আর স্বামির চক্ষু এ-দেখে কখনই স্থির থাকতে পারে না। আমায় মেরে ফেলো। আমার মুখ তোমরা দেখ না। আমিও আর দেখতে চাইনে।

মুক্ত।—আমি উপপতি করেছি তা বলে তুমি আমাকে অসতী মনে কর না। আমি এমন কুকাজ করে যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছি তা তুমি মনের এক কোণেও ঠাঁই দিও না। আমার মনের ভাব তোমার মন দিয়ে জানাতেই আমি এই করেছি।

রাধা।—পা ছাড়। আমি বিনয় করে বলছি পা ছাড়। আমি আজ রাত্রেই যা হয় একখানা ক'রব। একি সামান্য কথা [ক্রন্দন] আমি রাধাকান্ত, আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা—

পুরু।—এখন বুঝেছেন। হাতে পাতে ধরেছেন, স্থির করেছেন মুক্তকেশী ভ্রষ্টা।—স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়েছে অন্তরে ঘা লেগেছে, জীবনে ঘৃণা ধরেছে।—তাইতে প্রাণত্যাগ কর্ত্তেও প্রস্তুত হয়েছেন। এতদিনে এ বুদ্ধি —এ ঘৃণা কোথা ছিল? যা হউক আপনি আপনার স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে প্রমাণ পেলে, বোধহয় প্রাণ ধড়েই রাখেন? আমি উপপতি নই, মুক্তকেশী আমার ভগ্নী; আপনি সাধ্যা সতীর প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করবেন না।

রাধা।—এর আবার প্রমাণ? যাক আমার স্ত্রীতেও কাজ নাই, এ বাড়ী ঘর দোরেও কাজ নাই, আমার যা মনে—(মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া বেগে যাইতে উদ্যত)

মুক্ত।—ও সৈ—

পুরু।—তাইত, এখন যে আর কিছুতেই হয় না। এত বল্‌লেম যে মুক্তকেশী আমার

ভগ্নী, আমার যা —তবু তাঁর প্রত্যয় হল না। ভাল কথা। দেখ মুক্তকেশী সতী কি অসতী?—হুজুর আর ভাব্‌বেন না—আমি পুরুষ নই, আপনারই চির ভালবাসা রাইমণি (কৃত্রিম পরিধান পরিত্যাগ ইত্যাদি) সৈয়ের দুঃখ সৈতে না পেরেই এই উপায় করেছি।

রাধা।—(সচকিতে) সৈ—সৈ—একি? মুক্তকেশী একি?

(নিস্তব্ধ)

রাই।—(ঈষদ্ ঘোমটা দিয়া) আর কি! মনে মনে যে সৈয়ের মনের ভাব বুঝেছেন সেই ভাল?

রাধা।—না জেনেই এতদূর হয়েছে। আর নয়, সৈ আর নয়। আমার ঘাড়ের ভূত আজ নেবে গেছে।

রাই—ও সৈ। এখন আর কথা কি? ওভাবে বসে রৈলে কেন? শিখেছো তো, ও সৈ! শিখেছ তো, এর উপায় কি? আজকার মত পালা শেষ করে চল ঘুমই গে॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

টালা-অভিনয়

[প্রহসন]

(কল্পনা রাজ্য)*

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা মৌলা আলীর দরগার পশ্চাৎভাগ লৌহরেলে ঠেস দিয়া কোন হিন্দুস্থানী, নেকবখত নুরানী চেহারার মৌলবী-মৌলানার বেশে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিতেছে—তাহার ভাবার্থ এইরূপ-

এলাহি! হিন্দু-মুসলমান মিলন কর। উভয়ের মনের মলিনতা দূর কর। এলাহি, তাহাদের মায়া আমরা বুঝি, আমাদের মায়া মমতা তাহারা বুঝুক। উভয়ে এক হই—ধর্ম্মে ভিন্ন হউক, কর্ম্মে এক হওয়া চাই। উভয়ের ক্ষতি আপন আপন ক্ষতিবোধ হওয়ার ন্যায় শক্তি দেও। এলাহি! ভারতেশ্বরীর রাজ্য চিরস্থায়ী হউক। স্ব স্ব ধর্ম্মে স্বাধীনতা এরূপ সামঞ্জস্যভাবে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজা পালন করিয়া আসিতেছেন, এলাহি! তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিও।

অদূরে শূন্যে সয়তানের চেলাদ্বয়।

মৌলবীর প্রার্থনায় ব্যঙ্গভাবে প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার ভাব, মাথা নাড়িয়া দেখাইতেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রার্থনা বিষয় ব্যঙ্গ করিয়া বুঝাইতেছে।

হঠাৎ মৌলবী সাহেবের চক্ষে সয়তান চেহারা পড়িতেই—

"লা হওলা বেলা কুয়াত বেল্লাহে। তওবা আস্তাগফার" কলেমা দরূদ দোয়া যাহা জানিতেন তাহা অতি ত্রস্তে, ভয় ও ভীতভাবে মুখস্থ আওড়াইতে লাগিলেন।

দোয়া দরূদ কিছুই নহে, সেই প্রকার কথার উচ্চারণ মাত্র। অর্থ সংযোগ কিছুই নাই। তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসের সহিত তাহাই পড়িতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথাও বলিতেছেন।

"আমি জানি এটা গোরস্তান। কতকগুলি মাজার আছে। তওবা তওবা! ক্যা গোস্তকী কিয়া, তওবা তওবা হাজার বার তওবা। আমি খাড়া হয়ে প্রার্থনা করি নাই। বড় বেআদবী। ভারি আহম্মকি।"

পুনরায় সয়তানদ্বয়ের অঙ্গভঙ্গি সহিত চেহারা, মৌলবীর নজরে পড়িতেই মৌলবী সাহেব লা হওলা পড়িয়া উঠিতে পড়িতে পাগড়ী মাথায় দিতে দিতে মুখ ফিরাইয়া দুই কাঁধে ফুৎকার করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

---

* "হাফেজ", মার্চ-এপ্রিল, ১৮৯৭ খ্রীঃ

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীঘাটের মন্দির—মন্দির পার্শ্বে বিদ্যারত্ন মহাশয় কালীর স্তব করিয়া—

"কালের কামিনী কালী কপাল মালিকা
কাতরে কিঙ্করে কৃপা করোগো কালিকা।।
ক্ষেমাঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া।।"

মা! রক্ষা কর। ভারতের প্রতি সদয় হও। হিন্দু-মুসলমানে মনে মনে মিলন কর। পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা এখনই যেন বাড়িয়াছে বোধ হয়। মা সদয় হও। উভয় জাতির প্রতি সদয় হও। আরও না হয় স্বদেশীয় বা একটা সম্বন্ধ হক। মাতঃ। তোমার দয়া অসীম! তুমি মনে করিলেই ভারত রক্ষা পায়। জননী! তোমার দয়া অসীম! তোমার উভয় জাতীয় সন্তানের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখিও। জননী! আমরা কেহই তোমার সপত্নি পুত্র নহি! মা! আমাদের পরম পূজনীয়া মাতা ভারত জননীর আয়ুবৃদ্ধি করিও। তাহার রাজ্যপাট অক্ষুণ্ণ রাখিও।

অদূরে সয়তানদ্বয়ের অঙ্গভঙ্গি নৃত্য, প্রার্থনায় বিষয় আকার ইঙ্গিতে বিদ্রূপ! একটি হাস্য! খুশীতে ভরিয়া বিকট বিকৃত শব্দ উচ্চারণ—বিদ্যারত্ন মহাশয় মা কালী কালী! করিয়া চাদর, সোনার বোতাম লাগান রেশমী শার্ট্, নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম ফেলিয়া প্রস্থান—সম্মুখে সয়তান চেহারা পুনঃ দেখিয়া মা রক্ষা কর। মা রক্ষা কর, বলিয়া ভয়ে অজ্ঞান অবস্থায় প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান ভারত শ্মশান। হরিণবাড়ী জেল খানার সম্মুখে রাস্তার ধারে ভূত প্রেত সয়তান সভার কমিটি।

১ম চেলা—নাম হিহি দাঁড়িয়া বলিতেছে—"দেখলে তো হে! তাবটাত বুঝলে। কেমন কলেজপুর। এখনও ভূত প্রেত সয়তানের ভয়? প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। এরাই আবার সখের সৈন্য হতে চান। লড়াই মারবেন। জঙ্গ ফতে করবেন। রাজ্য শাসন কর্ব্বেন, সায়ত্ত শাসন দণ্ড হাতে নিবেন। ঘৃণা! ঘৃণা!

২য় চেলা উঠিয়া বলিল। অশিক্ষিত সমাজেই এখনও গোয়ারতমু আছে। ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক কথা কানে উঠিয়ে দিতে পারিলেই, এক হাত মেলে নেওয়া যায়। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, বনেদী ঘরণা, ধনী বিদ্বান ভদ্রদল, কি হিন্দু কি মুসলমান—উভয় দলই রাজভক্ত। অশিক্ষিত দলেই যত গোলযোগ। যদি তাহারা শিক্ষা পায়, তবে নিশ্চয়ই শিক্ষিত সমাজে মিশিতে পারিবে। রাজ্যে দিন দিন শান্তি স্থাপন হইবে। আমরাই যদি শিক্ষিত হইতাম,

তাহা হইলে কি রাজদণ্ডে প্রাণদণ্ড হয়। শিক্ষাই শান্তির আকর, উন্নতির সোপান। শিক্ষাতেই উক্তি। শিক্ষাতেই পরিচয়। ঈশ্বর—রাজা এবং মানুষ।

তৃতীয় চেলা—রৈ রৈ কর্কশ স্বরে বলিল। রাখরে! দেশ হিতৈষিতা রাখ। আজিকার সভা যে জন্য বসান হয়েছে, তার মিমাংসা[১] হক্।—ঐ যে কথার জন্য সভা, তাত সকলেই জেনেছেন, বিবাদ বাধাতেই হবে, তবে কে কে কোন পক্ষে কতজন যাইবেন, তাহার মিমাংসা করুন। ও মাথা পাগল স্ত্রীর গলাকাটা খুনে পণ্ডিতের কথায় কান দিয়ে সময় নষ্ট কর্ত্তে নেই।

২য় চেলা—গম্ভীরস্বরে বলিল—কিরে! পুণ্যাত্মা! তুই কার গলা কেটেছিলি? মনে নাই। সহোদর ভ্রাতার। এমন ভাল মানুষ হয়েছো? আচ্ছা তুই যেদিকে যাবি, আমি তার উলটো দিকে যাবো। আমি রাজা বাহাদুরের ঘাড়ে চাপপো। আমার দল রাজবাড়ী নিয়েই থাকবে। রাজার দেওয়ান, মুচ্ছদ্দী, কারকুন, প্যাদা, জমাদার, সেপাই স্বান্ত্রি[২] দেশ আলা, এদের ঘাড়েই চাপীপো। ইহাদিগকেই সওয়ারীর ঘোড়া বানাব।

"আচ্ছারে আচ্ছা! আমি খাঁর দিকে যাব। তুই হিন্দু মুসলমানে মিলন করবি। আমি তার বিপরীত করবো। আমি ভাঙ্গবো গড়তে দেব না। প্রণয় হতে দিব না। ভালবাসা জন্মাতে দিব না। দুই দলে যাতে মারামারি কাটাকাটি সর্ব্বদা চলিতে থাকে তার চেষ্টা করবো। জোগাড় করবো।"

"তোর সাধ্য কি? উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরিচয়। আর বেশী দিন নাই। দিন ঘুনিয়ে এয়েছে। অর্ডার—নাজীর বাবুর হাওয়া হয়েছে।"

"অহে ভায়া! তাইতেই ত এত সাহস। আদালতের আজ্ঞা অবজ্ঞা করে সাধ্য কার?"

একজন বৃদ্ধ মোলবী বেশধারী সয়তানের চেলা দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা ভ্রাতা দল! তোমরা আপন আপন দল বাছিয়া লইলে। এখন আমরা কি করি? কোথায় যাই? কোন্ দিকে কার্য্য ক্ষেত্র করি। হেড্ আড্ডা কোথায় নিয়ে যাই। সেখানে হেড্ কোয়াটার থাকবে সেই খানেই আগুন জ্বলে উঠবে। হিন্দু মুসলমানে বিবাদ আগুন জ্বলে উঠবে। আমি ভাই থানার লোকজন ছাড়তে পারবো না। চিরকাল তারা আমাদের, আমরা তাদের। প্রাণ গেলেও সে বন্ধু বান্ধবদিগকে আমার দল ছাড়াতে পারবে না। আমি সেই দিকেই গড়লেম।

তিলকচন্দনধারী, হাতে হরিনামের কুড়জালী, গায়ে নামাবলী, বৃদ্ধ ধার্ম্মিক হিন্দুবেশধারী সয়তান দণ্ডায়মান হইয়া রোষে এবং গম্ভীরস্বরে বলিল ঃ

ভাল কাজে আসিয়াছি কিছু ঠিক নাই
কার কথা কেবা শুনে একিরে বালাই।

১। মীমাংসা; ২। সান্ত্রী

সভাপতি আমাদের নারদ ঠাকুর।
আসিবেন শুনিতেছি কিন্তু কতদূর?
এ দিকে তো একমতে, লঙ্কা ভাগ হ'ল।
আমরা কি করি ভাই, কোথা যাই বল!

১ম চেলা বলিলেন—সভাপতি ঠাকুর অতিশয় বৃদ্ধ। এক প্রকারে বাহাত্তরে ধরেছে বলতে হবে। তার কি কিছু আছে! থাকিবার মধ্যে এখন বীণার সুরটি, আর প্রাণ ভরা গলার সুরটী। আমাদের সভা প্রায়ই সভাপতি নির্দ্ধারিত না হয়েই হয়। যেখানে সেখানে বসে যাই। সকলে একদলে কার্য্য করবো তার আবার সভাপতি কি? আসেন মুরব্বী বলে মেনে নেব,—মাথায় তুলে নৃত্য করবো। না এলেও যেখানে যখন দেখা পাবো পায়ের ধূলা মাথায় নিব। তার জন্য কথা নাই তবে—

রিষীবরের ঘাড়ে কে চাপপে সেইটাই স্থির হল না। তাকে ভেড়ান, তার ঘাড়ে চাপা শক্ত সয়তানের কাজ, মামদোরও কাজ নয়। লেললুরও ক্ষমতা নয়। ঘোঁর ঘোঁরও সাধ্য' নয়।"

"সাধ্য নয় কি কথা। পথ দেখান—উস্কে দেওয়ার লোক থাকলে কাঠের পুতুলে কার্য্য হয়। তার ঘোঁ ঘোঁত মহাবীর আর লেললুই কি কম্।

"ওদিকে ফরসা হয়ে এলো। আর বাইরে থাকা যায় না। কাজ কাম দেখতে হবে। আজিকার মত এই পর্য্যন্তই সভার কার্য্য হয়ে থাক। সকলই হয়েছে। দুই একটি কাজের মীমাংসা হল না। সভাপতি খুড়োর সঙ্গে দেখা হইলেই, পরামর্শ এঁটে হুকুম পাশ করে রাখবো। রাত্রেই আপনারা খবর পাবেন। এখন ভারত জননীর জয় ঘোষণা করে সভা ভঙ্গ করা যাক্। জয় মা, জননী কি জয়। জয় মহারাজ ইবলিস খান্নাস কি জয়! জয়! আদীমূল আজাজীলর্ত্তকা কি জয়! জয় জেলখানার কর্ত্তা সাহেবের জয়। জয়, পাহারা আওলার জয়। জয় ভলন্টীয়ার সৈন্য দলের জয়। (পঞ্চবার হরে, পঞ্চচিয়ারসহ) জয় জেম্স বাহাদুর কি জয়।

এই হুলুস্থুল ব্যাপারের জয় ঘোষণা মধ্যে সভাপতি খুড়ো-নারদ ঠাকুর বীণা বাজাইয়া সুমধুর সঙ্গীত সুধা ঢালিতে ঢালিতে উপস্থিত। সকলে সমস্বরে বলিলেন—জয়! সভাপতি খুড়ো ঠাকুর কি জয়!! (করতালি)

মৌলবীর সাজে ইবলিস দীর্ঘ ঘন পাকা দাড়ী মাথাসহ নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—

"মিয়াভাই! বাড়ীর খবর কি? জরু লাড়কা বালার মেজাজ ত ভাল?"

সভাপতি খুড়ো—দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"আপনার আশীর্ব্বাদে সকলি মঙ্গল। এদিকেও মঙ্গল। সভাতে যাহা মীমাংসা হয়েছে, সকলের অভিমতে যে কথার নিষ্পত্তি হয়েছে, তাতে কি আর কোন কথা হতে পারে? তবে ঋষিবরের ভারটা যে আমায় দেওয়া হয়েছে, আমি অসম্মত হতে পারি না। একথা বলতে পারি কাজটা বড়ই কঠিন। ব্রীটিশবরণ বড় শক্ত কথা, তাদের কাছে ধোকাবাজী খেলে সরে আসা সহজ ব্যাপার

নয়। তারা আমাদের মুখের চেহারা দেখে, পেটের কথা টেনে বের করে নেয়। তাদের এক দাঁতের বুদ্ধি আমাদের আছে? টাকা কত? অসংখ্য টাকা—রাজ্যও এত বেশী যে শুনতে পাই সূর্য্য অস্ত হয় না ব্রীটিশ অধিকারে। সাহসেও অদ্বিতীয়। বিদ্যা বিষয়ে ত কথাই নাই। আজ হাতগুটালে কাল আমরা ন্যাংটা, সাজ পোষাক বাবুগিরী দিকে তাকাও দেখি, বিলাতি চালান বন্ধ কল্লে কি হয়? বাবুগিরী সভ্যতা ভব্যতা কোথায় থাকে? এত সুখ সুবিধা কোথায় যায়? ভায়া! সেই জাতিকে যে কথার বশে আনা সহজ ক্ষমতার কার্য্য নয়।

"মেঁয়া ভাই! লোক বুঝেই বাছনি করা হয়েছে। আমি মসজিদ বলেই ধুয়াধরি। আর তুমি যদি নওয়াতে পার, তবে হয় তোমার, নয় আমার নাম করে, 'নয়' 'নয়' মস্‌জিদ নয় বলে টান দিও। যাবে কোথা?

"শুধু বসে থাকা ভাল নয়, স্বভাবের বিপরীত কাজ। গিন্নির নূতন নূতন আবদার। এই বয়সেও জড়াও জসমের জন্য কত ছাঁদে কত বাঁদে, বিনাইয়া বিনাইয়া নাকে মুখে চক্ষে বারি ঝরান। কখন সেই ভ্রূ পাকা, কটাক্ষে সেই নির্বাণ অগ্নি কণা গরম করে, গদীয়ানী অথবা জমিদারী মুনিবী নজরে বাঘের মত চেয়ে থাকেন, তা হতে ত কিছুকাল রক্ষা পাব। আর এ বয়সে রাত্র জাগরণ আবদার চক্ষুরাঙ্গানী বাঘের মত চাওয়া আর ভাল লাগে না। ভাল দেখায় না। পোড়া কোপালে নারীজাতি তা বোঝে না ভায়া।"

"মেঁয়া ভাই! এ কিসের জন্য কি গাচ্ছেন? কোথায়, তাদের মধ্যে কি কথার অবতারণা কচ্ছেন। (একটু উচ্চস্বরে) বলি বাহন কোথা?

"আর ভায়া বাহন। এবারকার আকালে আবার বাহন আছে? জরাজীর্ণ হয়েছে। টাঠা পোকা, মাঝে মাঝে ঘূর্ণ ধরে একেবারে জ্বরজ্বর করে ফেলেছিল, দুইদিন উপবাস থেকে দশ পয়সায় আমার চিরপ্রিয় বাহনটি বিক্রয় করে একসের চাল কিনে ছিলাম।"

"মেঁয়া ভাই! ও কথা আর বলো না। তুলো না। সোনা, রূপার অলঙ্কার থালা ঘটী বাটী বদনা, শেষে ইজার চাপকান বিছানা বালিশ বেচে পেট রক্ষা কর্ত্তে হয়েছে। বাঙ্গালার মুসলমানের কি কিছু আছে। বিশেষ নিম্ন শ্রেণীর লোকের পেটে অন্ন নাই, পরনে কাপড় নাই। হাভাত, হাভাত করে লুটপুটী যাচ্ছে। যাক্ আর সময় নষ্ট করে কাজ নাই—আজিকার মত আদাপ আরজ করি। ঘটনাস্থলেই দেখা হবে। আর কথা যা বাকী রইল সেইখানেই হবে। মেয়া ভাই! মালা কুড়জালি নিতে ভুলো না। আমিও তস্‌বিহ নিতে ভুলিব না। লোকের মনে ধাদা লাগানো চাই। চক্ষে ধুলা দেওয়া চাই।

খুড়ো—হরিবোল হরি। রক্ষা কর।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[কল্পনা রাজ্য]

বড় রাস্তার নিকটে একখানি খেলার ঘর—সম্মুখে কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর মুসলমান—কাহার ছেঁড়া তহবন পরিধেয় উলঙ্গ শরীর—কাহারও পরণে ছেঁড়া পাজামা, মলিন পিরাহান, মাথায় ছেঁড়া টুপি। কাহারও অতি মলিন ছেঁড়া ধুতি—খালি পা, কেহ অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া—কেহ বসিয়া—কেহ দণ্ডায়মান।

নজু বলিল—আর সংসার চলে না। এক মোট খাটা মুটের কাজ মাথায় মোট ব্যয় কতই উপার্জ্জন করবো। ছোট ছোট চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে তারপর আবার ঘরের গিন্নী, বিধবা বুন চালাই কি করে? কিছুতেই পোষায় না। খোদার এমনি বিচার যে, ঘরে খাবার নেই, খাবার লোক আছে। বছর বছর কামাই নাই, দাই নাপিতে কড়ি দিতেই অস্থির হলেম।

ফজু—বাবা! মুসলমানের কপাল পাথর চাপা! যেদিকে তাকাবে—ঐ একভাব, আমরা মুটে মজুর—আমরাই যেদিন রাত খাই খাই করে, হাকুরে বেড়াচ্ছি, কোথা পাব, চুরি করি, কি ডাকাতি করি, কিসে সংসার চালাই, কোন পথে যাই বলে পথে অপথে, দৌড়াদৌড়ি করছি তা নয়, আব জোব্বা, সাট পিরাণ, ফর্সা ধুতি, চাদর বুট পায়ে ফুলবাবু ভায়ারাও আমাদের মত হা করে মর্চ্ছেন। পেটে ভাত কাহারও নাই। আজকাল সুখী বলতে হিন্দু জাতি, ধনে মানে, দেখতে বাড়ী, ঘরে, হাজারগুণে ভাল। একটা শহরে যাও, দেখবে যত ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা বাড়ী, গ্রামে যাও, ভাঙ্গা চাল, চালে খড় নাই, কাদের? আমাদের। উপার্জ্জনের পথের ধারেও যাইতে চাহিনা, কেবল হা' করে, হাত পা গোট করে, কপালের লিখা ভেবে, ভাবি। আর বসে বসে ছকে কলকে খরসান তামাকেরও কর্ম্ম করে, বসে বসে রাজা মারি বাদশা মারি। দু পয়সা উপার্জ্জনের পথ দেখি না। কপালে নাই, কপালের দোষ, মুসলমান জাতির অদৃষ্টে নাই, বলে কেবলই চিল্লাচিল্লি আল্লা বিল্লা করি। হাতে দুটো টাকা, কি দশ বার গণ্ডার পয়সা হলে, ইলিশ মাছ না হয় বকরির কলজে, দুধ চিনি ক্ষীর বাতাসার আয়োজনে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করি। যেখানে দু' পয়সা খরচা করলে চলে, কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচে, তা করি না। হাতে পাতে যা থাকে খরচ করে পরদিন না খেয়ে উপোশ যাই আর চাই কি?

নজু—(হাত নাড়া দিয়া) বাবা! যারা লিখা পড়া শিখে দিব্বি সাজ গোজ করে ভদ্রোলোক সেজে, হিন্দু জাতির সঙ্গে মিস্ দেয়ে বেড়াচ্ছে, দু'হাতে সায়েব ফিরিঙ্গীকে সেলাম বাজায়ে দু টাকা রোজগার করে খাচ্ছে তারা কি মানুষ। ধর যদি ওরাই মুসলমানের মাথা খাচ্ছে। ধর যদি ঐ শিক্ষিত ভদ্র বেশধরী—কপটীর দলই মুসলমানের নাম ডুবাচ্ছে। রোজা নাই,

নামাজ নাই, দান খয়রাত সেও নাম ডাকের জন্যে, বড় বড় সাহেবদের চক্ষে ধাঁধা লাগাইবার জন্যে করে বটে, কিন্তু ঐ সকল, খোসামোদে, মৌলভী মুনসীর জন্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ। আমাদের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, আমরা যে সকল কাজ কর্ব্বো, যাতে দু পয়সা উপার্জ্জন কর্ব্বো। তা তারাই এসে জুড়ে বসে, আমাদের জিজ্ঞাসা করে কে? আগে যে লেখাপড়া জেনে হাকিম হয়েছে, আমারই দাদা কাজী ছিল, আমারই চাচা শ্বশুর দারোগা ছিল, এখন সেই লিখাপড়া—বড় জোর নামটা সহি, সেও সাত আকা বাঁকায়, সেই বিদ্যায় এখনও প্যাদাগিরী—পোঁধরা, সঙ্গের মজুরী গাঁটুরী বোক্‌চা গামছা বওয়া চাকুরীও মেলে না।

কালু একটু বোঝে, একটু বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে। সে মাথার টুপীটা নাড়া চাড়া করে মাথায় দিয়া বলিল—তোমরা কপাল কপাল করে, অদৃষ্টের লিখা লিখি নিয়েই মারা যাবে। এই যে খা সাহেব বড় ব্যস্ত হয়ে আসছেন। রসিকদাস গুণ্ডাও দেখি সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কথাটা কি? তাইত কি খবর? ধীরাজ কৈবর্ত্ত বদমাইসের জড় সেও সঙ্গে আছে।

ফজু—রহিম, খোদাবকস্‌ও সঙ্গে সঙ্গে আছে। যা শুনেছিলাম তাই সত্য নাকি?

কালু—"কি শুনেছিলে?"

ফজু—রাজা বাহাদুরের সেই ডিক্রি। খাঁ সাহেবের এই ঘর নাকি ঋষিবর সাহেব সেই ডিক্রির হুকুমে ভেঙ্গে দেবে।

নজু—লাফাইয়া উঠিয়া ছেঁড়া চাদর মাথায় জড়াইতে জড়াইতে,—ভাঙ্গতে হয় না। মছিদ ঘর আর ভাঙ্গিতে হয় না।

কালু—মছিদ ঘর হলে ত ভাঙ্গতে হয় না? যখন টেকে নাই, এখন আর ভাঙ্গতে হয় না, সে কি একটা কথা। বাবা! আদালতের হুকুম। মাথা নাড়ে সাধ্য কার।

নজু—রাখো তোমার আদালত। ধর্ম্মের কাছে আদালত কি? আদালত যদি কানা হয়, তাই বলে আমরাও কানা হবো?

কালু—তাই হতে হবে। এমনি হুকুম।

নজু—রেখে দেও হুকুম। আমরা মছিদ বলেই দাঁড়াব। সে কথা হয়েছে—। মৌলবী বেল্লীক, আর ইবলিস মুন্সী বলে গেছে—দুই সেজদা সেখানে পড়ে—সেই খোদার ঘর—কার সাধ্য সে ঘর ভাঙ্গে। যারা ভাঙ্গতে আসবে,—তারা খোদার হুকুমে, হাত পা অবশ হয়ে পড়ে যাবে। আর যে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে, তাতে আমাদের এক একজনের গায়ে এক এক হাতীর বল হবে। আর তারা আমাদিগকে বাঘের মত দেখবে। এক খোরা ধূলা পড়ে দিয়ে গেছে। মামুজী (খাঁ সাহেব) সেই ধুলা পড়া সিকেয় তুলে রেখেছেন। যদি থাক, সে সময় যদি থাকো—দেখবে ধুলা পড়ার কেমন গুণ। মুখে মাখলেই, বাঘের মত দেখাবে—।

কালু—আচ্ছা বাবা দেখা যাবে, ঐ তো তোমার—মামু আসছেন, দেখাই যাবে। ধূলা পড়ার গুণ থাকলে সঙ্গে গণ্ডায়-গণ্ডায় গুণ্ডা কেন? ঐ সকল চোর ডাকাতকে ডাকা কেন?

তোমরা পাঁচ-ভাই তোমার মামু, তোমার বোনাই, এই তো সাত শের, সাত সিঙ্গি। শের "বাবর" ধর আর খাও। ধূলা মেখে বাবা! আগে আদালতের নজীর বাবুর মাথাটা খেয়ো ফেল বাবা। কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করে, এক রোপায়া—দশ রোপায়া—বিশ রোপায়া—এক, বিশ, রোপায়া দো,—বিশ রোপায়া তিন—

এই তিনেই সর্ব্বনাশ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ধুক করে যে ঘাটা দেয়, একেবারে কলিজায় ঘা মারে। ঐ এক ঘাতেই লাখ টাকার জমিদারী মাটি—। বেটার মাথাটা খেও। তারপর প্যাদার দল বাবা আস্ত ডাকাত। তারা তাজা মানুষ খায়, তাদিগকে কেবল চিবনের উপর চিবন—দাঁতে দাঁতে দাবন। হাড়-গোড় ভেঙ্গে চুর করে, ধূলার সঙ্গে ধূলা করে দিও। প্যাদা বাবাজীরা যমদূত। তাজা মানুষ দাঁতে কেটে চিবাইতে চায়। দেখাইবা বাবা ধূলা পড়ার গুণ। ইবলিস মুন্সীর মন্ত্রের ফল। বেলেল্লা মৌলবীর ফতুয়া। বাবা যাই কর। বুঝে সুজে করো। ভাল লোকের কথা নিয়ে যা হয় করো। ঐ সকল মুন্সী মৌলবী, শেষে কোথায় সরে পড়বেন, তার খোঁজও থাকবে না। মরণ হবে ভদ্রলোকের।

নজু—"আচ্ছা রে বাপু আচ্ছা।"

ভদ্রলোক নিয়েই আমার মরণ। আমরা খাঁটী, আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করি, ধান জন্মাই। সুযোগ সুবিধা করে দেই। সাহেবরা বাড়ী বসে থেকেই, ছায়ায় বিছানা পেতেই ভদ্রলোক। আমরা জোগায়ে না দিলে, আমরা ছোটলোক বলে রাজী না হলে, তাঁরা ভদ্রলোক হতেন কোথা হতে? তাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তো কে?

কালু—ও সকল কথার উত্তর চাপান করা—সহজ কথা নয়। কারা খাটে, কারা খাটে শোয়। কারা মাঠে খাটে, কাদের জন্যে কে সুখী, সে সকল কথায় আমাদের কাজ কি? বাবা। এই তো আমি একজন সারাদিন শরীর খাটীয়ে দু পয়সা উপার্জ্জন করবো। নিজেই খাই, নিজেরই অচলতা আর পরকে কি দিব।

(দলবলসহ খাঁ সাহেবের প্রবেশ)

সকলেই নিরব। খাঁ সাহেব ম্লান মুখে বলিলেন। ভাই কালু! একটু বসে যাও। সেই ডিক্রি—এতদিন পরে এই ঘর ভাঙ্গলে। আদালতের নাজীব বাবু এখনই ঘর ভাঙ্গতে আসবেন। রাজা বাহাদুরের ঋষিবর সাহেবের লোকজনসহ আদালতের হুকুম নামা নিয়ে এখনই আসবেন।

কালু—নাজীর বাবু অনুগ্রহ করে কিছু কর্ত্তে পারেন না?

খাঁ—কি বলো! তোমার বুদ্ধি ত দেখছি লোপ পেয়ে গেছে। উকিলের বাড়ীর কাছে বাস করছো—স্কুলের মৌলবীকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ। বুদ্ধি বেগ বাড়াবার কথাই, তারপর ভাইপোটীও ইজি-বিজী কি শিখ্ছে খেয়ে না খেয়ে শিখাচ্ছো, ছাইয়ের মধ্যে ঘৃত ঢালছো। ফল ভুগতে হবে। তা যা হক বুদ্ধি স্থির শুন। কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ আর কোথায় গঙ্গারাম তেলী। গরীবের পক্ষে কেহ নয়—। কে গরীবের কথা শুনে। গরীবের উপকার কে করে? দুঃখীর জন্য দুঃখ কে করে ভায়া? যত দেখ, তেলা মাথাতেই মানুষে

তেল ঢালে। নাজীর বাবু কি আমাদের কথা শুনবেন।

নজু—'আজকাল দুনিয়ায় সকলে পয়সার গোলাম। নাজীর বাবুও একজন মাস মাহিনার চাকর। সামান্য টাকার ভিখারী। রাজা বাহাদুরের কাজে কি কোন প্রকারে চালাকী চাতুরী খেলতে পারে? ও কথাটা ঠিক পাগলের কথা। রাজা মহারাজা নবাব খাঁ বাহাদুরের খাতিরেই আলাহিদা। ওপথে কিছুই হবে না। এখন আপন বুদ্ধি, আপন বল। বল বল বাহু বল।"

খাঁ—ভাই। তোমরা ত সকলি জান এটা মসজিদ—আল্লার ঘর তোমরা দশজনেই নামাজ পড়িয়া থাক।

নজু—(পূর্ব্ববৎ লম্ফ ঝম্ফে) খোদার ঘর ভাঙ্গে সাধ্য কার? বেলেল্লা মৌলবী সাহেব, ইবলিস মুন্সী যা যা বলে গেছেন, তাই কর্ত্তে হবে। জান থাকতে খোদার ঘর ভাঙ্গতে দিব না। খোদার বান্দা হয়ে খোদার ঘর রক্ষা করতে পারবো না, সে কি কথা? জান দেব। খোদার নামে জান দিব। সহিদ[১] হবো বেহেস্ত যাব।"

খাঁ-হাঁ মোর বাবা। এই চাই। মুসলমানের রক্ত তোমাতেই আছে। আমারও ঐ কথা, এ জান থাকতে মসজিদ ভাঙ্গিতে দিব না।

কালু—"ভায়া একটা কথা! প্রজায় প্রজায় হলে তোমার কথাটা খাটতো না খাটতো কান পেতে শুন্‌তেম্ এ রাজায় প্রজায়—তার উপর আদালতের হুকুম। এমন খামখেয়ালী কাজ কখনই করো না। আদালতের হুকুম না মানা অপরাধে শাস্তি হবে, হয়ত জেলে যেতে হবে।"

খাঁ—জেল কবুল।

ফজু—ও খেপার কথা শুনবেন না। জান কবুল কচ্ছি, জানের আগে আবার জেল। ভাঙ্গতে দিবনা মজিদ ভাঙ্গতে দিবই না। জেল খুন সবই কবুল। এখন তোমরা আমার সঙ্গী হবে কি না?

কালু নিরব। নজু ফজু খুব সাহস করে মাজায় কাপড় বেন্দে খাড়া হলো। নজু বলিল—

আসুক দেখি, নাজীর। ভাঙ্গুক দেখি মসিদ।

মুখের কথা মুখেই আছে। নাজীর বাবু আদালতের প্যাদাদ্বয়, ঋষিবর সাহেবের পক্ষে ব্রজবাসী, আমলা দেশআলী প্রভৃতি কয়েকজন লোকের সহিত উপস্থিত হইয়াই অতি ধীর অতি নম্রভাবে, আদালতের হুকুম প্রচার করিলেন। বলিলেন—

আমরা আদালতের হুকুমের বলে, এই ঘর ভাঙ্গিয়া জমিদারকে দখল দেওয়াইব। ঋষিবর সাহেবের পক্ষের লোককে ঐস্থানে অধিকার দিব।

খাঁ সাহেব ইচ্ছা করিলে ঘর নিজে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। তাহা না করিলে আদালতের হুকুমে লোকজন দ্বারা ঘর ভাঙ্গিয়া বাদীকে দখল দিব।

যেমন ঠাটা গর্জ্জে, সেইরূপ নজু ফজু প্রভৃতি এবং গুণ্ডার দল যে যাহা পাইল—হাতের

১। শহীদ

নিকটে যাহা পাইল, তাহাই হাতে করিয়া পাগলের ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন নহে— দুইজন নহে—সকলেই যেন হতজ্ঞানের মত হইয়া বলিতে লাগিল—

কার সাধ্য মসিদ ভাঙ্গে—কার মাথায় এত রক্ত যে মসিদের একখানি ইট খসায়। আয় দেখি কে ভাঙ্গিবি আয়। মাথা ভাঙ্গিব। মাথা দিব, তবু মসিদ ভাঙ্গিতে দিব না। খোদার বান্দা বাঁচিয়া থাকতে খোদার ঘর ভাঙ্গা চক্ষে দেখিব না।

নাজীর বাবু খা সাহেবকে নজু ফজুকে অনেক শান্তনা[২]—অনেক হিতোপদেশ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—

আদালতের হুকুম মানিতেই হইবে। যে আপত্তি এখন করিতেছ এ আপত্তি পূর্ব্বেও করিয়াছিলে, নিরপেক্ষ বিচারে তাহা সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। মজিদ বলিয়া আদালতের বিশ্বাস হয় নাই, সেই জন্যেই ভাঙ্গিবার হুকুম হইয়াছে। এখন ও কথার আপত্তিতে লাভ কি? আমরা বাধ্য হইয়া আদালতের হুকুম তামিল করিতে চেষ্টা করিব।

গোয়ার-গোবিন্দ আহাম্মুক, মূর্খ না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

একেবারে মার মার কাট কাট করিয়া, মূর্খের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। নাজীরবাবুর কথা বলার অবসরমধ্যে কাছা কাছটা ভাল করিয়া বাঁধিল। ক্রমে লোকের বেশী জনতা হইল। নাজীর বাবুর কথার সঙ্গে সঙ্গে নজু ফজু ইট পাঠ্‌কেল মুগুর বাঁশ হাতে করিয়া, মসিদ ভাঙ্গিবি? খোদার ঘর ভাঙ্গিবি? ওরে বেদিন কাফেরের দল খোদার ঘর ভাঙ্গিবি? মার, মার ঐ বেইমানে—মার ঐ—

এই আগুন পোরা কথার মধ্যে। খাঁ সাহেবের হেম্মতে, সকলে হেম্মত বাঁধিয়া আলী আলী শব্দে দখলকারীদিগের প্রতি আক্রমণের চেষ্টা করিল। দখলকারিগণ বেগতিক দেখিয়া সভয়ে—ছত্রভঙ্গভাবে পথে অপথে প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল।

২। সান্ত্বনা

এস্‌লামের জয়

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

।। প্রথম মুকুল ।।

করুণাময় "এলাহি কৃপায় এস্‌লাম ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী মদিনা নগরে চিরস্থায়ীরূপে স্থাপিত হইয়াছে। এসলাম-পতাকা সকল যেন আনন্দে মাতিয়া বিজয়ী মোসলেমগণের বীরত্ব গৌরবগাথা একত্ববাদের শুভবার্তা হেলিয়া দুলিয়া বায়ুপ্রবাহ বহিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতে—সোহাগে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া অনুরোধ করিতেছে। পতাকারাজীর সুবর্ণ-খচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণ কণিকা সকল দীর্ঘাকারে লম্বিত হইয়া জগজ্জয়ের শুভ চিহ্নস্বরূপ মোসলেম হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। বিধর্মীগণের নয়ন মনে সুতীক্ষ্ণ মহাবাণের ন্যায় হানিয়া ক্ষতস্থানে চিরস্থায়ী বাণবিদ্ধের ন্যায় জ্বালাযন্ত্রণা—মহাবেদনার উদ্রেক করিয়া দিতেছে।

আরবের অধিকাংশ স্থানেই এসলামের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। মোসলেমগণের সাহস বলবিক্রম, শক্তিসামর্থ্য, সদ্ব্যবহার, সবলতা, একতা এবং ধর্ম্মাগত প্রাণের গুণকীর্ত্তন, দেশদেশান্তরে, প্রান্তরে, পর্ব্বতশিখরে, গিরিকন্দরে, সমুদ্রপোতে, বিজনবনে, মানবমুখে, মুখরিত হইয়া, অতি উচ্চভাবে প্রশংসার সহিত আলোচিত হইতেছে।

"লা-এলাহা এল্লাল্লাহ্
মোহাম্মাদার রসুলল্লাহ্।"

এই অদ্বিতীয় স্বর্গীয় পবিত্র বাণীর সুমহান জ্যোতি সর্ব্বসাধারণ জনগণের হৃদয়ে মহাতেজে প্রবেশ করিয়া মানবকুলকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। মোসলেমগণকে এখন আর মুষ্টিমেয়ভাবে নখাগ্রে গণনা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। মোসলেম সংখ্যা দিনদিন আশার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া জনসমাজে আদৃত হইতেছে। মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্যলোকের মনেও বৈরীভাব আর নাই। মহাশান্তিপ্রদ এস্‌লাম জ্যোতিপ্রভাবে তাহারাও সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোসলেম দলে মিশিয়া সপরিবারে সুখসাচ্ছন্দে মহানন্দে বসবাস করিতেছে। ইহুদিদিগের ষড়যন্ত্রের মূলতন্ত্র মোসলেম তেজে ভস্মীভূত হইয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার সন্ধানই নাই। আরবের বহু স্থানেই এসলামের জয় বিঘোষিত সুখশান্তিময় বায়ু সুপ্রবাহিত।

মহামহিমান্বিত হাজরাত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে সত্য সত্যই খোদাতালার প্রেরিত, অনুগৃহীত, ধর্ম্মপ্রচারক শেষ পয়গম্বর—এই কথা কয়েকটি অনেক বিধর্ম্মীর হৃদয়াধারে

বিশেষ প্রমাণের সহিত পাষাণে অঙ্কিতের ন্যায় বসিয়া গিয়াছে। সামাজিক দৌরাত্মে, আত্মীয়স্বজন ভয়ে, পরিবার পরিজনের বিচ্ছেদ আতঙ্কে এবং হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হেতু অনেকে প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহাদের ধারণা হাজরাত মোহাম্মদের (দঃ) গুণকীর্ত্তন করিতে বিরত হইতেছে না। হাজরাতের আচার ব্যবহার লোকের মুখে শুনিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ভক্তিপ্রেমে আবদ্ধ হইতেছেন। হাজরাতের স্বভাবসিদ্ধ বক্তৃতার তেজস্বিতা মনোমুগ্ধকর শব্দ প্রয়োগের ক্ষমতা, উচ্চারণের পরিশুদ্ধতা, ভাবের অমায়িকতা, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, অনুপ্রাসপদের সংযোজিতা এবং ব্যবহারের অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আরব্য ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীর দর্প চূর্ণ হইতেছে। সুবিখ্যাত বক্তার বক্তৃতাশক্তি লোপ পাইতেছে। স্ব স্ব ধর্ম্মমতের বিরোধী বক্তৃতা হইলে মনের আবেগে "মরহাবা মরহাবা" শব্দ উচ্চারণে আত্মহারা প্রায় হইয়া জড়বৎ দণ্ডায়মান থাকিতে হইতেছে। সে প্রাণস্পর্শীর বাক্যলহরীর তিন তিন চারিপদ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই হৃদয় আকৃষ্ট হয়—দেহশক্তি শিথিল ভাব ধারণ করে। চলৎশক্তি রহিত করিয়া দেয়। কার সাধ্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একপদ অগ্রসর হয়? হাজরাতের জ্যেতিপূর্ণ পবিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন অন্য কোন শক্তি পরিচারণা করিতে কাহারও শক্তি থাকে না। বক্তৃতাগ্রভাবেই শত শত বিধর্ম্মী পাষাণ মন গলিয়া মোমে পরিণত হয়; হৃদয়ের অন্ধকার দূরে সরিয়া উজ্জ্বল আলোকপ্রভা ফুটিয়া উঠে। প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করে। শিষ্যদিগের গুরুভক্তি আজ্ঞাপ্রতিপালন, সুখ্যাতি সুযশ, শত সহস্রকণ্ঠে ঘোষিত হইতে থাকে।

মিথ্যাবাদী ইহুদিদল মদিনা পরিত্যাগ করায় মোসলেমগণের আন্তরিক চিন্তার বহু পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। সর্ব্বদা সাবধান সতর্কভাবে থাকার ভার অনেক পরিমাণ লাঘব হইয়াছে। সন্দেহযুক্ত প্রতিবাসী মদিনায় আর কেহ নাই। গুপ্তশত্রু কপট মিত্রের নামও আর শুনা যায় না। বিষকুম্ভ পয়োমুখ সহৃদয়ের ছায়াও আর চক্ষে পড়ে না। সহৃদয়তা কুহক-জালেও আর আবদ্ধ হইতে হয় না। এলাহি কৃপায় মোসলেমগণের চতুর্দ্দিকেই উন্নতির লক্ষণ, — প্রকৃতি সুন্দরীর সুন্দর মুখ যেন আরব মরুভূমে সবিস্তার প্রস্ফুটিত। মোসলেমগণের আশঙ্কা ঘনঘটার ঈষৎ রেখার কিঞ্চিৎ আভাসও পাওয়া যায় না—চক্ষেও পড়ে না। দয়াময় এলাহি কৃপায় হাজরাতের মানসউদ্যানের চির আশাকুসুম সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণই যেন চতুর্দ্দিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পৌত্তলিক কণ্টকাকীর্ণ কুসংস্কার কঙ্করাকৃত আরবক্ষেত্রে এইক্ষণে এস্‌লাম ধর্ম্মতরু বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমেই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে। কে ভাবিয়াছিল একা একা হাজরাত মোহাম্মদ (দঃ) এস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া সমগ্র আরবদেশ মাতাইয়া তুলিবেন? কে ভাবিয়াছিল, এসলাম্ ধর্ম্ম প্রবাহে অন্য অন্য কু-সংস্কারাচ্ছন্ন অসার ধর্ম্ম আরবদেশ হইতে একেবারে ভাসিয়া যাইবে? কে ভাবিয়াছিল এসলামের জ্বলন্ত বিশ্বাসতাপে মিথ্যা ধর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে? কে ভাবিয়াছিল একা একপ্রাণ নিঃসম্বল দশায় দেশময় শত্রুগণের কুচক্র হইতে রক্ষা পাইয়া

আরবের প্রধান নগর মদিনায় এসলামের বিজয় নিশান বীরত্বের সহিত উড়াইয়া মোহাম্মদ একচ্ছত্ররূপে আধিপত্য সংস্থাপন করিবেন?

মক্কানগরের দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ দুঃখের সহিত আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, কে ভাবিয়াছিল আমাদের সেই দীনদরিদ্র জ্ঞাতি আবদুল্লাহ নন্দন গণ্ডমূর্খ মোহাম্মদের আজ্ঞায় শতসহস্র বোধ মহাশক্তিসম্পন্ন বীর বাহুগণ রণক্ষেত্রে তীর-তরবারিসম্মুখে অকুতভয়ে বক্ষবিস্তারে দণ্ডায়মান হইয়া এস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবে? কে ভাবিয়াছিল, সেই চির-দুঃখিনী আমেনার গর্ভজাত সন্তান মোহাম্মদ হস্তে আমাদিগকে এত বিধ্বস্ত এত অপমানিত এত যন্ত্রণাভোগে পরাস্ত স্বীকারে অবনতমস্তকে অন্তর্যাতনা ভোগ করিতে হইবে? হায়! হায়! গ্রহপূর্ণ দেবদেবী বর্ত্তমান থাকিতে ধর্ম্মের দায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লজ্জিত, ক্ষোভিত, বিতাড়িত হইয়া হীনবল হইতে হইবে! কে ভাবিয়াছিল?

"ও হোদ" যুদ্ধে আমরা নামমাত্র জয়ী হইয়াছি। ঐ যুদ্ধে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। বলিতে কি আমরা আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি সুহৃদ বন্ধুবান্ধব মিত্রসহ মহাবীরগণকে চিরহারা হইয়া একপ্রকার সর্ব্বহারা হইয়াছি। বীর বলতে আর আমাদের মধ্যে কেহ নাই। অর্থ বলিতেও কপর্দক নাই। যাহা কিছু আছে একমাত্র সন্ধি। চতুরতা করিয়া যাহা কিছু করিয়াছি, সেই সন্ধি। দশ বৎসরের জন্য সন্ধি। ঐ সন্ধিই আমাদের আশ্রয়। সন্ধিপত্রই আমাদের ভবিষ্যৎ আশা। কোরেশগণের একমাত্র ভরসা।

।। দ্বিতীয় মুকুল ।।

যাহার জীবনের উদ্দেশ্যই একমাত্র খোদাতায়ালার আদেশ প্রতিপালন। ধর্ম্মপ্রচার। সেই ধর্ম্মপ্রচারের মূলমন্ত্র 'একত্ববাদ'। দয়াময় এলাহির একত্ববাদ। একত্ববাদের মূলভিত্তি পবিত্র কালেমা।

"আলা-এলাহা-এল্লাল্লাহ
মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ"

এই পবিত্র কথা কয়েকটিই এস্‌লাম ধর্ম্মের সার। তাহার ব্যাখ্যাই ধর্ম প্রচার। তিনি অংশিশূন্য, একা—একা "আল্লাহ"। তিনি কাহার পিতাপুত্র নহেন, জগতে একমাত্র সত্যধর্ম্ম এস্‌লাম ধর্ম্ম। সেই পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও কার্য্য। সেই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইতেছে না। কারণ কোরেশদিগের কুমন্ত্রণায়, ইহুদিদিগের যন্ত্রণায়, প্রচারে বাধা জন্মাইয়া হাজরাতের কর্ত্তব্য কার্য্যে বহু বিলম্ব ঘটাইয়াছে। উপর্যুপরি তিনটি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতেও প্রচার কার্য্যে বিশেষ অসুবিধার সহিত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে হাজরাত মোহাম্মদ (দঃ) শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ-

"দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর অতীত হইল—মক্কা হইতে আসিবার পর ছয়টি বৎসর

অতীত হইল। আশা পূর্ণ হইল না। এলাহির মূলমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতে পারিলাম না। এস্‌লামের জ্বলন্ত তেজে ভ্রম অন্ধকার জগৎ হইতে দূর করিতে পারিলাম না। জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে সংকল্প করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আক্ষেপ! শত আক্ষেপ!!

"কথাটা মনে উদয় হইলেই হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়া ব্যথা বোধ হয়। কি করি! এইক্ষণে নূতন কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। মোসলেমগণ নিরাপদে খোদাতায়ালার উপাসনা করিয়া পুত্র পরিবার পরিজনসহ নির্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেছে। শত্রুগণের উপদ্রব হইতে কিছু দিনের জন্য রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। স্থির করিয়াছি বর্ত্তমান সময়ের প্রধান কার্য্যই ধর্ম্মপ্রচার। সত্যধর্ম্মের নিমন্ত্রণপত্রসহ বিদেশী রাজাদিগের রাজসভায় দরবারে দূত প্রেরণ। স্থূল কথা তাঁহাদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্মে আহ্বান। ইহাই প্রথম কার্য্য।

"২য় কার্য্য—আমাদের মোসলেম সাধারণতন্ত্রের নিয়মাদি বিশেষ করিয়া সংশোধন রাজ্যর সমুদায় কার্য্য—যুদ্ধ, সন্ধি,—জয়লাভ ধন সম্পত্তির বিভাগ, সাধারণ ধনভাণ্ডার গঠন ও ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য সাধারণ সভার হস্তে অর্পিত করিতে হইবে। এবং কার্য্যপ্রণালী সুব্যবস্থামত পরিচালনার জন্য একটি বিধান নির্দ্ধারণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। সভার হস্তে কার্য্যভার থাকিলে সর্ব্বাংশেই মঙ্গলের সম্ভাবনা। একা একজনের মস্তক হইতে নির্দ্দোষ, নির্ভুল কার্য্যের আশা করা দুরাশা মাত্র—ক্ষতির আশঙ্কাই অত্যধিক।

"আর একটি কথা। অদ্যই স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। মূল্যবান সময় অনর্থক গত হইতেছে। এখন যেরূপ অবসর ও সুযোগ মনে করিতেছি জীবনে আর এমন সুযোগ সুবিধা সময় পাইব কি না সন্দেহ। মদিনার চতুর্দ্দিকেই শান্তি। কোন কার্যে কোন কারণে উদ্বিগ্নের কারণ দেখিতেছি না। অদ্যই দূত নির্ব্বাচন করিয়া ভিন্ন দেশে এস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে আমন্ত্রণ প্রেরণ করা সর্ব্বোতভাবেই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।"

আদেশমাত্র দূতগণ বাছনি হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হইল। বাহক, বাহন, রক্ষী সেবকদল নিয়োজিত হইয়া উপযুক্ত সাজসজ্জায় একদূত পারস্যরাজ বিধর্ম্মী খসরুর দরবারে, ২য় দূত 'কোসতনতুনিয়া' (কনস্টান্টিনোপল) তুরস্ক ভূপতি খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট 'হিরাক্লিয়াসের' রাজসভায়, তৃতীয় দূত মেসরের রাজদরবারে, চতুর্থ দূত বসোরা (বসরার) শাসনকর্ত্তা সমীপে প্রেরিত হইল। প্রত্যেক দূতের হস্তে এক একখানি পত্র হাজরাত মোহাম্মদের পক্ষ হইতে রাজা দিগের নাম লইয়া প্রদত্ত হইল। দূতগণ একদিনেই সর্ব্ব গন্তব্য পথে খোদাতায়ালার নাম করিয়া যথারীতি সমারোহে মদিনা যাত্রা করিলেন।

নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া দূতগণ পরস্পর বিদায়ী আলিঙ্গন, সম্ভাষণ, পরস্পর মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বিদায় হইলেন। ভাগ্যফলকে কাহার কিরূপ লিখিত আছে তাহা সেই সর্ব্বকার্য্য-কর্ত্তা এলাহি ভিন্ন কাহারও জানিবার বুঝিবার সাধ্য নাই। কৃতকার্য্য, অকৃতকার্য্য, মানসম্ভ্রম-বৃদ্ধি, বিনাশ, জীবনে সংশয়, এ সমুদায়ই তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর। সকলেই এলাহির নাম ভরসা করিয়া স্ব স্ব গম্য পথে গমন করিলেন। সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন—প্রথমে প্রথম দূতবরের কথাই বর্ণিত হইতেছে

প্রথম দুত পারস্য রাজ্যে প্রবেশ করিলে, রাজপক্ষ হইতে দূতবরের আদর অভ্যর্থনা আরম্ভ হইল। ক্রমে রাজধানী পরে রাজদরবারে উপস্থিত হইলে সমাদরে গৃহীত হইলেন। দূতবর সাহীদরবারের মানমর্য্যাদা যথারীতি রক্ষা করিয়া বিনীতভাবে নতশির নিবেদন করিলেন।—

"পারস্য রাজসিংহাসনের জয় হউক। বাদসা নামদার! আজ্ঞাবহ কিঙ্করের দৌত্য কার্য্যের কারণ এই—মহামহিমান্বিত "ফরম্যান" (আদেশপত্র)। এই ফরমানে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করি।"

পারস্য অধিপতির আদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পত্র গৃহীত হইয়া দোভাষী কার্য্যকারহস্তে ন্যস্ত হইল। মহারাজ খসরুর আদেশে সাহীদরবারে দোভাষী কার্য্যকারক মহোদয় পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

"অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লার নামে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র ও খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মোহাম্মদ পারস্যরাজ খসরুকে জানাইতেছেন—"

এই পর্য্যন্ত পাঠ্য হইলেই, পারস্যরাজ রোষে, ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন "কি? এত বড় স্পর্দ্ধা। এত বড় সাহস! এত বড় বুকের পাটা! এত জোর কলেজায়! এত বড় মাথা! এত ক্ষমতা!—যে আমার তাবেদার গোলামের উপযুক্ত নয়, তারই পুত্র আমার নামের পূর্ব্বে—পারস্য অধিপতির নামের পূর্ব্বে নিজ নাম লিখে? একি সহ্য হয়? ঘৃণার কথা! ছি! ছি! বড়ই ঘৃণার কথা! লজ্জার কথা! অহে দূত! একি পারস্য সিংহাসনের অবমাননা করা নয়? কি আর বলি। পথের একটা পাগল সেই আমাকে পত্র লিখে। পত্র ত নয় ফরমান—হুকুমজারী। হায় রে অদৃষ্ট! সেই ভিখারী ছোড়াটা আবার রাজা।

"রাজা বাদসা সাজিয়া দূতের হস্তে পত্র পাঠায়। সেই দূত আমার দরবারে স্থান পায়? কি ঘৃণা—কি লজ্জা—।

দোভাষীর দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাহিয়া পারস্যরাজ বলিলেন, "অহে! তোমার হাতের কাগজখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পাদুকার তলায় পিশিয়া উত্তরস্বরূপ—তাহার আনীত নামার উত্তরস্বরূপ পদতল হইতে এক এক টুকরা গণিয়া লইতে বল। ইহাই হইল তাহার ফরমানের সদুত্তর।"

"আরও বলিতেছি শুনিয়া যাও। এই লোকটি যখন দূত পরিচয়ে দরবারে খাড়া হইয়াছে, তখন শান্তির কথা মুখে আনিয়া পারস্য সিংহাসনের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করি না। দূতের সহিত লৌহ অস্ত্রের পরিচয় বিধিনিষিদ্ধ। সম্মানের সহিত গ্রীবায় হস্ত দিয়া আমার দরবার হইতে বাহির করিয়া দাও।"

পত্রের প্রথম দুই ছত্র আমার শরীর জ্বলিয়া গিয়াছে। শিরায় শিরায় রক্তস্রোত খরবেগে বহিতেছে। মাথা ঠিক নাই। কি করি নিকটে নয়, মদিনা নিকটে হইলে এই মুহূর্ত্তেই পাগলের সমুচিত বিধান করিতাম। সকলেই দেখিত নবধর্ম্ম প্রচারকের দেহমাংস কাহারা ভক্ষণ করিতেছে। কি করি, হঠাৎ প্রতিবিধান করিবার কোন উপায় নাই। এত অপমান কি পারস্য

অধীশ্বরের প্রাণে সহ্য হয়। পারস্যের রাজশক্তি এইক্ষণ জগতে অজেয়। এমন কোন শক্তি নাই যে, এইক্ষণ পারস্য শক্তির সম্মুখে বক্ষবিস্তারে দণ্ডায়মান হয়।

ধিক্ আমার জীবনে! শত ধিক আমার বলবীর্যে! যে শক্তি মহাপরাক্রান্ত রোম সম্রাটের যুদ্ধের পর যুদ্ধে একাদিক্রমে দ্বাদশযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পেলাইস্টান, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া মিসর ও কার্থেজ পর্য্যন্ত স্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছে। আমার ধনভাণ্ডার অগণিত ধনরত্নে পরিপূর্ণ। সৈন্যসামন্তগণ সুস্থকায় সাহসী, বল বিক্রমে অদ্বিতীয়। সদা ইষ্টযুক্ত ও রাজভক্ত। প্রজাগণ মহাসুখী। মন্ত্রী, কর্ম্মচারী সকলেই বিচক্ষণ। সকলেই এক ঐক্য—বিদ্বেষ হিংসার নাম মাত্র তাহাদের মধ্যে নাই। যে দিকে নেত্রপাত করি সেইদিকেই পূর্ণ পৌর্ণতা। অসম্পূর্ণ অপৌর্ণতা—কি দুর্ব্বল দুর্ব্বলতার কণা বিন্দুমাত্র আমার চক্ষে পতিত হয় না। এ অবস্থায় একটা পথের পাগল ধর্ম্মোপদেশ দিতে সাহসী হইয়া মিথ্যা গৌরবপূর্ণ পত্রে আমাকে আহ্বান করিয়াছে। একি সহ্য হয়? সর্ব্বাপেক্ষা হাসির কথা—যে নিজে নিরেট মূর্খ, কোন প্রকার বিদ্যায় যাহার অধিকার নাই,— সে ধর্ম্মের মর্ম্ম কি বুঝিবে? বর্ণজ্ঞানবিহীন অপদার্থ পেটুকের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? মক্কানগরের প্রধান প্রধান সুবিজ্ঞ কোরেশগণ যাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক, বদ্ধপাগল সাব্যস্তে দুর দুর করিয়া তাড়াইয়া দিত, যুবকেরা যাহার গায়ে ধুলি নিক্ষেপ করিত, বালকেরা পাথর কঙ্কর মারিয়া হাতে তালি দিয়া হাস্য করিত, সুযোগ পাইলে কোরেশ রমণীরা বিবসনা হইয়া যাহার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত—সেই এখন ধর্ম্মপ্রচারক—ধর্ম্মের উপদেষ্টা? পাগল না হইলে পাগলের প্রচারিত ধর্ম্মমত, কোন্ বুদ্ধিমান বিশ্বাস করিবে?—তোমরাই বল তাহার প্রতি কে আস্থাবান হইবে? পাগলকে বিরক্ত করিলে সেও বিরক্ত হইয়া আর কিছু না পারুক, দুই দশপ্রকারের আবল-তাবল কথা বলিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে—না হয় অঙ্গভঙ্গি করিয়া পিছনে পিছনে তাড়া করে। এ এমনি নির্ব্বোধ পাগল, মুখে কথাটি নাই। যে যাহা করিতেছে চক্ষু বন্ধ করিয়াও সহ্য করিয়া যাইতেছে। ভয়ে একটি কথাও মুখে ফুটিতে সাহসী হইতেছে না।

দূতবর! তোমাদের রাজার গুণপনা কত শুনিতে চাও। কোরেশ রমণীরা কত আবর্জ্জনা, উট দোম্বার নাড়ীভুড়ী ঝুড়ি ঝুড়ি তোমাদের রাজার মাথায় হাসিতে হাসিতে ঢালিয়া দিয়াছে। সেই ধর্ম্মরাজ, রাজাধিরাজ মোহাম্মদের কথায় পৈতৃক পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব? তোমার এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পারস্যে আসার পূর্ব্বেই আমরা এ সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

এটা কি হাসির কথা নয়? অহে দূত মহাশয়! এটা কি হাসির কথা নয়? রাজ্য শূন্য রাজা, রাজধানী শূন্য রাজসিংহাসন, রাজসভা শূন্য রাজদূত! ফরম যাঁরদার শূন্য "ফরমান" কে না হাসিবে? যেখানে যাইবে সেখানেই অপদস্ত হইতে হইবে। আর না হয় এইরূপ সমাদারপ্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যজ্ঞান করিবে, —যে প্রাণটি রাখিয়া এই পারস্য রাজদরবার হইতে বিদায় হইতে হইল না।

শুন আর বলিতেছি, রাজপাট নাই রাজা। আর তুমি সেই ভুমিপুত্র রাজার ভগ্নদূত ভাল ভাল মিলিয়াছে ভাল! উট দোম্বা গাধা ছাগল চরাইয়াই যাহাদের বুনিয়াদী ব্যবসা ও কার্য্য তাহাদের মধ্যে সম্বলহীন, আশ্রয়বিহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন পথের কাঙ্গাল—জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, যে ছোড়াটা খাদিজা বিবির বেতনভোগী চাকর হইয়া চাকরের সাজ পরিয়া উটের "নাত" অর্থাৎ চালকরজ্জু স্কন্ধে ফেলিয়া দেশড়ী করিতে বিদেশ গিয়াছিল—সেইত এই মোহাম্মদ? তোমাদের মদিনার পাহাড় সিংহাসনের রাজাধিরাজ? যে সময় খাদিজার চাকুরী করিত সে সময় বোধ হয় এত পাগল ছিল না। পাগল হইলেও চতুর নিজ স্বার্থ সাধনে ভারী পাকা। লোকের মন ভুলাইতেই বুঝি ঐরূপ পাগল সাজিয়া থাকিত। যাহাই হউক সেই পাগল মুখে প্রকাশ করিতেছে আমি পয়গাম্বর। শেষ মহাপুরুষ কি প্রেরিত পুরুষ। যাই হউক সেই পাগল মুখে প্রকাশ করিতেছে আমি পয়গাম্বর। শেষ মহাপুরুষ। যাই হউক, সে নাকি ঈশ্বর প্রেরিত? এ সকল কথা, বনজঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, গিরিগুহা, কোটরবাসী অসভ্য দলেই শোভা পায়। সুসভ্য পারস্য রাজ্যে একথা আসিতে পারে না। ভগ্নদূত! তুমি কোন সাহসে পারস্য রাজদরবারে আসিলে?

আরও শুনি যে ঈশ্বরের বাণী স্বর্গীয় প্রধান দূত জেব্রাইল সর্ব্বদা তাহার নিকট খবরাখবর করেন। পাহাড় জঙ্গলের পশুশ্রেণী মানবাকার হইলেও স্বভাব জ্ঞানবুদ্ধি জাতীয় ভাব কোথায় যাইবে। দয়াময় ঈশ্বরের বড় মাথাব্যথা হইয়াছিল, তিনি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছিলেন—না পাঠাইলে তাহার সৃষ্টি ধ্বংস হয়। তাহাতেই ঐ বুদ্ধিজ্ঞানবিহীন, নিরেট মূর্খকে প্রেরিত পুরুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন। দূত মহাশয়! সাবধান! আর কখনও কোনরাজ্যে দূতগিরি ফলাইয়া এরূপ পত্র লইয়া যাইও না। পারস্যের নাম কখনও জিহ্বার অগ্রেও আনিও না। আমি এখনই ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। একটু দাঁড়াইয়া শুনিয়া যাও।'

হুকুমনামা লেখক প্রতি আদেশ হইল। লিখ "এমানের" শাসনকর্ত্তাকে লিখ। আর এই মুহূর্ত্তে এই আদেশপত্র অশ্বারোহী সৈন্যদ্বারা "এমানে, পাঠাইয়া দাও।" লেখ—

"এ পক্ষের কর্ণগোচর হইয়াছে যে,—দিন মদিনা নগরে কোরেশবংশের এক পাগল নিজেকে নিজেই ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতেছে। অবিলম্বে মদিনায় যাইয়া তাহাকে সুস্থ কর। যদি তাহাকে সোজা করিতে না পার, তবে তাহার মাথা কাটিয়া আমার নিকট পাঠাও। কোন কারণে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিও না।"

পত্র স্বাক্ষর হইল, তখনই অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা এমানের শাসনকর্তার নিকট প্রেরিত হইল। দূতবর পূর্ব্ব আদেশমত সম্মানিত হইয়া বিদায় হইলেন।

ধনবল, লোকবল, ঐশ্বর্য্য, রাজ্যবল এবং বাহুবলে যাহারা গর্ব্বিত, রাজভোগ রাজসুখে যাহারা পরিপোষিত, বাহ্যিক মুখোপরি সুখে বিবর্ত্ত, মনের গুমরে আহ্লাদিত, অন্নচিন্তায় একেবারে বর্জ্জিত, তাঁহাদের ব্যবহার, বাকচাকুরী, বাক্য কৌশল, অমায়িকতা, সভ্যতা ভদ্রতাই এই প্রকার। প্রাচীনকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঈশ্বরপ্রেমিক, তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ধার্ম্মিক, স্বার্থহীন, দেশহিতৈষী, পরোপকারী সমাজবন্ধুর প্রতি, ঐশ্বর্য্যশালী

ধনবানের ভক্তি প্রেম আদর যত্ন, চিরকালই এক প্রকার। আজ পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম বংশানুযায়ী সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। অমানসিক ব্যবহার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব, সর্ব্বদাই যেন মনে জাগিয়া রহিয়াছে। বিধর্ম্মী কাফেরের কুমন্ত্রণায় খোদাভক্ত মোসলেমগণ কত যন্ত্রণাই না ভোগ করিতেছে।

খোদাতায়ালা-বিদ্বেষী অধার্ম্মিক পাপাত্মার জয় কোথায়? কতক্ষণ?—তাহার জনবল-বাহুবল, ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যবল—কয় দিনের? পরিণামে ধর্ম্মেরই জয়, সত্যের জয়। এসলামেরই জয়।

পারস্য রাজদরবারে প্রেরিত দূত যথাসময়ে মদিনায় আসিয়া খসরুরাজের ব্যবহার আচরণ—মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ প্রয়োগের বিস্তারিত বিবরণ—পত্রখণ্ড খণ্ড খণ্ড আকারে ছিন্ন—পদতলে দলন আদেশ, উত্তরস্বরূপ ছিন্নখণ্ড সকল দূতবরের গ্রহণ ইত্যাদি সমুদায় বিবরণ হাজরাত মোহাম্মদ সমীপে দূতবর ম্লানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করিল।

হাজরাত মোহাম্মদ মনোযোগের সহিত পারস্য রাজদরবারের সমুদায় বৃত্তান্ত দূত মুখে শুনিয়া কোন কথাই বলিলেন না। দুঃখিতের চিহ্ন সে পবিত্র বদনে কিছুই লক্ষিত হইল না। দৃঢ়ভাবে এইমাত্র বলিলেন—

" খোদাতায়ালার একত্ব মহত্ত্ব বিষয় বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্র যে প্রকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া পদতলে দলিত করাইয়াছে, খোদাতায়ালা উহার রাজ্যও ঐ প্রকার খণ্ড খণ্ড আকারে পদতলে দলিত করাইবেন।"

যে দূত কেসতন্তুনিয়া (কনষ্টন্টিনোপল) বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের পরিচিত তুরস্ক বা তুর্কি, সর্ব্বসাধারণের নিকট 'রোম' বলিয়া পরিচিত। সেই রোম রাজদরবারে যে দূত গমন করিয়াছিলেন, তিনি মহারাজ হিরাক্লিয়াসের দরবারে রীতিমত উপস্থিত হইলে রাজ আদেশে অমাত্যগণ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। রাজাধিরাজ হিরাক্লিয়াস হাজরাত মোহাম্মদের আদেশপত্র বহু সম্মানে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভক্তিভাবে চুম্বন পূর্ব্বক মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্য দরবারে বহু সম্মান ও ভক্তির সহিত, হাজরাত মোহাম্মদের অপরিসীম গুণকীর্ত্তনের পর দূতবরকে উপযুক্ত আসনে উপবেশনে অনুমতি দিয়া হাজরাতের প্রেরিত পত্রখানি আদিঅন্ত মনসংযোগে পাঠ করিলেন; কিন্তু পত্র সম্বন্ধে কোন কথাই ব্যক্ত করিলেন না। হাজরাতের মর্য্যাদা রক্ষা হেতু বহুতর মূল্যবান উপঢৌকন আদি দিয়া দূতবরকে বিদায় করিলেন।

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র মেসের রাজ্য। জগতের পাপ তাপ হইতে মেসেরবাসীদিগকে সর্ব্বদা সুশীতল রাখিবার জন্যই যেন জগৎবিখ্যাত নীলনদ মেসের রাজ্যের বক্ষ ভেদ করিয়া সাগরে মিশিয়াছে। এই মেসের রাজ্যেই হাজরাত ইউসোফ বিক্রীত হইয়াছিলেন,—এই মেসের রাজ্যেই নানা কষ্ট সহ্য করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যেই বনি ইশ্রাইলগণের মেসের আগমন। এ সকল বিষয় খোদাতায়ালা নিজ পবিত্র

বাক্য কোরাণ মজিদে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর এলাহি বিরোধী ফেরাউন মেসরের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে হাজরাত মুসা (আঃ) পয়গম্বরী পদ প্রাপ্ত হইয়া ফেরাউনকে সৎপথে আনয়ন করিতে মেসেরে আগমন করেন। ফেরাউন বার বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং মুসাকে প্রতারণা করিয়া বারম্বার বিরক্ত করায় এলাহির অভিপ্রায় হাজরাত মুসার হস্তস্থিত আশা (জেষ্টি)-র আঘাত সংকেতে যে নীলনদ এলাহিদ্রোহী ফেরাউনকে অগণিত সৈন্যসহ উত্তাল তরঙ্গঘাতে ডুবাইয়া জীবলীলা শেষ করিয়াছিল, সেই ভুবনবিখ্যাত নীলনদ প্রবাহিত মেসের রাজ্যে হাজরাত মোহাম্মদ প্রেরিত যে দূত গমন করিয়াছিল, সে দূতবর সহচর অনুচরবৃন্দসহ মেসের রাজ্যে গমন করিলে বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত রাজদরবারে নীত হইলেন।

মেসেরাধিপতি আগ্রহ সহকারে হাজরাতের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর দূতবরের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দূত মহামতি হাজরাত প্রদত্ত পত্র রাজসমীপে উপস্থিত করিয়া নিবেদন করিলেন।

পত্রেই সমুদয় বিবরণ ব্যক্ত করিবে। মৌখিক প্রকাশ দ্বিরুক্তি ও অতিরিক্ত মাত্র। মেসরের অধিপতি হাজরাতের পত্র বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া আদিঅন্ত অতি স্থিরভাবে পাঠ অন্তে ব্যক্ত করিলেন। "হাজরাত মোহাম্মদ ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রেরিত মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরপ্রেম জগতে অতুলনীয়। তাঁহার কার্য্য সকল ঈশ্বরানুগৃহীত না হইলে তিনি একা এক প্রাণী হইয়া এসলাম ধর্ম্মবিস্তারের সহিত এসলাম সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। তাঁহার গুণগৌরব ক্ষমতা ও কার্য্যপ্রণালী বিষয় একমুখে বর্ণনা করিবার আমার সাধ্য নাই। তিনি সর্ব্বাংশেই জগতের পূজনীয়। কিন্তু দূতবর। ধর্ম্ম অতি গুরুতর বিষয়। বিশেষ গভীর চিন্তা না করিয়া মতামত প্রকাশ করা অসাধ্য।"

এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়াই মেসররাজ, নানাবিধ উপঢৌকন হাজরাতের চরণ প্রান্তে উপস্থিত করিতে দূতবরহস্তে অর্পণ করিলেন এবং সানুনয়ে প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় শীঘ্রই করিব। দূতবর উপঢৌকন আদি লইয়া মেসের নগর হইতে সম্মানের সহিত বিদায় হইলেন।

যে দূত বসোরানগরে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তার দরবারে গিয়াছিলেন, সেই দূতবর বসোরায় গমন করিলেন রাজসংশ্রবী লোকমাত্রই তাঁহাকে হিংসার চোখে দেখিতে লাগিলেন। আদর অভ্যর্থনার নাম নাই। দূতবর বহু চেষ্টায় রাজদরবারে উপস্থিত হইতেই কার্য্যকারগণ বসোরার শাসনকর্ত্তার সম্মুখেই হাসি-টিট্কারি নানা প্রকারে বিদ্রুপ গ্লানিমিশ্রিত কথা স্পষ্টভাবে আকার ইঙ্গিতে কহিয়া শেষে কহিলেন, " মোহাম্মদ যাদুকর। মনোমুগ্ধকর বাক্য বিন্যাস করিতে পটু। বক্তৃতায় অজ্ঞলোকের মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে দক্ষ। এসলাম ধর্ম্ম নামে একটি ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া মদিনাবাসী নিরক্ষর মূর্খলোকের প্রীতিভাজন হইয়া খুব যশস্বী হইয়াছেন। যুবকদলে বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে মাতাইয়া

স্বকার্য্যসাধনের বিশেষ উপায় করিয়াছেন। বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও খুব চতুর। খুব ধড়িবাজ। আচ্ছা একহাত খেলিয়া মদিনার 'জাহেল' দলের পূজনীয় হইয়াছেন। ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বরী পদ লাভ করিতে বিশেষ যত্ন করিতে হয় নাই। এই প্রকার নানা অপকথার আলোচনার পর শাসনকর্ত্তা মহোদয় হাসি মুখে—কিন্তু ব্যঙ্গভাবে বলিলেন—"মদিনার দূতকে বিদায় করিয়া দেও। এ বিষম দূত! তিলার্দ্ধকালও এরাজ্যে অবস্থিত করিবার উপযুক্ত নহে। পত্রের উত্তর নাই। এই পর্য্যন্ত কথা।"

দূতবর কথায় কার্য্যে ব্যবহারে অপদস্থ হইয়া বস্রার রাজদরবার হইতে বিদায় হইলেন। সদলবলে নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত পথ ধরিয়া যাইতেছেন। কিছুদূর যাইতেই একটি পর্ব্বতের আড়াল হইতে বহুসংখ্যক বর্শাধারী মার মার শব্দে, মহাবেগে আসিয়া দূতদল প্রতি আক্রমণ করিল। প্রাণ ভয়ে অনেকেই পাহাড় পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা পালাইতে অবসর পাইল না, তাহাদের প্রাণ বর্শার অগ্রভাগে উড়িয়া গেল। দূতবরের দেহ বর্শাবিদ্ধ করিয়া বর্শাধারী অত্যাচারীদল জয় রব করিতে করিতে চলিয়া গেল। বস্রার শাসনকর্তার হাসি হাসি ইঙ্গিত আদেশেই যে এই অবৈধ নরহত্যা—মদিনার দূত হত্যার কারণ তাহা আর কাহাকেই বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহারা প্রাণভয়ে পালাইয়া পাহাড়, জঙ্গলে মাথা দিয়াছিল; তাহারা ছদ্মবেশে পথে-অপথে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বহু বিলম্বে মদিনার মুখ দেখিতে পাইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ সবল হইয়া সময়ে হাজরাত সমীপে সমুদায় বিবরণ সবিস্তারে নিবেদন করিল।

এই ঘটনার পর হইতেই মুসলমান খৃষ্টানে শত্রুতার সৃষ্টি। প্রথম অত্যাচারী কাহারা? দোষ কাহাদের? মুসলমানগণ যুদ্ধে কলহে বিবাদে কোনকালেই প্রথম পক্ষ নহে। হাঁ, অত্যাচারের মাত্রা যখন প্রবল হইয়া উঠে, আর সহ্য হয় না, তখন মুসলমান 'মনাফা' লাভ এমন কি "ফাও" সহ আসল আদায় করিয়া লয়।

অবশিষ্ট দূতদ্বয় মদিনায় আসিয়া রাজপ্রদত্ত উপঢৌকন আদি হাজরাতের গোচর করিলে, উপঢৌকনের সমুদায় অংশ সাধারণ ধনভাণ্ডারে দিতে অনুমতি করিলেন, কর্ম্মদ্দক অংশও নিজের জন্য রাখিলেন না।

দূতগণের আগমন, বসরার ঘটনার সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলেন না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইল না। ভাবে অনেকেই বুঝিল হাজরাতের মনে কি একটা চিন্তায় লহরী খেলিতেছি।

।। তৃতীয় মুকুল ।।

জন্মভূমি কাহার না আদরের? মানুষের ত কথাই নাই, —পশু, পক্ষী কীট-পতঙ্গগণ জন্মস্থানের মায়া মমতা বোঝে,—আদর যত্ন করে। কোন্ শাস্ত্রে বলিয়াছেন "জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী।" অর্থাৎ গৌরবযুক্ত, পূজনীয়, মহিমান্বিত, মাননীয়। কোন প্রাচীন

কবির জন্মভূমির কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। যথা— হাজরাত সোলেমানের অপূর্ব্ব সুখপ্রদ সিংহাসন হইতেও জন্মভূমি অতি উৎকৃষ্ট, সুখশান্তিময় প্রিয় স্থান জন্মভূমি কণ্টকাকীর্ণ অতি কদর্য্য হইলেও সুগন্ধিময় সুরঞ্জিত সুন্দর লতা সজ্জিত নয়ন-সুখ পরিবর্দ্ধক প্রীতিকর পুষ্পোদ্যান হইতেও আরামের স্থান।

হায়রে জন্মভূমি! জন্মভূমির দৃশ্য নয়ন-মন-প্রীতিকর। বসবাসে আনন্দে সুখচ্ছাসে হৃদয়ের শান্তি যাহার প্রীতিপদ স্থান, মহা পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, ধূলিমলা আবর্জ্জনা—প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণ রজত অপেক্ষাও মূল্যবান। পূতগন্ধবিশিষ্ট অপেয় জল, স্বর্গীয় সুগন্ধীময় বারি অপেক্ষাও সুমধুর। যাহার কর্দ্দমরাজী সুগন্ধী চন্দনসদৃশ। বনপুষ্প সকল নন্দনকাননের পুষ্প হইতেও আদরের। এ সকল কাহার পক্ষে? মাতৃদ্রোহী সন্তানের পক্ষে নহে, স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের পক্ষে নহে? জন্মভূমি-বৈরী নিষ্ঠুর পামরের পক্ষে নহে। এ দৃশ্য জন্মভূমির যথার্থ সন্তান প্রকৃত পুত্রগণের আর অতিপ্রিয় বংশধরগণের পক্ষেই শোভা পায়।

হাজরাত মোহাম্মদ (দঃ) শত্রুগণের শত্রুতায় পবিত্র জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগের পর, ছয় বৎসর অন্তর গত বর্ষে পর্ব্বোপলক্ষে সঙ্গিগণসহ যাত্রীর বেশে জন্মভূমির মুখদর্শন আশে গমন করিয়াছিলেন। কোরেশগণ মক্কার নিকটবর্তী স্থানে বাধা দিয়া নগরাভিমুখে তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দেন নাই। এই মাসে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ, মহাপাপের কার্য্য, তাই নিরুপায় হইয়া দশ বৎসরের জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। *সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে এবারে অর্থাৎ বারমাস পরে নিরস্ত্রভাবে মক্কায়, তীর্থদর্শন উপলক্ষে দলবলসহ যাইবার অধিকার আছে, কিন্তু যথেচ্ছ কাল থাকিয়া জন্মভূমি মুখদর্শন সাধ্য নাই। মাত্র তিন দিন জন্মভূমিতে বাস করিতে পারিবেন। সেই তিন দিন যে জন্মভূমির মুখ দর্শন, সুখসেব্য বায়ু রৌদ্র আহার্য্য ভোগ করিবেন, স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নয়ন মন শীতল করিবেন, এইক্ষণে সেই আশাই তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জন্মভূমির কথা হাজরাতের মনে পড়িতেই আর কি কথা আছে? সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমির মুখদর্শনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান ঘটনা ও কার্য্যের মীমাংসা ও উপদেশ কিছুই না করিয়া সমুদয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া মাত্র তিন দিন যে জন্মভূমির সেবা করিতে পারিবেন, তাহাতেই প্রাণ, মন ঢালিয়া দিয়া বহুসংখ্যক শিষ্যসহ সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে মক্কা যাত্রা করিবেন।

পথিমধ্যে বাধা বিঘ্ন কিছুই ঘটিল না। কোন অসুবিধা হইল না, দলবলসহ মহাহর্ষে মহানগরী মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ হর্ষ বা বিষাদ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। হাজরাত মোহাম্মদকে সাধারণ যাত্রীর ন্যায় সাধারণভাবে গ্রহণ করিলেন। ধর্মের ডঙ্কা স্বভাবতই বাজিয়া উঠে। সত্যের জয় বিনা চেষ্টায় প্রায় স্বভাবতই হইয়া থাকে। হাজরাত মোহাম্মদ অনুচরগণসহ, মক্কায় অবস্থিতি করিতেছেন, এই শুভবিজ্ঞাপন ডঙ্কা, ঘোর রোলে

---

*মোস্‌লেম বীরত্বের অষ্টম সোপান দেখুন।

বাজিয়া উঠিল। এস্‌লাম ধর্ম্মের সত্যতা দুন্দুভি ভেরি ইত্যাদি যেন নগরচতুর্দ্দিক হইতে স্বভাবতঃ বাজিয়া সর্ব্বসাধারণ জনগণকে আকুলিত করিয়া তুলিল। গৃহে, প্রাঙ্গণে, রাজপথে, শয়নশয্যায়, প্রান্তরে, শৈলশিখরে পর্ব্বতগুহায় নর-নারীমুখে এস্‌লাম ধর্ম্মের গুণ গরিমা বিশদরূপে বর্ণিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হাজরাতের প্রেরিত তত্ত্ব পয়গম্বরী বিষয় বিশেষরূপে সমালোচিত হইতে আরম্ভ হইল। অনেকের চিত্তক্ষেত্রে করুণাময় খোদাতালার সুদৃষ্টির সূক্ষ্মাগ্র অংশ দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে অঙ্কিত হইল ঃ—

"লা এলাহা এল্লাল্লাহ্
মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্।"

আর ভয় কাহার? দেবদেবী ঠাকুর দেবতা, জ্ঞাতি সমাজ এবং কোরেশগণের ভয় দূর করিয়া শত শত নরনারী হাজরাত মোহাম্মদের পদাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হাজরাতের সুজনতা, অমায়িক সহৃদয়তা, সরলতা, স্নেহ ও দয়া দেখিয়া, বিশেষরূপে হৃদবোধ করিয়া অনেক পাষাণ প্রাণ কোরেশের মন গলিয়া গেল। মহাবীর মোহাম্মদ খালেদ, যিনি ওহোদ যুদ্ধে পরাক্রম করিয়া মোসলেমগণের অতি বিধ্বস্ত শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আজ সেই মহাবীর খালেদ্ হাজরাতের বক্তৃতায় মজিয়া—সদ্ব্যবহার সরলতা এবং খোদা প্রেমে অনুরক্ত দেখিয়া, পৌত্তলিকতা অসার মিথ্যামূর্খতার আদর্শ বিবেক বুদ্ধির অন্তরায় বুঝিয়া, মহা আগ্রহে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাকবি আহম্মদ—যাহার রচনার কৌশলে বর্ণনার বৈচিত্র্যে শব্দযোজনার অপূর্ব্ব শক্তিপ্রভাবে, ভাব অর্থে বিদ্রূপ শ্লাঘার সুতীক্ষ্ণ বিষবাণে মোসলেমগণের হৃদয় যে বিদ্ধ হইতেছিল, রচিত পদ্যের এক একটি পদ সুধার ছুরিকা আঘাতের ন্যায় কলেজা পার করিতেছিল, এলাহিকৃপায় বিনা আহ্বানে আরবের সুবিখ্যাত মহাকবি আজ হাজরাতের চরণতলে সজল নয়নে মার্জ্জনাপ্রার্থী হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবু সুফিয়ান এবং দলের প্রধান প্রধান কোরেশগণ ইসলামধর্ম্মের অপূর্ব্ব আকর্ষণ শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়া মহাভয়ে আতঙ্কিত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, "হায়! একি ব্যাপার! একি কাণ্ড দেখিতেছি! অনুরোধ নাই, আহ্বান নাই, বলপ্রয়োগের কথা নাই, ভয় প্রদর্শন নাই,—তীর্থ যাত্রী, তাহারই উপদেশে তাহারই বক্তৃতায় স্বর্গীয় সুখশান্তির বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া, প্রাচীন-প্রবীণ শক্তিশালী বীর, সাধারণ যুবা —দলে দলে যুবতী বন্ধা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম্ম মনের আনন্দে গ্রহণ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! গতকল্য যে ব্যক্তি মোহাম্মদের শত কুৎসাপুরিত গান গাথা রচনা করিয়া গাহিয়া সহস্র প্রকারে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, আজ একি শুনিতেছি—হায়! হায়! একি শুনিতেছি। প্রাতে যাহার মুখে পূর্ব্বপুরুষানুমোদিত পূজিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের শত শত প্রশংসা ধর্ম্মের গুণানুবাদ ধর্ম্মরক্ষার্থে জীবনপণ! ধর্ম্মের নিকট জীবনের মূল্য কি? এই সকল মূল্যবান কথা শুনিয়াছি, দিবা অবসান হইতে না হইতেই একি শুনি? হায়! হায়! একি শুনি! সেই ব্যক্তিগণ মোহাম্মদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

কি গুরুতর ভয়ের কথা! কাল যে ব্যক্তি দেবদেবীর পদ চুম্বন করিয়া মাথা ঠুকিয়া দেবতার পদলেহন করিয়া দেবদেবীর পদপ্রান্ত গড়াগড়ী দিয়াছে, কত ভক্তিভাবে পূজার আয়োজন করিয়া পূজা করিয়াছে, আজ সেই ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ স্থাপিত গৃহদেবতা, পূজনীয় পরমেশ্বরকে সম্মার্জ্জনী দিয়া সম্ভাষণ করিয়া পদাঘাতে দূর করিয়া দিতেছে। কেহ ঘৃণার সহিত অতি কর্দয্য স্থানে দেবতাগণকে নিক্ষেপ, কেহ বা অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত করিতেছে। অধিক আশ্চর্য্যের কথা ধর্ম্মভীরু কোমলপ্রাণা কুলকামিনীগণ—হৃদয়ে স্তরে স্তরে, "পৌত্তলিক ধর্ম্ম অসার অকর্ম্মণ্য মিথ্যা" এই সকল কথা প্রবেশ মাত্রই যেন শঙ্কিত হইয়া, এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণে আকুলিতা করিয়া তুলিয়া মোহাম্মদের পদানত করিতেছে। কেহ পরকাল ভয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছে, এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তখনই যেন সুস্থির হইতেছে। একি কথা! গৃহ-দেবতাদিগের লাঞ্ছনা অবমাননা অমর্য্যাদার সীমা নাই। চিরকাল আদরে রক্ষিত—ভক্তিভাবে মহাযত্নে পূজিত—সেই দেবদেবীর মুখে আজ নিষ্ঠীবন—থুথু, কফ, কাশী গয়ায় নিক্ষেপ করিয়া মহানন্দে সুখভোগ করিতেছে। কোন কোন সীমন্তিনী দেবদেবীর নাক কান কাটিয়া রক্তরাগরঞ্জিত চরণে দলিয়া অতি জঘন্য স্থানে ফেলিয়া দিয়াছে। মোহাম্মদের কুহকমন্ত্রে—বক্তৃতারূপ মোহমন্ত্রের পেঁচাও পেঁচে, মহাপাপ ভয়ে কি ইহাদের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে? একেবারে হৃদয় ছাড়িয়া বোধশক্তির সীমার অতীত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। না—যায় নাই! ইহার পরিণাম আছে। এত বাড়াবাড়ির শেষ আছে। পূজনীয় দেবতাগণের এত অপমান আমাদেরই অসহনীয়। তাঁহারা দেবতা। কি কারণে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। নরাধমদিগের সমুচিত শাস্তির বিধান করিতেছেন না, কারণ কি? আক্ষেপের বিষয়-শত আক্ষেপের বিষয়! —উহারা শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবে। এদেশে সচরাচর যাহা ঘটে না তাহাই ঘটিবে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া উহাদিগকে সর্ব্বাংশে সবংশে নিপাত করিবে।"

কেহ বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে মোহাম্মদ অজেয়। মানবশক্তি তাহার ক্ষমতার নিকট কোন পদার্থেরই নহে। যাদুমন্ত্রে সে এতই পরিপক্ক যে, আজ পর্য্যন্ত তাহাকে কেহ কিছুতেই পরাস্ত করিয়া হীনবল করিতে পারিল না। প্রাণসংহার করা ত পরের কথা। কতবার কত প্রকার কত পথে তাহার প্রাণ সংহারের যোগাড়যন্ত্র করা গিয়াছে, কৈ কে কি করিতে পারিয়াছে? তাহার মস্তকের একগাছি কেশও উৎপাটন করিতে পারে নাই। এখন তার শক্তি অজেয়। রাজা বলিলেও হয়, সম্রাট্ বলিলেও হয়। যাদুমন্ত্রেও তাহার অসীম ক্ষমতা। যাহাই হউক,—এক্ষণে আমাদের আপন আপন ঘর রক্ষার উপায় উপযুক্ত মতে করিতে হইতেছে। যাহারা এস্‌লামধর্ম্মের পক্ষ হইয়া গৃহ-দেবতার অবমাননা করিতেছে, তাহারা কোথায় গিয়া বাঁচিবে? নিশ্চয়ই দেবতাদিগের ক্রোধে দৈবশক্তি তাহাদিগকে অচিরেই আক্রমণ করিবে, শাস্তির অবধি থাকিবে না। কর্ম্মানুযায়ী ফল অবশ্যই ফলিবে,—প্রাপ্ত হইবে। তবে যতদিন মোহাম্মদ এ নগরে থাকিবেন ততদিন দেবতাগণ

ঐসকল ধর্ম্মদ্রোহী, দেবতা-বিদ্বেষীদিগকে কিছু নাও বলিতে পারেন। কারণ, এ সকল বাজে দেবতা মোহাম্মদকে দেখিয়া নিশ্চয় ভর করিয়া থাকেন। মোহাম্মদের নামে কাঁপিতে থাকেন, তাহা না হইলে, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একটু নড়াচড়া, গাঝাড়া দিয়া খাড়া হইয়া চক্ষুরাঙানী, কি তাড়াহুড়া কিছুই করিতেছেন না। আমাদের রক্ষিত চিরপূজিত কারাগৃহের দেবতাদিগের নিকট মোহাম্মদ আসুন দেখি? হাবাল দেবের এক দৃষ্টিতে কোথায় ভস্ম হইয়া যাইবেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যাইবে না।"

আর একজন প্রাচীন প্রবীণ কোরেশ বলিলেন, "অহো ভ্রাতঃ! তাহাই বা কি করিয়া বুঝি! মোহাম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন, সে সময় কাবাগৃহের দেবতাদিগকে কত মন্দ বলিয়াছেন, কৈ তাঁহারা ত কিছুই করিতে পারিলেন না। মোহাম্মদের প্রাণ-বিনাশ জন্য কত পূজা করা হইয়াছে, সাত রাত সাত দিন ধন্না দিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া হইয়াছে, কৈ দেবতারা তা কিছুই করিলেন না?

—"আবু জেহেল" যুদ্ধযাত্রার সময় শত প্রকার ভোগ দিয়া, কত প্রার্থনা করিয়া করুণস্বরে কত কান্না কাঁদিয়া, যুদ্ধ জয় হইলে হীরামতির অলঙ্কারে মনোমত সাজাইবে আশা দিয়া, যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া মোহাম্মদের প্রাণবিনাশ করিতে পারিলে 'হাবালদেব' 'লাত' 'গৌরী' এই তিন প্রতিমার আপাদমস্তক হীরকাভরণে জড়াইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল—কি হইল? আবু জেহেলই পরাস্ত হইল; —প্রাণও হারাইল। এই সকল দেবলীলা, দেবমহিমা দেখিয়া আমাদের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এ কি ভাবের খেলা। দেব-দেবীর এ আবার কিরূপ লীলা? —এ দিকে মেরেকুটে সর্ব্বনাশ, —ওদিকে কথাটি নাই।"

প্রথম বক্তা বলিলেন—

"অহে! ও সকল দেব-লীলা ঠাকুরে খেলার কথা রাখিয়া দেও,—আমাদের দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ মোহাম্মদ সম্বন্ধে কি যুক্তি করিয়া আসিলেন, তাহাই শুনা যাউক। দেবতারা যাহা পারিবেন, যাহা করিবেন, তাহার নমুনা মোহাম্মদের মক্কা আগমনেই বুঝিতে পারিয়াছি।"

প্রাচীন প্রবীণ কয়েকজন কোরেশকে, কাবাগৃহের নিকটস্থ রাজপথপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আবু সুফিয়ান প্রভৃতি দলপতিগণ, তাহাদের নিকটস্থ হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আবু সুফিয়ান বলিলেন ঃ—

"মানুষের ভুল হয়। দেখুন! এত চিন্তা করিয়া সন্ধিপত্র লিখা হইল—মোহাম্মদকে নানা চক্রে ফেলিয়া এরূপভাবে সন্ধি করা হইল যে, নিয়ম ও সর্তগুলি সমুদায় আমাদেরই অনুকূলে। আমাদের স্বার্থ—পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিয়া সন্ধিপত্র পূর্ণ করা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় এ প্রথাটা কাহারও মনে উদয় হয় নাই যে, মোহাম্মদ অস্ত্রবিহীন হইয়া সঙ্গিগণ সহ যে তিন দিন মক্কা নগরে বাস করিবেন, সে তিন দিন মধ্যে তীর্থদর্শন, তীর্থের কার্য্যাদি সম্পন্ন করা ভিন্ন, কোন প্রকার বক্তৃতা কি ধর্ম্ম কোনরূপ উপদেশ অথবা ধর্ম্মপ্রচার করিতে

পারিবেন না। মক্কা অবস্থান কালে ঐ তিন দিনের মধ্যে কোন নর-নারীকে এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। অপর অপর যাত্রিগণ যেমন পর্ব্বোপলক্ষে নীরবে আসিয়া—নীরবে চলিয়া যায়, মোহাম্মদকেও সেই ভাবে আগমন, সেই প্রকারে গমন করিতে হইবে। সন্ধিপত্রে এই কথা লিখা থাকিলে কি উপস্থিত ঘটনা সকল এইক্ষণে ঘটিতে পারিত? যাহা হইবার হইয়াছে। গত বিষয়ে আর অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া কি করিব! কোন উপায় নাই। উপস্থিত কথার সিদ্ধান্ত ইহাই হইল যে—তিন দিনের অতিরিক্ত একদণ্ডও মোহাম্মদকে এ নগরে থাকিতে দেওয়া নয়। তিন দিন ত অতীত। এই সন্ধ্যার পর রাত্র, রাত্রের পরেই প্রভাত। কি জানি মোহাম্মদ যদি প্রভাতে নগর পরিত্যাগ না করেন, কি আরও দুই এক দিন থাকিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদের নিকট সময় চাহিয়া পাঠাইলে সময় না দেওয়া অসরল ভাবের লক্ষণ বুঝাইবে, তাহাতেই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, রাত্র প্রভাত হইলেই তাঁহাকে জানান হইবে যে তিন দিন অতীত হইয়াছে, আপনি নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন। একথা বলিলে, আর তিনি তিলার্দ্ধ কালও এ নগরে বাস করিবেন না। তাঁহার যে কথা সেই কার্য্য। দুই এক দিন থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও সে কথা আর মুখে আনিবেন না, নগরেও থাকিবেন না।

কারণ—তাঁহার প্রস্তাবের আগেই যদি আমরা তাঁহাকে যাইতে বলি তিনি অবশ্যই যাইবেন। থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও আর সে কথা মুখে প্রকাশ করিবেন না। যাই হউক আগামী কল্য অতি প্রত্যুষে মোহাম্মদকে এ নগর হইতে যাইতে অনুমতি করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত কালও মক্কায় থাকিতে দেওয়া হইবে না। অগ্রে বুঝিতে পারিলে তিন দিন নগরে থাকার কথায় কখনও স্বীকার হইতাম না। নিতান্তই অবোধ ও অদূরদর্শী আহম্মকের ন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। বৎসরে বৎসরে এইরূপ তিন দিনের জন্য মক্কায় আসিলে আমাদের আর কিছুই থাকিবে না।"

যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই দণ্ডায়মান ছিলেন—কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন,—

"কি বলিতেছেন? সত্য সন্ধান কি কিছু প্রাপ্ত হন নাই? বৎসরে বৎসরে তিন দিনের জন্য আসিলে, "থাকিবে না" বলিতেছেন? সে কি কথা? এবারেই যে প্রায় যায় যায় হইয়াছে।"

আবু সুফিয়ান দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, —"সেইজন্যেই ত বলিতেছি। আগামী প্রত্যুষেই নগর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। আগামী বৎসরে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায়ও করিতে হইবে।"

পূর্ব্ববক্তা একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আবু সুফিয়ান! এখন আর কি উপায় করিতে পার? সন্ধিভঙ্গ না করিতে পারিলে আর কোনওরূপ আশা—মনের কোণেও স্থান দিও না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা ভাবিয়া রাখিও, —আক্রমণের ক্ষমতা জন্মিল না, —সন্ধিও

ভঙ্গ হলই না। মোহাম্মদ এবারে যেমন আসিয়াছেন, আবারও আসিবেন। সন্ধিমত্যানুসারে যাত্রীর বেশে নিরস্ত্র হইয়া কতক সঙ্গিগণসহ নগরে আসিলেন। তোমরা বাধা দিতে পার না—বাধা দেওয়া হইল না, নির্ব্বিঘ্নে মক্কানগরে আসিয়া আড্ডা গাড়িলেন। তৎপর দিনই সশস্ত্র মোস্‌লেম-বাহিনী ভীম পরাক্রমে আসিয়া যদি তোমাদিগকে আক্রমণ করে তখন তোমরা কি করিবে? তোমরা অপ্রস্তুত, তোমরা নিরস্ত্র;—তাহারা সাজিয়া গুজিয়া অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিবে। তোমরা যদি বাধা দিতে সাহসী হও,—বাধা দিতে পারিবে না; —তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না। তোমরাই সন্ধি ভঙ্গ করিতেছ বলিয়া মোহাম্মদের সঙ্গিদল তোমাদের পশ্চাৎ হইতে স্পষ্টভাবে আক্রমণ করিবে। ভায়া! তখন উপায়?"

আবু সুফিয়ান একথার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, —"যাহাতে সন্ধি ভঙ্গ হয় অগ্রে তাহারই চেষ্টা করিব। এখন সে সকল কথার আলোচনা করা হইবে না। মোহাম্মদ নগর পরিত্যাগ করিলে মনের কপাট খুলিয়া সকলে একত্রে পরামর্শ করিব। স্থূল কথা, এ সন্ধি ভাঙ্গিয়া নূতন সন্ধির বিধানে মোহাম্মদকে বাঁচিতে হইবে। এইক্ষণে এই স্থির হইল রাত্রি প্রভাত মাত্রেই মোহাম্মদকে নগর ছাড়িয়া যাইবার আদেশ করা যাইবে।"

"তাহা করুন। কিন্তু নগরের অনেক নর-নারীর মনের ভাব অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছে। মুখে যাহাই বলুক,—অনেকেই হৃদয়ের সহিত মোহাম্মদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা প্রকাশ্য এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ত আমাদের দল চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছে;—অনেকেই যায় যায় করিয়া স্থির করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর দুই একদিন মোহাম্মদ এই নগরে থাকিলে নগরবাসিমধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ নরনারী তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।"

আবু সুফিয়ান বিমর্ষভাবে বলিলেন, —দেখা যাক্, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? প্রত্যুষের কার্য্য যেন, কার্যকর্ত্তাগণ অতি প্রত্যুষেই সাধনা করেন।"

এই কথা স্থির করিয়া কোরেশগণ স্ব স্ব গম্য পথে গমন করিলেন। আরব-গগনের সূর্যও মানব-চক্ষের অন্তরাল হইল।

।। চতুর্থ মুকুল ।।

রজনী প্রভাত হইলে, হাজরাত মোহম্মদ মদিনা যাত্রা না করিয়া, কোরেশগণের আহারের যোগাড় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব এই যে ভ্রাতৃভাব দেখাইয়া কোরেশগণের মনের ভাব—শক্রতা ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সদ্ভাবে বাধ্য করিতে পারিলে কার্য্যাসিদ্ধির উপায় হইলেও হইতে পারে। একত্র আহারবিহারে শক্রতাভাব অনেক পরিমাণ হ্রাস হইয়া—একটু ভালবাসা ভাব যে না জন্মে তাহা নহে। পরস্পর একত্র আহার—সৌহৃদ্যভাবের প্রধান লক্ষণ। অদ্যকার দিনটা থাকিয়া কোরেশদিগকে পরিতোষ

রূপে আহার করাইব। এই একদিনের জন্যও কোরেশদিগের অনুমতি আবশ্যক। এখনি প্রধান প্রধান কোরেশদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইতেছি। আহারের নিমন্ত্রণ জন্য লোক পাঠান আবশ্যক। তখনি আহারের নিমন্ত্রণ ও একদিন থাকিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে কোরেশদিগের নিকট জনৈক প্রধান কার্য্যকারক প্রেরিত হইল। আহার্য্যসামগ্রীসকল ভারে ভারে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। হাজরাতের বস্ত্রাবাসে কোরেশদিগের আহারের আয়োজনে মোস্‌লেমগণ প্রাণপণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এত ঝগড়া বিবাদ, মারামারি কাটাকাটি,—শত্রুতা ভাব ভুলিয়া, ভ্রাতৃভাবে কোরেশদিগের সহিত একত্র আহার করিবেন, মোস্‌লেমগণ এই অভাবনীয় আনন্দে মহা আনন্দিত হইয়া, আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুতের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন সময় কোরেশ দলপতিগণের আদেশপত্র আসিয়া উপস্থিত। পত্রের মর্ম্ম এই,—

"সন্ধিসূত্রে আপনি তিন দিন তিন রাত অত্র নগরে অবস্থিতি করিবেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখনও নগর পরিত্যাগের কোন উদ্যোগ করিতেছেন না, কারণ কি? ইহার উত্তর চাহিতেছি। তিলার্দ্ধকাল এ নগরে আর অবস্থিতি করিতে পারিবেন না। আপনি মক্কাবাসীদিগের আহারের জন্য উদ্যোগী হইয়া নিমন্ত্রণ করিতেছেন, আপনার নিমন্ত্রণ কেহই গ্রহণ করিবেন না। কোরেশবংশের একটি বালকও আপনার প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, চক্ষেও দেখিবেন না। আপনি এই আদেশপত্র প্রাপ্তমাত্র সঙ্গিগণ সহ এ নগর পরিত্যাগ করিবেন।"

হাজরাত মোহাম্মদ কোরেশ-দলপতিদিগের এই আদেশপত্র জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থানে আঘাত লাগিল। মনের বিকারে চক্ষুর্দ্বয় হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। আশা করিয়াছিলেন যে, একটা দিন থাকিয়া কোরেশদিগকে পরিতোষ রূপে আহার করাইয়া সৌহার্দ্দ্য ভাব স্থাপন করিবেন, তাহা ঘটিল না। চক্ষের জল ফেলিয়া, তখনি মদিনা গমনোদ্যোগী হইলেন,—তখনি বস্ত্রাবাস ভগ্ন করাইয়া বিষাদবদনে উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। সঙ্গী সহচরগণকে যথাসাধ্য শীঘ্র শীঘ্র আসিতে অনুমতি করিলেন।

যাইতে যাইতে কাবাগৃহের নিকট আসিলে, তাঁহার মনে নানা কথার উদয় হইল। খোদাতালার নির্দ্দিষ্ট গৃহে দেব-দেবীর অবস্থান দেখিয়া আরও আকুলিত হইলেন। অজ্ঞ জ্ঞাতিগণ ঠাকুর দেবতার আরাধনা করিয়া অদ্বিতীয় এলাহির নামে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, —অদ্বিতীয় ক্ষমতায় দোষারোপ করিয়া অবমাননা করিতেছে। এই সকল কথা মনে হইয়া হাজরাতের উভয় চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা বহিতে লাগিল। আরও কথা মনে হইল যে, হা! এতদিন পরিশ্রম, প্রাণপণ যত্ন, যথাসাধ্য চেষ্টা, নানা প্রকারের যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করিয়াও খোদাতালার নির্দ্দিষ্ট গৃহ হইতে প্রতিমা—পুতুল অপসারিত করিতে পারিলাম না। খোদাতালার একত্ব নাম, জন্মভূমিতে আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রচার করিতে পারিলাম না। হায়! হায়! খোদার গৃহে প্রতিমা!! কোরেশরা প্রতিমাপূজক!! আজ পর্য্যন্ত জগৎ হইতে এই দুইটি কথা সরাইয়া, "লা এলাহা এল্লাহ" কালেমায় জন্মভূমিকে চৈতন্য করিতে পারিলাম না। এই সকল কথা মনে করিয়া হাজরাত একেবারে অধীর হইয়া

পড়িলেন। এত দীর্ঘ সময় অতীত হইল, জন্মভূমির দুর্দ্দশা মোচন করিতে পারিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন। নয়নজল গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষোপরিস্থ বসনে পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে বিশেষ পরিচিত স্থানসকল প্রতি, জলভরা আঁখির দৃষ্টি পড়িতেই মনের আগুন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! প্রকাশ করিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়। আক্ষেপ! আমাদের শত আক্ষেপ! হায়! যাহার পূর্ব্বপুরুষ মক্কা নগরের অধিকারী ছিলেন, —সেই মহাপুরুষ এস্মাইলের বাল্যজীবনে তাঁহার পূজনীয় জননী বিবি হাজেরার আদেশে এই নগরের প্রথম পত্তন, জনপদের সূত্রপাত। হায়! তাঁহারই বংশধর হাজরাত মোহাম্মদের আজ এই অপমান। সেই মহাপুরুষ এস্মাইল ও তাঁহার পিতা হাজরাত এব্রাহিম খলিলাল্লহ হস্তেই কাবাগৃহের ভিত্তিস্থাপন,—তাঁহাদের হস্তেই নির্মাণ, —সেই পিতাপুত্রের হস্তেই প্রথম নির্ম্মাণকার্য্য শেষ। সেই একেশ্বরবাদী পিতা-পুত্র গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া অদ্বিতীয় এলাহির উপাসনাই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরেও কত যুগ যুগান্তর একেশ্বরবাদ উপাসনা গৌরবেই কাবাগৃহের গৌরব বৃদ্ধি। হায়! আজ সেই খোদাতালার নির্দ্দিষ্ট গৃহের এই দুর্দ্দশা! খোদার গৃহে প্রতিমা! হাজরাত এস্মাইলের বংশধরগণ প্রতিমাপূজক! হাজরাত মোহাম্মদ ঐ সকল পাপ তাপ বিদূরিত করিতেই খোদাতালার কৃপায় কোরেশবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এলাহির কার্য্যসাধন জন্যই তাঁহার আজ এই অপমান!! জন্মস্থান হইতে প্রকাশ্যভাবে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক নগর হইতে বহিষ্কৃত। দয়াময়ের কার্য্যসিদ্ধি হেতুতেই সন্ধি। সেই সন্ধি সম্বন্ধেই জন্মভূমি মক্কানগরে মুহূর্ত্তকালও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। হায় জগৎ!!

হাজরাত মোহাম্মদ সজলনয়নে জন্মস্থান বাল্য-ক্রীড়াভূমি দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। এত মনঃকষ্টমধ্যেও পলে পলে অনুপলে খোদাতালার নাম কায়মনে স্মরণ করিতেছেন। দয়াময়ের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াও এ পর্য্যন্ত মূল কার্য্যের কিছুই করিতে পারিতেছেন না। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপে দেখিতেছেন, যাইতেছেন, মনে মনে আক্ষেপও করিতেছেন।

সন্ সন্ শব্দে বায়ু বহিতেছে। হাজরাতের অপমানে পথিপার্শ্বস্থ খেজুর বৃক্ষসকল উষ্কশুষ্ক ঝাক্ড়া চুলে বায়ুবেগে পাগলের ন্যায় মাথা নাড়িয়া মনের দুঃখ স্বাভাবিক অব্যক্ত রবে পবনদেবকে ডাকিয়া জ্ঞাপন করিতেছে। ক্রমেই বায়ুবেগ বৃদ্ধি। হাজরাতের অপমানজনিত বৃক্ষগণের দুঃখবেগ আরও বৃদ্ধি। হাজরাতের উষ্ট্রের গতির বিরাম নাই,—ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ বায়ুবেগের মধ্যে স্বাভাবিক আক্ষেপ উক্তিসহ কথার আভাস যেন হাজরাতের কর্ণকুহরে সাঁ সাঁ শব্দে প্রবেশ করিল। প্রবেশমাত্রই হাজরাতের মনের কথা—মনের অন্য অন্য ভাব যেন তখনি সরিয়া গেল। বায়ুপ্রবাহে কর্ণ কুহরে যেন শব্দাঘাত প্রবেশ করিতে লাগিল। সে শব্দের যেন অর্থ আছে। মনোনিবেশ পূর্ব্বক কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। বাতাসে যেন শব্দগুলি বহিয়া বহিয়া আনিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিতেছে। শব্দ যেন বলিতেছে—

"আমি খোদাতালার নির্দ্দিষ্ট গৃহ; —আমি জগতমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র পুণ্য গৃহ। জগতে

বিখ্যাত। আমি অপবিত্র হস্তে নির্ম্মিত। পবিত্রস্থানে স্থাপিত। পবিত্র জলে বিধৌত। আমার চতুষ্পার্শ্বে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত। আমার নিকটে কোন পুষ্পোদ্যান নাই। অথচ আমার দেহবিনির্গত স্বাভাবিক স্বর্গীয় সুসৌরভে নগরময় আমোদিত—প্রফুল্লিত। আল্লার সেবগণের নিষ্ঠীবন—কফ, কাসি, বুক পাতিয়া ধারণ করা সত্ত্বেও আমি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত। আপনারই পূর্ব্বপুরুষ-হস্ত-নির্ম্মিত—স্থাপিত; —পূজনীয় ভাবে সংরক্ষিত। পবিত্র কিরণে আমার দেহকান্তি উদ্ভাসিত। আমিই এস্‌লাম জগতে সর্ব্বপ্রধান পুণ্যতীর্থ। স্বর্গীয় প্রস্তর হাজরাল অসুদ "রোকনে ইমানি" আমারই ক্রোড়ে রক্ষিত। আমারই নিকটে পবিত্র "জামজাম" উৎস সগৌরবে প্রকাশিত। আমারই সংস্রবে পাপবিমোচন "আরাফাত" গিরি বিরাজিত। সাফা-মারওয়া-পবিত্র-শিখরদ্বয় সংশ্রিত। আমারই সম্মান রক্ষা হেতু, রাজা আবরাহায় অশীতিসহস্র বৃহৎকায় বারণ ক্ষুদ্র পক্ষী আবাবিল-চঞ্চুনিক্ষিপ্ত প্রস্তর কণিকায় সমূলে নিহত। হায়! এইক্ষণে আমার এই দুর্দ্দশা! আর কত কাল এই পাপভার বহন করিব! তিনশত ষাট প্রতিমা আমার বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল প্রতিমার পদতলে, —হে মোহাম্মদ তোমার আত্মীয় স্বজন, সে সময় দেবদেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, সে সময় আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোন সময়ে দলে দলে আসিয়া পুতুলগুলার পায়ের নিকট মাথা রাখিয়া কত কি বলিতে থাকে। সে দৃশ্য দেখিয়া ভূকম্পনের ন্যায় আমার সর্ব্বদেহ কম্পিত হয়। অয়ে হাবি এলাহি! আমায় রক্ষা কর। প্রতিমার পদতলে দলিত অবস্থা হইতে আমাকে মুক্ত কর। এলাহির অবমাননা অসহনীয়। প্রার্থনার ফলে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াও, আমার দুঃখ দূর হইল না। মোহাম্মদ! প্রতিমার ভোগের সময় শঙ্খঘণ্টা বাদ্যবাজনার মধ্য হইতে আমাকে পৃথক কর। প্রতিমার সহিত ঐ সকল বাজনা আমা হইতে চিরকালের জন্য দূর কর।

হাজরাত স্থিরকর্ণে এই সকল শব্দ শুনিয়া কায়মনে খোদাতালার প্রতি নির্ভর করিলেন। মনের যত কথা সেই একমাত্র শ্রোতার নিকট নিবেদন করিয়া সজলনয়নে মদিনাভিমুখে চলিলেন। সহচর অনুচরগণও ম্লানমুখে শ্রেণীবদ্ধরূপে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

।। পঞ্চম মুকুল ।।

এস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষমতা অসীম। নীতিরীতি পদ্ধতি অতি চমৎকার। বিধি বিধান ব্যবস্থা অতি উদার। কোন কারণে, কোন বিষয়ে, কোন স্থানে, সঙ্কুচিত ভাবের আভাস পাওয়া যায় না। অক্ষম, অপারগতা, আবদ্ধতার নামগন্ধ চক্ষে পতিত হয় না—ধ্বংস, বিনাশ-হ্রাস অথবা শক্তিহীনতার কোন উপকরণ কারণ, উপায়, পথ, সন্ধান, কোথায়ও কিছুই দেখা যায় না।

মোসলেম-হৃদয়ে ঐশী সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রভা, সদা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সতেজে বিরাজমান। মাংসপেশী, অন্ত্র, তন্ত্র, ধমনী মধ্যে শোণিত সঞ্চারণ, প্রবাহক্রিয়া, বিধর্ম্মী অপেক্ষা ভিন্ন

প্রকার। কারণ, স্বাভাবিক উত্তপ্ত তেজে মোসলেম শোণিত বিন্দু—সর্ব্বসময়ে, উত্তেজিত, সম্পূর্ণ উষ্ণতা রক্ষা করিয়া দেহরাজ্যে প্রবাহিত। সৃষ্টিকর্ত্তা এলাহি প্রতি, মনে মুখে অটল বিশ্বাস। ভক্তি অপরিসীম। তিনি যে একা, এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী জগৎপ্রভু, একথা মোসলেম হৃদয়ে পাষাণাঙ্কনে সমঙ্কিত। ভাল মন্দ সমুদায় কার্য্যই সেই অনন্ত মহাপ্রভুর অনুমোদিত। ভাগ্যফলকের তারতম্য ইতর বিশেষ, ভিন্নভেদ, দুঃখ সুখ, সমুদায় সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অন্তর্ভূত—কর্ত্তৃত্বের আয়ত্ত। শত্রুতা, সহৃদয়তা, বন্ধুতা, ভালবাসা, প্রেম প্রণয়, বিরহ, বিচ্ছেদ, জন্মমৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয়, সম্পদ বিপদ, মানমর্য্যাদা অপমান, সুখ্যাতি কুখ্যাতি, কলঙ্ক গৌরব ইত্যাদি সকলি সেই পূর্ণজ্ঞানময়, ইচ্ছাময় সর্ব্ববিজয়, সর্ব্বরক্ষক—সর্ব্বসংহারক খোদাতালার অনুমোদিত ও আদাসের আভাস। সেই দয়াময় জগৎপতি এলাহিই আদম সন্তানকে, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনে, জনে আদরণীয়, মানবসমাজে মাননীয় করিয়া উন্নত করান; আবার তিনিই তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবের বাতাস বহাইয়া অপদস্থ পঙ্কিলে ডুবাইয়া নীচ হইতে অতি নীচ করিয়া তোলেন, আবার সেই দয়াময় করুণানিধান এলাহিই আদম পুত্রগণকে বিশুদ্ধভাবে পবিত্রতার সহিত রাখিয়া পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করান। চিরশত্রুমুখে শতপ্রকার সুখ্যাতির গান ধরাইয়া আকাশে উঠাইয়া দেন। সময়ে আবার তিনিই সেই যশস্বী উন্নত উচ্চচূড়ারোহী মানবকে সৎ অসৎ পরিজ্ঞানবিহীন পশু হইতে অধম করিয়া জরাজীর্ণ দেহে দীনহীন কাঙালীর বেশে পথে পথে ভ্রাম্যমান বালকগণ দ্বারা ধূলি কঙ্করে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করাইয়া দশজনকে দেখাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কথা নহে;—এক প্রকার অসাধ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান সীমার বহির্ভূত।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্তরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিশ্বাসরূপ কঠিন অস্ত্রে খোদিত, তাঁহারা কোন কারণে বিচলিত হইবার নহেন। জগৎ-সুখে আত্মহারা হইয়া কঠিন শাস্তিদাতা সৃষ্টিকর্তা, এলাহিকেও ভুলিবার পাত্র নহেন। স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনার ত্রুটিতে এই কার্য্যে ক্ষতি, এই কার্য্যে লাভ, এ গৌরব আক্ষেপ মোসলেম-অন্তরে স্থান পায় না। মনুষ্য-স্বভাব-দোষে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মনে উদয় হইলেও তাহা বেশীক্ষণ মনে স্থান পায় না। সুখ-দুঃখ—ভালমন্দ, সকলি সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিপ্রতিই সম্ভবে। তাঁহার কৃপার উপরেই নির্ভর করে। মানুষের কোন সাধ্য নাই। এই বিশ্বাস মোস্‌লেম হৃদয়ে সর্ব্বদা সচেতন ভাবে অবস্থিত।

আর একটি অপূর্ব্ব বিশ্বাস মোস্‌লেম-হৃদয়ে অটল ভাবে আবদ্ধ,—যাহা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মনে বোধ হয় কখনই স্থান পায় না। যথা—"খোদাতায়া'লা আমার সম্বন্ধে যাহা করেন, সে সমুদায়ই আমার শিক্ষা লাভ,—ভবিষ্যতে সতর্ক সাবধান, এবং ভালর জন্যই করিয়া থাকেন।" কারণ, মন্দ অভিপ্রায় তাঁহার অভিপ্রেত নহে। মানব-জাতির কল্যাণকামনাই তাঁহার বাসনা। পক্ষ-বিপক্ষ, শত্রু মিত্র ভেদে, ভিন্ন ভেদ নাই। তাঁহাকে অবমাননাকারী, অস্বীকারী, পুত্র কন্যা পরিবার পরিজনধারী বলিয়া, শত শত প্রকারে অবজ্ঞা

নিন্দাকারীর প্রতিও তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষের কারণ নাই। তিনি আমারই নিজস্ব নহেন, সকলেরই মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। সেই মঙ্গললাভ আশায় হস্তপদ অচল করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকা মানবের কর্ত্তব্য নহে। তোমার মঙ্গল চিন্তা উন্নতি পথ বুদ্ধি বিবেচনায় নির্দ্ধারিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; এলাহির অভিপ্রেত হইলে, অবশ্যই সে কার্য্যে,— তোমার নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে। তাঁহার অভিমত না হইলে শত প্রকারে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।। কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে এলাহির অভিমত-অভিপ্রায় জানিবার সাধ্য নাই। অদৃষ্ট-ফলকের লিখিত কথার মর্ম্ম কাহার বুঝিবার ক্ষমতা থাকা ত দূরের কথা, —অক্ষরপরিচয়শক্তিও কাহার হয় নাই। অদৃষ্ট-ফলকের কোন্ ভাগে কোন্ কি অংশে লিখিত আছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় তৎপ্রতি অনির্দ্দিষ্ট নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ফলাফল কর্ম্মফলানুযায়ী যাহা ফলিবার তাহা অবশ্যই ফলিবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিষ্কর্ম্মা নিশ্চেষ্টিত আলস্যের দাস হইয়া—হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। এলাহিরও অভিপ্রেত নহে।

মদিনাবাসী মোস্‌লেমগণের মনে এই ধারণাই প্রবল। তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। এস্‌লাম-নীতিই মোসলেমগণের অন্তরের স্থায়ী আশা। তাহার পর প্রতিশোধ লওয়ার কথাটা দিবারাত্র অন্তরে অন্তরে সজীব ভাবে জাগ্রত। মক্কানগর হইতে মোস্‌লেমগণ মদিনায় আসিয়া কয়েক সপ্তাহ পর, একদা অনেক প্রধান নগরবাসী একত্র বসিয়া দুইটি বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১ম বিষয়—বস্রার শাসনকর্ত্তার ব্যবহার। কৌশল করিয়া দূত হত্যা। ২য়—মক্কাবাসী কোরেশদিগের ব্যবহার। অপমানের সহিত মদিনাবাসিগণকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করা। এই দুইটি গুরুতর বিষয় আন্দোলন আলোচনা হইয়া সাব্যস্ত হইল। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ—নিরুপায়। দশ বৎসর কাল অপেক্ষা। সন্ধিসর্ত্ত হাজরাত কখনই ভঙ্গ করিবেন না। মক্কার ঘটনায়, অবশ্যই মোস্‌লেগণের কোনরূপ সুফল নিহিত রহিয়াছে। দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে, হাজরাতের বাক্যও রক্ষা করিতে হইবে—নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকাও এলাহির আদেশ নহে। উদোগবিহীন হইয়া শুধু অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করাও মোস্‌লেমগণের কার্য্য নহে। একথা শতবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, অদৃষ্টলিপি খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু মানবের কর্ত্তব্য—উদ্যোগী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা। এলাহির অভিপ্রায় হইলে, অবশ্যই অদৃষ্টলিখিত কর্ম্মফলানুযায়ী ফল পরিভোগে আসিতে পারে। অদৃষ্টের প্রকৃত অর্থ চিন্তা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে, কোন কারণেই মনঃকষ্ট পাইতে পায়না।

সময়ে এই সকল কথা হাজরাত মোহাম্মদের কর্ণগোচর হইল। মদিনাবাসীরা বস্রার শাসনকর্ত্তার ব্যবহার—দূত-হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিশেষ উত্তেজিত ভাব প্রকাশ করিতেছে। মক্কার কোরেশগণ যে প্রকার অবমাননা করিয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহারা সকলে এক ঐক্যে একবাক্যে বলিতেছে যে, আমরা কেবল

হাজরাতের মুখের দিকে আদেশের অপেক্ষায় মনের কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক নগর পরিত্যাগ না করিলে কোরেশরা বল প্রয়োগে আমাদিগকে অপমানের সহিত বাহির করিয়া দিতে পারিত না। সন্ধিসূত্রে হাজরাত আবদ্ধ আছেন, দশ বৎসরের মধ্যে মক্কাবাসীদের সহিত কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন না, সেই অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়াই আমরা মাথা হেঁট করিয়া সর্ব্বপ্রকার অপমান সহ্য করিয়াছি। কিন্তু বস্রার শাসনকর্ত্তার ব্যবহার অসহনীয়; —কিছুতেই সেই অবৈধ নরহত্যার কথা,—নীতি বিরুদ্ধ দূত-হত্যার কথা মন হইতে সরাইয়া দূরে রাখিতে পারিতেছি না। যাহা কোন শাস্ত্রে নাই, বিধিব্যবস্থায় নাই—বস্রার শাসনকর্ত্তা নিজ গৌরব ও ক্ষমতায় তাহাই করিল। নিরপরাধে গোপনে গুপ্তহন্তা দ্বারা ডাকাতের মত মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিল। ইহা কি সহ্য হইবার কথা—ইহার প্রতিশোধ কি লইব না? আমরা কি দুর্ব্বল? আমরা কি কাপুরুষ? গর্দ্দান পাতিয়া অপমান সহ্য করিব?

আমরা বস্রার শাসনকর্ত্তার সহিত কোনরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হই নাই। তবে কি বস্রার শাসনকর্ত্তা হইতে আমরা হীনবল যে, হীনতা হেতু মাথা নোয়াইয়া তিনি যাহা করিবেন তাহাই মানিয়া লইয়া সহ্য করিব? তাহা কখনই হইবে না। মোস্‌লেম বীরত্ব কি সন্ধিসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে? এস্‌লামধর্ম্মের উন্নতির সীমা কি এই পর্য্যন্তই শেষ হইয়া যৎকিঞ্চিৎরূপে জগতে পরিচিত হইল? কখনই নহে! আমরা সেই পাপিষ্ঠ বস্রাধিপতিকে একবার দেখিব স্থির সিদ্ধান্ত—প্রাণপণ। এইক্ষণে কেবল হাজরাতের আদেশের ও আশীর্ব্বাদাপেক্ষা, আর সর্ব্বকার্য্যের মূলাধার অনন্তশক্তির আধার দয়াময় এলাহির ইচ্ছা।

হাজরাত মোহাম্মদ মোস্‌লেমগণের মনোগত ভাব পরস্পর শুনিয়া গুপ্ততত্ত্বে সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া কয়েকদিন চিন্তার পর একদিন প্রকাশ্যভাবে শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন—

"বস্রার, শাসনকর্ত্তার প্রতিকূলে যে কারণে দাঁড়াইতে চাহিতেছ তাহা অন্যায় নহে। তবে তোমাদের এই ক্ষণে উপস্থিত অবস্থায় অনেক অভাব, বহু ক্রটী দেখিতেছি। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া পরে অন্য কথা—

আরও কথা! রাজনীতিক্ষেত্র বড়ই কঠিন। বাধা বিঘ্ন সঙ্কট কণ্টকাকীর্ণ, নানা শ্রেণীর বিপক্ষতাবর্জ্জনা পরিপূর্ণ। সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নহে। বিশেষ সাবধান সতর্কে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বস্রা রাজ্য তুরস্ক-সম্রাটের অধীন রাজ্য। বস্রার শাসনকর্ত্তা তুরস্কের আজ্ঞার অধীন। সম্রাট্ হিরাক্লিয়াসের রাজ্যই বস্রারাজ্য। শাসনকর্ত্তাও তাঁহারই নিয়োজিত। এ অবস্থায় আমাদের দূত-হত্যার বিষয় প্রথম তুরস্ক সম্রাট্‌কে জ্ঞাপন করিয়া বিচারপ্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য। দেখি তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন। বস্রা আক্রমণে মোস্‌লেমগণ অভিযান করিলেই তুরস্ক সৈন্য-সামন্তগণই অগ্রে আসিয়া বাধা দিবে। বস্রার কথা আর মোস্‌লেমগণের মনে থাকিবে না। তুরস্কের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইবে। কাপুরুষ দস্যুর গুপ্ত কারণে তুরস্কের সহিত সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে। আমার বিবেচনায় মদিনার সাধারণ সভা হইতে দূত-হত্যা—নিরপরাধ

সঙ্গী কয়েকজন হত্যার বিচারপ্রার্থী হইয়া সভা কর্ত্তৃক অনুরোধ পত্র সহ একজন বিচক্ষণ দূত তুরস্করাজদরবারে প্রেরিত হউক। তুরস্করাজ কোন্ পথে চালিত হন, ভালমতে বুঝিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব। এই সময়ের মধ্যে তোমাদের অভাব পরিপূরণ ক্রুটী সংশোধন করিয়া প্রস্তুত হইবে।

হাজরাতের আদেশে মোস্‌লেমগণ বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। সাধারণতন্ত্রের সভ্যগণ, প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ হাজরাতের মনোগত ভাব বুঝিয়া, সভায় প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন, অনুমোদন কার্য্য শেষ হইয়া উপযুক্ত দূত মনোনয়নে সাধারণ সভাকর্ত্তৃক তুরস্কে দূত প্রেরিত হইল।

।। ষষ্ঠ মুকুল ।।

মদিনাবাসী মোস্‌লেমগণ হাজরাতের উপদেশ ও আদেশাভাসে সংস্কার সংগ্রহ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তীব্রগতিতে কার্য্য পরিচালন হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে প্রেরিত দূতবর, কোস্তনতুনিয়া হইতে নিরুৎসাহে মলিন বদনে, ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

দূতবর মদিনায় আসিয়া সাধারণ তন্ত্র সভার গোচরে বিশেষ দুঃখিত ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, রীতিমত অভ্যর্থনায় সম্রাট্-দরবারে গৃহীত হইলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া সম্রাট্ কোন উত্তরই করিলেন না। ভাবিলাম পরে উত্তর পাইব। কয়েক দিন পর পুনঃ রাজদরবারে উপস্থিত হইলে সে দিন আর পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আদর অভ্যর্থনা পাইলাম না। প্রিয়সম্ভাষণ ভাবও চক্ষে পড়িল না। মন্ত্রিগণ হইতে নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীরাও আমার সহিত কথা বলিলেন না। রাজদরবারে হউক, সভাসমিতি সমাজেই হউক, কাহার আবাসস্থানেই হউক, কার্য্যবশতঃ জ্ঞাতভাবে পরিচিত অবস্থায় উপস্থিত হইলে, কেহই কোন কথা না কহে, প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সাধিয়া কথা কহিলেও যদি কেহ উত্তর না দিয়া, মুখ বাঁকাইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হেয় জ্ঞানে গৌরবের সহিত বক্ষ ফুলাইয়া পাদবিক্ষেপে সরিয়া যায়, কি তুচ্ছভাবে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসে, অথবা বাঁকা নয়নের একপ্রান্ত দিয়া বিরক্তির সহিত একবার মাত্র চাহিয়াই অন্য কার্য্যে মন দেয়, তাহা হইলে কি বুঝিব?

কি করিতে গিয়াছি? কার্য উদ্ধার করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।—এজন্য সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত দরবারে যাওয়া আসা করিলাম, আমার সঙ্গে কেহই কোন কথা বলিল না। একদিন মহারাজ-সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া পত্রের উত্তরপ্রার্থী হইলাম। মহারাজ কোন উত্তরই করিলেন না। কতই যেন অন্যমনস্ক, আমার প্রার্থনার দিকে লক্ষ্যই করিলেন না। ভাবিলাম এই নিরুত্তরই পত্রের উত্তর। দরবার হইতে বহির্গত হইলাম। দরবার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিলেই স্বকর্ণে শুনিলাম অমাত্যগণমধ্যে কয়েকজন একস্থানে দণ্ডায়মান

হইয়া কথার প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, মদিনাবাসীরা যথার্থই সরল। এই উপস্থিত দূতবরই তাহার প্রমাণ। দরবারের হাব ভাব বুঝিয়াও পুনঃপুনঃ দরবারে আসা যাওয়া করিতেছে।

আর কি? কথা কয়েকটী শুনিয়া, সপ্রমাণে বুঝিলাম দূত-হত্যা সম্বন্ধে বস্রার শাসনকর্ত্তাকে ইহারা কোন কথাই বলিবেন না। মদিনার স্বাধীন স্বায়ত্ত সভার পত্রেরও কোন উত্তর দিবেন না। এখন আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য, যে পথ অবলম্বন করা উচিত মনে করেন, করিতে প্রবৃত্ত হউন। আমি বিদায় হইলাম।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বহু পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছিল। তখনি দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। অন্যদিকে ভেরীরবে বস্রার শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ জেহাদের ঘোষণা, নগরময় ঘোষিত হইল। সকলের বদনেই উৎসাহসূচক সুমধুর হাসি দেখা দিল।

হাজরাত মোহাম্মদ বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া তিন সহস্র মোস্‌লেম বীরকে বস্রার অভিযানে গমনের অনুমতি করিলেন। সেই তিন সহস্র বীরের মধ্য হইতে মন নয়ন নির্দ্দেশে—পরিচালক, রক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সৈন্যাধ্যক্ষ নির্দ্ধারিত করিলেন। সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হইলেন, মহাবীর মোহাম্মদ খালেদ। পূর্ব্বে যে মহামতি মোস্‌লেমগণের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। যাঁহার সুদীর্ঘ হস্তের সুধার সুপ্রশস্ত তরবারি এতদিন মোস্‌লেম-শিরে আপতিত হইতেছিল, আজ এস্‌লাম-বৈরী নির্য্যাতনে সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষপদে প্রবরিত হইয়া দূতবধের প্রতিশোধসংকল্পে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যিনি এস্‌লামের বিঘোর শত্রুদলে প্রধান বলিয়া গণনীয় ছিলেন, ঈশ্বরানুগ্রহে আজ তিনি এস্‌লামের পরম মিত্র হিতৈষী বন্ধুদলে মান্যের সহিত বরণীয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কি আশ্চর্য্য! মহাবীর মোহাম্মদ খালেদের খরধার তরবারি কাফেরবধে নিষ্কোষিত হইল। ধন্য অদ্বিতীয় সুকৌশলীর কৌশল ও মহিমা! মোস্‌লেমবাহিনী হাজরাত মোহাম্মদের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জাতীয়নিশান উড়াইতে উড়াইতে ঝাঁঝরি, ভেরী, বাঁশরী, করতাল খরতাল ইত্যাদি বাজাইতে বাজাইতে অস্ত্রশস্ত্রের চাক্‌চিক্য দেখাইয়া তিন সহস্রকণ্ঠে 'আল্লাহ আকবার' শব্দে "এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিতে করিতে, পথ প্রান্তর কাঁপাইয়া অশ্বপদে বালুকাসহ প্রস্তরকণা উড়াইয়া বস্রাভিমুখে যাত্রা করিল।

গুপ্ত সন্ধানী গুপ্তচর সর্ব্বকালে সকল রাজ্যেই আছে। মোস্‌লেমবাহিনী মধ্যেও রহিয়াছে—একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার্য্য। —বস্রার গুপ্তসন্ধানীরা তাহাদের রাজদরবারে জানাইল যে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মোস্‌লেম-বাহিনী বীরদাপে পাদনিক্ষেপে আল্লাহর নাম করিতে করিতে বস্রাভিমুখে আসিতেছে। এ সংবাদ ত্বরিতবেগে তুরস্কের রাজদরবারেও উপস্থিত হইল। যথা—

"কি উদ্দেশ্যে বলিতে পারি না। ত্রিসহস্র মোস্‌লেম সৈন্য উপযুক্ত রক্ষীবাহক বাহন সহকারে সমর নিশান উড়াইয়া রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে জাতীয় বীরগাথা গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে 'আল্লাহ আকবার' রবে পথ প্রান্তর বায়ু পর্ব্বত কাঁপাইয়া 'জয়

এস্‌লামের জয়' ঘোষণা করিয়া মহা সমারোহে মহাদর্পে বস্রাভিমুখে আসিতেছে।" শ্রবণ মাত্র মহারাজ হিরাক্লিয়াসের গুপ্ত সভা নির্জ্জন গৃহে বসিয়া গেল। প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ লইয়া মহারাজাধিরাজ হিরাক্লিয়াস মোস্‌লেমবাহিনী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট আগ্রহাতিশয়ে প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—' মোস্‌লেম সৈন্যগণের এরূপ ভাবে বস্রার দিকে আসিবার কারণ কি বোধ হয়?"

প্রধানমন্ত্রী করযোড়ে উত্তর করিলেন, —"মহারাজ! স্থির সিদ্ধান্ত নহে। অনিশ্চিত অনুমানও নহে। মদিনার দূতের মস্তক হরণ, দূতসঙ্গীয় নিরপরাধ নিরীহ কয়েকজন মদিনাবাসীর প্রাণ হরণের প্রতিশোধ লইতেই বোধ হয় মোস্‌লেম দলের আগমন। বস্রার শাসনকর্ত্তা রাজপ্রতিনিধি রাজোচিত কার্য্য করেন নাই। দূত অবধ্য। কৌশল করিয়া দূতের প্রাণ বিনাশ করিয়া নিজে কলঙ্কিত হইয়াছেন, রাজসিংহাসনকে মহা কলঙ্কিত করিয়াছেন। চির গৌরবান্বিত তুরস্ক সিংহাসনের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন। ন্যায়বিচারে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে মদিনার মুসলমানগণ এস্‌লাম ধর্ম্মতেজে নববলে সর্ব্ববিষয়ে তেজীয়ান, বাহুবলে মহা বলীয়ান্। বিধর্ম্মীর অস্ত্রভয়ে তাহারা ভীত কম্পিত নহে।। তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাস—ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতে দেহ খণ্ডিত হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে, বিনা বিচারে অক্ষয় স্বর্গলাভ। মরিতে ইচ্ছা করিয়া, মারিতে প্রবৃত্ত হইলে, কার সাধ্য সহজে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে?"

"দূতবধে ধর্ম্মের ক্ষতি কি?"

"মহারাজ! দূত কি রাজ্যবিস্তারের কথা লইয়া আসিয়াছিল? সে দূত কি রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিবাদ নিষ্পত্তির কথা মুখে করিয়া আসিয়াছিল? এস্‌লাম ধর্ম্মের সুসমাচার লইয়া, হাজরাত মোহাম্মদের স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া বস্রায় আসিয়াছিল। এস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মগ্রহণ জন্য আহ্বান আদেশ লইয়া আসিয়াছিল। সেই দূতের প্রাণ বধ হইল। সঙ্গীরাও কতক মারা পড়িল। এসকল কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য নহে? এস্‌লাম ধর্ম্মের বিরোধী নহে? সর্ব্বতঃ সঙ্গতভাবেই ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা হইয়াছে। মহারাজ! যাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, —ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্ম্মীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে শত পাপ থাকিতেও মুক্তি। অর্থাৎ বিধর্ম্মীর তরবারি মোস্‌লেম-শোণিতে রঞ্জিত মাত্র পর্ব্বত পরিমাণ পাপ থাকিলেও ঐ রক্তপাতে মার্জ্জনা হইয়া স্বর্গের অধিকারী হইবে। এ অবস্থায় বিজয়লক্ষ্মী ঐরূপ আশাধারী দলের গলদেশেই জয়মাল্য অর্পণ করিয়া থাকেন। এবারে বস্রার শাসনকর্ত্তার মঙ্গল দেখিতেছি না।"

তুরস্করাজ অস্থিরচিত্তে বলিলেন—

"মন্ত্রিবর! এখন কি করা কর্ত্তব্য? বস্রার শাসনকর্ত্তাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

মন্ত্রিপ্রবর ধীর গম্ভীরভাবে বলিলেন—"মহারাজ! রক্ষা করিতে হইবে তাহা বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা আছে। তাহার আলোচনা করিয়া এখনি মীমাংসা করিতে হইবে। আর সময় নাই, বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত। সভাস্থ সকলেই স্থির ধীরভাবে শুনুন। মহারাজ! শাসনকর্ত্তাকে এবং বস্রা রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইবে নিশ্চয়। কিন্তু—জয় পরাজয় উভয়

দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মহারাজ! মনে করুন, বস্রাধিপতি জয়লাভ করিলেন। মোস্‌লেমেরা বিতাড়িত হইল। কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বন্দী হইল। বস্রার শাসনকর্ত্তার জয়ডঙ্কা ঘোর নাদে বাজিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল—জয় ব্রসার জয়। ঐ জয়রবে বস্রার শাসনকর্ত্তার মনের বল দ্বিগুণ ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়া, মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"আর কাহার ভয়!"

কাহারে ডরাই আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে? জগৎ অজেয় মোস্‌লেম বাহিনীকে সমূলে বিধ্বংস করিয়াছি, আর কাহারে ভয়? জগৎ অজেয় মোস্‌লেম বীরগণ বস্রার পদতলে দলিত হইয়াছে। বাজাও ডঙ্কা, বাজাও ভেরী, বাজাও সিঙ্গা—কর ঘোষণা, —উড়াও বিজয় নিশান। মুখে উচ্চারণ কর—'জয় বস্রাধিপতির জয়,"—'জয় বস্রার সিংহাসনের জয়!" বস্রা কাহার অধীন নহে, বস্রা স্বাধীন। এ অবস্থায় আমরা কি করিব? মহারাজ! অধীনস্থ রাজ্য যদি স্বাধীন হইয়া যায় তখন উপায়? এ বিষয় এখনি মীমাংসা আবশ্যক।

তাহার পর ২য় কথা, —যদি বস্রার শাসনকর্ত্তা মোসলেমহস্তে পরাস্ত হন। নগরমধ্যে রাজপ্রাসাদে এস্‌লাম বিজয়-বৈজয়ন্তী উচ্চ দণ্ডে স্থাপিত হইয়া মোস্‌লেমের জয় ঘোষণা করিতে থাকে। রাজসিংহাসন মোস্‌লেমগণের অধিকৃত হইয়া উপবেশন জন্য বুক পাতিয়া দেয়। "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদার রসুলল্লাহ" এই ঐশ্বরিক সত্যবাণী নগরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বস্রানগরবাসীর মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে, ঐ বাক্য যদি তাহাদের ধর্ম্ম মন্ত্র হয়, সিংহাসন অধিকার হইলে—তাহা হইবারই কথা। বস্রার শাসনকর্ত্তার তিরোভাব হইলে তাহা হইবারই কথা—ঘটিবারই কথা। সে সময়ে এই রাজসিংহাসন, এই তুরস্ক রাজ্যের কি অবস্থা ঘটিবে তাহা ভাবিতে গেলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে—প্রাণ কাঁপিয়া যায়,—মস্তিষ্ক পরিশুষ্ক হয়। —হয় এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ, না হয় মোস্‌লেম-ক্রোধানলে নগরবাসীর জীবন্ত দহন। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

মহারাজ! তাহারা কি আমাদের ব্যবহার, এই কয়েকদিনের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া সদয় ব্যবহার করিবে? আমার পত্রের উত্তর দেয় নাই, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পত্রের লিখিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হই নাই, —বস্রার দূতের হত্যা সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত করিতে প্রয়াস পাই নাই, মদিনার রাজসভার অনুরোধের অণুমাত্রও প্রতিপালন করি নাই; —তৎপ্রতি লক্ষ্যও করি নাই। লোকাচারভাবে বস্রার শাসনকর্ত্তাকে দূতহত্যা সম্বন্ধে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই;—একটী বর্ণও লিখিয়া পাঠাই নাই। তাহাদের প্রেরিত দূতের সঙ্গে একটী কথাও বলি নাই। এই সকল ব্যবহারে তাহারা কি আমাদিগকে একবার না দেখিয়া, আমাদের সহিত একবার দেখা না করিয়া, অমনি চলিয়া যাইবে?"

মহারাজ হিরাক্লিয়াটিস্‌ একটু হাসির আভা দেখাইয়া টানাটানা সুরে দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"মন্ত্রিবর! আভাস ইঙ্গিতে, সুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা দৃঢ়তার সহিত সত্য বলিয়াই বুঝিয়া লইয়া বলিতেছি। —মানিলাম মদিনার অশিক্ষিত,

যুদ্ধবিদ্যানভিজ্ঞ কতকগুলি লোক বস্রার শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতে পারে; —কি আসিতেছে। মদিনা হইতে বস্রায় আসিয়া যুদ্ধ জয় করা সহজ কথা নহে। —আগন্তুক আয় বাসিন্দা, বিদেশী আর স্বদেশী অনেক ভিন্ন। স্বদেশীর বল পরদেশী হইতে অর্দ্ধপরিমাণ হইলেও স্বদেশে স্বদেশীর বল—শক্তি সাহস বিদেশীয় অপেক্ষা চতুর্গুণ। স্বদেশ রক্ষার্থে কে না দণ্ডায়মান হয়? বলহীন দুর্ব্বল ব্যক্তিও স্বদেশের হিতকামনায় সামান্য একখানি লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান হয়। —স্ত্রীলোকেরা কি করে? —কিছু না পারিলেও ব্যবহার্য তৈজস পত্র, রন্ধনের সরঞ্জাম—শীল নোড়া, হাতা বাউলী পর্য্যন্ত বিপক্ষ শিরে ফেলিয়া মারিতে থাকে। বিদেশীর বল কতক্ষণ। তাহার পর উভয় পক্ষে এক ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ধর্ম্মের হিংসা দ্বেষে, অতি নির্জ্জীব জীবের হৃদয়েও মহা বলের সঞ্চার হয়। তাহার পর পানাহার, স্বাস্থ্য বায়ু স্থান, এসকল বিষয়ে নানা বিঘ্ন বাধার কথা আছে। তাহার পর বস্রার সহিত যুদ্ধ। বস্রারাজ্যের অধিবাসীরা কি আপন দেশের স্বাধীনতা লোপ করিবে? প্রাণ থাকিতে অধীনতা স্বীকার করিবে না। আমরা স্বধর্ম্মী এবং বলশালী হইয়াও ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার বিস্তার করিতে পারি নাই। প্রজা বলবান্, সাহস বিক্রমে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেই তাহাদের কথা শুনিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের মনোমত, ভিন্ন দেশীয়কে বস্রার শাসনকর্ত্তার আসনে বসাইতে পারিলাম কৈ?

মন্ত্রিবর! সেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বস্রাইগণ সহিতই ত মদিনার নবধর্ম্মে দীক্ষিত মোস্‌লেমগণের যুদ্ধ? সে যুদ্ধ যে কত দিনে শেষ হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

অগ্রে বস্রাগমন, বস্রায় প্রবেশ, যুদ্ধ—তাহার পর বস্রা জয়। তাহার পর—ইউফেরেটীস নদীর তীর পার হইয়া দামেস্ক, তাহার পর সিরিয়া আন্তেকিয়া, তাহার পর আলিপো, তাহার পর এসিয়া মাইনার অতিক্রম করিয়া, তাহার পর রূমরাজ্য আক্রমণ। তাহার পর তুরস্ক রাজধানী কন্‌স্‌টান্টিনোপল। সহজ কথা নয়!! মন্ত্রিবর! তা যাহাই হউক, শত্রুকে কখনই হীনবল ভাবিতে নাই। কোন কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে নাই। আমার বিবেচনায় রোমীয় সৈন্যগণ, যেখানে যত আছে তাহার পরিমাণ করিয়া সম্ভবতঃ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে। নগর রক্ষার জন্য যেখানে যে স্থানে যত সৈন্য নিযুক্ত আছে, সর্ব্বস্থানেই সংখ্যায় দ্বিগুণ করিতে হইবে। নগরের প্রান্তসীমায়, সুপ্রশস্ত এক নূতন শিবির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ শিবিরে তিন সহস্র বীর ও সাহসী সৈন্য সর্ব্বদা সজ্জিত রাখিতে হইবে। গুপ্তচর গুপ্তসন্ধানীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্র সংখ্যাও সৈন্যানুযায়ী বৃদ্ধি করিতে হইবে। রোমীও সৈন্যগণ—যাহারা নগরে উপস্থিত আছে তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিদিন কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করাইতে হইবে। আত্মরক্ষা—আক্রমণ—ব্যূহ নির্ম্মাণ, ব্যূহ ভেদ,—এ সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।

মন্ত্রিবর করজোড়ে অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—

"মহারাজ! রাজ আদেশ শিরোধার্য্য। অপরাধ মার্জ্জনা হউক। আজ্ঞাবহ কিঙ্করের

প্রস্তাবের একদিক্ রক্ষার সম্বন্ধে রাজাদেশ অবশ্যই অগ্রগণ্য, কিন্তু অন্যদিক্ সম্বন্ধে—"

"অন্য কোন্ দিকের কথা বলিতেছেন?" আমি মদিনার সৈন্যদিগের সম্বন্ধেই—আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের আভাস দিয়াছি। আপনি কোন্ দিকের কথা বলিতেছেন?"

মন্ত্রী বলিলেন—"এইক্ষণে তাহার কারণ দেখাইয়া না বলিলেও মহারাজ্যের হৃদ্‌বোধ হইবে। সংক্ষেপেই নিবেদন করিতেছি, —বস্রার শাসনকর্ত্তা যদি জয়লাভ করিয়া আত্ম-গরিমায় ফাটিয়া পড়েন—স্বরাজ্য স্বাধীন বলিয়া আস্ফালন করেন, তাহার উপায় কি?"

"মন্ত্রিবর! সে কথাটা আমি ভাবি নাই। আপনিই বলুন কি করা কর্ত্তব্য!"

"এখন কর্ত্তব্য—অকর্ত্তব্য— সে বিষয় আলোচনা করিব না। আমাদের অধীনস্থ বস্রারাজ্য রক্ষা করিতে তিন সহস্র রোমীয় সৈন্য অতি সত্বর বস্রায় গমন করুক। বস্রার শাসনকর্ত্তাকে জ্ঞাপন করা হউক যে,—মোসলেম বাহিনী আগতপ্রায়। রাজ্য রক্ষা, বস্রার স্বাধীনতা রক্ষা, তুরস্ক সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।—' রোমীয় সৈন্য বস্রার সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যত সত্বরে সম্ভব, মদিনা আক্রমণে যাত্রা করুক। রোমীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে সমুদায় সৈন্য পরিচালিত হইবে। —বস্রা এবং রোমীয় সৈন্য বলিয়া কোন পার্থক্য থাকিবে না।

সমুদয় সৈন্য রোমীয় সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে থাকিয়া অভিযান, যুদ্ধ ইত্যাদি সমুদয় কার্য্য করিবে, সমুদয় আদেশের অধীন থাকিবে। পথিমধ্যে যে স্থানে—মদিনার মোস্‌লেম সৈন্যগণের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে হইবে; একপদও অগ্রসর হইতে দিবে না। যদি তাহারা সহজে পশ্চাৎপদ না হয়—মদিনা অভিমুখে ফিরিয়া না যায়, —কি করা? —বল প্রকাশ—যুদ্ধ,—যাহাতে হয় মোস্‌লেমদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মদিনা আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবে। আর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিবে না।"

মন্ত্রিপ্রবরের প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। সম্রাটও সন্তোষ সহকারে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

এদিকে বস্রার শাসনকর্ত্তা-প্রেরিত দূত তুরস্কে উপস্থিত। মোস্‌লেমগণের বস্রাভিমুখে আগমনবৃত্তান্ত সংবাদ—কি করা কর্ত্তব্য? আদেশ ও সাহায্যপ্রার্থী দূতবরকে আর অধিক কিছুই বলিতে হইল না। সম্রাটের আদেশমত রোমীয় সৈন্যগণ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজাদেশ অনুজ্ঞাপত্র লইয়া বস্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বস্রার শাসনকর্ত্তা গুপ্তচর দ্বারা সম্রাটের আদেশ ও অভিমত পরিজ্ঞাত হইয়া ত্রিসহস্র অশ্বারোহী, দ্বিসহস্র পদাতিক সৈন্যসহ মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামেস্কের নিকটবর্তী হইলেই রোমীয় সৈন্যগণ সহিত মিলিত হইল। উভয় সৈন্য একত্র মিলিয়া মিশিয়া বীরদর্পে মদিনা অভিমুখে যাইতে লাগিল। বস্রার সৈন্য বলিয়া আর কোন কথা রহিল না—এইক্ষণ সমুদয় সৈন্যই রোমীয় সৈন্যমধ্যে পরিগণিত—রোমীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের আজ্ঞাধীন। যেখানে মোস্‌লেম সৈন্যগণ সহিত দেখা হইবে সেইখানেই বাধা—পরস্পর উভয় দলেই বাধা—গতিরোধ—হয়ত যুদ্ধ। একপক্ষ ন্যূনতা স্বীকার না করিলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য।

।। সপ্তম মুকুল ।।

আগমন, গমন। একদল আসিতেছে, একদল যাইতেছে। মোস্‌লেমদের বীরবিক্রমে বস্রাভিমুখে আসিতেছে। ইসাই সৈন্যগণ মোস্‌লেমগণের আগমনে বাধা দিতে মহাক্রোধে ছুটিয়াছে। একপক্ষের সহায় ধর্ম্মবল। অন্যপক্ষের আশ্রয় বাহুবল। একপক্ষের পরকাল উদ্ধারের সৎপথ প্রদর্শন করিতে সত্য-ধর্ম্ম-প্রচার—আত্মত্যাগ, জীবনপণ। অন্যপক্ষের অর্থলোভে জীবন বিক্রয় করিয়া পর শত্রু পেষণে অসিহস্তে আস্ফালন। একপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্রপূর্ণ তারা-সমন্বিত, রক্তরাগ-রঞ্জিত সমর-নিশান সন্ধানে সম্মুখ দিকে ঘন ঘন চক্ষু সঞ্চালন; —অপর পক্ষের—বস্রানগরের সিংহদ্বারোপরিস্থ উচ্চ মঞ্চ—সংলগ্ন শকুনী চিহ্নিত ইসাইদিগের জাতীয় পতাকার অগ্রভাগ দর্শন করিতে, সম্মুখ পথে অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত সন্দর্শন। শ্রান্তি ক্লান্তি কোন পক্ষেরই নাই। দেখিব—অবশ্যই দেখিতে পাইব। —চক্ষু যাহা দেখিতে চায় একদিন নিশ্চয়ই দেখিব। আশা-চপলা উভয় দলকে এই উৎসাহে মজাইয়া হৃদয়াঞ্চলে খেলা করিতেছে। উভয় দলই মনের আনন্দে অগ্রসর হইতেছে।

একদিন প্রাতঃ সূর্য্যের আলোক রেখায় রোমীয় সৈন্যগণ দ্বিতীয় সূর্য্য রেখার ন্যায় সমুজ্জ্বল আলোকসদৃশ বহু আলোক রেখা দেখিতে পাইল। ক্রমেই অগ্রসর—স্পষ্ট দেখিতে পাইল— যেন সূর্যোদয়ের ক্ষীণ রশ্মি সঙ্গে সঙ্গে বহুতর শুক্রতারা আকাশে ফুটিয়াছে,প্রতি তারার নিম্নভাগে অর্দ্ধচন্দ্র সকল যেন হেলিতেছে—দুলিতেছে। একি? অগ্রসর! এবারে দেখিল যেন অর্দ্ধচন্দ্র সকল তারা সহ উচ্চগগনে উর্দ্ধে উঠিতেছে না—সমভাবে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। উভয়ের অগ্রসরে রোমীয়গণকে আর ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করিতে হইল না, —বিশেষ নবোদিত সূর্য্যালোকে সমুদায় সন্দেহ দূর করিয়া দিল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দৃশ্য শক্তির ব্যাঘাতও জন্মাইল। খচিত পতাকার চাকচিক্যে, অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষগণ পরিহিত অঙ্গাবরণ, শিরস্ত্রাণসংযুক্ত মণিমানিক্য জ্যোতিঃকণা তরুণ অরুণের তীক্ষ্ণতর কিরণরেখার সহিত সংযোগে-মিশ্রণে, রোমীয় সৈন্যগণ নয়নে শাণিত সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। অনেকে অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে— কেহ কেহ মিটি মিটি ভাবে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। গমনে বিরাম নাই—কিন্তু মোস্‌লেমগণের গতি যেন কথঞ্চিৎ ধীর। মোসলেমগণেও দেখিতেছেন।

তাঁহারা দেখিতে আশা করিয়াছিলেন কি? ঘটনাক্রমে প্রকৃতিদেবী দেখাইলেন কি! তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, বস্রানগরের বিখ্যাত তোরণদ্বারের উপরিস্থ উড্ডীয়মান ইসাই নিশান অগ্রে দেখিবেন, দেখিতে হইল রোমীয় সৈন্যগণের নানাবর্ণে রঞ্জিত সমর নিশান। উচ্চ তোরণের সুরঞ্জিত মুকুট স্থানে দেখিলেন, রোমীয় সৈন্যগণের উচ্চ শিরোপরিস্থ আবরণ সংলগ্ন একপ্রকার ক্ষুদ্র লৌহশলাকা।—ভাবিয়াছিলেন একপ্রকার—এখন ভাবিতে হইল অন্য প্রকার।

সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর মোহাম্মদ খালেদ, আদেশ করিলেন, সম্মুখে সৈন্যশ্রেণীর

আগমন দেখিতেছি, জানিয়া শুনিয়া সন্ধান লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহারা কে? কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে? এসকল তত্ত্ব না জানিয়া আর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ, গমনে নিষেধসূচক বাঁশরী বাজাইতে আদেশ করিতেই সমগ্র বাহিনী অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আর একপদ অগ্রসর হইল না। সন্ধানী চরসকল নানা বেশে নানা পথে ছুটিল। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা দেখিলেন—সম্মুখস্থ আগন্তুক সৈন্যশ্রেণী হইতে কয়েকজন অশ্বারোহী, শুভ্র নিশান উড়াইয়া অতি বেগে আসিতেছে। মোস্‌লেম বাহিনীর প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ স্থির নিশ্চয়ে সিদ্ধান্ত করিলেন, সংবাদবাহী দূতের আগমন—এ আগমন বৈরী ভাবে নহে। অস্ত্র সকল কোষে আবদ্ধ হইল। বীরবর মোহাম্মদ খালেদ কয়েকজন সঙ্গী সহ একটু অগ্রসর হইতেই আগন্তুক দল,—অতি বিনীত ভাবে মিলিত হইল। সম্ভাষণ প্রতি-সম্ভাষণ আদান প্রদান পর, —আগন্তুক দলের সর্ব্বপ্রধান যিনি, তিনি সুমিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"মহামাননীয় মহোদয়গণ! সময় বড়ই মূল্যবান্। সংক্ষেপে কথায় সার অংশ বলিতেছি—আমরা তুরস্ক সম্রাট মহামাননীয় হিরাক্লিয়াসের দরবারের আদেশানুসারে মদিনা আক্রমণে আদিষ্ট হইয়াছি। আপনারাও আমাদের অধীনস্থ বস্রানগর আক্রমণ করিতে অভিগমন করিতেছেন। আপনাদের অভিযানের উদ্দেশ্য দূতহত্যা অপরাধে বস্রার শাসনকর্ত্তাকে শাসন করা,—সঙ্গে সঙ্গে এস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচার।" মোস্‌লেম বাহিনী পক্ষ হইতে মোহাম্মদ খালেদ উত্তর করিলেন,—'হাঁ, আমরা মদিনার সাধারণ তন্ত্র সমাজ হইতে বস্রার শাসনকর্ত্তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। অগ্রে বস্রার শাসনকর্ত্তাকে শাসন—পরে বস্রাজয় —জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার! আপনারা মদিনা আক্রমণে মহা সমারোহে গমন করিতেছেন। ক্ষমতা থাকেত যাইতে পারেন। ক্ষমতার কথা কেন বলিলাম, আমাদের একটি মোস্‌লেম দেহ সজীব থাকিতে আপনারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। মদিনা এখান হইতে বহুদূর।"'

"তাহা হইলে আমাদের কথাও শুনুন; —তুরস্ক সম্রাটের অভিমতও শুনুন। আমরা যেস্থানে পরস্পর উভয় পক্ষ অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া কথা কহিতেছি, এই স্থানের নাম "মাতায়া", আমাদের অধীনস্থ সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত; —বস্রাও আমাদেরই রাজ্য। বস্রাগমন ত দূরের কথা; তুরস্ক দরবারের বিনা আদেশে রণবেশে পররাজ্যে প্রবেশ করা কখনি বিধিসঙ্গত নহে। বস্রাগমন এই স্থানেই ইতি করুন। সময় দিতেছি—আপনারা পৃষ্ঠ দেখাইয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলে একপক্ষ মধ্যে মদিনা আক্রমণ মানসে আমরা আপনাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইব না। আপনারা মদিনার সীমায় উপস্থিত হইলে আমরা অভিযান করিব। আপনাদের কোন আশঙ্কা নাই,—বরং কোন বিষয়ের অভাব থাকিলে আমরা তাহা পূরণ করিয়া আপনাদের মদিনা গমনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। ইহার অন্যথা করিলে—আমাদের কথা না শুনিলে আর যাইতে পারিবেন না। একপদও অগ্রসর হইতে দিব না। রোমীয় সৈন্যগণ আপনাদের গমনে বাধা দিবে। বস্রাগমন-আশা এই 'মাতায়া' প্রান্তরের বালুকারাশি

মধ্যে ডুবাইয়া—বস্রার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইতেও পারিবেন না। কোন কথা ভাবিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হইলে, অন্য দিকে ফিরিয়া চিন্তা করিবেন। ইহাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ, এবং সম্রাট্ দরবারের আদেশ।"

"আপনার কথা কয়েকটিতে সুখী হইলাম। আপনাদের সম্রাট্ অথবা সম্রাট্ দরবারের আদেশ অনুমতি আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া যেখানে-ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারেন। আমরা এলাহি-কৃপায় জগতে এক হাজারাত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ প্রতিপালন করা ভিন্ন, অন্য কোন সম্রাট্ বাদ্‌শা কি শাসনকর্ত্তার আদেশ মান্য সম্বন্ধে—কি আর বলিব একটি কথাও গ্রাহ্য করি না। মোস্‌লেমগণ খোদা ও রসুল ভিন্ন কাহাকে জানে না—চিনে না, মানে না, গ্রাহ্যও করে না। আপনাদের শক্তি থাকে স্বচ্ছন্দে আপনারা মদিনায় গমন করেন। আমরা কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই বস্রাভিমুখে গমন করিতে পদনিক্ষেপ করিব। রোমীয় সৈন্যগণ কোন কেন, জগতের অজেয় সৈন্যসামন্ত বলবানের বাধা বিক্রম ভয়ে, আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও পশ্চাৎপদ হইব না, বিন্দু পরিমাণও বিচলিত হইব না; আপনারা বিদায় হউন। আমাদের কথা শুনিয়া—মদিনা আক্রমণের কথা শুনিয়া আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আপনারা বিদায় হউন। আমরাও জয়নিনাদেও বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া আপনাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি। নমস্কার! মহাশয়গণ! নমস্কার—"

এই কথা বলিয়া মোহাম্মদ খালেদ সৈন্যাধ্যক্ষগণকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেই রোমীয় পক্ষীয় দূতপ্রধান বলিলেন—

"সত্য সত্যই আপনারা এই স্থান হইতে মদিনা অভিমুখে ফিরিবেন না?"

"না মহাশয়! সত্য সত্যই আমরা এখনই আপনাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বস্রাভিমুখে অসি-হস্তে বক্ষবিস্তারে দ্রুতপদে "এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিতে করিতে রণবাদ্য বাজাইয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইব।"

"তবে আসুন আমরাও প্রস্তুত—"

॥ অষ্টম মুকুল ॥

তুরস্ক সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইল না। সৈন্যগণ দুই ভাগ হইয়া মোস্‌লেম সৈন্যগণের গতিরোধ করিতে এক ভাগে—একচতুষ্কোণ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল। চমৎকার ব্যূহ—চতুর্দ্দিকেই সৈন্যশ্রেণী। সম্মুখভাগ পৃষ্ঠ পশ্চাতে ব্যূহ অভ্যন্তরে সমভাব। মোসলেমগণের আগমন, সম্মুখশ্রেণীতে শাণিত তরবারধারী বীরসৈন্যগণ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান। তরবারি সকল ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত। অগ্রভাগ বাম স্কন্ধে স্থাপিত। সু ধার কৃপাণশ্রেণীর সুনির্ম্মল দেহচ্ছটার চাক্‌চিক্য প্রতিবিম্বে সোহাগা নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত রজতের ক্ষুদ্রকায় প্রবাহ ছুটিয়া চক্ষের পলকে সৈন্যশ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে। প্রান্তরস্থ বায়ুপ্রভাবে অথবা স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে, সূর্যরশ্মির কথঞ্চিৎ আভার চঞ্চলতায় রজতরাগের পরিবর্ত্তে

সুবর্ণ-লহরী সচঞ্চল চঞ্চলার ন্যায় চমক দেখাইয়া—সরিয়া পড়িতেছে। স্থিরদৃষ্টিতে একটু দূর হইতে দেখিলে বোধ হইতেছে যে,—স্ফটিক বিনিন্দিত জলধারা, প্রতি রোমীয় সৈন্যের বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণে বক্রভাবে সজ্জিত বক্ষোপরি গড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের বিশাল মুষ্টি মধ্যে লুকাইয়া যাইতেছে।

দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যশ্রেণীর হস্তস্থিত সুমার্জ্জিত বর্শাদণ্ড দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া, সুতীক্ষ্ণ ফলক সহ অরিকুল হনন ইচ্ছায় উত্তোলিত হইয়া রহিয়াছে। প্রতিফলকের সূক্ষ্মাগ্রভাগ হইতে ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা বহির্গত হইয়া মৃত্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে যেন হীরক খচিত রজততার, একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিয়াছে।

অন্য পার্শ্বে বিষসংযুক্ত সূচিমুখ সুতীক্ষ্ণ বাণসকল বিস্ফোরিত ধনু বক্ষে মস্তক, এবং জ্যা আসনে পক্ষ যুক্ত পদ রাখিয়া শত্রুদিকে ছুটিয়া বক্ষে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। তূণীর সকল পরিপূর্ণ উদরে ধনুর্ব্বাণধারী বীরগণের বামপার্শ্বে ঝুলিয়া অরাতিকুলের সন্ধান লইতেছে। পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যশ্রেণী হস্তে রজত পত্রাচ্ছাদিত, মণিমুক্তা-খচিত ভীমকায় লৌহমুদ্গার সকল, ভীম পরাক্রমী যোধগণ হস্তে উত্তোলিত হইয়া শত্রুমস্তক চূর্ণ করিতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে।

এই ভীষণ গদাধারী বীরগণের মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারকে 'মাতায়া' প্রান্তর কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। ব্যূহের দুই পাশে অশ্বারোহী রোমীয় সৈন্যগণ, নয়নাভিরাম বহুমূল্যখচিত বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বখুরাকৃতি, খণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া শত্রু বধে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আর একদল পদাতিক সৈন্য কুঠার কাটার বল্লম, আকর্ষিণী নানাবিধ লৌহ কন্টকগুচ্ছ সম্বলিত অস্ত্র সকল শরীরের নানাস্থানে আবদ্ধ। হস্তে, স্কন্ধে, কটিদেশে, পৃষ্ঠে, প্রকাশ্য এবং পরিচ্ছদ পরিধ্যায় মধ্যে নানা আবরণে আবরিত, গুপ্তভাবে দেহের নানাস্থানে রক্ষিত, চতুষ্কোণ ব্যূহ এবং তাহার উভয় পার্শ্বস্থ অশ্বারোহী সৈন্যদলের অশ্বক্ষুরাকৃতি খণ্ডব্যূহ, তিন ব্যূহর কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চাদ্ভাগে, ত্রিকোণাকারে বহুস্থান ব্যাপিয়া সাধারণ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! এই ত্রিকোণ ব্যূহের পশ্চাদ্ভাবে অবশিষ্ট সৈন্যগণ দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কোন দল বস্ত্রাবাস সকল নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছে।

কোন দল অশ্ব উষ্ট্র ভারবাহী পশুগণের অবস্থিতি স্থান, খাদ্যাদির ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিয়াছে। কোন দল খাদ্যাদির ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া ভাণ্ডার রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কোন দল আহত সৈন্যগণের চিকিৎসালয়, বিশ্রামমহল প্রস্তুত জন্য মনোনিবেশ করিয়াছে। অবশিষ্ট সমুদায় সৈন্য বিশ্রামের অনুমতি পাইয়া স্ব স্ব নির্দ্ধারিত বস্ত্রাবাসে বিশ্রামসুখভোগে রত রহিয়াছে।

মোস্‌লেম বীরগণের বিশ্রাম নাই; —শ্রান্তি নাই, —ক্লান্তি নাই। মুহূর্ত্ত সময় বিনষ্ট করিবার বাসনা নাই। অগ্রসর হইতেছেন। দামামা, নাকারা, ডঙ্কা, দুন্দুভি, ভেরী, বাঁশরী, ঝাঁঝরি তুমুল রবে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে ভীমনাদে 'আল্লাহ আকবার" শব্দের হুঙ্কারে 'মাতায়া' প্রান্তরের স্থিরবায়ু তর তর ভাবে কম্পিত হইতেছে। মোস্‌লেমগণ

সাহস, বল বিক্রমে সে সময় বহু শক্তির অজেয় হইলেও রোমীয় সৈন্যসদৃশ্য রণবিদ্যায় বিশারদ নহেন। অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে পাইলেন, রোমীয়গণ সুন্দর শ্রেণীবদ্ধভাবে বিপক্ষকে তৃণবৎ জ্ঞানে, বক্ষ বিস্তারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মোস্লেমগণের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ ইসাইদিগের ব্যূহ-রচনাকৌশল দেখিয়া, প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে বলিলেন—

"ভ্রাতাগণ! সম্মুখ শত্রু-সৈন্য-ব্যূহ প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? আত্মরক্ষার সহিত আক্রমণ ভাব মিশ্রিত। ইহারা কোরেশদিগের ন্যায় যথেচ্ছাভাবে যুদ্ধ করিতে আমাদের সম্মুখীন হয় নাই। সমরনীতির পদ্ধতি, বিধি বিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, আত্মরক্ষা, আক্রমণ—উভয়দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা চতুষ্কোণ ব্যূহ ভগ্ন করিতে ব্যস্ত থাকিব। দেখিতেছ না, সম্মুখ শ্রেণীতে কেবল তরবারি? ঐ তরবারিধারী বীরগণকে পশ্চাৎপদ না করিলে ত আর আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না? সম্মুখস্থ তরবারধারী সৈন্যশ্রেণী সহিত প্রথম বল পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহাদের সহিত ঘোর আহবে মাতিলে পার্শ্বের বল্লমধারী সৈন্যগণ আমাদের পার্শ্ব হইতে—বাম পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিবে,—দক্ষিণে পার্শ্বের ধনুর্ব্বাণধারীগণ যদি বুঝিতে পারে যে বর্শাধারী সৈন্যেরাও মোস্লেম গতি রোধ করিতে পারিল না। অমনি বিষাক্ত বাণে আমাদিগকে বিদ্ধ করিতে থাকিবে। তাহাতেও যদি আমরা পশ্চাৎপদ না হইয়া ব্যূহ ভগ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হই,—তখন দক্ষিণ পার্শ্বের অশ্বারোহীদল বীর বিক্রমে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সে সময় আর কাহারও দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান থাকিব না। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। যদি তাহাও জয় করিয়া অগ্রসর হইতে পারি, অস্ত্রধারী ত্রিকোণ ব্যূহের সম্মুখে ভাগের সমুদায় সৈন্য প্রাচীরবৎ আমাদের সম্মুখে বাধা দিয়া দণ্ডায়মান হইবে, —দক্ষিণ বাহুর সৈন্যগণ দক্ষিণ হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। যদি আমরা অগ্র পশ্চাৎ লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইতে থাকি—মনের উল্লাসে অগ্রসর হইতে থাকি, পশ্চাৎ হইতে গদাধারী—মহাবীরগণ আসিয়া আমাদিগকে ধরাশায়ী করিবে। ইহার পরেও বামদিগের অশ্বারোহিদল, ত্রিভুজ ব্যূহের বাম পার্শ্বের সেনাদল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে। তাহার পর ইসাইদের বহুতর সৈন্য ত্রিভুজ ব্যূহের পশ্চাতে বিশ্রাম করিতেছে, তাহা না হইলে অত বস্ত্রাবাস সজ্জিত করিবে কেন?

ভ্রাতৃগণ! উপর্য্যুপরিভাবে চক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতেই যত দূর বুঝিতে পারিলাম, আপনাদিগে প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

এই ক্ষণে কথা হইতেছে, এক যোগে এক আক্রমণে, একই সময়ে চতুষ্কোণ ব্যূহ এবং অশ্বারোহী সৈন্যে অশ্বক্ষুরাকৃতি দক্ষিণ বামের দুই ব্যূহ ভগ্ন না করিতে পারিলে আর আশা নাই। অগ্রসর হইবার আশা নাই। বস্ত্রাগমনেও আশা নাই। একই সময়ে একই মুহূর্ত্তে চতুষ্কোণ ব্যূহের দুই পার্শ্বস্থ অশ্বারোহীদিগের ব্যূহদ্বয় সহ মহা ভীষণাকার চতুষ্কোণ ব্যূহ ভগ্ন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে ত্রিকোণ ব্যূহ বেশীক্ষণ টিকিবে না।

সে ব্যূহ অতি সহজেই ভগ্ন হইবে। তৎপশ্চাৎ সৈন্যশ্রেণী এই সকল ব্যূহ ভগ্ন করিয়া "আল্লাহ" রবে ইসাই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে কেহই আমাদের সম্মুখে অস্ত্রশস্ত্রে দল বাঁধিয়া খাড়া হইতে পারিবে না। ভ্রাতৃগণ! একই সময় তিন ব্যূহ ভগ্ন করিতে পারিলে মদিনার গৌরব রক্ষা— মোস্‌লেম বীরত্ব রক্ষা-এসলামের ধর্ম্ম রক্ষা —আর কি বলিব?

এই সকল বিষয় চিন্তা না করিয়া জীবন আশা নৈরাশ্যের সহিত অগ্রসরের জন্য পদ নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমি রোমীয় সৈন্যগণকে যত সহজ মনে করিয়াছিলাম তাহারা তাহা নহে। তাহারা রণবিদ্যায় পারদর্শী—এখন ত স্বচক্ষেই দেখিতেছি, তাহারা কতদূর দূরদর্শী।

তাহারা প্রতি কার্য্যেই অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিতেছে। সহজ বলে তাহাদিগকে সরাইয়া বত্ম্রা গমন অসম্ভব।

খোদাতালার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার গুণ গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাসের সহিত "এস্‌লামের জয়" কামনা করিয়া পদ নিক্ষেপ করিতে হইবে। মোস্‌লেম বীরত্বের কথা মনে আনিয়া বিষম বিক্রমে সকলে একযোগে আক্রমণ করিতে হইবে। দেহে প্রাণ থাকিতে কখনই পশ্চাদপদ হইব না;—এই সাহসে বুক বাঁধিয়া অস্ত্রচালনা করিতে হইবে। পৃষ্ঠ দেখাইয়া কোন্ মোস্‌লেমবীর মোস্‌লেম বীরত্ব—এই "মাতায়" প্রান্তরের বালুকা রাশির মধ্যে বিসর্জ্জন করিব না, দৃঢ়ভাবে এই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে হইবে।

খোদাতায়া'লার নিকট কায়মনে এস্‌লামের জয় প্রার্থনা করিয়া একযোগে, ইসাইদিগের ব্যূহ মধ্যে পতিত হও। ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে আমাদের সম্মুখে, কে আসিবে কার সাধ্য? ধর্ম্ম বলের মনোবল, বাহুবল—এর উভয়বলের সংযোগ সাধন কর। আমরা দেহের আশা করি না। জীবিত থাকিতেও চাহি না। ধর্ম্মকে সজীব রাখিব, এস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিব—এই আশাই যেন মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। আমরা সেই বিশ্রামসুখের আশা করি না, খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করিতেও ইচ্ছা করিও না, আমরা চাই এস্‌লামের জয়। জগৎময় এস্‌লামের জয়।"

মোসলেম সৈন্যগণ মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য রোমীয়গণের সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, শরীরের গঠন, ব্যূহনির্ম্মাণ-প্রণালী এবং সংখ্যায় প্রায় তিনগুণ বেশী দেখিয়া ভয়ে দমিয়া গিয়াছিল। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর খালেদের উৎসাহ বাক্য মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তন হইল। সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ মহাম্মদ আবদুল্লা সৈন্যগণের মুখভাব অনেক পরিমাণ দূর হইয়াছে দেখিয়া, এই উপযুক্ত সময়—ঔষধ ধরিয়াছে। এখন মোস্‌লেমের বীরত্ব, মোসলেমের শক্তি, মোস্‌লেমের মহত্ত্ব বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিলে, মোসলেম সৈন্যগণের মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। এই ভাবিয়া সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি আবদুল্লা স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে পদদ্বয় রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মোস্‌লেমগণের লক্ষ্য তাঁহার দিকে পতিত মাত্র মহামতি এস্‌লামপ্রাণ আবদুল্লা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

" মোস্‌লেম" ভ্রাতাগণ! তোমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য আবদুল্লা কয়েকটী কথা বলিতে অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়াছে। মনোযোগপূর্ব্বক কথা কয়েকটী আপনারা শ্রবণ করুন, —ইহাই আমার প্রার্থনা।

ভ্রাতাগণ!

এস্‌লামের বীজমন্ত্র—স্বর্গীয় পবিত্র বাণী 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ— মোহাম্মদর-রসুলুল্লাহ' যে দিন কর্ণে প্রবেশ করিয়া চির অশান্তিময় হৃদয়ে শান্তিদান করিয়াছে। যে দিন ঐ কালেমার পবিত্রপূর্ণ মধুর বাণী ভক্তি সহকারে মুখে উচ্চারিত হইয়া হৃদয়ের অন্তস্থান হইতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যেদিন এস্‌লামের মহত্ত্ব শক্তি ক্ষমতা,—অজেয় বলের পরিচয় পাইয়া পবিত্র জ্যোতি প্রভাবে, আমার হৃদয় রাজ্যের চির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব তেজোময় শক্তির শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার বিবরণ মুখে প্রকাশ অসাধ্য। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সে অপূর্ব্ব শক্তিতেজ, বিজলিবৎ চমকিয়া হৃদয়, হৃদয়তন্ত্রী, অস্থি মজ্জা, মাংসপেশী, ধমনী, শোণিত, শ্বাস-প্রশ্বাস,—বায়ু মধ্যে চালিত হইয়া, নবশক্তি সঞ্চারে দেহ, মন, শরীরের যাবতীয় অংশে বল বৃদ্ধি করিয়া, পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে দর্শাইয়া দিয়াছে। ভ্রাতাগণ! এস্‌লাম ধর্ম্মবীজ যে হৃদয়ক্ষেত্রে এলাহির কৃপায় প্রবেশ করিয়াছে, সে হৃদয়ে কোন ভয়ের স্থান নাই। ভ্রাতাগণ! সে এস্‌লাম হৃদয়ে ভয় প্রবেশের সাধ্য নাই—শক্তি নাই। সে হৃদয়ে দয়াময়ের আদেশ, তাহার প্রেরিত পয়গম্বর উপদেশ—অন্যথাচরণজনিত মহাভয় ভিন্ন, অন্য কোন প্রকারে কাহার ভয়-ভাবনা মোস্‌লেম হৃদয়ে নাই, —হইতেও পারে না; — খোদারসুলের আদেশ অমান্য—ভয় ব্যতীত অন্য প্রকারে ভয়ের অণু, বিন্দু, কণামাত্রও মোস্‌লেম হৃদয় স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। মোস্‌লেম হৃদয়ে যমের ভয় নাই, —মৃত্যুর ভয় নাই;— দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপের ভয় নাই। কারণ সর্ব্বপ্রতিপালক দয়াময় এলাহিই আমাদের দর্শক, রক্ষক—কার্য্যের প্রবর্ত্তক, —সম্পূর্ণ কারক—সম্পাদক। কোন কার্য্যই আমাদের আয়ত্তাধীন নহে,—ক্ষমতার মধ্যেও নহে। আমাদের হর্ষ, বিষাদ কি? লাভ, ক্ষতি, বৃদ্ধি, স্বার্থ কি? সাধ্য কি? আমরা ত যন্ত্র মাত্র। সজীব যন্ত্র মাত্র। আমাদের পরিচালক যিনি, আমাদের প্রতিপালক রক্ষক যিনি, জীবনীশক্তির জীবন যিনি,—তাঁহার আদেশ প্রতিপালন হইতেছে; তাঁহার ইচ্ছা সাধিত হইতেছে। মানবযন্ত্রে, তাহারই অভিমত কার্য্য হইতেছে। কোন কার্য্যে আমাদের জয়পরাজয় নাই। জয়েও তিনি, পরাজয়েও তিনি। সমভাবে রাখিতেও তিনি!

ভ্রাতঃ মোস্‌লেমগণ! বিধর্ম্মী কাফের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে কি তোমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়? শত্রুপক্ষ বলবান, তেজিয়ান, সংখ্যায় অধিক হইলে, মানবচক্ষে ভয়ের কারণ অনুভব হয় বটে; কিন্তু সে অনুভব বোধ, নিতান্তই ভ্রমাত্মক; সম্পূর্ণরূপেই অস্তিত্ববিহীন। ভাই সকল! যদি এস্‌লাম ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, অদ্বিতীয় এক এলাহি, সর্ব্বশক্তিমান, সমগ্র জগতের অধিকারী, তিনিই স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা, বিনাশকর্ত্তা, বিশেষরূপে হৃদবোধ হইয়া থাকে, তবে ভ্রাতৃগণ কাহার ভয়? কিসের ভয়? দুর্ব্বল মানব। অসম্ভব কিছু নহে।

দুর্ব্বলস্বভাব মানবের দুর্ব্বল হৃদয়ে—শক্তিহীন মনে কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু মোস্‌লেম অন্তরে সে ভাব ক্ষণস্থায়ী। যেমনই ভয়ের উদয়—অমনি নির্ভয়ের কারণ উদয়সহ ভয়—ভীতি—শঙ্কা—আশঙ্কা—একেবারে—লয় ও ক্ষয়।

ভ্রাতাগণ! এ কথাটা সর্ব্বদা মনে করিও, সে অসীমশক্তি সম্পন্ন এলাহির অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার পর, মানুষে মানুষে, ভয়ের কথা কি? মানুষও মানুষ—আমরাও মানুষ। আমাদের অপেক্ষা হস্ত পদ সংখ্যায় বেশী কিছু নাই? তবে মানুষে ভয় কি? রোমীয় সৈন্যগণে কি ভয়? তাহাদেরও দুই হাত দুই পদ এক মাথা, আমাদেরও তাহাই। চক্ষু, কর্ণ সকলি সমান সমান—কিছুই অতিরিক্তভাবে নাই, আমাদেরও অভাব নাই। বরং এক মহামহিম শক্তি আমাদের অধিক। আমাদের হৃদয়ে দয়াময় এলাহির একত্ব বিষয় যেরূপ জ্বলন্তভাবে অঙ্কিত, তাহাদের তাহা নাই। তাহারা খোদাতালার এক অংশ কল্পনা করিয়া তাহার পূর্ণ ক্ষমতায় কলঙ্ককালিমা মাখাইয়া মানসিক শক্তির কথঞ্চিৎ হ্রাস করিয়াছে। হাজরাত ইসাকে খোদার কল্পিত পুত্র মনে করিয়া মূল বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে।

আমাদের যাবতীয় কার্য্য সেই পূণ্যময় সদা পূর্ণ অদ্বিতীয় এলাহির অনুগ্রহ প্রতি নির্ভর। কাজেই কোন কারণেই মোস্‌লেম অন্তরে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার নহে। সুখ দুঃখ জীবন মরণ সমুদায় তাঁহার ইচ্ছার অধীন। ঐ কয়েকটী ক্ষমতা তিনি, পয়গম্বরগণ, স্বর্গীয় দূতগণ কাহার হস্তে অর্পণ করেন নাই। জীবন মরণ সুখ দুঃখ, এ সমুদয় এলাহির মহিমার হস্তে (দাস্ত কোদরতে) রহিয়াছে। তাহার পর আর কথা আছে। ধর্ম্মবিস্তার—ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে ধর্ম্মদ্রোহি হস্তে জীবন বিনাশ হইলে—বিনা বিচারে—স্বর্গলাভ। সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। ইসাইদিগের তরবারি ধারে উপস্থিত যুদ্ধে আমাদের শিরশ্ছেদ হয়, —দুঃখ কি? তাহার জন্য ভয়ের কারণ কি? চির শান্তিময় স্বর্গসুখে আমরা সুখী হইব। আর যদি জয়ী হই, জয়মাল্য গলায় পরিয়া বস্রারাজ্য জয় করিব। এস্‌লামের জয় শব্দে জগৎ নিনাদিত হইবে। ধর্ম্মের মর্য্যাদা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইবে। রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাদের বীরত্বের কথা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। জীবনেও লাভ, জীবন অন্তেও লাভ। ইহাতে ভয় কোথায় রহিল ভাই?—আর বিলম্ব কেন? আমাদের শিবির নাই, বিশ্রামের স্থান নাই। আহার নাই—নিদ্রা নাই। বিলম্বের কোন কারণ আর নাই।

ভ্রাতাগণ! আইস আমার সঙ্গে আইস। বীরদাপে বীরবিক্রমে, উলঙ্গ অসি হস্তে আমার সঙ্গে আইস। এলাহির নাম করিয়া বিধর্ম্মীর মুণ্ডপাতে বস্রাগমন-পথ পরিষ্কার করিতে আমার সঙ্গে আইস। তোমাদের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর আবদুল্লা এই চলিল।—'এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিতে করিতে আবদুল্লা অগ্রে অগ্রে চলিল। শূন্যে চাহিয়া দেখ, এলাহির কার্য্যে এলাহি অনুগ্রহবারি বর্ষণ করিতেছে। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, এলাহির করুণা-কথা অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে—চাহিয়া দেখ। যুগ যুগান্তরে যাহা ঘটে না— সেই ঘনঘটা আজ আতপতাপ নিবারণ জন্য আমাদের মস্তকোপরি চন্দ্রাতপে পরিণত

হইয়া ক্রমেই নীচে নামিতেছে। গভীর নাদে মোস্‌লেমের জয় ঘোষণা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, উহারও অর্থ আছে—নিরর্থে এ সময় চমকিতেছে না। উপদেশ—দৈব উপদেশ। যে তোমরাও চমক দেখাও—আজ বিদ্যুৎচমকে মোস্‌লেম তরবারির চমক দেখাও। এই যে বিন্দু বিন্দু বারি ঝরিতেছে, স্পষ্ট দেখিতেছ, এ ঘনঘটার বারি নহে,—স্বর্গীয় শান্তিবারি মেঘের আশ্রয়ে ঝরিতেছে। আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করিতে স্বর্গীয় বারি স্বর্গীয় রমণী "হুরগণ" স্বহস্তে প্রক্ষেপ করিতেছে। আর বিলম্ব কেন? জীবন পণ, হয় স্বর্গ লাভ, নয় রাজ্যলাভ।

মহাবীর আবদুল্লা অশ্বপৃষ্ঠে 'বেসমেল্লাহ' বলিয়া উপবেশন করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ— মোহাম্মদ রসুলল্লাহ্' উচ্চারণ সহিত অশ্বে কষাঘাত করিয়া বীরদাপটে অশ্ব চালাইলেন। অন্য অন্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ সমস্বরে "আল্লাহ্ আকবার' শব্দ তিনবার ভীমস্বরে উচ্চারণ করিয়া—অশ্বে কষাঘাত করিলেন। প্রথম অশ্বারোহী সৈন্যগণ, পশ্চাৎ পদাতিক দল, আল্লা—আল্লা রব করিতে করিতে ত্রি-সহস্র দুর্জ্জয় সিংহ একেবারে রোমীয় সৈন্যগণের উপরে পড়িল। প্রথম আক্রমণেই ব্যূহ ভগ্ন হইল, রোমীয় সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাবিক্রমে মোস্‌লেমগণকে গমনে বাধা দিতে লাগিল। মোস্‌লেমগণ বূহ্য ভগ্ন করিয়া সমস্বরে আল্লাহ্ রব করিতে করিতে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু রোমীয় সৈন্যগণ হেলিল না, একপদ ভূমিও পশ্চাৎপদ হইল না। চতুষ্কোণ ব্যূহ—চত্বারিংশত কোণে পরিণত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল বটে, কিন্তু মোস্‌লেমগণ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল—উভয় দলের তরবারি চলিতে লাগিল। একদিকে নাকরা দুন্দভি ভেরী অন্যদিকে রোমীয় রণবাদ্য তুমুলরবে বাজিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই তরবারি বর্শা, তীর চলিতেছে। মুদ্‌গর (গদা) পড়িতেছে,—চর্ম্মবর্ম্মে আগুন ঝরিতেছে। কোনস্থানে অশ্বারোহী সহিত অশ্বারোহী যুঝিতেছে। উভয়ের অশ্বপদতলস্থ বালুকাকণা প্রস্তরকণাসহ মিশিয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। তরবারির ঘাতপ্রতিঘাতে অগ্নিকণা বাহির হইয়া উৎক্ষিপ্ত প্রান্তর, বালুকাকণাসহ মিশিয়া যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। কোনস্থান মোস্‌লেমের অসি চক্রাকারে চাক্‌চিক্য দেখাইয়া রোমীয় বীরের স্কন্ধে পতিত হইতেছে। রোমীয়বীরের কঠিন আঘাতে মোস্‌লেম বীর দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। দুই পক্ষেই সমভাবে অস্ত্র চলিতেছে। মোসলেমের বর্শাঘাতে কোন ইসাই রণপ্রাঙ্গণে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়ার রুধির বমন করিতেছে, কাহারও বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পার হইয়া বর্শাফলক মৃত্তিকাবিদ্ধ হইয়াছে। কথা বলিবার শক্তি নাই। স্ফুটস্বরে বিকৃতবদনে দন্ত বাহির করিয়া—জল জল শব্দ করিতেছে। কোন মোস্‌লেম-দেহ অশ্ব-দেহ সহিত দ্বিখণ্ডিত হইয়া সহিদের দৃশ্য দেখাইতেছে। কেহ বলিতেছে "মার কাফের, কাট কাফেরের মাথা।" ভ্রাতাগণ! আর অল্পক্ষণ এইরূপ কাফেরের মাথা কাটিতে পারিলেই পথ পরিষ্কার—এই প্রকার কাফেরের রক্তস্রোত বহাইতে পারিলেই বস্রাগমনপথে আর ইসাই আবর্জ্জনা থাকিবে না। চালাও তরবারি, উড়াও তীর,—হান বর্শা।

রোমীয়গণ জগদ্‌বিখ্যাত যোদ্ধা। কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহে। বীরদর্পে বলিতেছে,—

"অরে! নবধার্ম্মিক নবীন যোধদল! আর কেন? ব্যূহ ভাঙ্গিয়াছ ইহাই যথেষ্ট। আমাদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সামান্য বিবেচনার ক্রটিতে ব্যূহ ভাঙ্গিয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে। আর কেন? বস্রাগমন আশা চিরকালের জন্য হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল। যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছ এ অগ্রসর কিছু নহে,—কিছু নহে। এখানে কি থাকিতে পারিবে? রোমীয় সৈন্যগণের বল বিক্রমে কি আর টিকিতে পারিবে? হটিয়া যাও—হেটমাথায় পৃষ্ঠ দেখাইয়া চলিয়া যাও; আর মুখ দেখাইও না। ঐ যাওয়াই একেবারে শেষ যাওয়া মনে করিয়া, দেশের সন্তান দেশে চলিয়া যাও। মা বাপের চক্ষু জুড়াও— প্রাণ ঠাণ্ডা কর। আর যদি থাকিয়া থাকে—দেখ গিয়ে সেই মুখখানি—"

মোস্‌লেম সৈন্যগণ হইতে একজন বলিল—

"দেশে যাইব, নিশ্চয় যাইব। যদি খোদাতালা সে দিনের মুখ দেখান দেশে যাইব। তবে একটু ভিন্ন ভেদ মাত্র। "আমাদের" শব্দ স্থানে তোমাদের শব্দ বসাইয়া—অবশ্যই দেশে যাইব। মদিনায় অগ্রে যাইব না, অগ্রে তুরস্কে যাইয়া পরে মদিনায় যাইব। বস্রা জয় করিয়া এস্‌লাম পতাকা বস্রা রাজ্যে উড়াইয়া মোস্‌লেম বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া—শেষে তোমাদের দেশে যাইব। তারপর মদিনা—

চিন্তা কি? ঐ দেখ্ দক্ষিণ বামে যে দিকে ইচ্ছা—চাহিয়া দেখ্! যাহা কখনও দেখিস্ নাই তাহাই দেখ্! তোদের দলের রক্তমাখা মাথা দেখ্। মাথাশূন্য দেহ দেখ্! আমাদের সেনাপতি আবদুল্লার সম্মুখে চাহিয়া দেখ্। লালে লাল! এইভাবে তোদিগকে রক্তবসন পরাইয়া নাচ করাইতে পারিলেই পথ পরিষ্কার। দেখেচিস্? তোদের সৈন্যদলের ভাব দেখেচিস্? মুখের ভাব দেখেচিস্? তোর মুখ তুই দেখেচিস্?

কি করে দেখ্‌বি? আরসি নাই, জলও নাই। আছে কেবল চাক্‌চিক্যময় তরবারি। সাহস থাকেত আসিয়া দেখ্। তোদের সাদা মুখে কে যেন ছাই মাখিয়া দিয়াছে। মনের কথাটা মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

"দেখিতেছি তোরা ত ভারি কথাবাজ। যুদ্ধের নামে ঢন্‌ঢন্! মুখ খানিই দেখিতেছি খুব ধারাল—ধর আঘাত—আয় যুদ্ধ করি।

"যুদ্ধ করিবই, তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিবই,—আগে এই তরবারিতে তোর মুখখানা তোকে দেখাইয়া পরে তোর মাথার ব্যবস্থা করিব। বল্‌ত কাফের! তোরা যুদ্ধ করিতেছিস কেন? তোদের এ কিসের যুদ্ধ? কি কারণে যুদ্ধ?"

"তুই আমাকে কাফের বলিলি? ইসার ওম্মাত কি কাফের হইতে পারে? যে কাফের নয় তাহাকে কাফের বলিলে —সে কি হয় তাহা জানিস্?"

"জানি—জানি। খোদাতালার নির্দ্দিষ্ট আদেশ যে লঙ্ঘন করে সেই 'কাফের'। এখন অর্থবিচারের সময় নহে। তোদিগকে কয়েকটী কথা বলিতেছি। চক্ষু থাকে ত ঐ দেখ্!

ওদিকে আজ্রাইল তোর মাথার উপর শূন্যভাবে দাঁড়াইয়া নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় আছেন। আর—

তোরা করিতেছিস হিংসার যুদ্ধ। আমরা করিতেছি ধর্ম্মের যুদ্ধ। তোরা অর্থলোভে জীবন বিক্রয় করিয়া গোলামি সাজে সাজিয়া যুদ্ধে আসিয়াছিস্। চাকুরী আর কুকুরীতে কিছু ভিন্ন ভেদ আছ রে পামর? তোদের আশা ত এই—আমাদিগকে বস্রায় যাইতে দিবি না? এই ত মনের আশা? আমাদের আশা কি শুনিবি? আমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করিতেছি। আমরা সেই অদ্বিতীয় মহাশক্তিধর, সর্ব্বোপরিশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষীয় সৈন্য। আমরা তাঁহার অবৈতনিক চাকর—আজ্ঞাবহ দাস। আমরা তোদিগকে সৎ পথে আনি; —সত্য ধর্ম্মের সত্যালোকে আনয়ন করিব। আমরা তোদের মত জীবন বিক্রয় করি নাই। আমরা এস্‌লামধর্ম্মের উন্নতি জন্য—প্রচার জন্য—জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। তোদিগকে এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে এতদূর আসিয়াছি।"

"ঠিক কথা! অহে! ঠিক বলিয়াছ। আসিয়াছ ঠিক, সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এই "মাতায়া" প্রান্তরে জীবলীলা শেষ করিয়া জগতের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। আর অস্ত্র ধরিতে হইবে না। তোরা আহাম্মক, অজ্ঞ, মূর্খ; তোদের সহিত কথা কি? ছাড়িলাম কথা! পশুর সহিত মানুষের আলাপ কি? ধর আঘাত—"

অস্ত্র চলিতে লাগিল। উভয় দল হইতেই সমান ভাবে অস্ত্র শস্ত্র চালিত হইতেছে। অশ্বদাপটে, সৈনদলের কোলাহলে, উভয় দলের রণবাদ্যে অস্ত্রাঘাতের ঘাত প্রতিঘাতে, ভূপতিত সৈন্যগণের আর্ত্তনাদে ভীষণ হইতে ভীষণতর শব্দোত্থিত হইয়া, কানে তালা লাগাইয়া দিতেছে। রক্তধারে তরবারি রঞ্জিত হইতেছে, স্কন্ধ হইতে শির গড়াইয়া পড়িতেছে, তীরবিদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া রক্তের ধার ছুটাইয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে। কবন্ধ সকল নাচিয়া নাচিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। রোমীয় সৈন্যগণ শিক্ষিত যোদ্ধা, রণবিদ্যায় পণ্ডিত-পারদর্শী হইলেও এস্‌লামতেজের নিকট পরাস্ত হইতে হইতেছে। মোস্‌লেমগণ অপেক্ষা ইসাই সৈন্য অধিকাংশ রক্তমাখা হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে। ধর্ম্মবলের নিকট বাহুবল, রণকৌশল সকলি পরাস্ত। মোস্‌লেমগণের তরবারি-তেজ, চালনার কৌশল দেখিয়া ইসাই সৈন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। তাহাদের অতি সুন্দ শুভ্রবদনে বিষাদকালিমা-রেখা ক্রমেই ঘোর ঘনরূপ ধারণ করিতেছে। হৃদয়ের গুপ্ত ভাব, সহজে অনাভ্যাসে গোপন করা কঠিন। মুখশ্রী বিশ্রী, বর্ণ মলিন, নয়নের ভাব অতি কদর্য্য, নিশ্চয় ভয়ের সঞ্চার!! কিন্তু যুদ্ধে বিরাম নাই। বীরবীর্য্য দেখাইতেও ত্রুটি নাই। তত্রাচ মনের মধ্যে জাগিতেছে—কি যেন হয়, পারি কি হারি।

রোমীয় সৈন্যগণ-মনে, কখনও কোন যুদ্ধে যে কথা মনে উদয় হয় নাই—তাহাই হইয়াছে। অনেক যোদ্ধার মনেই কথাটা উঠিয়াছে,—পারি কি হারি। মোস্‌লেমগণের তরবারি-তেজ দেখিয়া নিশ্চয় জয়ের কথা কাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইতেছে না; মনে

বলিতেছে, —"পারি কি হারি।" যাহা হউক, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। দেখি প্রকৃতি আজ জয়মাল্য কাহার গলায় পরাইয়া দেন। ইসাইগণ এই কথা স্থির করিয়া মোস্‌লেমগণের সহিত রণে মাতিয়াছে।

মোস্‌লেমবাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, রোমীয়সৈন্যের বীরত্ব দেখিয়া মস্তিষ্ক মজ্জা বিশেষ আলোড়িত করিয়া সৈন্য চালনা করিতেছেন। কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে সৈন্যদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উচ্চনাদে উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত সুধার তরবারির মর্য্যাদাও রক্ষা করিতেছেন। রোমীয় সৈন্যমুণ্ড রণাঙ্গনে গড়াইয়া পড়িতেছে। এমন সুন্দর সুকৌশলে, অশ্বচালনা করিতেছে, যে এক খালেদ শত খালেদরূপে চক্ষের পলকে পলকে প্রতিপক্ষ-চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। দক্ষিণে পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে একেবারে বামদিগের প্রান্তসীমায়। কিন্তু অন্য দল দেখিতেছে মধ্যভাগে, কোন বিপক্ষ দল দেখিতেছে, সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ এস্‌লামসৈন্যের মধ্যভাগের পশ্চাদ্দিকে। সে পলক পড়িতে না পড়িতে দেখিতেছে, প্রধান সৈন্যের হস্তস্থিত তরবারি বিজলি-চমকে চমকিতেছে। শত শত ইসাই সৈন্য-দেহ ধরাতলে শয়ন করিতেছে। আবার চক্ষু ফিরাইতেই দেখিতেছে—সৈন্যাধ্যক্ষের সুমার্জ্জিত চাক্‌চিক্যময় বর্শা-ফলকে বিঁধিয়া কত ইসাই রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

রোমীয় প্রধান সেনানীগণ স্পষ্ট দেখিতেছে যে, মোহাম্মদ খালেদের অসির সম্মুখে বামে, দক্ষিণে তাহাদের দলে, যাহারা পড়িতেছে, তাহারা আর জগতের মুখ দেখিতেছে না। মন্ত্রপ্রভাবে অস্ত্র চমকের সঙ্গেই যেন ফুৎকারে উড়িয়া যাইতেছে।

ফুৎকারে উড়িলে কি হইবে? তাহারা যে সংখ্যায় অনেক বেশী। শত জন ধরাশায়ী হইতেছে, দ্বিশতজন মার মার শব্দে আসিয়া তাহাদের স্থান পরিপূরণ করিতেছে। মোস্‌লেমবাহিনীর পতাকাধারী 'জায়েদ' বিপক্ষ দলের পতন, শিরশ্ছেদ, বাণে বাণে হৃদয়ভেদ, অন্তরভেদ, বর্শাঘাতে রক্ত বমন দেখিয়া, জয় সম্ভব বিবেচনা করিয়া, মোসলেমগণের উৎসাহবর্দ্ধন-জন্য—বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া "জয়-এস্‌লামের জয়"—উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রোমীয় সৈন্যগণের সহ্য হইল না। জায়েদের ব্যবহার নিতান্তই অপ্রীতিকর বোধ হইল। জায়েদের ঘোষণার প্রতি অক্ষর তাঁহাদের কানে বিষমিশ্রিত অব্যর্থ বাণের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধে অধীর হইয়া পঞ্চদশ যোধ একত্রে অসি উত্তোলন করিয়া পতাকাধারী জায়েদকে আক্রমণ করিল। জায়েদের শির পঞ্চাশ আঘাতে চক্ষুর নিমিষে, স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। আর কি রক্ষা আছে? মোসলেম দলমধ্যে জায়েদের নিকটে যাহারা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সকলে একত্র হইয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ রব করিতে করিতে জায়েদ-হন্তাদিগের উপরে পড়িল, —নিমেষে নয়, মুহূর্ত্ত নয়, পলক নয় তাহারও অল্প সময় মধ্যে জায়েদ-হন্তাগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া অশ্বপদতলে মর্দ্দিত দলিত পেষিত করিল। মোসলেমগণ সেনাপতি জায়েদের সহিত ঘটনা স্মরণ করিয়া চতুর্গুণ তেজে শত্রুবধে প্রবৃত্ত হইলেন।

জায়েদ-হস্ত হইতে মোসলেম বিজয়বৈজয়ন্তী বিচ্যুত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া, মোসলেমকুলরত্ন আরবীয় বীর, এসলাম-মুকুটমণি,—সেরে খোদা—(ঈশ্বরের শর্দ্দুল) উপাধিধারী হাজরাত আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর জাফর—বীর বিক্রমে "আল্লাহ্ আকবার" হুঙ্কার ছাড়িয়া 'বেসমেল্লাহ্', বলিয়া জাতীয় পতাকাদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া ঘোর নাদে "জয়-এস্‌লামের জয়" রবে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ কাঁপাইয়া তুলিলেন। ইসাই কর্ণে কি মোসলেম জয়-ঘোষণা সহ্য হয়? এস্‌লামের জয়নিনাদ কি বিধর্ম্মী কাফেরের প্রাণে সহ্য হয়? এস্‌লামের জয় চিহ্ন কি বিধর্ম্মীর নয়ন দেখিতে ইচ্ছা করে?

যেই বীরবর জাফরের জয়নাদ শ্রবণ,—অমনি রোমীয় সৈন্যগণের তরবারি উত্তোলন—মুখে কথা—

"অরে লজ্জাহীন আহাম্মক! তোর প্রাণের মায়া বুঝি তোর প্রাণে নাই? অরে মুর্খ! পূর্ব্ব পতাকাধারীর কি হইল? তুই বুঝি তাহা চক্ষে দেখিস্ নাই? অরে বর্ব্বর! রাখ্ নিশান। বন্ধ কর তোর জিহ্বা! এখনি তোকে যমালয় পাঠাইতেছি! সিংহ যেমন লক্ষ্য স্থির করিয়া লক্ষিত প্রাণীর প্রতি, রক্তরঞ্জিত বিশাল অগ্নিময় অক্ষির ভীষণ দৃষ্টির সহিত মহা গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া পড়ে, রোমীয় সৈন্যগণ,—বীরবর জাফর প্রতি সেইরূপ সিংহবিক্রমে আসিয়া পড়িতেই, জায়েদ হন্তার পরিণাম দশা মনে হইয়াই যেন, একটু থতমত ভাবে দাঁড়াইতেই মহাবীর জাফর উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

" তোরা বর্ব্বর না আমি? জায়েদ-হন্তাগণের পরিণাম দশা—হন্তাদিগের খণ্ডিত দেহখণ্ড সকলের কথাটা একবার মনে করিয়া—আয় কাফের নারকিগণ! আয়—জাফরের বর্শার মুখে একবার আয়! দেখি তোদের প্রাণ, কোন্ কোন্ পথে বাহির হইতে পারে?"

মহাবীর জাফর একহস্তে পতাকাদণ্ড—অন্য হস্তে বর্শাদণ্ড ধারণ করিয়া প্রস্তুত রহিলেন। আক্রমণকারীরা প্রথমে বীরবিক্রমে জাফরকে আক্রমণ করিতে যাইয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেলে দলপতি বুঝিলেন—নিশ্চয় নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। পতাকাধারীর জীবন বিনাশ করিতে জীবনের মায়া আসিয়া বাধা জন্মাইয়াছে। দলপতি মহাশয় ঘোর নাদে বলিতে লাগিলেন—

"আজ এ কি দেখিতেছি! যাহা কখনও দেখি নাই, কর্ণে শুনি নাই, তাহাই আজ স্বচক্ষে দেখিতেছি। রোমীয় বীরের হৃদয়ে ভয়? ইসাই সৈন্যের প্রাণের মায়া? মোস্‌লেমগণ কি মন্ত্রবলে রোমীয় বীরগণকে মুগ্ধ করিল? আল্লাহ্ আকবার রবে ইসাইগণের সাহস বলবীর্য্য একেবারে কি হরণ করিল? অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণ তারা অঙ্কিত পতাকার পত্ পত্ শব্দে কি বীরহৃদয় কাঁপিয়া গেল? সময়ে কি না করে? কালের কুহকে কি না হইতে পারে? শত্রুবধে তরবারি উত্তোলন করিয়া কি ভয়ে ক্ষান্ত হইলে? কি দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে? পশ্চাৎপদ হইয়া ক্ষণকাল জীবনরক্ষা করিলে কি লাভ হইবে? পশ্চাৎপদ হইয়া বস্রার পথ ছাড়িয়া দিলে আমাদের দশা কি হইবে? যাহা কখনও হয় নাই তাহাই হইবে। ধর্ম্ম বিনাশ, রাজ্য নাশ ত হইবেই, প্রাণের আশাই কি থাকিবে? স্বরাজ্যে স্বরাজ অপেক্ষা

গৌরবের কথা—অস্থায়ী জগতে আর আছে কি ভাই? স্বরাজই যদি পররাজ হইল, তবে গোলামি করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়ঃ। সিংহ-জীবন, —জীবনের মায়ায় কুকুরের জীবনে পরিণত করিয়া লাভ কী? পরিণামে জঠরজ্বালায় জেতাদিগের চর্ব্বিত চর্ব্বণ পাদুকা লেহন ভিন্ন আর কি উপায় আছে? জননী জন্মভূমির মায়া যে নরাধম পামরের হৃদয়ে নাই, তাহার জীবন বৃথা। নিজ জীবন রক্ষা করিতে স্বদেশের স্বাধীনতারত্ন যাহারা পরহস্তে তুলিয়া দেয় তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার দেশবৈরী আর কে আছে? পবিত্র জন্মভূমি অপরের পাদুকাতলে দলিত হইবে, স্বাধীন জীবন পরাধীনতা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে, গলায় রুজ্জু দিয়া বাঁদর নাচান নাচাইয়া লইয়া বেড়াইবে, ইহা কোন্ প্রাণে সহ্য হইবে? বিন্দুপরিমাণ রোমীয় রক্ত যাহার শরীরে সজীবভাবে আছে,সে অতিশয় দুর্ব্বল-হীনবল হইলেও অধীনতা কথা সে ক্ষীণ প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। মোস্‌লেমেরা বিজয় নিশান উড়াইয়া একবার বসিতে পারিলে শত বৎসর মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে কথাটা মুখে আনিতে সাহস হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে ভয়ের কারণ কি? তাহারা ত জননীর প্রিয় সন্তান। দেশবৈরীর প্রাণ হরণ করিয়া, শত্রুহস্তে দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া অশ্বখুরে পেষিত হইয়া, রণক্ষেত্রের বালুকাকণাসহ মিশিয়া গিয়াছে, তাহাতে ভীত স্তম্ভিত কম্পিত হইবার কারণ কি? সাধারণ জ্ঞানে বুঝিয়া দেখ, যেদিন জন্মিয়াছি সেইদিন হইতে মরণ নিশ্চয় বুঝিয়াছি। মরণ যখন নিশ্চয় তখন ধর্ম্ম ও স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য না মরিয়া গোমড়কের ন্যায় সংক্রামক রোগে মরিলে তাহাদের স্থান কোথা? স্বর্গে ত স্থান নাই, দেশদ্রোহী ঘৃণিত জীবের স্থান নরকেও নাই। রোমীয় শোণিতে দেহের সূচনা হইলে এরূপ কাপুরুষত্ব লক্ষণ শত্রু মিত্র সম্মুখে কখনই প্রকাশ পাইত না। এখনও পতাকাধারী পতাকাহস্তে "এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিয়া আনন্দউল্লাসে রণাঙ্গণে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে? ধিক্! শতধিক্ তোমাদের জীবনে! কোন্ দিকে না যুদ্ধ চলিতেছে—ক্ষণকালের জন্যও যুদ্ধের বিরাম নাই। কেবল তোমরা একদল প্রাণের ভয়ে প্রাণ লইয়া দাঁড়াইয়া আছ? আর—"

দলপতি মহাশয় আর বলিতে সুযোগ পাইলেন না। আর শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেই উপস্থিত সৈন্যগণ বলিয়া উঠিল, "আমরা স্বদেশের—আমরা প্রাণভয়ে প্রাণ লইয়া দাঁড়াইয়া আছি? কৈ সে পতাকাধারী?" দলের মধ্য হইতেই উত্তর হইল,—"ঐ পতাকা! ঐ পতাকা!" চক্ষু ফিরাইতেও অবসর হইল না। রোমীয় সৈন্যগণ পূর্ব্ববৎ সিংহবিক্রমে হর্য্যাক্ষগর্জ্জনে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্‌লেমবীর পতাকাধারী জাফরকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া অবিরত অস্ত্র বরিষণ করিতে লাগিল। মহামতি জাফর বামহস্তে পতাকাদণ্ড ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কখনও তরবারি—কখনও বর্শা চালাইতে লাগিলেন। আল্লাহ্ রবে হুঙ্কার ছাড়িয়া শত্রু সহিত ঘোর আহবে লিপ্ত হইলেন।

অস্ত্রের চালনা-কৌশলে, মোস্‌লেমকুলগৌরব বীরবর জাফর প্রতি আঘাতে শত্রুপ্রাণহরণ করিতেছেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত বহু অস্ত্রের প্রহার বর্শাদণ্ডে উড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। ক্রমে দুই এক পদ করিয়া অগ্রসরও হইতেছেন। কতক্ষণ? বীরবরের একবাহু পতাকাদণ্ডে

আবদ্ধ। অস্ত্রচালনা আক্রমণ আত্মরক্ষা জন্য মাত্র এক বাহু। রোমীয় সৈন্যগণ সে দলে সংখ্যায় শত বাহু। শত বাহুর সহিত এক বাহু কতক্ষণ যুঝিতে পারে? শত্রুপক্ষ ক্রমে নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল—"অরে বর্ব্বর! জয়ের মুখ না দেখিতেই বিজয় নিশান? পরাজয় না করিয়াই মুখে বলিতেছে "এস্‌লামের জয়"? ধিক্ তোদের ব্যবহার। অরে মূর্খ! কার জয় কে করে দেখ! "এই বলিয়া রোমীয় বীর জাফরের শির লক্ষ্যে আঘাত করিতেই বীরবর জাফর তরবারি দ্বারা সে আঘাত ব্যর্থ করিলেন। ঐ সময় অন্য এক রোমীয় সৈন্য পার্শ্ব হইতে গুপ্তভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে জাফরের বামহস্তে, তরবারি আঘাত করিতেই হস্তের কফনি পর্য্যন্ত কাটিয়া পতাকাদণ্ড মৃত্তিকায় পড়িতেই বীরবর জাফর দক্ষিণ হস্তে পতাকাদণ্ড ধারণ করিয়া রহিলেন। মোস্‌লেমবিজয়নিকেতন সমরক্ষেত্রে উড়িতে লাগিল।

কিন্তু বীরবর আত্মরক্ষার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—মোস্‌লেম ভ্রাতাগণ! আর ক্ষণকাল এই প্রকার কাফেরের শির তরবারিধারে গড়াইয়া রক্তস্রোত বহাইতে পারিলেই আশা পূর্ণ সহিত আমার পতাকা ধারণ সার্থক হয়। আমার বামহস্ত গিয়াছে কিন্তু এস্‌লামবিজয় নিশান উচ্চগগনে যেমন উড়িয়া মোস্‌লেমের জয় ঘোষণা করিতেছিল তেমনি উড়িতেছে। আত্মরক্ষার উপায় দয়াময় এলাহির শত নামের শত ধর্ম্ম চর্ম্ম সহায় করিয়া বিশ্বাস-কবচে অঙ্গ আবরণ করিয়াছি,—ভয় ভাবনা দূর হইয়াছে। শত্রুর অস্ত্র প্রতি আমার আর লক্ষ্য নাই! আমি কেবল এস্‌লামের জয় কামনা করিতেছি। ভ্রাতাগণ! রোমীয় সৈন্যদল মোস্‌লেম বিক্রমে ভয় পাইয়াছে। ঐ দেখ তাহাদের বদনে নীলিমা রেখা দেখা দিয়াছে। এলাহির নাম মুখে করিয়া অসি চালনা কর। স্বর্গীয় দূতগণ আমাদের মাথার উপর থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। আমরা এলাহির সৈন্য—তাঁহারই একত্ববাদ প্রচার করিতে এই রণরঙ্গে মাতিয়াছি। আর অল্পক্ষণ এই ভাবে কাফেরগণকে নিপাত করিতে পারিলেই এস্‌লামের জয়! নিশ্চয় আমাদের জয়!

রোমীয় সৈন্যগণ মধ্য হইতে একজন বলিল "অরে আহম্মক! জয় জয় করিতেছিস্।—জয়ের সাধ মিটাইতেছি। কাহাদের জয় দেখ্!"—এই কথা বলিয়া জাফরের দক্ষিণ হস্তে আঘাত— পতাকাদণ্ডসহ দক্ষিণ হস্ত দেহচ্যুত হইতেই মোসলেম গৌরবরবি বীরবর জাফর—বাহুদণ্ড দ্বারা পতাকাদণ্ড সাপটিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"জয় এস্‌লামের জয়" "জয় এস্‌লামের জয়!" ভাই মোসলেমগণ! আমার হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ কাটা গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে তাহার দ্বারাই এস্‌লামের জয় পতাকাদণ্ড বেষ্টন করিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছি—হও অগ্রসর! —মার কাফের। চল বস্রা। ঐ দেখ স্বর্গীয় উদ্যানের পুষ্পগুচ্ছ—পুষ্পহার লইয়া "ফেরদৌস" —বাসিনী হুরগণ—আমাদের জয় কামনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আল্লাহ্ আকবার রবে হুঙ্কার ছাড়িয়া অগ্রসর হও—"

মুখের কথা শেষ না হইতে হইতেই রোমীয় সৈন্য কর্ত্তৃক মহাবীর জাফর-শির , রক্তমাখা

হইয়া রণপ্রাঙ্গণে পতিত হইল; কি আশ্চর্য্য! "এস্‌লামের জয়" পতাকা বীরবর জাফর জয় সম্ভব মনে করিয়া যে উড়াইয়াছিলেন—জায়েদ শহিদ হইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেও সে উড্ডীয়মান পতাকা উড়িতেই থাকিল-বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর জাফর এস্‌লামবিজয় পতাকাদণ্ড ধারণ করিয়া প্রথম বাম হস্তের অগ্রভাগ, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, পতাকাদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন; —দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে দেহ-বিচ্ছিন্ন হইলে পতাকাদণ্ড বাহুদণ্ড যোগে বুকে চাপিয়া রাখিলেন। এখন মহাবীর এস্‌লামকুল-গৌরব জাফরের শির-শত্রুর তরবারি আঘাতে ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। কি আশ্চর্য্য! মহা কৌশলী এলাহির কি আশ্চর্য্য কৌশল—এস্‌লাম ধর্ম্মের কি অপরূপ মহিমা—জাফরের বাহুদণ্ড জড়িত বক্ষবদ্ধ পতাকা পূর্ব্বমত উড়িতেই থাকিল। পতাকাদণ্ড হেলিল না,—দুলিল না, —পড়িল না—পুণ্যাত্মা জাফরের পবিত্র মস্তক দেহসংলগ্ন সজীব থাকিতে যে প্রকার স্থির ধীর অচল অটলভাবে পতাকাদণ্ড দণ্ডায়মান ছিল, শিরঃশূন্যহস্তের অগ্রভাগ শূন্য শুধু বাহুযুগলে প্রাণশূন্য বক্ষস্থল আশ্রয়ে, পতাকাদণ্ড স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া এস্‌লাম-জয়পতাকা শিরে বহন করিতে লাগিল। ধন্য এস্‌লামধর্ম্মের মহিমা, —সহস্র ধন্য এলাহির অপার অপরিসীম লীলা!—

পুণ্যাত্মা জাফরের শিরঃশূন্য দেহ, —বাহুদণ্ডযুগলে পতাকাদণ্ড বুকে চাপিয়াই আছে, —বিষম বিক্রমে উভয় দলে যুদ্ধ চলিতেছে। কোন দিকে কাহার লক্ষ্য নাই! আঘাত প্রতিঘাত ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই! সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল্লা, মদিনার শ্রেষ্ঠবীর জাফরের খণ্ডিত শির ধুলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। পতাকা রীতিমত আকাশে উড়িয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, পতাকা প্রতিই সকলের লক্ষ্য—পতাকাধারীকে অনেকেই দেখিতে পাইতেছে না। আবদুল্লা পুণ্যাত্মা জাফরের প্রথম খণ্ডিত শির তাহার পর পতাকাদণ্ড ধারণ ব্যাপার দেখিয়া বলিতে লাগিলেন;—"ভাই জাফর! তুমিই ধন্য! এস্‌লাম ধর্ম্মে তোমার যেমন ভক্তি তেমনি ভালবাসা।—শিরঃশূন্য হস্ত-শূন্য প্রাণ-শূন্য হইয়াও যেন প্রাণের মধ্যে এস্‌লাম জয়পতাকাদণ্ড বুকে চাপিয়া রাখিয়াছ!—ভাই! এই ঘোরতর যুদ্ধের সময় মনের কথা কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিলাম না।— তোমার জন্য দু ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেও এইক্ষণে অবসর পাইলাম না। তুমি বংশের উজ্জ্বলরত্ন—এস্‌লাম সমাজের গৌরবান্বিত মহামূল্য মণি— তোমার চিরবিরহে মদিনা নগর ক্রন্দন করিবে। নগরবাসীর ত কথাই নাই; তোমার বিরহে মদিনার পশু পক্ষীর চক্ষে জল ঝরিবে, সজীববৃক্ষ-লতার পত্র সকল শুষ্ক হইবে! আক্ষেপের সময় নাই ভাই। আশীর্ব্বাদ করিও,— তোমার শিরঃশূন্য হস্ত-শূন্য দেহবন্ধন হইতে আবদুল্লা এই বিজয়কেতন বেস্‌মেল্লাহ বলিয়া ধারণ করিল। আশীর্ব্বাদ করিও।"

বীরশ্রেষ্ঠ আবদুল্লা পুণ্যাত্মা জাফরের বাহুবন্ধন হইতে পতাকাদণ্ড হস্তে করিয়া, মোস্‌লেম সৈন্যদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। সৈন্যগণের জয়-নিনাদে মাতায়া- প্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে, কোন পক্ষেই ক্লান্তির নাম নাই। বিশেষ বীরবর জাফরের

শহিদ বার্ত্তা সৈন্যমধ্যে ঘোষিত হইলে মোস্‌লেমসৈন্যগণ চতুর্গুণ উৎসাহে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। সকলের মুখেই জাফরের কথা। প্রধান প্রধান যোধগণ বলিতে লাগিলেন, 'প্রাণ থাকে আর যায়—এখনই জাফরের প্রতিশোধ লইব।" জাফরের প্রতিশোধ লইতে মদিনার প্রধান প্রধান বীরগণ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"কৈ সে নরাধমেরা? কোথা তারা? —ঐ তারা! —ঐ তারা!—"

জাফর-হন্তার রোমীয় সৈন্যদল দর্প সহকারে বলিতে লাগিল, —'অহে নববীরগণ! আমরাই জাফরের দেহ্ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছি! একবারে কাটি নাই, অগ্রে হস্ত কাটিয়াছি, পরে মাথা কাটিয়াছি। আয় দেখি শীঘ্র আয়! জাফরকে তিন টুকরা করিয়া যমের বাড়ী পাঠাইয়াছি।"—মুখের কথা মুখে থাকিতেই মোস্‌লেমগণ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া জাফরহন্তাদিগের উপর পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকে তরবারি, বর্শা আঘাতে নরকবিন্যাসে প্রেরণ করিল। এবারে জাফর হন্তাদিগের খণ্ডিত দেহ অশ্বপদতলে পিষিয়া বালুকণায় মিশ্রিত না করিয়া, প্রধান প্রধান মোস্‌লেম বীরেরা সঙ্গিগণ-প্রতি আদেশ করিলেন—"ভ্রাতাগণ! জাফরহন্তাদিগের দেহ এই যুদ্ধক্ষেত্রে বৈশ্বানর ভোগে দান কর। আমরা অন্য দিকে শত্রু দলন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে চলিলাম।" তখনি আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। রণক্ষেত্রে রোমীয় সৈন্যদিগের সম্মুখে জাফরহন্তাদিগের দেহ একত্র করিয়া অগ্নিদেবের সেবায় প্রদত্ত হইল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইসাই সৈন্যদিগের রোষানল মহাবেগে জ্বলিয়া উঠিল। পতাকাধারী আবদুল্লাশির চক্ষের পলকে মৃত্তিকায় গড়াইয়া পড়িল। আবদুল্লার শিরচ্ছেদকারী রোমীয়দিগের প্রতি মোস্‌লেমগণ ধাবিত হইলেন। তাহারা সে সময় এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, বিশেষ বল প্রকাশ করিয়াও তাহাদের নিকটস্থ হইতে পারিলেন না।

মহাবীর মোহাম্মদ খালেদ এস্‌লাম-বিজয় নিশান হস্তে করিয়া বলিলেন—"এস ভাই রোমীয় বীরগণ! খালেদের শিরশ্ছেদন কর। এই দেখ খালেদ স্বয়ং পতাকাধারী। জায়েদ, জাফর, আবদুল্লা মদিনার মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠ তিন বীরকে তরবারি-আঘাতে বিনাশ করিয়া শহিদ দলভুক্ত করিয়াছ। মনুষ্য জীবনে ধর্ম্মযুদ্ধে কাহার না শহিদ হইতে ইচ্ছা হয়। এস ভাই! খালেদের শিরশ্ছেদন করিয়া স্বর্গের দ্বার মুক্ত করিয়া দেও। খালেদ প্রধানতঃ এলাহির সত্যধর্ম্মের বিরোধী ছিল, শেষে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব পাপমার্জ্জনা হেতু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু নিষ্কলঙ্ক খোদাতালার প্রতি যে অযথা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিল, তাঁহাকে ভুলিয়া পাথরের মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে সে আত্মগ্লানি আজ পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হয় নাই। এই ক্ষণে খোদাতালার সত্যধর্ম্ম প্রচারে কাফেরের মুণ্ডপাত করিব, না হয় তাহাদের হস্তে শহিদ হইয়া পূর্ব্ব পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিব,—এই সাধ খালেদের মনে বড়ই প্রবল; —তাহাতেই বলিতেছে—"ভ্রাতাগণ! শীঘ্র আইস, এতক্ষণ যে প্রকার অসি নাচাইয়া মোস্‌লেমগণের সম্মুখে নাচিয়াছিলে—আইস সেই প্রকার অস্ত্রহস্তে খালেদের সম্মুখে নর্ত্তন কর!

রোমীয় সৈন্যগণ মধ্যে মোহাম্মদ খালেদের সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইল না। —অন্য অন্য দিক যুদ্ধ অবিরত চলিতে লাগিল।

মোহাম্মদ খালেদ নিকটস্থ মোস্‌লেম সৈন্যদল দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—'ভাই মোস্‌লেমগণ! তোমাদের সকলের আজ্ঞাবহ ভৃত্য খালেদ আজ এস্‌লামের জয়পতাকা স্বহস্তে ধারণ করিল। আমি দেখিতেছি এই জাতীয় চিহ্নযুক্ত লোহিত পতাকার গুণ অসীম। যে হৃদয়ে বল নাই, হস্তে শক্তি নাই, অন্তরে সাহস নাই, এই পতাকা প্রতি একবার দৃষ্টি পড়িলেই দুর্ব্বল মনে বল সঞ্চার হয়, মরা মন জীবন্ত ভাব ধারণ করে; পরিশুষ্ক হৃদয়ে শোণিত সঞ্চার হয়, সাহস বিক্রম তেজ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। "এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা জন্মে! বিধর্ম্মীর প্রাণ বিনাশ করিতে হস্ত প্রসারিত হয়। এস্‌লামগৌরবশক্তি বৃদ্ধি করিতে আসক্তি জন্মে। সেই মহা মহিমান্বিত পতাকা আমি আজ ধারণ করিলাম। ভ্রাতাগণ! খালেদের তরবারি কোষে আবদ্ধ থাকিবে না, বর্শাফলকও উর্দ্ধমুখী হইবে না। যথাসাধ্য সুব্যবস্থার সহিত ব্যবহার হইবে। এইক্ষণে আমার প্রার্থনা যে আপনারা কয়েকজন আমার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া পশ্চাৎ রক্ষা করুন, এবং আপনাদের পৃষ্ঠপোষক পশ্চাদ্‌রক্ষক স্বরূপও কয়েকজন আপনারাই মনোনীত করিয়া নিয়োজিত করুন। আমি রোমীয় সৈন্যগণকে রণবিদ্যার কিঞ্চিৎ আভাস দেখাইয়া দিতেছি। আর আর সৈন্যগণ তাঁহাদের সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশমত অস্ত্রচালনা করিতে থাকুন। উপস্থিত সন্ধ্যায় কাহাদের জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইয়া চির অন্ধকারে নিমজ্জিত করে—তাহা কে বলিতে পারে? এ সন্ধ্যা কাহাদের সন্ধ্যা— কে বলিতে পারে?

এলাহির নামে এস্‌লামের জয় মনে করিয়াই সকল সৈন্যকে শ্রেণী শ্রেণী মতে যুদ্ধ করিতে হইবে। জায়েদ, জাফর, আবদুল্লা তিনটি মহাবীরকে অদ্য আমরা হারাইয়াছি। এ কথা যেন সকলেরই মনে থাকে। এলাহি-কৃপায় আমাদের সৌভাগ্যচন্দ্রিমা মোস্‌লেম ভাগ্যাকাশে উদয় হইলেও হইতে পারে। প্রকৃতির হাসিহাসিময় ভাব দেখিয়া এই গোধূলি লগ্নে সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে। খোদাতালার বল অসীম, কার্য্যও অসীম। হয়ত এই তৃতীয় অংশের একাংশ বল মোস্‌লেম বলকেই রোমীয়দিগের ত্রিগুণ বলের উপর সবল করিয়া জয় যুক্ত করাইয়া এস্‌লামগৌরব বৃদ্ধির সহিত মোস্‌লেমগণের গলদেশেই জয়মাল্য পরিশোভিত হইতে পারে। এলাহির ইচ্ছায় কি না হয়। আর বেশী কথার সময় নাই। "আল্লাহ্‌ আকবার" বলিয়া এই সন্ধি সংযোগ সময়ে প্রাণপণে আমার সঙ্গে একত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

মোহাম্মদ খালেদ জয়পতাকা ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রোমীয়গণ চক্ষে যে পতাকা মহা আগুন মহা হলাহলময়—সাংঘাতিক অস্ত্র বিশেষ, তাহাই খালেদের হস্তে দেখিয়া রোমীয় বীরগণ মার মার করিয়া চতুষ্পার্শ্ব হইতে মোহাম্মদ খালেদ প্রতি রোমীয় অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। —মোহাম্মদ খালেদ দক্ষিণহস্তে তরবারি চালনা করিয়া সমুদয় অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন।

প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ খালেদ এস্‌লাম পতাকা হস্তে অশ্বদাপটে মদিনার সৈন্যগণের কখন পশ্চাৎ কখনও অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ দানের সহিত এস্‌লামের জয় ঘোষণা করিতেছেন। আর চক্ষের নিমিষে রোমীয় সৈন্যগণের পশ্চাৎ দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিতেছেন—" দেখ ভাই ইসাইগণ! খালেদ কাহার পশ্চাৎ দিক হইতে অস্ত্র ব্যবহার করে না। বীরদাপে অশ্ব চালাইয়া তাহাদের সম্মুখভাগ উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—এই প্রথম চক্রে ভয় নাই। অবসর দিলাম, ইচ্ছা হয় প্রাণ লইয়া পলাও। তোমাদের সৈন্যদলের পশ্চাৎ ঘুরিয়া পতাকাহস্তে এই ঘুরিয়া আসিতেছি, এবারেও খালেদের অসি তোমাদের শিরে পতিত হইয়া ইসাই রক্ত পান করিবে না। কিন্তু ভাই! তৃতীয় চক্রে আর ছাড়িব না। সময় দিতেছি পলাও। তৃতীয় চক্র ঘুরিয়া আর খালেদের অসি এ ভাবে থাকিবে না। দেখিবে তোমাদের শিরে পড়িয়া অবিরত রক্ত পান করিতেছে। মিথ্যা ভাবিও না—খালেদের জিহ্বায় মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ হয় না। পলাও.পথ ছাড়িয়া দাও। এই দুই চক্র যায়—সাবধান! ইসাইগণ সাবধান! এই তৃতীয় চক্র।"

এই বলিয়া মোহাম্মদ খালেদ অশ্ব ছুটাইলেন। অশ্বদাপটে প্রস্তর ঘর্ষণে অশ্বের পদতল হইতে আগুনের কণা ছুটিতে লাগিল। ইসাইগণ চক্ষে যেন দেখিতে লাগিল, দেখাইতে লাগিল,—তাহাদের অগ্রপশ্চাতে এস্‌লাম বিজয়পতাকা আর মোহাম্মদ খালেদের অশ্বখুর উৎপন্ন অগ্নি কণা, খালেদকে কেহই স্থির চক্ষে দেখিতে সক্ষম হইতেছে না। তৃতীয় চক্রের পরেই রোমীয় সৈন্য কাতারে কাতারে রক্তমাখা হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু কেহই পথ ছাড়িল না। পলাইল না,—রক্তবীজের বংশের ন্যায় একদলের রক্ত মৃত্তিকায় পতিত হইতে হইতে অন্যদল আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছে। তাহাদের অস্ত্রও খালেদশিরে অবিরত পতিত হইতেছে।

অসি চালনায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় ব্যর্থ করিতেছেন, শত্রুগণের অস্ত্রবল সম্পূর্ণরূপে অসিতে প্রতিঘাত হইতেছে। অসি জরাজীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে বীরবর খালেদ মহামতি হস্তস্থিত তরবারি ঝনঝন শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখনি পৃষ্ঠরক্ষক রক্ষিদল দ্বিতীয় অসি যোগাইল। সে সময় রোমীয় সৈন্য প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে কদলীবৃক্ষ পতিত সদৃশ খালেদের তরবারি তেজে মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। শত্রুগণের আঘাত প্রতিঘাতে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে দ্বিতীয় অসি ভগ্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে উড়িয়া গেল। রক্ষীদল তৃতীয় অসি অতি ত্রস্তে মোহাম্মদ খালেদের হস্তে অর্পণ করিলে, একদল রোমীয় সৈন্য-শির ধূলায় গড়াইয়া দিয়া তৃতীয় অসিও ভাঙ্গিয়া বহু খণ্ডে ছুটিয়া পড়িল। এবার চতুর্থ অসির পালা। চতুর্থ অসি তৃতীয় অসি অপেক্ষা অল্প সময় মধ্যে খণ্ড খণ্ড আকারে রণপ্রাঙ্গণে পতিত হইল। এই প্রকার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অসি পর্য্যন্ত ভগ্ন হইয়া রক্ষিগণের মনে ভয়ের কারণ জন্মাইয়া দিল। কিন্তু বীরবর খালেদ অটল!

"ধন্য বীর! ধন্য বীর খালেদ! ধন্য তোমার বাহুবল! শত ধন্য তোমার অসি ধারণের কৌশল!" রোমীয় বীরগণ শতমুখে মোহাম্মদ খালেদের প্রশংসা করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব

বহুক্ষণ জগতের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া অন্য ভাগে গমন করিয়াছেন। গোধূলি সময় এই ভয়াবহ সমর। এখন ঘোর অন্ধকার আসিয়া "মাতায়া" প্রান্তরস্থ রণপ্রাঙ্গণ ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলই প্রকৃতির ভাবে শ্রান্তিক্লান্তিহারিণী বিশ্রামদায়িনী নিশার আগমন বুঝিয়া আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত করিলেন। উভয় সৈন্যই পরস্পর মিলিত হইয়া নিশা পর্য্যন্ত সখ্যভাব স্থাপন প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রভাতেই পুনরায় যুদ্ধ। এখন উভয় দলই রণরঙ্গে ক্ষান্ত দিয়া বিশ্রামসুখের প্রয়াসী হইলেন। রাত্র প্রভাত মাত্র আবার যুদ্ধ।

রোমীয়দিগের বস্ত্রাবাস আছে, বিশ্রামের স্থান আছে; তাহা থাকিতেও অনেকে মোস্‌লেম বীরগণের সহিত একত্র সদালাপে রণক্ষেত্রেই বিশ্রামস্থান মনোনীত করিলেন। মোস্‌লেমগণের বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, আহারের কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। শুষ্ক রোটী, ২।৪টা খেজুর আর একপাত্র জল। বিশ্রামের স্থান নাই বিশ্রাম। বিশ্রামের উপকরণ উপাধান শয্যা কিছুই নাই বিশ্রাম। অতিরিক্ত পরিশ্রমে উভয় পক্ষই অলসে অধীর হইয়া অস্ত্রশস্ত্র হস্তে করিয়াই অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। অনেকে যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু সেই স্থানেই প্রথম উপবেশন, শেষে ধূলি-শয্যায় শয়ন করিলেন। কেহ কেহ রক্ত মাখা খণ্ডিত দেহ-শয্যার উপরেই শয়ন করিলেন। কেহ কেহ শবরাশি টানিয়া উচ্চ অঙ্গের শয্যা রচনা করিয়া তাহারই উপরে শয়ন করিলেন। কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। বিশ্রাম হেতু ভ্রাতৃভাবে নিশা যাপন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছেন। ক্রমেই রজনীর বৃদ্ধি। নিস্তব্ধতার আরম্ভ। রোমীয় সৈন্যগণ মধ্যে যাহারা শিবিরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সুখস্বচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা রণক্ষেত্রে তাঁহাদের সীমামধ্যে শয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের যে অঙ্গে যাহা শোভা সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা সেই অঙ্গেই শোভা পাইতেছে। অথচ নিদ্রায় অচেতন।

মোস্‌লেম সৈন্যগণের বিশ্রামের উপকরণ নাই স্থান নাই। সকলেই রণক্ষেত্রে। যেস্থানে যিনি উপবেশন করিয়াছেন, তিনি সেই স্থানেই সজ্জিত বেশে শয়ন করিয়াছেন। যে দুই একজন জাগরিত ছিলেন, যুদ্ধবিষয় আলোচনা করিতে ছিলেন; ক্রমে রজনীর নিস্তব্ধতায় শ্রান্তি ক্লান্তি বসে, অবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রার কোলে অচেতন হইলেন। দিবসের জনকোলাহল, রণবাদ্যের তুমল ধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি, তীরের সন্‌সনি, মার মার কাট কাট বিকট কণ্ঠস্বর, এখন আর শুনা যাইতেছে না। স্থির কর্ণে শুনিলে শুনা যাইতেছে,— কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। আর দেখিবার মধ্যে দেখা যাইতেছে;—প্রান্তরময় নরদেহ নরমুণ্ড। জীবিত ভাব তাহার নাই, কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত। দিবসে যাহাদের বীর দাপটে কত প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে, বিকট গর্জ্জনে কত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে, অস্ত্র চালনায় কত জনার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে, এখনই তাঁহাদের একি দশা? কোন্ শক্তি অজ্ঞাতসারে আসিয়া মহাবীরগণকে এ দশায় নিপতিত করিল? ধন্যরে এলাহি! তোর কি অপরিসীম শক্তি! সামান্য নিয়মের বাধ্য বাধ্যকতায়, —বদন থাকিতে বাক্যহীন, বাহু বলহীন। চক্ষু থাকিতে দৃষ্টিহীন, চক্ষুহীন।

নিদ্রাশক্তি প্রভাবেই মহাবীরগণের এই দশা! ইহাতেই এত অহঙ্কার? এই শক্তি বলে এত দর্প? এই মুখে এত কথা? অজ্ঞ মানব, তোমার কার্য্যে বিচার, ক্ষমতার পরিমাণ করিতে অগ্রসর হয়। —ধিক্ সে মানবে! ধিক্ সে মানবে!!

নিশার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত নিস্তব্ধতার বৃদ্ধি পাইয়াছে, 'মাতায়া' প্রান্তর সম্পূর্ণ নীরব। নিশা পরিমাণজ্ঞাপক উপায়, চিহ্নিত নক্ষত্রদলের উদয় অস্ত এবং গতির তারতম্য। আকাশে চন্দ্র নাই, কেবল অসংখ্য তারকাদল নীলাকাশের গায়ে ফুটিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে গমন করিতেছে। চক্রাকারে, বক্রাকারে, বিবিধ প্রকারে,—গতি অনুসারে স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ছুটিয়াছে দৌড়াইয়াছে। কেহই অন্যমনস্ক নাই। সকলেই এক দৃষ্টিতে কেহ মিটি মিটি ভাবে, কেহ যেন রোষের সহিত চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম কিরণজাল ছড়াইয়া 'মাতায়া' প্রান্তরের অবস্থা দেখিতেছে। এ দৃশ্য নূতন। দিবসে বৈরীভাব; নিশাগমে মিত্রভাব। এ দৃশ্য নূতন, তদুপরি অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত, বর্ম্ম কবচে আবৃত, শিরস্ত্রাণ অঙ্গাবরণে মণিমুক্তাখচিত, নিদ্রিত, চির নিদ্রিত। বহুসংখ্যক নরদেহ খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত, এসকল নূতন ভাব। নীলাকাশে তারা চমকিতেছে, উজ্জ্বল আভা বিস্তার করিয়া উপরস্থ এবং নিম্নস্থ বহু পরিমাণ অন্ধকার দূর করিয়াছে। 'মাতায়া' প্রান্তরেও জ্যোতির্ম্ময় তারকারাজি সদৃশ বহু তারা ফুটিয়াছে। খচিত বসনে অঙ্গের ভূষণ, অস্ত্রের কিরণ, কবচ সাজওয়ার কান্তি-বরণ, এস্‌লাম পতাকার জাতীয় চিহ্ন—পূর্ণ তারা অর্দ্ধ চন্দ্রের নিদর্শন, প্রান্তরময় তারার মেলা বসিয়াছে। উপরের তারাদল চঞ্চল, প্রান্তরময় তারার দল অচল। নভোমণ্ডলস্থ তারকাবাজি মধ্যে যেমন বৃহৎ ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র শুভ্র, সমুজ্জ্বল নীলাভ, ঈষৎ লোহিত দৃষ্টিগোচর হয়, রণপ্রাঙ্গণেও সেইরূপ নানা বর্ণে নানা আকারে নয়ন-মনোমুগ্ধকর ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত মহাপ্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় তারাদলের সমাবেশ,—কি অপরূপ দৃশ্য! কুহকিনী নিদ্রার কি আশ্চর্য্য মায়া! নিশাবসানে নিদ্রাভঙ্গের পর আর নিদ্রাসুখ ভাগ্যে আছে কি না? বিশ্রামদায়িনী নিশার সহিত আর দেখা হইবে কি না? জগতের মুখ দেখিতে পাইবে কি না? সে কথা মনে থাকিলে—কিংবা অন্তরে জাগিলে আর রক্তমাংসযুক্ত মায়াময় জীবের কি নির্ব্বিঘ্নে স্থির থাকিবার সম্ভব? কিন্তু নিদ্রার এমনি শক্তি যে জীবনে অনিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও কুহকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। দিবসের গত কার্য্য—গত কথা যেমন জ্ঞানের বোধের সীমা মধ্যে এখন নাই, —ভবিষ্যতে প্রাণের আশঙ্কা কি নিশ্চয় বিনাশ কথাও এখন তেমনি মনে নাই। নিদ্রিত জীব ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সর্ব্ব সময়ের চিন্তা হইতে বর্জ্জিত। এমন সুখময় মধুর সময় আর নাই। নিদ্রায় ন্যায় সুখশান্তিকর অমূল্য সুখ, কোন সময়ে কোন বিষয়ে কোনো কার্য্যে নাই।

কোন সুখই স্থায়ী নহে। ঐ ত দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগনে শুকতারার উদয়। ঐ ত দেখিতে দেখিতে পূর্ণ কলেবরে পূর্ব্ব গগনে উদ্‌ভাসিত। শুকতারা যেমন তারার সম্রাট, সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ দেখায় বলিয়া রাজাধিরাজ। আয়তনে, জ্যোতি বিতরণে, চাকচিক্যে তারকাদলের মহারাজ। মহারাজ স্বরাজ তারকারাজ্যে আগমন করিলেই, সম্মুখে বামে

দক্ষিণে তারাদল যেন হীনপ্রভ হইয়া মলিনভাব ধারণ করে। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার বহুক্ষণ স্থায়ী রাজত্ব নহে। তত্রাচ গৌরবে ডগমগ। সদল স্বজনগণকে উগ্র মূর্ত্তিতে দৃষ্টি। তাহারা ভয়েই মরিতেছেন,—মহারাজও প্রজ্জ্বলিত দীপ্তি বিকাশে অগ্রসর হইতেছেন। মদমত্তে স্বতঃসিদ্ধ রূপে গৌরব বিনষ্টে স্বভাবের আকর্ষণে স্বাভাবিক গতিক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশলের গৌরব বৃদ্ধি করে। ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতার গৌরব কি? উষার হাসি হাসি ভাব, মৃদু মৃদু আগমন দেখিয়াই, মহারাজের দেহকান্তি মলিন। তাড়িত-ক্রমে আত্মীয়স্বজনগণসহ বিতাড়িত। অযথা অহঙ্কারের প্রতিফল। ঊষার আগমন ও হাসি হাসি মধুময় মহাস্নিগ্ধকর ভাব প্রকাশের কিঞ্চিৎ পরেই, মোস্‌লেম সৈন্যদলে—'আল্লাহ্ আকবার' শব্দ অতি উচ্চরবে তিনবার উচ্চারিত হইতেই অনেকেই জাগিয়া উঠিলেন। আল্লাহর নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপদ করিয়া প্রভাতীয় মহাপুণ্য উপাসনায় সকলেই যোগদান করিলেন। উপাসনা আহ্বান (আজান) ধ্বনি মধ্যে "নিদ্রা হইতে উপাসনা উত্তম"—কথা কয়েকটি সুস্বরে মোস্‌লেমগণের কর্ণে প্রবেশ করিলে, কোন মোস্‌লেম স্থির থাকিতে পারে না। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিবে, উপাসনার আয়োজন করিবে। উপাসনা অন্তর—তবে শান্তি। সমুদায় মোস্‌লেম সৈন্য সৃষ্টিকর্ত্তার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। উপাসনা শেষ হইলে, দলে দলে হস্ত উত্তোলন করিয়া এলাহি সমীপে কায়মনে প্রার্থনা করিলেন।

প্রার্থনা—দয়াময় এলাহি! তোমারই নিয়োজিত কার্য্যে, তোমার আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ দূরদেশে আসিয়াছে। তোমারই নিযুক্তীয় কার্য্যে প্রাণ মন জীবনপণ করিয়া মদিনা হইতে এই 'মাতায়া' প্রান্তর পর্য্যন্ত আসিয়া বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক—গমনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত কল্য যথাসাধ্য তোমার কার্য্য করিয়া তোমারই রচিত লক্ষ লক্ষ হীরক পরাজিত তারা-খচিত গগন চন্দ্রাতপ তলে, সুকোমল তৃণ—বালুকা— প্রস্তর—অনেকে শব-শয্যায়, শয্যা রচনা করিয়া নিরাপদে রজনী যাপনান্তর, তোমারই কৃপায় প্রভাতীয় উপাসনা সমাধান করিয়াছে। আগামী প্রভাতিক উপাসনা সম্পন্ন করিতে ভাগ্যে হইবে কিনা?—তাহা তুমিই ভালরূপে জ্ঞাত আছ। যদি প্রভাতীয় উপাসনা করা—আর আমাদের ভাগ্যে না হয়, এই এই 'মাতায়া' প্রান্তরের আজিকার প্রভাতীয় উপাসনাই জীবনের শেষ উপাসনা। যদি জীবনান্ত না হয়, তবে কোথায় সে উপাসনা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, তাহাও তুমিই পরিজ্ঞাত আছ। আমরা নিতান্ত অজ্ঞ। অর্ব্বাচীন, যুদ্ধবিদ্যায় বিপক্ষগণ সম্মুখে একেবারে অনভিজ্ঞ। কেবল তোমার অদ্বিতীয় নামের বলেই আমাদের প্রত্যেকের মনের বল—বাহুবল, অস্ত্রবল। তোমার একত্ববাদ প্রচার সহিত এস্‌লাম ধর্ম্ম এস্‌লামের জয় ঘোষণা হেতুই রোমীয়দিগের সহিত সংঘর্ষণ। এ যুদ্ধের জয় পরাজয় সকলি তোমার ইচ্ছা। এস্‌লামের জয় পরাজয় উভয়ই তোমার। তোমার এই কিঙ্করগণ উপলক্ষ মাত্র। রোমীয়গণ ধনবল বাহুবলে জনবলে জগদ্‌বিখ্যাত।—তুমি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বক্ষমবান্, সর্ব্বজগৎপ্রভু, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি সামান্য ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ দ্বারা মহাকায় দুরন্ত রাবণ ও দুর্জ্জয় সিংহের গতি

রোধ করিতে পার। তুমি মশক দংশনে, অজেয় শক্তি সম্পন্ন ভীমকায় লক্ষ লক্ষ সৈন্যের প্রাণবিনাশ করাইতে পার। পর্ব্বতকে সামান্য বালকের ফুৎকারে রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া দিতে পার। হিংস্র জন্তুপূরিত নরঘাতী পশুগণ সমন্বিত, বিজনবনকে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে জনপদের প্রধান স্থান রাজধানী অথবা মহানগরে পরিণত করিতে পার। মহানগরকে নিমিষে ধ্বংস করিয়া সাগরে পরিণত করিতে পার। এই সসাগরা ধরাকে এক মুহূর্ত্তে বিনাশ করিয়া আকাশ পাতাল একত্র করিয়া যথেচ্ছ ভাবে সমূলে ধ্বংস করিতে পার। এলাহি, সকলি তোমার—তোমারই ইচ্ছা—সকল।—

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। মোস্‌লেমেরা খোদা রসুলের নাম করিয়া দণ্ডায়মান,—কেহ যুদ্ধসজ্জায় ব্যাপৃত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমতি অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন।— প্রধান সেনাপতি সজ্জিত বেশে জাতীয়পতাকা হস্তে করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈনিক শ্রেণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার সর্ব্ব মাননীয় প্রিয় বন্ধু সৈন্যাধ্যক্ষগণ! এবং মাননীয় ভ্রাতা মোসলেম সৈন্যগণ! আমরা কোন রাজার বেতনভোগী ভৃত্য নহি। রাজ্যলাভ করিতে, কি অর্থ সঞ্চয় করিতে, কি সর্ব্বোপরি প্রাধান্য দেখাইতে, আমরা যুদ্ধ ব্যাপারে উপস্থিত হই নাই। আমরা যাঁহার সৃষ্ট, আমরা যাঁহার প্রতিপাল্য, আমরা যাঁহার করুণার ভিখারী, আমরা তাঁহারই কার্য্যে এই দূর দেশে আসিয়াছি। কার্য্য তাঁহার—লাভ আমাদের। যদি সেই দয়াময় এলাহি কৃপায় জয়ী হই—আমাদের গৌরব, আমাদেরই রাজ্য লাভ; —ধন রত্ন লাভ। সর্ব্বপ্রকারেই মোস্‌লেম দলের শক্তি বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে এস্‌লামের জয়! আমরা পরাজিত হইলেও অনন্ত লাভ,—বিনা বিচারে স্বর্গলাভ। আমরা গতকল্য যুদ্ধ করিয়াছি,—এলাহিকৃপায় পরাস্ত হই নাই। জয়লাভ করিতেও পারি নাই। যাঁহারা শহিদ হইয়াছেন তাঁহারা অতিশয় ভাগ্যবান্। ভ্রাতাগণ! এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বিধর্ম্মীর সহিত যুঝিতে হইবে। সকলেরই এই পণ—খোদাতালার কৃপায় হয় জয়লাভ, নয় শহিদ,—এ দুইয়ের এক হওয়া চাই। আমি জানি মোস্‌লেমগণ বিধর্ম্মীর সহিত দুই দিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন না। বড়ই লজ্জার কথা! ইসাইদিগের সহিত মোসলেমগণের যুদ্ধ দুই দিন—গতকল্য যাহা হইবার হইয়াছে, আজ জীবনপণ। হয় মারিব, নয় মরিব। আর একটি কথা সকলেই মনে রাখিবেন, গতকল্য যেরূপ এক শ্রেণীতে কাতার বাঁধিয়া যুদ্ধ করা হইয়াছিল—আজ সেরূপ যুদ্ধ করিলে চলিবে না। ওভাবে সৈন্য চালনা করিলে চলিবে না। দলে দলে কাতার বাঁধিয়া দক্ষিণ বামে পার্শ্বে অগ্র পশ্চাতে কিছু দূরে পশ্চাৎ শ্রেণীর কিছু দূরে আবার এক শ্রেণী,—তৎপশ্চাৎ কিছু দূরে দূরে তৃতীয় শ্রেণী, এই প্রকার উভয় পার্শ্বেও শ্রেণীভেদে সৈন্যগণ পরিচালনা করিতে হইবে। একথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, দুই দল সমশ্রেণীতে কোন স্থানেই দণ্ডায়মান হইবেন না; যুদ্ধও করিবেন না। মহাবীর জায়েদ যে জয়পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন, মোস্‌লেমগণের শরীরে বিন্দুমাত্র শোণিতের লোহিত আভা বর্ত্তমান থাকিতে সে নিশান আর নত করিব না! একবিন্দু শ্বাস বহিতে থাকিলেও কাফেরের নিকট নত হইব না। এই প্রতিজ্ঞা।

"ভ্রাতাগণ! ঐ দেখুন! শত্রুরাও যুদ্ধ বাজনা বাজাইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে মৃদু মন্দ পদনিক্ষেপে আসিতেছে। আপনারাও আমার সঙ্গে শ্রেণীমত আসিতে থাকুন।"

মোস্‌লেমগণ অতি উচ্চকণ্ঠে বার বার "আল্লাহ্ আকবার", কোন দলে "জয় এস্‌লামের জয়" উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রেণীমত অগ্রপশ্চাৎ হইয়া রণক্ষেত্র অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। একদল একরূপ জয়নিনাদ করিতেই অন্য দল অন্যপ্রকার খোদাতালার নামের সহিত হুঙ্কার ছাড়িতেছে। একদলের হুঙ্কার শেষ হইলে পার্শ্বস্থ অন্য দল "আল্লাহু" "আল্লাহু" শব্দে 'মাতায়া' প্রান্তর কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। সেদল নীরব হইলে অন্য পার্শ্বের কিঞ্চিৎ দূরস্থ ভিন্ন দল, পবিত্র কোরাণ মজিদের দুই একটী পদ সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। দলে দলে রীতিমত বাজনা বাজিতেছে। মোস্‌লেমদল যাইতে যাইতে গত কল্য যেস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর অগ্রগামী দল সে স্থান পশ্চাৎ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আর গমন করিলেন না। সেনাপতিগণ আপন আপন সুবিধা মত স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ দলসহ ক্রমে অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

রোমীয়দল যেরূপে অগ্রসর হইতেছে— দেখিয়া মোস্‌লেমগণ আপন আয়ত্ত মত স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। স্থির নেত্রে সকল দলের সৈন্যাধ্যক্ষগণই দেখিলেন, রোমীয় সৈন্যগণ আসিতে আসিতে দণ্ডায়মান হইল।

রোমীয় সৈন্যগণের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া কি কথা বলিতেছেন, ভাবে বোধ হইল,—সেনাপতি মহাশয় অধীনস্থ সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া বলিতেছেন।

দেখিয়াছ? —আজ মোস্‌লেমগণের নূতনভাব। নূতন নূতন সৈন্য এত বিকট শব্দই বা করিতেছে কেন? নূতন প্রকার এত হুঙ্কার ছাড়িতেছে কেন? হর্ষধ্বনি করিয়া প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে—এত হর্ষের কারণ কি? আজ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত বলিতেই শুনিতে পাইলেন, মোস্‌লেমগণ,—আল্লা আল্লা, আল্লাহু, আল্লাহো আকবার—জয় মদিনার জয়, জয় এস্‌লামের জয়! দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন হর্ষধ্বনি, বীরগাথা, পবিত্র কোরাণ শরিফের পদ ক্রমাগত রোমীয়দিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আর দেখিলেন, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ, —অশ্বপদাপটে পতাকা হস্তে, প্রতি শ্রেণীর পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া উৎসাহদানে তাহাদের মনের বল তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। শত্রুপক্ষ প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এখন দাঁড়াইয়া আছে।

ওদিকে রোমীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বলিতেছেন,—মোসলেম সৈন্যগণ আজ সংখ্যায় অনেক বেশী বোধ হইতেছে। আনন্দ উৎসাহে বার বার জয়ধ্বনি করিতেছে। বেশী সৈন্যের প্রমাণই ঐ দেখ স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক এক দল এক প্রকার হুঙ্কার ছাড়িতেছে। —আমার বোধ হইতেছে গতকল্য অপেক্ষা পঞ্চগুণ বেশী হইয়াছে। কল্য যে পরিমাণ সৈন্য ছিল, অদ্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করাই আমি কঠিন মনে করিয়াছি।

তাহার উপর পঞ্চগুণ বেশী হইলে আর আশা কি? গতকল্য আমাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। তাহাদের কয়েকজন মাত্র হত হইয়াছে।

আর একটি কথা। আমাদের সৈন্যগণের মনের ভাব পূর্ব্বরূপ সন্দিহানই আছে। —মোস্‌লেম বীরগণের অস্ত্র চালনা, বল বিক্রম, সাহস দেখিয়া— রোমীয়গণ অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া গিয়াছে। মুখে যাহাই বলুক, হৃদয়ে প্রাণের ভয় প্রবেশ করিয়াছে। নিশ্চই পরাস্ত হইবে, এ কথাও যেন এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। তাহার প্রমাণ মুখ মলিন, সাহস উৎসাহহীন, প্রফুল্লতার নাম মাত্র নাই, সকলের মুখেই যেন বিষাদ রেখা অঙ্কিত। এই সকল প্রকাশ্য ভাবেই মনের ভাব, প্রত্যক্ষ ভাবে প্রস্ফুটিত, এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। এ অবস্থায় কয়েকদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। সৈন্যদিগের মনের সন্দেহ দূর না করিয়া হৃদয়ের উপস্থিত ভয়, নিরাশ ভাব দূর না করিয়া ভীত সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধ করিলে, কেবল সৈন্যক্ষয় ভিন্ন আর কোনরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ সন্দেহ—এক প্রকার দুরাশা। তবে কথা হইতেছে, বিপক্ষরা যুদ্ধ স্থগিত রাখিবে কেন? তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে না তাহাও নিশ্চয়। আর আমাদের পক্ষ হইতে কয়েক দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা প্রস্তাব উপস্থিত করাও এইক্ষণে কাপুরুষের পরিচয়, প্রকারান্তরে পরাস্ত স্বীকারই বুঝায়। তাহা না করিয়া এমন একটি কৌশল করিতে হইবে, যাহাতে যুদ্ধ কয়েক দিনের জন্য স্থগিত প্রস্তাব না করিতে হয়, পরাস্ত স্বীকারের ভাবও প্রকাশ না পায়, আমাদের অভিসন্ধি বিষয় বুঝিতে না পারে। আমাদের সৈন্যগণও ঘুণাক্ষরে আমাদের মনের কথার ভাব অর্থ আকারে প্রকাশ্য কার্য্যে কিছু টের না পায়। প্রকাশ্য কথা এই যে, আমরা শত্রুগণের আক্রমণ করিতে আর অগ্রসর হইব না। তাহারাই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হউক। আমরা এখন পশ্চাৎপদ হইতে থাকিব। শত্রু পক্ষও অগ্রসর হইতে থাকিবে। এমন চতুরতার সহিত আমরা তাহাদের সঙ্গে এই খেলা খেলিতে থাকিব যে অগ্রের আয়ত্তাধীন সীমা মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে নিকটস্থ হইব না। এই ক্ষণে যে পরিমাণ ব্যবধানে রহিয়াছি এই পরিমাণ ব্যবধানে সকল সময় থাকিতে হইবে। আমরা অগ্রসর না হইলে নিশ্চই তাহারা অগ্রসর হইবে। আমরা পূর্ব্ব সংকল্প ঠিক রাখিয়া সেই পরিমাণ পশ্চাৎ হটিয়া, সরিতে থাকিব। এই প্রকারে কোন জনপদের নিকটে লইয়া যাইতে পারিলে অনেক আশা আছে। তাহারা মনের আনন্দে বিনা বাধায় বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে অগ্রসর হইতে থাকিলে, তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। লোভ দেখাইয়া অর্থাৎ হটিয়া হটিয়া যতদূরে লইয়া যাইতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল,—অভীষ্ট সিদ্ধির নানাপ্রকারে নূতন উপায় উদ্ভব। বেশী দূরে লইয়া যাইতে পারিলে, উহাদিগকে অনাহারেই মারিতে পারিব। পিপাসাতেই শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পথে পড়িয়া মারা যাইবে। কতদিনের পানাহারই বা উহাদের সঙ্গে আছে! যদি উহারা অগ্রসর না হয় আমাদিগকে পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হওয়া যদি কঠিন মনে করিয়া থাকে, তবে কখনই অগ্রসর হইবে না। এখন যে স্থানে আছে ঐ স্থানেই নিস্তব্ধ ভাবে থাকিবে। আমরা আক্রমণ

না করিলে মোস্‌লেমেরাও অগ্রসর হইয়া অগ্রে আক্রমণ করিবে না। আমরাও আর পশ্চাৎপদ না হইয়া এই স্থানেই থাকিব। তাহাদের শিবির নাই, আহার্য্য সামগ্রীর সুবন্দোবস্ত নাই, কয়দিন এই দুর্জ্জয় প্রান্তরে বালুকারাশির মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিবে? বল থাকে অগ্রসর হইবে, দুর্ব্বল হইয়া থাকে ত ঐ স্থানেই কয়েকদিন অবস্থিতি করিবে, ভয় পাইয়া থাকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবে। আজিকার দিন কৌশল করিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিলে, এতগুলি বিষয়ের মীমাংসা এক স্থগিত কৌশলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। আপনারা আপনার অধীনস্থ সৈন্যদল লইয়া উপস্থিত সিদ্ধান্ত মতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আপনাদের মধ্যেই অধিকাংশ সেনাপতি অদ্য যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব মনে করিয়া—অগ্রেই আমার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

অতি অল্প সময় মধ্যে রোমীয় প্রধান সেনাপতির আদেশ প্রতিপালন হইল। মোস্‌লেমগণের বিরুদ্ধে আর অগ্রসর না হইয়া যে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, শিবির ছাড়িয়া যে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই সৈন্যগণ স্ব স্ব সেনাপতির আদেশে দণ্ডায়মান হইল। জীবনবিহীন পাষাণ পুত্তলিবৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান রহিল।

মোস্‌লেমগণ পক্ষ হইতে আহ্বান হইতেছে। আইস, ভ্রাতাগণ আইস্‌, অগ্রসর হও। আমরা আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছি না। অমূল্য সময় অকারণ গত হইতেছে; আইস্‌, শীঘ্র আইস। যাহারা পরপদসেবী,পরার্থে প্রতিপালিত, অর্থ পরিবর্ত্তে জীবন বিক্রিত, পরিবর্ত্তিত, তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে কি এত বিলম্ব শোভা পায়? যদর্থে অর্থ গ্রহণ—তদর্থে জীবন পণ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হয়। তোমরা কোন্‌ নীতি অথবা কোন্‌ বিধানের বাধ্য, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অগ্রসর হও, যুদ্ধ কর। আর যদি হৃদয়বল বাহুবল কমিয়া থাকে—সাহস শক্তিতেও না কুলায়, সরিয়া দাঁড়াও—আমরা চলিয়া যাই। একি পথও ছাড়িবে না, —চক্ষু রাঙাইতেও ত্রুটি করিবে না! শীঘ্রই চলিয়া আইস। আমরা প্রস্তুত আছি। কোন উত্তর নাই, কোন কথা নাই। একপদ অগ্রসর হইতেও উদ্যোগ নাই। কাহার মুখে জীবন্তভাব নাই। জ্ঞান রহিত, নির্জ্জীব জড়পদার্থের ন্যায় দণ্ডায়মান! কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অস্ত্রসঞ্চালনের ভাব দূরে থাকুক, হস্তপদ সঞ্চালনের ভাবও দেখা যাইতেছে না। ইহার অর্থ কি? প্রভুভক্ত ইসাইদিগের এরূপ নিষ্কাম ভাবের তাৎপর্য্য কি? নিশ্চয় চাতুরী! নিশ্চয় চাতুরী! নিশ্চয় সয়তানী! এত লম্ফ ঝম্ফ, এত গাল গল্প, এত দর্প, তার মধ্যে এ আবার কি? নিশ্চয় দুরভিসন্ধি! কপট আচরণ! ভ্রাতাগণ! যাহাই তাহাদের মনে থাকে থাকুক, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিব। আসুন আমার সঙ্গে। আমি অগ্রে অগ্রে এস্‌লামের বিজয়পতাকা উড়াইয়া যাইতেছি।" এই কথা বলিয়াই বীরবর মোহাম্মদ খালেদ অশ্বে কষাঘাত করিলেন। সেনাপতিগণ ইঙ্গিতে দলে দলে সৈন্যগণ আল্লা আল্লা বলিতে বলিতে, কোন দল "জয় এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিতে করিতে মহাবেগে বীর বিক্রমে অগ্রপশ্চাৎ হইয়া রোমীয় সৈন্যশ্রেণী অভিমুখে চলিলেন।

রোমীয় সৈন্যগণ দলপতিগণের সঙ্কেতানুসারে মৃদু মৃদু ভাবে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল।

মোস্‌লেমগণ সৈন্যদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া তরবারি নিষ্কোষিয়া, বর্শা উঠাইয়া ধনুকে বাণ জুড়িয়া, মার মার শব্দে দ্রুতপদে বীর বিক্রমে ধাবিত হইলেন। বিপক্ষগণও ত্রস্তপদে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত অথচ আক্রমণের অনুমতি নাই। আত্মরক্ষার উপায় কি? মোস্‌লেমগণের তাড়নায়, ইসাইগণ পশ্চাৎপদেই ত্রস্ত পদে হটিয়া যাইতে লাগিল। বিপরীত কার্য্যে সুবিধা কতক্ষণ? মোস্‌লেমগণের তাড়নায় অনেক ইসাই সৈন্যের পদস্খলিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে, পৃষ্ঠসংযোগ সাধিত হইল। মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি। রোমীয় সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় ভাবিলেন কি? ঘটিল কি? দুই দশজনের পতিত অবস্থা দেখিয়া মোস্‌লেমগণ গমনবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া শেষে সিংহগর্জ্জনে বিষম বিক্রমে রোমীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। সে সময়ে অস্ত্র নিষ্কোষিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেই বা কি হইবে? আক্রমণের কথাত মনেই নাই, আত্মরক্ষা তাহাত হইবেই না। মোস্‌লেমগণের আঘাতে শত শত রোমীয় বীর মৃত্তিকায় গড়াইতে লাগিল। মোস্‌লেম অশ্বারোহী বীরগণ, উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন—"অহে রোমীয়গণ! বেশী চতুরতা করিতে গেলেই এই ফল হয়। চাতুরীর উপরে চাতুরী, তাহার পর চতুরতা করিয়া ধোকা দিতে মনস্থ করিলেই পরিণামফল—পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়। আর কেন? এতক্ষণও মুখ দেখিতে দেখিতেই আমরা অগ্রসর হইতেছি। এখন পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রাণরক্ষা কর।"

রোমীয় সৈন্যগণ কোন স্থানে মোস্‌লেমগণের অশ্বদাপটে অশ্বপদাঘাতে মৃত্তিকাশায়ী হইতেছে, কোন স্থানে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, কোন স্থানে বর্শাবিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া দিগ্‌বিদিক্ দৌড়িয়া পালাইতেছে। অশ্বারোহী মোস্‌লেম গণ তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া কাহাকে বর্শায়, কাহাকে বাণে, কাহাকে তরবারে—যাহাকে যে প্রকারে সুবিধা বোধ করিতেছে রক্তপাত, মুণ্ডপাত, বক্ষে আঘাত করিয়া পৃষ্ঠপার, কাহাকে পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বক্ষ পার করিয়া ধরাশায়ী করিতেছে। অশ্বারোহী রোমীয় বীরগণ প্রাণপণে অশ্ব চালাইয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অশ্বারোহী মোস্‌লেমগণ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বাণ বিদ্ধে ধরাতলে নিপাতিত করিতেছে, কেহই আর পশ্চাৎপদ হইতেছে না। সেনাপতির কথাও শুনিতেছে না। প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই যেন রক্ষা পাইল মনে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অস্ত্র ফেলিয়া দৌড়িতেছে। তাহাতেই কি রক্ষা পাইতেছে তাহা নহে। মোস্‌লেম বীরেরা পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বধ করিতেছে। কত সৈন্যাধ্যক্ষ, কত দলপতি, কত সেনাপতির সজ্জিত দেহ খণ্ড অখণ্ড ভাবে বালুকা মধ্যে পড়িয়া রক্তকর্দ্দমে জড়িত হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে। তীরের আঘাতে বর্শার ঘাতে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া, অর্দ্ধ উত্থিত ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া রক্তবমন করিতেছে। শিরঃশূন্য কবন্ধসকল ঘুরিয়া ঘুরিয়া হেলিয়া দুলিয়া স্থানে স্থানে পড়িতেছে। মোস্‌লেমগণের ঘন ঘন হুঙ্কার—আল্লাহু আল্লাহু রবে প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে। পলায়িত সৈন্যগণকে অস্ত্রমুখে আনিয়া দূত হত্যার প্রতিশোধ লইতেছে। হয় বস্রা নয় তুরস্ক এই দুয়ের এক—মরিতেছে। 'মাতোয়া' প্রান্তরে মোস্‌লেমগণ মদিনার দূত হত্যার প্রতিশোধ লইতে

লইতে দেখিলেন, রোমীয় সৈন্যগণ এখন ছত্রভঙ্গ হইয়া দুইটি একটি করিয়া এক এক দিকে বহুদূরে দৌড়িয়া পলাইতেছে। দিবাকর মধ্যগগনে, —উত্তাপাংশের যেন সম্পূর্ণ পূর্ণ সীমা। এতক্ষণ শত্রুবধে একাগ্রচিত্তে ছিলেন,—অন্য কোন প্রকারের কথা মনে উদয় হয় নাই; কেহ কিছু জানাইতেও পারে নাই। এখন শত্রুদল প্রায় শেষ। বহুদূর লক্ষ্য করিলে দুই একটি চক্ষে পড়ে মাত্র। অধিকাংশের দেহ প্রান্তরে শায়িত, খণ্ডিত, বিদ্ধ হইয়া পতিত, —অতি অল্পাংশ প্রাণ লইয়া পলায়িত। কেহ কেহ প্রাণপণে দৌড়িয়া পলাইতেছে। সূর্য্যের খরতর তাপ মরুভূমির উত্তাপ, ক্ষুধা পিপাসা আসিয়া ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। মোহাম্মদ খালেদও ক্লান্ত হইয়াছেন। মোস্‌লেমসৈন্য প্রান্তরময়। দূরে বহুদূরে নিকটে তিন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। ক্রমে সেনাপতিগণকে আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং চেষ্টা করিয়া সমুদায় সৈন্যগণকে একত্র করিতে মনোযোগী হইলেন। সঙ্কেত সূচক বাঁশরী সকল তুমুল রোলে বাজিয়া উঠিল। রণবাদ্য বাদকদল কতদূর পশ্চাৎ পড়িয়া রহিয়াছে, চক্ষে পড়িতেছে না, তবে বাজনার শব্দ কর্ণে আসিতেছে মাত্র।

এলাহি-কৃপায় আজিকার যুদ্ধে মোস্‌লেম দলের গাত্রে একটি কণ্টকের চিহ্নও বসে নাই। সকলের দেহই আজ সুস্থ সবল অক্ষত। যাহা কিছু—অতিরিক্ত পরিশ্রমান্তে ক্লান্ত। আহ্বানসূচক বাঁশরী রবে সকলেই একত্র হইতে আরম্ভ করিলেন। খণ্ডিত শবদেহের সীমা—অখণ্ডিত পতিত শবদেহের সীমা ছাড়াইয়া একটি উচ্চস্থানে এস্‌লাম জয়পতাকা স্থাপন করিয়া মোহাম্মদ খালেদ দণ্ডায়মান হইলেন। আহ্বানসূচক বাঁশরী সকল—পতাকাদণ্ডের চতুর্দ্দিক হইতে বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ সেনাপতিগণ যে দিকে যাহারা ছিলেন, সেই নিশান লক্ষ্যে আসিতে লাগিলেন। চন্দ্রতারা অঙ্কিত জাতীয় জয়পতাকা 'মাতায়া' প্রান্তরের বায়ুসহ উড়িয়া এস্‌লাম জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। বাঁশরী রবও অনেকের কর্ণে প্রবেশ করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যগণ হইতে সৈন্যগণ অতি ত্রস্তে আসিয়া একত্র হইতে লাগিলেন।

মোহাম্মদ খালেদ বলিলেন,—"ভ্রাতাগণ! এইক্ষণে আমরা যে অবস্থায় নীত হইয়াছি, —খোদাতালার দরগায় কায়মনে "শোকর" করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এবং সেই অদ্বিতীয় শক্তিধর নিকট ভবিষ্যতে মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা করা উচিত।"

সকলেই আপন আপন মনে, —কোন পক্ষ দলে দলে প্রার্থনা করিলেন। যাঁহার যেরূপ বাসনা ও তৃপ্তি তাহাই প্রকাশ করিয়া এলাহীসমীপে অন্তরের নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত করিলেন। উপাসনা প্রার্থনা শেষ হইলে—প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ বলিলেন, "ভ্রাতাগণ! এখন আমার একটি নিবেদন! সকলেই ক্লান্ত হইয়াছি। দিবা দ্বিপ্রহর গত; এইক্ষণে কিছু সময় বিশ্রাম করা আবশ্যক। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করাও প্রয়োজন। চলুন! আমরা রোমীয়দিগের শিবিরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। রণনীতি সামরিক বিধান অনুসারে শাস্ত্রসঙ্গত ঐ শিবিরে এইক্ষণে মোস্‌লেমগণের স্বত্ব। সর্ব্বতোভাবে আমাদিগেরই অধিকারে থাকা কর্ত্তব্য। বিশ্রামের পর মন্ত্রণা, চলুন! আমাদের শিবিরে আমরা গমন করি।"

॥ নবম মুকুল ॥

রোমীয়দিগের প্রকাণ্ড শিবির। বিশ্রাম-আগার—শয়নাগার—বিলাসাগার—পরিবার পরিজন স্ত্রীলোকদিগের বাসোপযোগী বস্ত্রগৃহ, গৃহসংলগ্ন স্নানাগার। পৃথক পৃথক রন্ধনালয়, দাস-দাসী সেবক রক্ষীদিগের থাকিবার স্থান, সৈন্যাবাস, সৈনিকদিগের বাসস্থান, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ—উপবেশন শয়ন, বিশ্রাম, ক্রীড়াগার—নানা স্থানে নানা বস্ত্রাবাস সুসজ্জিত। যে প্রয়োজনে যে আবাস— সেই স্থানে সেই প্রয়োজন সিদ্ধির যথেষ্ট উপকরণে পরিপুরিত। কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। ব্যবহারিক আসবাবই বা কত প্রকারের। বিলাস সামগ্রী বিস্তর। পানীয় আহারীয় দ্রব্যজাতে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। ধাতু নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ জলাধারে সুবাসিত পানীয় সুশীতল জল সযত্নে রক্ষিত। আহার্য্য দ্রব্যজাত এত পরিমাণে সংগ্রহ আছে যে, আহারীয় কি পানীয় দ্রব্যজাত মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব নাই। পরিমাণও এত অধিক—দশ সহস্র লোকে অর্দ্ধবৎসর সুখ স্বচ্ছন্দে অপর্য্যাপ্তরূপে ব্যবহার করিলেও শেষ হয় কি না সন্দেহ। শুধু মানুষের আহার সামগ্রীই যে সংগ্রহ করিয়াছে তাহা নহে, —পশু পক্ষী, বিশেষ হয় হস্তী উষ্ট্র গর্দভ গো পশুগণের আহারও বিস্তর গোলাজাত। অস্ত্রশস্ত্রের কথা আর কি বলিব। জগতে মানবকুল ব্যবহার্য্য—এমন কোন অস্ত্র নাই, যাহা সেই শিবিরস্থ অস্ত্রাগারে রক্ষিত হয় নাই। মণিমুক্তাখচিত নানাবিধ অস্ত্র, সেনাপতিদিগের মণিমুক্তাজড়িত অলঙ্কার—সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ শিরস্ত্রাণ। ধনভাণ্ডার স্বর্ণরজত মুদ্রায় পরিপূর্ণ। —প্রধান সেনাপতির ব্যবহার্য্য সুবর্ণরজতনির্ম্মিত নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ পাত্র। শিবিরের যে দিকে যে গৃহ প্রতি লক্ষ্য করা যায় তাহাই পরিপূর্ণ। কিন্তু জনমানবশূন্য। সুদীর্ঘ মন্দুরায় বহুসংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বশ্রেণী, —ভারবাহী উষ্ট্র গর্দভ হস্তী যথাযথ স্থানে বাঁধা রহিয়াছে। কিন্তু মানবাকারে কোন প্রাণী নাই।

মোস্‌লেম সৈন্যগণ আল্লা আল্লা বলিয়া—বিজয় নিশান উড়াইয়া বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া আসিতেছে। মহামতি খালেদ বলিলেন—"সাবধান সতর্কে শিবিরে প্রবেশ করিতে হইবে। শিবির রক্ষীরা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাধা দিবে। বিনা যুদ্ধে শিবিরে প্রবেশ দূরের কথা দ্বারের নিকটেও যাইতে দিবে না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিও না। সবল, দুর্ব্বল, কর্ম্মা-অকর্ম্মা, যুবা-বৃদ্ধ বলিয়া শত্রুর ইতর বিশেষ নাই। শত্রু অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে বৃহৎ জ্ঞান করিতে হইবে।" মোস্‌লেমগণ স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র আক্রমণের রীত্যনুসারে বজ্রমুষ্ঠিত ধারণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ সকল ধনুকে যোজনা করিয়া—আল্লাহ আল্লাহ রব করিতে করিতে শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারী নাই, দ্বাররক্ষক নাই—কার বাধা কে দেয়? তত্রাচ মোস্‌লেমগণ সতর্ক—সাবধানে বিষমগর্জ্জনে সিংহবিক্রমে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবাক্! সকলেই অবাক্! জনমানবশূন্য। মানবজাতির নাম গন্ধ কিছুই নাই, প্রতি গৃহে প্রতি গুপ্তস্থানে, জয়রব করিতে করিতে সন্ধান করিলেন। কেহই নাই, রোমীয় সৈন্যের কায়া, ছায়া পর্য্যন্ত চক্ষে পতিত হইল না। আনন্দে উল্লাসে এস্‌লাম জয়ধ্বনি শতসহস্র

কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া শিবির অধিকার করিলেন। মণি-মাণিক্য, সুবর্ণ রজত মুদ্রা; স্বর্ণ রৌপ্য আভরণ নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী সাজ-সরঞ্জাম আহারীয় দ্রব্যাদি, বহুসংখ্যক অশ্ব উষ্ট্র গর্দভ ইত্যাদি সহ সমুদায় বস্ত্রবাস বিনা বাধায় মোসলেমগণ প্রাপ্ত হইলেন। সুখস্বচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া শিবিরের দ্বারে দ্বারে প্রহরী বসাইলেন। এই যুদ্ধে মোস্‌লেমগণ আশার অনেক লাভ করিলেন। সেদিন বিশ্রামসুখেই কাটিয়া গেল। রাত্রে মন্ত্রণা-সভা বসিল। এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? বস্রা পর্য্যন্ত গমন করা যুক্তিসঙ্গত কি না?

বহু তর্কবিতর্কের পর সাব্যস্ত হইল, —আমরা যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহার অতিরিক্ত, এমন কি মনের অগোচর, আশার অতিরিক্ত ফল খোদাতালা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। বস্রা ত সামান্য রাজ্য, নগণ্যশক্তি, —জগতবিখ্যাত রোমীয় বীরগণ মোস্‌লেম হস্তে পরাস্ত হইয়াছে। বস্রার মূল অধীশ্বর সম্রাট হিরাক্লিয়াস্ এস্‌লামের শক্তিবলে বিধ্বস্ত হইয়াছেন। বস্রার শাসনকর্ত্তার বহুতর সৈন্য হত হইয়াছে, রোমীয় সৈন্যদিগের শব-দেহ কতদিন ধরিয়া শৃগাল, কুকুর বন্য পশুতে ভক্ষণ করিবে, তাহা গণনা করিয়া নির্দ্ধারিণ করা যায় না। দূত হত্যার প্রতিশোধ যথোচিতরূপে হইয়াছে। অসংখ্য ধনরত্ন মূল্যবান্ দ্রব্যাদি এবং অন্য অন্য বহুসংখ্যক ভারবাহী পশু আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শুভ যাত্রার শুভফল দয়াময়-কৃপায় আমরা অত্যধিকরূপে আশার অতীত প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারে ইহাতেই খোদাতালার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া এই পর্য্যন্তই লোভ সম্বরণ করা বিধেয়। আর অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মদিনার সুবিখ্যাত বীরদল মধ্যে অধিকাংশ শহিদ হইয়াছেন। এ অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়া কখনই সমুচিত নহে। —বিশেষ এত ধনরত্ন লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া দুঃসাধ্য এবং অসাধ্য। আশঙ্কাও না আছে তাহা নহে। সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে না করাও কর্ত্তব্য নহে। এই স্থান হইতেই মদিনা গমন করা কর্ত্তব্য। আর যুদ্ধলব্ধ ধনরত্ন অর্থ ইত্যাদি সমুদয় আমাদের সাধারণতন্ত্রের ধনভাণ্ডারের অন্তর্গত হইল। এখন এই সাধারণ সম্পত্তি যত সত্বরে হয় এস্‌লাম-ধনভাণ্ডারে অর্পণ করাও একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। —আর বিলম্ব করা উচিত নহে! রাত্রি প্রভাতেই আমরা মদিনা যাত্রা করিব!

সেনাপতিগণ, প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষগণ মন্ত্রণা-সভার এই সুমন্ত্রণায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সম্মতি প্রদান করিলেন। শেষে অধীন সৈন্যগণও এই মন্ত্রণার কথা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল। স্থির হইল,—উষার আগমনে আমাদের গমন।

॥ দশম মুকুল ॥

জগতের প্রতি অংশে 'মাতায়া' যুদ্ধের বিবরণ বায়ুর অগ্রে অগ্রে যাইয়া সর্ব্বসাধারণকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। নগণ্য মুষ্টিমেয় মদিনার মুসলমানগণ চিরবিখ্যাত রণপণ্ডিত রোমীয় সৈন্যগণকে জয় করিয়াছে!—শুধু যুদ্ধ জয় নহে, সৈন্য বলিতে তাহাদের আর কেহই

নাই। সমকক্ষ—সক্ষমতাশালী হইলেও একটা কথা। এযে একেবারে অসম্ভব কথা! অসম্ভব সম্ভব নয়—সত্যই।

জগৎময় মোস্‌লেম-ইসাই সংঘর্ষণ সংবাদ। সে সময় তাড়িতের ব্যবহার ঘোষণা ক্ষেত্রে না থাকিতেও, প্রকৃতির স্বাভাবিক তাড়িত প্রবাহের জগতের সর্ব্বসমাজের প্রকাশ হইয়া পড়িল। 'মাতায়া' প্রান্তরের যুদ্ধের কথা, —রোমীয়-মোস্‌লেমগণের বিষম সমরবার্ত্তা, কেহ বলিতেছে কি আশ্চর্য্য! মুষ্টিমেয়—নগণ্য মদিনার অশিক্ষিত কয়েকজন মোস্‌লেম হস্তে, জগৎবিখ্যাতবীর, রণবিদ্যায় পণ্ডিত, অজেয় সাহসী যোদ্ধা, পঞ্চ সহস্রবীর অপমানের সহিত পরাজয় হইল। শুধু পরাজয়! তিন সহস্র মোস্‌লেম হস্তে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত। ধনে জনে প্রাণে সারা। শৃগাল কুকুরের ন্যায় তাড়াইয়া মারা। বিখ্যাত বিখ্যাত যোদ্ধা, সমরবিদ্যায় সুপণ্ডিত সেনাপতিগণের দেহ খণ্ড। খণ্ড আর কি বলিব, —যাহা শুনিতেছি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। —কত বীর পুরুষকে—যাহাদের নামে জগৎ কাঁপিয়াছে ঐ সকল বীরপুরুষকে কবন্ধের নাচ নাচাইয়া, মরুক্ষেত্রে রক্তের স্রোত বহাইয়া যুদ্ধজয় করিয়াছে। যাহা কখনই সম্ভবপর নহে—তাহাই সত্যরূপে ঘটিয়াছে।

পতঙ্গের পদাঘাতে দুর্ম্মদ মাতঙ্গ প্রাণ হারাইল! অহো! মশকের শোষণে বারিধি শুষ্ক হইল! পিপীলিকার দংশনে, পশুরাজ চীৎকারে প্রাণ বিসর্জন করিল! হায়! হায়! কিসে কি হইল?

কেহ বলিতেছে—ধর্ম্মবল বড় বল। বিশেষ সত্য ধর্ম্মের বল দুর্জ্জয়, অজেয় মহাবল। এসলাম ধর্ম্মের অদ্বিতীয় শক্তির প্রভাবেই এই অঘটন ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার বোধ হইতেছে কালে এস্‌লামের বল জগৎময় বিস্তার হইয়া পড়িবে। সম্বল বিহীন সহায় হীন একা একা মোহাম্মদের প্রতাপে জগৎময় এস্‌লামের জয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে। এখনি স্থির চক্ষে দেখিলে তাহাদের সমকক্ষ কৈ? কে থাকিল?

নগরে নগরে স্থানে স্থানে এইরূপ নানা কথা উঠিয়াছে। এদিকে ঈশ্বরকৃপায় মোস্‌লেমগণ মহানন্দে মদিনাভিমুখে আসিতেছেন। ক্রমেই স্বদেশের বায়ু অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আরও আনন্দিত করিতেছে। পথে কোন প্রকার আপদ-বিপদ বাধা বিঘ্ন মনঃকষ্টের কারণ ঘটে নাই, সুখস্বচ্ছন্দে স্বদেশে আসিতেছেন। মদিনার নিকটবর্ত্তী হইলেই সংবাদবাহীরা শুভ সংবাদ প্রদান করিতে—সর্ব্বাগ্রে হাজরাত সমীপে যুদ্ধজয় সংবাদ নিবেদন করিতে মহাবেগে ছুটিয়াছে।

অতি অল্প সময় মধ্যে মদিনা নগরে মোস্‌লেমগণের বিজয় সংবাদ বায়ুবেগে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। একে বলিতে দশজন হাজরাত সমীপে এই যুদ্ধসংবাদ প্রদান জন্য দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরেই বিজয়ী বীরগণের আনন্দ কোলাহল বাজনার রোল নগরবাসিগণের কর্ণে প্রবেশ মাত্র রাজপথে জনস্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। দলে দলে নগরের সিংহদ্বার দিকে বিজয়ী বীরগণকে আগু বাড়াইয়া গৃহে আনিতে বাদ্য-বাজনা নিশান পতাকাসহ দ্রুতপদে জনগণ চলিল। নগরবাসীরা নগরসীমা তোরণদ্বার পর্য্যন্ত যাইতেই

মোস্‌লেম বীরগণ যুদ্ধ-বাজনা বাজাইতে বাজাইতে বিজয় নিশান উড়াইয়া মাতৃভূমি মদিনা নগরে প্রবেশ করিলেন। বীরপ্রসবিনী মদিনা বীরবাহু বীরপুত্রদিগকে ক্রোড়ে পাতিয়া বুকে ধারণ করিলেন। নগরবাসীরা মহানন্দে বিজয়ী বীরগণকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং দুই হস্ত তুলিয়া এলাহির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার সহ প্রার্থনা করিলেন। পদমর্য্যাদা ও মান্যমান অনুসারে অগ্রপশ্চাৎ হইয়া ক্রমে হাজরাতের চরণদর্শন অন্তর কৃতার্থ হইলেন। জয়লব্ধ অস্ত্র শস্ত্র ধন রত্ন বসন ভূষণ ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও পশু ইত্যাদি সমুদায় সম্পত্তি মোস্‌লেম-সাধারণতন্ত্র-ধনভাণ্ডারে অর্পিত হইল। এই যুদ্ধে মোস্‌লেমগণ ধনসম্পত্তি ঐশ্বর্য্যবলে বিশেষ বলিয়ান্ হইয়া অন্য অন্য রাজন্যগণের লক্ষ্য ও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিলেন। মদিনা নগরে খোদাতালার উপাসনার সহিত মহানন্দে ধূম পড়িয়া গেল।

প্রিয় পাঠক! স্থির নয়নে লেখকের নিম্নলিখিত কয়েকটী চিত্র দৃষ্টি করিবেন। "জগতের একি কাণ্ড? প্রকৃতির একি নিয়ম? কালের একি সিদ্ধান্ত? যেখানে হর্ষ সেইখানেই বিমর্ষ। যেস্থানে মঙ্গল সেই স্থানেই অমঙ্গল। যেখানে সুখ সেইখানেই দুঃখ। যেস্থানে প্রেম প্রণয়, সেইখানেই বিরহ-বিচ্ছেদ। যে স্থানে সৎ সেই স্থানেই অসৎ। যেস্থানে পুণ্যাত্মা, সেই স্থানেই দুরাত্মা। যেস্থানেই যুদ্ধ, সেই স্থানেই সন্ধি। যেস্থানে সত্য সেই স্থানেই অসত্য। যেস্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই অধর্ম্ম। যেস্থানে ঘোর আস্তিক, সেই স্থানে বিঘোর নাস্তিক। যেখানেই জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু। যেখানে লক্ষপতি, সেই স্থানেই দীন দুঃখী। যেস্থানে আনন্দের তরঙ্গ, সেই স্থানেই ক্রন্দনের রোল।"

এই ত মোস্‌লেমগণ জয়ী হইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন, নগরে হরিষের তরঙ্গ উঠিয়াছে, সন্তোষের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। এ আবার কি দেখি! একি! একটি স্ত্রীলোক দুইটি শিশু সন্তান সঙ্গে করিয়া হাজরাতের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে। উপস্থিত জনগণকে কাঁদাইতেছে। সকলের চক্ষুই জলে পরিপূর্ণ। সন্তান দুইটি—হা পিতঃ! হা পিতঃ! তুমি কোথায়? আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় রহিয়াছ? হাজরাতের চক্ষুও জলে ভাসিতেছে। হাজরাতের পদদ্বয় ধারণ করিয়া আলুলায়িত কেশে,— সে রমণী ধরাশায়িনী হইয়া চক্ষুজলে হাজরাতের পদতল বিধৌত করিতেছে। —হাজরাত মোহাম্মদও সজলনয়নে স্ত্রীলোকটিকে বুঝাইতেছেন।

"জন্মমৃত্যু সকলি খোদাতালার ইচ্ছাধীন। এই যে আমি, তোমাকে এইক্ষণে "সাবার"—ধৈর্য্য ধরিতে সহ্য করিতে এত কথা বলিতেছি—আমাকেও কোন সময়ে সেই মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে; আমাকেও মরিতে হইবে। মরণে দুঃখ নাই। কোনরূপ অপেক্ষা নাই। মরণ নিশ্চিত। মৃত্যুর হাত হইতে কাহার বাঁচিবার সাধ্য নাই। খোদাতালার কার্য্যে কথাটী কহিবার ক্ষমতা কাহার নাই। এই সন্তান দুটির প্রতি চাহিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর।" ইঁহার মধ্যে আর একটি ভদ্রমহিলা কয়েকটি শিশু সন্তান লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাজরাতের পদপ্রান্তে উন্মাদিনীর ন্যায় আসিয়া পড়িল। হাজরাত তাহাকেও পূর্ব্ব প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। উপস্থিত আস্‌হাব—সহযোগী শিষ্যগণও দুইটী মহিলাকেই নানারূপ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। পতিবিয়োগ-যন্ত্রণা কি উপদেশ কথায় হৃদয় হইতে কখনও সরিয়া

যায়?—না, উপদেশ কথায় কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়? যথার্থ সহধর্ম্মিণী প্রণয়িনীর জীবনী শক্তি বর্তমান থাকিতে কি—প্রিয় পতির চিরবিরহ-যাতনানল কথায় নির্ব্বাপিত হয়? কখনই নহে! কথার আলোচনাতেই মনের আগুন আরও জ্বলিয়া উঠে, কথা উথলিয়া উঠে! হাজরাতের ইঙ্গিতে বিয়োগবিধুরা পতিহারা কুলকামিনীদ্বয়ের আত্মীয়স্বজনগণ—অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বাসস্থানে লইয়া গেলেন।

পাঠক! চিনিতে পারিলেন এ রমণীদ্বয় কে? পতিবিয়োগজনিত দুঃখে আত্মহারা!—কথার ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন। রমণীদ্বয় কাহারা?—কে?—প্রথম পরিচিতা রমণী মোস্‌লেমকুলরত্ন মহাবীর জাফরের প্রিয়তমা জায়ারত্ন। দ্বিতীয় রমণী বীরবর সেনাপতি আব্‌দুল্লার প্রাণপ্রতিম সহধর্ম্মিণী।

জাফরের দুঃখে সমস্ত মদিনা কান্দিয়া আকুল। যুদ্ধ জয়ে মদিনার আনন্দস্রোত সতেজে প্রবাহিত, আবার সকলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর জাফরের চিরবিরহ, আক্ষেপ-জলধির উত্তাল তরঙ্গে মদিনার অধিকাংশ স্থল নিমজ্জিত। তাহাতেই বলিয়াছি জগতে সুখ দুঃখের সমাবেশ। যেখানে আনন্দ সেইখানেই নিরানন্দ। যেখানে মনের প্রফুল্লতায় হাসি রহস্য প্রকাশ, সেই স্থানেই মনের দুঃখে হা হুতাশ। সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য কৌশল।—পাঠক! আসল কথা—

ভাগ্যবানের বিলাসগৃহে, রাজন্যগণের সুরম্য রাজপ্রাসাদে, মধ্যশ্রেণী লোকের আবাসস্থানে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরে, পাহাড় পর্ব্বতপ্রান্তরে, শৈলগুহা, রাজপথে, ক্ষুদ্র তরণী, বৃহৎ পোতে, মানব সকলের স্থায়ী অবস্থিতি স্থানে—জলে স্থলে, মহাপ্রভু দয়াময় এলাহি প্রেরিত এস্‌লামধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। হাজরাত মোহাম্মদের নামেরই বা কত অর্থ ঘটাইতেছে। ঈশ্বর প্রেরিত না হইলে এত ক্ষমতা কাহার? তাঁহার বক্তৃতার শক্তি অদ্ভুত। দুই চারি পদ ব্যক্ত হইলেই মানুষের মন আকর্ষণ করে। কিছুক্ষণ পরেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ জ্ঞান গোত্র বিহীন জীবন কাঠের পুতুল করিয়া দেয়। প্রতিবাদ দূরের কথা, শ্রোতা গণের বাক্‌শক্তির শক্তি থাকে না। কোনও স্থানে, হাজরাত যাদুমন্ত্রে পরিপক্ক, মায়াবিদ্যায় পারদর্শী, এ সকল কথার আলোচনাও হইয়া থাকে।

হাজরাত মোহাম্মদের অশেষ গুণ। তিনি পুণ্যের আকর, সৎগুণের আদর্শ। লোকরঞ্জন ক্ষমতা অসীম। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট—প্রাণমনমাতান মধুমাখা। রসনার অগ্রভাগে কি একপ্রকার অপূর্ব্ব শক্তি আছে যে, কথা ফুটিয়া বাহির হইয়া শ্রোতার কর্ণে প্রবেশমাত্র বিজলীবেগে অন্তর অধিকার করিয়া ইন্দ্রিয় অবশ করিয়া দেয়। প্রতিবাদের শক্তি থাকে না। অধিকন্তু তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী পদানত দাস হইয়া তাঁহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করে।

এই প্রকার নানারূপ কথার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। দিন এস্‌লামের শ্রীবৃদ্ধির সহিত বল বৃদ্ধি হইতেছে।

দেবদেবী পুতুলপূজা করিতে যেন আর কাহার ভক্তি হয় না। অনন্ত শক্তিধর এক এলাহি প্রতিই যেন সাধারণ লোকের ভক্তি জন্মিয়াছে। এস্‌লাম তেজের শশিকলা যেন,

মোসলেম-গগনে দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এইক্ষণ পূর্ণ তিথির অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যে দিন সে দিন আসিবে, যে দিন সে দিনের নিশা অবসান হইয়া—শক্তিময় উষার হাসির পূর্ণ আভা দেখাইয়া এসলাম-সূর্য্য উদয়ের ঘোষণা করিতে থাকিবে, সে দিন যেন অতি নিকটবর্ত্তী। যদিও দশ বৎসরের জন্য সন্ধি। দশ বৎসরের মধ্যে কোরেশগণের সহিত মোস্‌লেমগণের অস্ত্রের সহিত দেখা হইবে না, শত্রুতা কথাটি কোন পক্ষ জিহ্বার অগ্রে আনিতে পারিবেন না। কিন্তু একটি কথা সর্ব্বদাই মনে হয়, ভাবি জ্ঞানবিহীন আদম সন্তান কার্য্যে কথায় প্রতিজ্ঞায় স্থিরতর থাকিয়া নিজ বুদ্ধি বিবেচনানুসারে কার্য্য করিতে পারে কৈ? পারে না। আদম সন্তান কার্য্যের কর্ত্তা ক্রিয়ার কারণ হইয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিত, পরিচালনা করিতে সাধ্য হইত, তাহা হইলেও হইত না; কার্য্য চলিতে পারিত না। কারণ কার্য্য সকলের কর্ত্তা কে? সেই সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যকর্ত্তার অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হইত। মানুষের সাধ্য কি কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য ফললাভ করিতে পারে? আশ্চর্য কথা! যাহার মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব সময়ের কার্য্য বিবরণ অজ্ঞাত, স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিলেও শত ভুল—প্রায়ই নিষ্ফল, তাহাদের কার্য্যে কথায় আস্ফালন করা বাতুলের কার্য্য। মোস্‌লেমের ভবিষ্যৎ কার্য্যসিদ্ধির মন্ত্রণা কৃতকার্য্যের পথে পরিচালনা একপ্রকার অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যভেদ করা হইলেও হইতে পারে, ঘটিলেও ঘটিতে পারে? এইত আদম সন্তানের কার্য্য পরিচালন—এবং স্থির সিদ্ধান্ত, কৃতকার্য্য হওয়ার সুপথে গমন। এলাহির অভিপ্রেত মত সন্ধি হইলে অবশ্যই অকাট্য মত দশ বৎসর স্থায়ী থাকিত। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কি দশা ঘটিবে তিনিই জানেন—মানবের বুদ্ধির অগোচর।

তাঁহার কার্য্যকৌশলে,—বিন্দু পরিমাণ ভাব বুঝিবার সাধ্য ক্ষমতা আদম সন্তানের মস্তকে নাই।

কোরেশগণ সন্ধি করিয়া দশ বৎসরের জন্য নিশ্চিত হইয়াছেন। মোস্‌লেমগণ বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু মোস্‌লেম-ভাগ্যাকাশে চতুর্দ্দশীর ভোগ অতি নিকটবর্ত্তী। প্রকৃতি যেন স্বাভাবিক পরিশুদ্ধ চিত্রে অঙ্কিত করিয়া জগৎচক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে। পৌর্ণমাসী নিকটবর্তী, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সন্ধি সর্ত্তানুসারে এখনও নয় বৎসরের অধিক সময় সম্মুখে পর্ব্বতসদৃশ দণ্ডায়মান থাকিয়া বাধা দিতেছে। হাজরাতের যে কথা সেই কার্য্য! চুল পরিমাণ কথার বাধা বাত্যয় হইবার নহে। কখনই হইবে না। এ অবস্থায় পূর্ণতিথির গৌরব মোস্‌লেম-ভাগ্যকাশে কি উপায়ে রক্ষা পাইবে? বড়ই শক্ত কথা। নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু সেই অদ্বিতীয় কৌশলীর কৌশলচক্র—কার সাধ্য ভেদ করে? সে ইচ্ছাময় মহাপ্রভুর ইচ্ছায় কার সাধ্য বাধা দেয়?

এস্‌লামের জয়
দ্বিতীয় শাখা

॥ প্রথম মুকুল ॥

এস্‌লামের জয়! ইসাইর পরাজয় ; —শুধু পরাজয় নহে, সমূলে নিপাত? "মাতায়া" প্রান্তরে মোসলেম তরবারি-তেজে রোমীয় সৈন্যগণের মুণ্ডপাত। জগদ্‌বিখ্যাত বীরগণের প্রাণভয়ে পলায়ন,—মোস্‌লেমগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শৃগাল কুকুর বধের ন্যায় ক্রীড়াকৌতুকে তাহাদের প্রাণ হরণ, একি কম ক্ষমতার কথা? যাহারা চিরকাল, বাহুবল, অস্ত্রবল, রণকৌশলের গরিমায় সকল বলকেই তুচ্ছ করিত,—সাহস বিক্রমে অতুলনীয় মনে করিয়া, বক্ষ বিস্তারে চক্ষু ঘুরাইয়া, অন্য অন্য সমকক্ষ শক্তিনিচয়কে ঘৃণায় অবজ্ঞা করিত,—আজ তাহারা নব শিক্ষিত, নবধর্ম্মে দীক্ষিত, নবীন যোধ মোস্‌লেমের হস্তে বিধ্বস্ত, পরাস্ত, শেষে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া তুরস্কের নাম হাসাইল, মহারাজ হিরাক্লিয়াসের নামে কলঙ্ক রটাইল। বসোরার যে এত অহঙ্কার, এত গৌরব—সে শাসনকর্ত্তার সৈন্য কোথায় ধর্ষিত হইয়া—মোস্‌লেমগণের কোন্‌ পাদুকাতলে পেষিতভাবে কোথায় উড়িয়া গেল—কি লয় প্রাপ্ত হইল, তাহার আর সন্ধানই হইল না। ধন্য মোহাম্মদ খালেদ। ধন্য তাঁহার সৈন্যদল! ধন্য ধন্য মোস্‌লেমগণের সাহস ও শক্তি! গণনায় ত্রিগুণ অধিক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলে?

জগৎময় এই সকল কথার আলোচনা হইতেছে। মানুষের মুখে কত নগরে—কত স্থানে অতি রঞ্জিত ভাবেও ব্যাখ্যা হইতেছে। সর্ব্বত্রই "এস্‌লামের জয়" ঘোষণা করিতেছে। "মাতায়া" যুদ্ধের বিবরণ অতি অল্প সময় মধ্যে বহুদূরে—দেশ দেশান্তরে বিজলিবেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশী বিদেশী নরনারীগণ দলে দলে মদিনায় আসিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। কত নাস্তিক, কত পৌত্তলিক এস্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আসিয়া, চিরদগ্ধিত, চিরঅনুতাপিত প্রাণকে শীতল করিতেছে। হাজরাত মোহাম্মদ এই সকল ভাব, প্রকৃতির প্রীতি লক্ষণ দেখিয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন—

"দয়াময় এলাহি! তোমার নির্দ্দিষ্ট এস্‌লাম ধর্ম্মজ্যোতি, সকল জনপদে প্রবেশ করিয়া ভ্রম অন্ধকার দূর করিতেছে। তোমার একত্ব মহিমা, অংশিশূন্য অদ্বিতীয় ভাব জ্বলন্তভাবে বিকাশ করিয়া তোমারই অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছে। কত পৌত্তলিক তাহাদের চির পূজিত ঠাকুর দেবতাকে স্বহস্তে গৃহ হইতে দূর করিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছে। প্রভু! তোমারই নির্দ্দিষ্ট কাব্যগৃহ হইতে, কোরেশগণ রক্ষিত প্রতিমা সকল বহিষ্কৃত হইল না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় আর কি আছে দয়াময়?

ইহার মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। প্রভু! তোমারই নির্দ্দিষ্ট কাবাগৃহে তিনশত

ষাট প্রতিমা অবস্থিতি করিতেছে। কি মর্ম্মভেদী কথা! কাবাগৃহে দেবদেবীর অবস্থান? তোমার নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রতিমার পূজা? দয়াময়! পবিত্র কাবাগৃহের প্রতি সদয় হও। প্রতিমা-পূজাগৃহ কলঙ্ককালিমা হইতে তাহাকে রক্ষা কর—মুক্তিদান কর। এবং তাহা হইতে প্রতিমাসকল যত শীঘ্র দূর হয়—তাহার পথ আবিষ্কার করিয়া, তোমারই একত্ববাদ-উপাসনার উপায় সংস্থাপিত করিয়া দেও।

তোমারই কৃপায় কত জনপদ হইতে প্রতিমার প্রার্দুভাব, দেব-দেবীর পূজা সমূলে দূরীভূত হইল। অধম কিঙ্কর—তোমার অধম কিঙ্কর আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের জন্মভূমি উপরিস্থ—তোমারই নির্দ্দিষ্ট পুণ্যময় পবিত্র গৃহ হইতে প্রতিমা সকল বিতাড়িত হইল না,—যেমন—তেমনি রহিয়া গেল। ইহার কারণ কি? এ লীলাখেলার অর্থ কি? দয়াময় বুঝাইয়া দেও।

যে দিন জন্মভূমির এই মহাকলঙ্ক দূর হইবে, যে দিন কাবাগৃহ হইতে প্রতিমা সকল বিদূরিত হইবে, যেদিন সত্যের জয় মক্কানগরে ঘোষিত হইবে, যে দিন কোরেশদিগকে সঙ্গে করিয়া তোমার উপাসনায় দণ্ডায়মান হইব, সেই দিন তোমার এ চির-আজ্ঞাবহ দাসের মনের আশা পূর্ণ হইবে।

যেদিন "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্" কালেমার সত্যতা বুঝিয়া মজিয়া আনন্দবিভোরে নগরের নর-নারীগণ, ভক্তিহৃদয়ে, মনের উল্লাসে ঐ মহাবাণী সমস্বরে মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে আমার অনুগামী হইবে, সেই দিন আমার মনের আশা পূর্ণ হইবে। যেদিন সমগ্র ভূমণ্ডলে এস্‌লামের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে, অর্দ্ধচন্দ্র-পূর্ণতারা-অঙ্কিত পতাকা উড়িতে থাকিবে, প্রতি উপাসনাগৃহে পবিত্র কালেমা—আমার নামের সহিত প্রতিজনমুখে মুখারিত হইবে, আমি যে লোকেই থাকি, জীবনান্তে যেস্থানেই অবস্থিতি করি—আমার অন্তরাত্মা সুশীতল হইবে। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা না হইলে শত চেষ্টা করিলেও কোন কার্য্যই সফল হয় না,—কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। দয়াময়! কতকালে দাসের মনের আশা পূর্ণ হইবে? তুমিই সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানবান্। ভালমন্দের তুমিই অধিকারী।

হাজরাত প্রতিদিন মক্কা নগরের উদ্ধার—কাবাগৃহের উদ্ধারসাধনে কায়মনে উপাসনা করেন। দয়াময়ের ইচ্ছা না হইলে—উপযুক্ত সময় না আসিলে—তাঁহার অভিমত না হইলে—প্রকৃতি সুন্দরী কার্য্যকর্ত্তার সম্মুখে কোনরূপ শুভ দৃশ্যের পূর্ব্বলক্ষণ দেখাইয়া কোন কারণেই সে অস্থির মনকে সুস্থির করেন না। প্রকৃতির ভাব ভিন্ন, —দৃশ্য ভিন্ন—মোস্‌লেমগণের মনও সর্ব্বদা উৎফুল্ল। দশ বৎসরের জন্য সন্ধি!—কি প্রকারে কি হইবে? হাজরাত মোহাম্মদও সর্ব্বদা কাবাগৃহের দেবদেবী দূরীভূত সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করেন। কোন উপায় খুঁজিয়া পান না। কি উপায়—কি উপায়ে প্রতিমা ঠাকুরদেবতার অধিকার হইতে কাবাগৃহকে মুক্ত করিবেন। —কোন উপায়ই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না—কিন্তু প্রকৃতির হাব ভাব শুভ সুলক্ষণ—সুহাসিময় সুখদৃশ্য ভাব দেখিয়া, এলাহির মহিমার প্রতিই নির্ভর করিয়া রহিলেন। —তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন কোন উপায় নাই।

কোরেশগণও "মাতায়া" প্রান্তরের যুদ্ধের কথা, রোমীয় সৈন্যগণের পরাভব—মোস্‌লেমগণের হস্তে পশুবৎ বধের কথা—ধনসম্পত্তি সমুদায় মোস্‌লেমগণের হস্তগত হওয়ার কথা—শুনিয়াছেন। শুনিয়া হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিষম ভয়েরও উদ্রেক হইয়াছে। মোস্‌লেমরা ক্রমশঃ অজেয় হইয়া উঠিল। —রাজ্যবিস্তারের সহিত এস্‌লামধর্ম্মও সবিস্তারে বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হইল। এই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধির কথা মনে উদয় হইতেই—ভয় ভাবনা দূরে চলিয়া গেল। স্পষ্ট কথা ফুটিল। দশ বৎসরের জন্য নিশ্চিত। দশ বৎসরের প্রায় এক বৎসর গত। এখনও নয়টি বৎসর সম্মুখে। এত দীর্ঘ সময় মধ্যেও কি আমরা আমাদের মনোমত উপযুক্ত হইতে পারিব না? ধনবল, জনবল, সৈন্যবল, অস্ত্রবল, বাহুবল,—শত্রুদমনে যত প্রকার বলের প্রয়োজন তাহা পূর্ণমাত্রায় উন্নতির উপায় করিতে হইবে। যাক্, এখন সে সকল বিষয় আলোচনা বৃথা। সময় মত কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটি হইবে না। তবে এইক্ষণে সর্ব্বতোভাবেই আমরা নিরাপদ্—মোস্‌লেমগণ উন্নতির শিখরে উঠিয়া গগনস্পর্শ করুক—সাগরপারে রাজ্যবিস্তার করুক, সমগ্র জগতে আধিপত্য স্থাপন করুক, আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

প্রিয় পাঠক! মোস্‌লেমগণ সন্ধিসূত্রে দশ বৎসরের জন্য আবদ্ধ থাকায়, মনে মনে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতেছেন। অন্য দিকে কোরেশগণ সন্ধিসূত্র-ফাঁদে মোস্‌লেমগণকে বাঁধিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্বকার্য্য সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

প্রকৃতি সীমন্তিনী নানাপ্রকার সুলক্ষণ দেখাইয়া সুখসেব্য সুবায়ু বহাইয়া নীরবে এস্‌লামের জয় ঘোষণা করিতেছেন। কি কৌশলে, কোন্ উপায়ে কোন্ পথে কি প্রকারে জয়? —কঠিন সমস্যা। দশ বৎসরের দৃঢ় বন্ধন সন্ধিপাশ ছিন্ন করিয়া জয়ের পথে অগ্রসর হইবেন, তাহার কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।

হাজরাত মোহাম্মদের তিন দিবস মক্কা অবস্থানে, বহুতর কোরেশ ও নগরবাসিগণ এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করায় কোরেশদলপতি আবু সুফিয়ান প্রভৃতি, ভীত হইয়া সংকল্প করিয়াছিলেন যে, কোন প্রকারে সন্ধি ভগ্ন করিয়া নূতন সন্ধি সর্ত্তে লিখাইয়া লইব যে, যাহাতে মোহাম্মদ মক্কায় আসিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত কি কোন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে, কি কোন লোককে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে না পারে। কিন্তু রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া সে পূর্ব্বসংকল্প একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে সন্ধি স্থায়ী থাকে, কোন প্রকারে ভঙ্গ না হয়, তাহাই মনোযোগের সহিত যত্ন করিতেছেন। সাবধান সতর্কে রহিয়াছেন।

মুখসর্ব্বস্ব মানব! বুঝিলাম তোমার কথা? একটু ভাবিয়া দেখ দেখি—তোমার মুখের কথা ভিন্ন আর কি ক্ষমতা আছে? কথার মত কার্য্য কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে? বলত, — কে তাহার পূর্ণতা সাধন করিবে? কে তাহার সত্যতা রক্ষা করিবে? যাঁহার হস্তে কর্ম্মসূত্র স্থাপিত, রক্ষিত—তাঁহার সহিত পরামর্শ আটিয়া, তাঁহাকে বাধ্য করিয়া, তাঁহাকে অনুগত ভৃত্য সাজাইয়া, তোমার আজ্ঞা তাঁহার অবশ্য প্রতিপাল্য, একথা নিশ্চয় ভাবিয়া—যদি

কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিতে, তবে না হয় বুঝিতাম যে অকৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। সম্পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। তাহা হয় কৈ? তাহা ঘটাইতে পারে এমন শক্তি কি কাহার আছে? কর্ম্মসূত্রধারীকে স্বদেশে আনিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কি কেহ পারে? যে যে কথা সেই কাজ সম্পন্ন করিয়া কৃতকার্য্য পতাকা উড়াইতে কাহার সাধ্য হয়? তাহাই যদি নাই পারিলে, তাহা ঘটাইতেই যদি অশক্ত হইলে, তবে মানুষের কার্য্য তৎপরতা প্রশংসাগীতি পরিশুদ্ধ নহে। অদৃষ্টবাদ-বিরোধী সুপণ্ডিত আমার কথায় সায় দিবেন না, বরং অর্ব্বাচীন গণ্ডমূর্খ কুসংস্কারে জড়িত বলিয়া ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে ললাটের সুটান চর্ম্ম কুঞ্চিত করিয়া নয়নের কোণ হইতে খরদৃষ্টিতে আমার মুখপানে বারবার চাহিয়া দেখিবেন। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বলিব, কোন কার্য্যে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই। সকল কার্য্যের অধিকারীই সেই সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় খোদাতালা। সমুদায় কার্য্যই তাঁহার ক্ষমতার হস্তে বিন্যস্ত।

এই দেখ হাতে কলমে আঁকিয়া দেখাইতেছি। মহানগরী মক্কার কোরেশগণ সহিত 'বানিখোজায়া' দিগের কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। বানিখোজায়া দল নিতান্তই দুর্ব্বল। কোরেশগণ তাহাদের অপেক্ষা শতগুণ প্রবল। স্ত্রীলোকঘটিত কোন কারণে শত্রুতার সঞ্চার হইয়া প্রথমে মনোমালিন্য, তাহার পর ক্রোধের আবির্ভাব, পরিণামে বিষম শত্রুতা। দুর্ব্বল সবলে, শত্রুতার খেলা আরম্ভ হইলে, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের যেরূপ ব্যবহার জগদ্-বিধানে লিখিত আছে, তাহারই প্রথম অঙ্ক আরম্ভ। সবলের নিকট দুর্ব্বলকে সকলি সহিতে হইবে। দুর্ব্বল যদি কোন কথার বাদ-প্রতিবাদ করে, দুঃখ জানায়, অথবা ন্যায় বিচারের প্রার্থী হয়, ঘৃণা কলঙ্ক লজ্জায়, জনসমাজে দুর্নাম সত্ত্বেও যদি মনের বিকারে কোন প্রকার কটুকথা মুখে বাহির হয়, তবে সত্যই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর রক্ষা নাই। কি এত বড় স্পর্দ্ধা! ছোট মুখে বড় কথা! তাহাতেই একজন প্রধান কোরেশ আপন দলস্থ আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, যাঁহারা উপস্থিত ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, বলিতেছেন।

"আমরা কি এতই হীনবল হইয়াছি, যে—পথের কুকুর লেজ নাড়িয়া দাঁত খিটিয়ে খেউ খেউ করে হেয়জ্ঞানে সম্মুখ হইতে, অমনি চলিয়া যাইবে? আমাদের মান মর্য্যাদা কি এখন কিছুই নাই? ছি ছি! কি ঘৃণার কথা! 'বানিখোজায়া' দলকে আমরা কুকুরের চাইতেও অধম বলিয়া মনে করি,—তাহারাই আমাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, যাহা বলিতে পারে না—বলে, গালাগালিও দেয়, শক্ত কথায় প্রতিশোধ লইতে চায়! আমাদের ছেলেরা যদি কিছু করিয়া থাকে, কাঁচা বয়সে পাকা বুদ্ধি পাবে কোথা? তাদের কাঁচা মাথায়—বয়সদোষে যদি কোন অন্যায় কার্য্যের উদ্যোগ আয়োজন কিছু ক'রে থাকে,—তাহাতেই কি 'বানিখোজায়া'র জাত, যারা অর্থের লোভে কি না করে, মান ইজ্জতের ধার ত ধারেই না। আর কি বলিব? গায়ে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। স্বার্থের দায়ে অর্থের লোভে অনুরোধের খাতিরে স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নীগণের মুখের দিক ফিরিয়াও দেখে না। সেই 'বানিয়াখোজায়ার' দল প্রতিশোধ লইতে চায়? ধিক্ আমাদের জীবনে! ভাই সকল! মানুষের নিকট নরম হইলেই তাহারা মাথায়

চড়ে, আর তাদের গরম কথা কান পেতে শুনিতে হয়। দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলেই সবলের ক্রোধে পড়িতে হয়। উল্‌টে পায়ে আদেখা পথে পিছনে হাঁটিলেই, উল্টে পাল্টে পড়িতে হয়। তোমরা এত ভীত হয়েছ কেন? প্রধান প্রধান দলের প্রধানেরাই যেন কয়েকবার যুদ্ধে গিয়াছিলেন, মোহাম্মদের সঙ্গে মারামারি করে হটে এসেছেন, তাতে ভাই আমাদের কি? তোমাদেরই বা কি? যে সকল লড়াই ভেড়াই প্রধান প্রধান দলের দলপতিরাই করিবে? তাহারাই বুঝিবে? তোমরা আধমরা হয়েছ কেন? এত নীচ ভাব ধরেছ কেন? কি আশ্চর্য্য! তোমাদের মাথার উপর কেহ দশ ঘা বসাইলেও ত তোমরা হাত তুল্‌তে রাজি নও। ইহার কারণ কি?"

"কারণ প্রকাশ্যে কিছুই নাই। আমরা যে এত শান্ত সাধু দিব্বি ভাল মানুষটী সাজিয়া বসিয়াছি, তাহার অনেক কারণ আছে। তাই বলে, 'বানিখোজায়া'রা আমাদের ছেলেদের নাক কান কাট্‌তে চায়, এই সকল কথা শুনিয়াও কি বসিয়া থাকিব? তাহা হইবে না। আমাদের মুরব্বী পক্ষে আরও ত আছেন, তাঁদের পরামর্শ নিয়ে যাহা করিতে হয় অবশ্যই করিব। একটা কথার জন্য কেবল মনে একটু খট্‌কা বোধ হচ্ছে।"

"কি কথা? খট্‌কার কথাটা কি ভাই? বলত শুনি! আমিই যদি সে খট্‌কা ভেঙ্গে দিতে পারি তবে আর অন্য গুরুজনের নিকট এসকল কথা লইয়া যাই কেন?"

"শুন, গোপনে বলিতেছি প্রকাশ্যে বলিব না। চুপি চুপি শুন।"—

● ● ● ● ●

গুপ্ত কথা— শ্রোতা কোরেশ একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন। 'ভুল, তোমার সম্পূর্ণ ভুল। এরা যে ইহুদি, এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী মোস্‌লেম নহে।"

"হাঁ হাঁ, ঠিক কথা!—আর কথা নাই। বুঝিয়াছি বুদ্ধির গোড়ায় জল ধরিয়াছে।"

সেই দিন হইতে কোরেশ দলের অনেক দলপতিই বানিখোজায়াদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। দলে দলে কথাবার্ত্তা পরামর্শ স্থির হইয়া বানিখোজায়াদিগকে কোরেশগণ বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। কোরেশদিগের সম্মুখে কি বানিখোজায়ারা বিপক্ষতা আচরণ করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে? কোরেশদিগের আক্রমণ কি তাহারা নিবারণ কি কোন উপায়ে বাধা জন্মাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে?—

বানিখোজায়া পরাস্ত হইল। নির্দ্দয় কোরেশেরা জয়ী হইয়া তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের হস্ত বিস্তার করিল। শারীরিক যন্ত্রণার ত কথাই নাই। তাহাদের ঘর দ্বার ভগ্ন, গৃহ সামগ্রী, টাকা অলঙ্কার লুণ্ঠন—পরিবার পরিজনের প্রতি অত্যাচার, তাহাদের অঙ্গাবরণ পরিধেয় পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক গ্রহণ, গৃহজাত পশু, পক্ষী হরণ, বাসস্থান অগ্নিসংযোগে দহন, —যুবতী এবং পূর্ণবয়স্কা রমণীদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার। কোনপ্রকারের দৌরাত্ম্য আর বাকি রহিল না। প্রকাশ্যভাবে পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। বানিখোজায়াদিগকে ধনে জনে, মানে সম্ভ্রমে, শরীরে দেহে যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিল এবং বানিখোজায়াদিগের মধ্য হইতে সুশ্রী যুবতী কন্যা,কাহার ভগ্নী, স্ত্রী পর্য্যন্ত লুণ্ঠনের

দ্রব্যজাত মধ্যে গণ্য হইয়া দুর্দ্দান্ত কোরেশদিগের হস্তগত হইল।

কোরেশ দল বানিখোজায়াদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মহানন্দে মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং দর্প সহকারে বলিতে লাগিলেন—"নগণ্য নীচ লোক মাননীয় গণ্য মান্য লোকের সহিত সমকক্ষ দেখাইয়া কথায় কার্য্যে ব্যবহারে মনে কষ্ট দিয়া যদি অপমান করে, যত সত্বরে হয় এই প্রকারে শাস্তির বিধান, করিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিলম্ব হইলেই মাথার উপর চড়িয়া বসে।" যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাও ঐ কথায় সায় দিয়া বলিলেন—"ঠিক কথা। ছোট লোকের বৃদ্ধি হইলে সে আপন বাপকেও মানিতে চায় না। —বেশ হইয়াছে। সমুচিত শাস্তি হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। —আর কোনদিন কোরেশদিগকে অবজ্ঞা করিবে না।" যেখানে যুবক কোরেশদল আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী জানাইতেছিলেন, সেইখানে, প্রধান দলের জনৈক প্রবীণ প্রাচীন মান্যমান এক কোরেশ হঠাৎ আসিয়া জয়ী বীরদিগের জয়ের কথা, সাহস বিক্রম বল গৌরবের কথা, বানিখোজায়াদিগের বিধ্বস্ত ও শাস্তির কথা, ধনসামগ্রী লুণ্ঠনের সহিত স্ত্রীলোক কয়েকজনকে লুটিয়া আনিবার কথা শুনিয়া বলিলেন—

"আহা! তোমাদের বাহাদুরী সাহস বল সতেজ ও সততার কথা পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি, যাহা শুনিতে বাকি ছিল তোমাদের মুখেই আজ তাহা শুনিলাম। বানিখোজায়াদের শাস্তি যথেষ্ট হইয়াছে। তাহাদের জিনিষপত্র স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীদের প্রতি যেরূপ সদ্‌ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাও শুনিতেছি। কার্দ্দানী, মর্দ্দানী, বাহাদুরী, ক্রেঙ্কারী ঝক্‌মারীর হদ্দ, বেহদ্দ দেখাইয়াছ সন্দেহ নাই। — তোমরা কোরেশকুলের অলঙ্কার কুলাঙ্গার তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মের ফল,—হাতে হাতেই ফলিবে।"

একজন উদ্ধত স্বভাবের যুবা কোরেশ—একটু নীরসকণ্ঠে রোষ রাগ-রঞ্জিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

"বয়স বেশী হইলে সাংসারিক জ্ঞানে কেহ পাকা পোক্ত হয়, কেহ বাহাত্তরে হইয়া আবল তাবল বকিতে থাকে। বানিখোজায়ারা আমাদিগকে কত নিন্দা করিল, কত মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করিতে পথে ঘাটে হাটে মাঠে কত রটনা রটাইল। আমরা চুপ করিয়া বসিয়াই থাকিব? যেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটাইয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়াছি। —এতে কুলাঙ্গারই বা হইলাম কিসে? —ক্রেঙ্কারী ঝকমারীর বা বাহাদুরী দেখাইলাম কি প্রকারে?"

"দেখ ভাই! —আমি তোমাদের কার্য্যের কথার প্রতিবাদ করিতে আসি নাই। তোমাদের লাভের ভাগী হইতে চাহি না—হইবও না, কিন্তু পরিণামে ক্ষতির ফল, আপদ বিপদে পতিতের ফল, তোমাদের সঙ্গেই ভোগ করিতে হইবে। যদি সে সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বলি কেন—নিশ্চয় আসিবে, তখন রক্ষা করা ভার হইবে।"

"হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি আকার ইঙ্গিতে বিজ্ঞতা ফলাইয়া ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় আধ আধ বোলে ভয় দেখাইয়া, কিছু হস্তগত করিবার মতলবেই বাগজাল বিস্তার করা হইতেছে—

ওগো আমরা বুঝিয়াছি, বানিখোজারা আমাদিগের গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানাটানি করিবে। অস্ত্রের কথা আর মুখে আনিলাম না—মুখে কোন কথাই আনিতে হইবে না, তোমাদের কিসের ভয়। তোমরা নবীন যোধ, যুবাবীর। আমরা বুড় বৃদ্ধ লোক, ভবিষ্যৎ ভেবেই অস্থির।"

"যাদের ভূত বর্ত্তমান, উল্‌টে পাল্‌টে দেখিলাম, ভবিষ্যতে তারাই সেই বানিখোজা—তার মধ্যে আর আছে কি?"

"আছে, বাক্যবীর! অনেক আছে। তাহারা কাহাদের আশ্রিত, কাহাদের দলভুক্ত, কাহাদের নিজের লোক তা জান?"

"জানি তারা বানিখোজার দল, বানিখোজারাই তাহাদের দলস্থ, বানিখোজারাই তাহাদের পৃষ্ঠপোষক। বানিখোজার বানিখোজাই আপন—তারা আবার কার দলভুক্ত?"

"যাদের নামে কোরেশের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কলেজার লহু পানি হয়, চারিদিকে অন্ধকার দেখে, বানিখোজারা তাহাদেরই দলস্থ—তাহাদেরই আশ্রিত, তাহাদেরই নিজের লোক।

"তবে তাহাদেরই এক অংশ ভেঙ্গে চুরেই বল না কেন? ওরা কাহাদের দলভুক্ত? কোরেশরা কাহাকেও ভয় করে না, কাহাকে দেখেও তাহাদের কলিজার রক্ত জল হয় না?—এই আমাদের কথাই বলিতেছি, আমরা কোন প্রাণীকেই ভয় করি না, কাহাকে দেখে প্রাণ কাঁপা দূরে থাকুক চক্ষের পাতাটাও নড়ে না। —নাম শুন্‌লে কলিজার রক্ত জল হওয়া দূরের কথা, সে প্রকারের সহস্র লোক সম্মুখে এসে হুঙ্কার ছেড়ে খাড়া হলে আমাদের গায়ের একগাছি লোকও শিহরিয়া উঠে না। তুমি বল কি? বুড় বৃদ্ধ লোকেরা একটু সন্ধ্যা হলে গাছপালা দেখে চম্‌কে উঠে। পরের কায়া ত দূরের কথা,—নিজের ছায়া দেখে ভয়ে কাঁপিতে থাকে।"

"আরে ভাই! তবে শুন। এস কানে কানে বলি—সে নাম মুখে আনিতেও ভয় হয়। আজকাল তাহারা জগতে অজেয়। হাসি-তামাসার কথা নহে। তোমরা বড়ই অন্যায় কার্য্য করেছ। তাহারা কাহারা শুন—"

(কানে কানে প্রকাশ)—

কোরেশ-যুবক সে কানকথা শুনিয়া, হাসিয়াই অস্থির। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল ঃ—

"ভ্রাতাগণ! তোমরা সকলেই কান পাতিয়া কানকথা শুন!—বানিখোজায়াদের পৃষ্ঠপোষক মদিনার মোস্‌লেমগণ। হইলই বা তাহারা বানিখোজায়াদের আশ্রয়দাতা, হইলই বা থাকিলই বা তাহাদের সহিত মোস্‌লেমগণের আত্মীয়তা, মোসলেমগণ তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা! মানিলাম মোস্‌লেম আর বানিখোজা দুই কায়া এক আত্মা। আমাদের ভয়ের কারণ কি? তারা আমাদের জানা ঘর, এই সে দিনেও দূর দূর করিয়া নগর হইতে পশু তাড়ানোর ভাবে তাড়াইয়া দিয়াছি।—

ভালা মোর দাদা—খুব জবর ভয় দেখাইয়াছ। আমাদের দলপতি যেই হুকুমজারি করিল যে চলে যাও—এখনি নগর ছাড়িয়া চলে যাও—বাহির হও,—অমনি লেজ গুটাইয়া মাথাটী হেট্ করে— দে পীট্টান। তাহারা এখন হইল অজেয়! —এই সেদিনের কথা! —আমাদের হুকুমের ভয়ে—ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণ লইয়া পলাতক, তাদের নামে কলিজার লহু পানি হয়—কি তামাসার কথা! —ছি ছি! —এমন মাথাপাগলার কথায়ও কথা বলিতে আছে?"

"আচ্ছা কথা কহিও না, শুনে যাও। মক্কার কোরেশগণ সমুদায় কোরেশদলের পক্ষ হ'তে একটা দলিল তাহাদের বরাবর লিখে দেয়, আমরা যে প্রকারে তাহাদের বরাবর দলিল লিখে দেই—তারাও আমাদের বরাবর লিখে দেয়। তাদের দেওয়া দলিলের কোন নিয়ম আজ পর্য্যন্ত তারা ভঙ্গ করে নাই। আমরা কি করিলাম এখন শুন। —কথা ত কইবেই না। আমিও শুনিতে চাহি না। কান ফেলে মন দিয়ে শুনে যাও! —আমরা লিখে দিয়েছি—তাহাদের অনুগত বাধ্য, তাদের পক্ষের কোন লোকপ্রতি আমরা কোন প্রকার অত্যাচার, কোন প্রকার ক্ষতি, কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ, কোন প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি করি, কি এই দলিলের লিখিত কোন একটি নিয়ম লঙ্ঘন করি, ভঙ্গ করি, কোন একটি কথার অন্যথা করি, তবে দলিলের লিখিত সমুদায় নিয়ম সর্ত্ত কথা ভঙ্গ হইবে। দলিলখানাই পণ্ড হইবে। এখন ভাব দেখি— কোথাকার জল কোথায় গড়ায়—"

'কি করি, বুড় দাদার কথায় উত্তর না দিয়ে চেপে রাখ্‌তে পাল্লেম না। জল ত গড়াইল, আমাদের দলিল—আমাদের কথা, আমরাই ভঙ্গ করিলাম,—তাদের কি?

"আচ্ছা শুনে যাও, ঐ দলিলেই লেখা আছে, এক পক্ষ হইতে কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে—অপর পক্ষ আর তাদের লিখিত নিয়মে বাধ্য থাকিবে না। এক পক্ষ হইতে কোন একটী নিয়ম ভঙ্গ হইলে অপরপক্ষ কোন নিয়মে আবদ্ধ থাকিবেন না।"

"বেশ নাই থাকিল, নূতন দলিল লিখা পড়া হইবে।"

"তা তারা আর লিখে দিবে কেন? তারা আর আমাদের কথায় বাধ্য হইবে কেন? সে কথাত আগেই বলেছি, তারা এখন অজেয়, তারা এখন শক্তিশালী, আর কি বাধ্য হয়?"

"না হয় না হবে। অত ভেবে চিন্তে সংসারে চলা ফেরা সহজ কথা নয়। আমরা একটা নিয়ম ভঙ্গ করেছি, না হয় তাহারাও একটা নিয়ম ভঙ্গ করিবে। নিয়ম ভাঙ্গাভাঙ্গিতে এত ভয়ের কথা কি? দলিলখানিই বা পণ্ড হবে কেন? যেমন লিখা তেমনি থাকিবে। যার হাতে আছে তার হাতেই থাক্‌বে।"

"যাক্ এখন আর কথা নাই— তোমাদের মাথার মধ্যে কত পরিমাণ জল, কত পরিমাণ চর্ব্বি, কত পরিমাণ রগ্ পর্দ্দা, কতটুকু পরিমাণ ময়লা মজ্জা, আর কি পরিমাণ আবর্জ্জনা—তাহা বেশ বুঝিয়াছি। সংবাদও পাইয়াছি, বানিখোজায়াগণ পরিবার পরিজন

লইয়া যেখানে যাইবার সেইখানে গিয়া তাহাদের আশ্রয় লইয়াছে। সময় উপস্থিত হইলে বলিব এবং দেখিব।"

"আপনাকে আর সে সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে না। বয়সও কম নহে। দশ বৎসর সময় কম নহে।"

'ভাইরে! আকাশের চাঁদ সূর্য্য বড় শীঘ্রই ঘোরে। বানিখোজায়ারা যদি তাহাদের দুর্দ্দশার কথা, তাহাদের আশ্রয়দাতা—তাদের পৃষ্ঠপোষকদলে গিয়ে জানায়, আর সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে যে দশ দিনের ঘোরা একদিনে ঘুরিবে। তারা এমন শক্তি রাখে যে দশ দিনের পথ এক দিনে মারিবে অর্থাৎ আসিবে। তোমাদের বাহাদুরী থাকিবে না।"

"আরে দাদা। বাহাদুরী যাবে কোথা?"

"বাহাদুরী যাবে না। বাহাদুরীর অন্য একটি নাম আছে 'শাল"—শালে পরিণত হবে।"

"তুমি ত রক্ষা পাবে!"

"আমি রক্ষা পাই কি করে? তোমাদের শালই আমার কাল।"

॥ দ্বিতীয় মুকুল ॥

অদ্য জুম্মাবার, —শুক্রবার। শুভদিন। পবিত্রদিন। মোস্‌লেমগণ চক্ষে অতি পুণ্যময় দিন। এইদিনে সৎকার্য্য, শুভব্যাপার সম্পন্ন করিতে সকলেই উৎসুক। কার্য্যের অনুষ্ঠান, আয়োজন, প্রস্তাব, কর্ত্তব্যকার্য্য নির্দ্ধারণ, যুক্তি পরামর্শ মঙ্গলপ্রদ, কার্য্যসমূহ সুনিয়মে নিষ্পন্ন হয়, এই ধারণাবশেই মোস্‌লেমগণ প্রায় কার্য্যই এই পবিত্র দিনে নিষ্পন্ন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। আজ শুক্রবার জুম্মার উপাসনা অন্তেই মদিনা নগরে বিরাট সভার অধিবেশন। হাজরাতের অভিমতানুসারেই আজিকার সভার আয়োজন অনুষ্ঠান। নিয়মানুসারে স্বভাবতঃ জুম্মার দিন উপাসনা ক্ষেত্রে বহুলোকের সমাগম হয়, তাহার পর আজ হাজরাতের আহ্বান, উপাসনা স্থান অতি অল্প সময় মধ্যে জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া, সীমাবহিঃস্থ স্থান সমূহেও অসংকুলান হইল না। হাজরাত আজ কি বলিবেন, কি কথা শুনাইবেন, কি আজ্ঞা করিবেন, কোন্ বিষয়ে উপদেশ দান করিবেন, তাহা জানিতে শুনিতে জ্ঞাত হইতে, ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। —নিয়মিত সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইয়া শেষ হইলে, হাজরাত মোহাম্মদ সুমধুর কণ্ঠস্বরে সুললিত ভাষায় বলিতে লাগিলেন।

"প্রথমে খোদাতালার নামে আরম্ভ করিয়া বলিতেছি। ভ্রাতাগণ! আজ অতি আনন্দের দিন, শুভদিন, জুম্মাবার। এলাহি-কৃপায় যে দৃশ্য চক্ষে দেখিতেছি, নয়ন চরিতার্থ হইল, জীবন সার্থক হইল। এলাহির আজ্ঞার কথঞ্চিৎ ভাগের কণা মাত্র তাহার এই কিঙ্কর দ্বারা পূর্ণ করাইলেন। সেই একদিন, হায়! এমন দিন ছিল যে তাঁহার একত্ববাদ প্রকাশ করিতে—তাঁহার একটি মাত্র ভৃত্য—জগৎ-মধ্যে একটিমাত্র ভৃত্য, আমাকে আরব-প্রদেশে মক্কানগরে দণ্ডায়মান করাইয়া ছিলেন। অদ্য একি দেখিতেছি! লক্ষ লক্ষ মুখে এলাহির

একত্ববাদ বিষয় প্রমাণিত হইয়া অসংখ্য প্রকারে গুণকীর্ত্তন হইতেছে। ধন্য দয়াময়! তাঁহার দয়ার সীমা নাই, শক্তির পার নাই। সমুদায় গুণের ও প্রশংসার অধিকারীই তিনি। তিনিই আমাদের আশ্রয়, আমরা সকলি তাঁহার আশ্রিত। ভ্রাতাগণ! অকপটে ভক্তিভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি কাহাকেও নিরাশ্রয় করেন না। আশ্রিত মাত্রই তাঁহার প্রিয়।

ভ্রাতাগণ! এজগতেও আশ্রয়, আশ্রিত, আশ্রয়দাতা, নিরাশ্রয়—আশ্রয়বিহীন—ব্যাপার ঘটনা লইয়া, বিস্তর হিংসা দ্বেষ,— ক্রোধ আক্রোশ, রোষ, মায়া মমতা, ভালবাসা, উপকার সাহায্য সন্তোষ, যুদ্ধ, সন্ধির নানা কথা জগৎ সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যাহারা বিপদে পড়িয়া দায়ে ঠেকিয়া—দৌরাত্ম্যকারীর হস্ত হইতে বাঁচিতে না পারিয়া, প্রাণ বাঁচাইতে অশক্ত হইয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করে। —নির্ভয়ে নিরাপদে, সুখ স্বচ্ছন্দে সন্তানসন্ততি পরিবার-পরিজনসহ সংসারে বাস করিবে কামনা করিয়াই, আশ্রয়দাতার সুখে দুঃখে সঙ্গী হইয়া তাঁহার চরণে জীবন মন ঢালিয়া দেয়। কত প্রকারের আশাই হৃদয়ে পোষণ করে। ঘটনাক্রমে যদি তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করে। সর্ব্বতোভাবেই অনুগত ও আশ্রিত জনের সাহায্য করা মানুষের কর্ত্তব্য। হাজরাতের এই কথায়-সর্ব্বসাধারণের মনে বানিখোজায়াদিগের বিষয় দুর্দ্দশার বিষয় জ্বলন্ত ভাবে উথলিয়া উঠিল। কোরেশ-জীবন্তকায়া যেন হৃদয়স্থ রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখে কথা ফুটিয়া বাহির হয় হয়—হয় না।

হাজরাত উপস্থিত জনগণের অন্তরের ভাব মুখের আকার প্রকার রক্তাভ—উত্তেজিত লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া—গম্ভীরস্বরে জলদনিনাদে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতাগণ! কোরেশদিগের সহিত আমাদের সন্ধি—"

চতুর্দ্দিক্ হইতে মহা বিকট ও কর্কশভাবে হস্ত মুখ সঞ্চালন অধিকাংশ শ্রোতা দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—

"কিসের সন্ধি!—সন্ধি?—সন্ধির কথা মুখে আনিবেন না। বানিখোজায়া—সন্ধির মুখে!—"

হাজরাত অতি মিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ভ্রাতাগণ! উতলা হইবেন না। আমার কথা শুনুন। আপনাদের কথাই বলিতেছি। সন্ধি ভাঙ্গিয়াছে। সন্ধি ভাঙ্গিয়াছে! —সন্ধি নাই! সন্ধি নাই। বানিখোজায়াদল—আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, আমাদের অনুগত বাধ্য, আমাদের হিতৈষী, আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, তাহাদের প্রতি কোরেশগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে—তাহা মুখে প্রকাশ অসাধ্য। —আমি সংক্ষেপে বলিতেছি তাহাদের ঘর দ্বার সকল প্রথম ভগ্ন, তাহার পর আগুন লাগাইয়া কোরেশেরা পোড়াইয়াছে। সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী টাকাকড়ি যাহার যাহা ছিল এমন কি অনেকের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। প্রহারের ত কথাই নাই।—বহু সংখ্যক বানিখোজায়াকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া প্রাণে মারিয়াছে। তাহাদের পরিবার পরিজন স্ত্রী-কন্যা মাতা ভগিনীগণ প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে স্ত্রীলোকপ্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়াছে। সুশ্রী যুবতী ও পূর্ণযুবতীগণকে

লুণ্ঠন-মালের সহিত আপন আপন ঘরে আনিয়া ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। শুনিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, কয়েকটি স্ত্রীলোক কোরেশদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া—" হাজরাতের মুখের কথা শেষ না হইতেই অধিকাংশ শ্রোতাগণ দণ্ডায়মান হইয়া, রোষে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হাজরাত! আমরা ইহার প্রতিশোধ লইতে—এখনই কোরেশদিগের মাথা কাটিতে যাত্রা করিব। আর বক্তৃতা শুনিয়া সময় নষ্ট করিব না, এখনি যাত্রা করিব। আপনি আজ্ঞা করুন।" শ্রোতাগণ চতুর্দ্দিক হইতে উত্তেজিতভাবে, বলিতে লাগিল—

"এখনি চল— দেখি কোরেশরা কত প্রকার অত্যাচার করিতে শিখিয়াছে—চল আর বিলম্ব করিব না।" হাজরাত মদিনাবাসীগণকে নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া একটু সুস্থির করিলেন—বলিতে লাগিলেন—

"ভ্রাতাগণ! এত উতলা হইবেন না, এখনি আপনাদের মনোমত কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া এই সভাগৃহেই আপনাদের সম্মুখে সুস্থির করিতেছি।"

অনেক তর্ক বিতর্ক বাদ প্রতিবাদ প্রবোধের পর সাব্যস্ত হইল— কোরেশগণের বিরুদ্ধে এখনই জেহাদ ঘোষণা করিয়া উপযুক্ত মতে প্রস্তুত হইতে সকলই যত্ন কর।

সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক এই কথাই সাব্যস্ত হইল। মদিনার সাধারণতন্ত্র প্রণালীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক কোরেশগণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা অনুমোদিত হইয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া নগরময় জেহাদের ঘোষণা করা সাব্যস্ত হইল। বানিখোজায়াদিগকে সপরিবারে আপাততঃ মদিনা নগরে সাধারণ সাহায্যে অবস্থিত করার সাব্যস্ত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। তখনি ডঙ্কাধ্বনি সহ মদিনা নগরের রাজপথে মক্কার কোরেশগণ বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে সাজসাজ রবে—ধূম পড়িয়া গেল।

এলাহির অপূর্ব্বলীলা, অপার মহিমা! কোন্ পথে কি কৌশলে কাহার দ্বারা কি প্রকারে কি করাইলেন?—হায় রে শক্তি! দশ বৎসরের সন্ধি অথচ এস্লামের জয় ঘোষণায় প্রাচ্য ভূমি প্রকম্পিত। এলাহির একত্ববাদে প্রকৃতি যেন হাসি মুখে উদ্ভাসিত,—আনন্দিত প্রফুল্লিত। যাহাদের সন্ধি তাহারাই ভঙ্গ করিল। সন্ধিপত্র যাহাদের বল তাহারাই স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া আপন বিপদ আপনারাই আহ্বান করিয়া আপন মাথায় ধারণ করিল। সন্ধিসূত্রে যেরূপ কঠিন ভাবে মোস্লেমগণকে বাঁধিয়া ছিল, কোরেশেরাই স্বহস্তে সে বন্ধন মোচন করিয়া দিল। এলাহির আশ্চর্য্য লীলা এবং অপূর্ব্ব খেলা।

॥ তৃতীয় মুকুল ॥

আজ তাঁহারা কোথায়? যাঁহাদের কথার চোটে, বীরত্বের দাপটে, মক্কা নগর থরথরে কাঁপিয়াছিল, তাঁহারা কোথায়? বানিখোজায়াদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাতি ফুলাইয়া দর্পসহকারে হাসি রহস্যের তুফান ছুটাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ত আজিকার এই প্রাণ যায়

যায়—সভার এক কোণেও ত দেখিতে পাই না। যাঁহারা বলিয়াছিলেন দশ বৎসর সময় কম নয়, আপনার বয়সও কম নয়—যখন সে সময় হইবে, তখন আপনারও সময় হইয়া আসিবে, বরং কিছু দিন আগেই আপনি সরে পড়িবেন। বুড় হলে বাহাত্তুরে পায়, যাঁহারা বলিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেখিতেছি না কেন? তাঁহারা আসুন, তাঁহারা উপস্থিত শঙ্কটকালের সৎপরামর্শ দান করুন। আমরা বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, বাহাত্তুরে ধরা জরাজীর্ণ লোক, আমরা কি করিব? তাঁহারা আসুন! যাহারা জ্বালাইয়াছেন, তাঁহারাই নির্ব্বাণ করুন। রূপজ মোহ প্রেমের তুফানে বাসনাতরী জোরে চালাইয়া পাড়ী মারিয়াছিলেন, ঘাটে উঠিয়াছিলেন, এখন আসুন, মোস্‌লেম-তুফানে কোরেশ-তরী রক্ষা করুন। তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, সজ্জিত হইতেছে, এইক্ষণ উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কি করিব? যাঁহারা টাকা অলঙ্কারে সিন্দুক বাক্স পূর্ণ করিয়াছেন, বানিখোজায়াদিগের স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, ধরে এনে দাসীমহল গুলজার করিয়াছেন, তাঁহারা উপস্থিত সময়ে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাহার পর দেশনায়ক দলপতিরা আছেন, ধনবলে মান্যমান, জ্ঞানবানেরা আছেন, সর্ব্বোপরি দলপতি দলের দলপতি মহা মহিমান্বিত বিখ্যাত বীর বলবান্ আবু সুফিয়ান আছেন, তাঁহারই উপস্থিত বিপদ্‌পাত সম্ভাবনা, নিবারণ উপায় স্থির করিয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বাধীনতা রক্ষা করুন। আমরা এসকল রাজনীতি ধর্ম্মনীতি রণনীতির কি ধারধারি? মনের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ। শক্তির সহিত রাজ্যের সম্বন্ধ। আধিপত্য স্থাপনের সহিত অস্ত্রের সম্বন্ধ। এসকল সম্বন্ধের সহিত আমাদের মত লোকের কি সম্বন্ধ?— তাহাই যখন বুঝি না, আমরা কি উত্তর করিব?

কোরেশদলের একজন প্রধান দলপতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখুন! ব্যক্তিগত কথা, ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারের কথা এখন মনে করিবেন না। দেশের কার্য্য দশের কার্য্য। একা একজনে সাধিত হয় না; দেশ রক্ষা স্বাধীনতা রক্ষা, একদলের চেষ্টায় কথায় কার্য্যে কখন রক্ষা করা যায় না। বৃদ্ধ দলের পাকা কথাতেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, যুবকদলের নূতন বলেও কার্য্য সিদ্ধ হয় না, ধনীর ধনভাণ্ডার দিবারাত্র খুলিয়া রাখিলেও দেশোদ্ধার হয় না। মহামানীয় মান্যমানেরা সুধু মান দুহাতে বিলাইলেও স্বদেশের সেবা হয় না। বক্কেশ্বরের বক্তৃতায়, বাচালের চপলতায়, গুণ্ডার গুণ্ডামী, যণ্ডার যণ্ডামী, ক্ষীণজীবীর নাকে কাঁদনীতে স্বদেশের কল্যাণসাধন হয় না। বালকগণের ভিত্তিশূন্য বহ্বাড়ম্বর—অতিরিক্ত লম্ফ ঝম্প,—সদা সর্ব্বদা মার মার কাট কাট —কথার স্রোতে জন্মভূমির দুঃখ দুর হয় না। স্বদেশ রক্ষা করিতে স্বাধীনতা ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতে, লক্ষপতি হইতে ভিখারীকে, আর ইহার মধ্যে যত প্রকার শ্রেণীভেদে বিভেদ আছে; সকল প্রভেদ ভুলিয়া—জন্মভূমির প্রতি ভক্তিসহকারে অকপট মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আনন্দ হৃদয়ে খোলা প্রাণে স্বদেশী হইতে হইবে। মান মর্য্যাদা, অহঙ্কার ঘৃণা, জাত্যাভিমান, উঁচু নীচু ভেদ জ্ঞান, মানবজীবনের সমুদায় সাজ সরঞ্জাম, ধনসম্পত্তি যাহার দেহ ভাণ্ডারে যে পরিমাণ আছে—জন্মভূমির কল্যাণ কামনায়—তাহা সমুদায় আরবের মরুসাগরে ডুবাইয়া একতা

সূত্রে সকলের মন একত্র বাঁধিয়া—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বৈরিদলের আক্রমণ ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাতসম অস্ত্রাঘাত হইলেও তাহা বুক পাতিয়া দেহ ধরিয়া—অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে। একা একদলে একমাথায়, একশ্রেণীর লোকের যত্ন চেষ্টায় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, উদ্ধারের আশাও করা যায় না।

ভ্রাতাগণ! গত বিষয়ে অনুতাপ বৃথা। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। দেবতারা তাহার অনুকূলে আমাদের মঙ্গল করিলেন না। আমাদের দ্বারাই সন্ধি ভঙ্গ হইল। আমরাই সন্ধিসর্ত্ত রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলাম না। এ অবস্থায় মোস্‌লেমগণের যুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণা, অন্যায় নহে। তাহারা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিয়াছে। সে বিষয় আমাদের কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত করিবার সাধ্য নাই। মোস্‌লেমেরা আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদের—ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। করিতে পারে।

এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, ইহাই প্রশ্ন? এবং ইহারই মীমাংসা। যদি আপনাদের সকলেরই অভিপ্রায় হয় যে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধের আয়োজনে বিশেষ উৎসাহে সকলের প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যত শীঘ্র হয় অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নগরের প্রান্তসীমার প্রবেশদ্বার পশ্চাৎ করিয়া এক নূতন শিবির নির্ম্মাণ করা নিতান্তই উচিত। আর যদি সাহসে কুলায় মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নগরের প্রান্তসীমাতেও শত্রুগণের আগমন সুযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আর যদি মোস্‌লেমদিগের বল বিক্রমভয়ে এইক্ষণে যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে, মোস্‌লেমগণকে উপস্থিত যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করা যায়, তাহার উপায় নিরূপণ করাও আজিকার সভার কর্ত্তব্য কার্য্য।

তৃতীয় কথা—পরিণামে যদি আমরা মোস্‌লেমগণের সমকক্ষ না হইতে পারি, তাহাদিগকে পরাভব করিবার শক্তি সাহসই যদি আমাদের আর হইবে না এরূপ ধারণা যদি আপনাদের মানসে উদয় হইয়া থাকে, যথা—মোসলেমগণের হস্তে কোরেশদিগের আর নিস্তার নাই। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও আর সাধ্য নাই। সন্তান সন্ততিসহ আপন আপন প্রাণ, পরিবার পরিজনগণের প্রাণ—গৃহদ্বার ধনসম্পত্তি রক্ষাহেতু মোস্‌লেমদিগের অধীনতা স্বীকার করা কোরেশগণ পক্ষে উচিত কি না? একথার মীমাংসাও অদ্যই আবশ্যক।"

সেই বৃদ্ধ কোরেশ গাত্রোত্থান করিয়া অতি মিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন।

"সম্ভ্রান্ত কোরেশগণ! আপনাদের চিরহিতার্থী আজ্ঞানুবর্ত্তী বৃদ্ধভ্রাতার অপরাধ মার্জ্জনা হউক। স্বদেশের দুরবস্থা এবং দশের ভ্রমে আস্থা দেখিলে, বাক্‌শক্তিবিহীন মূক ও মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে না পারিয়া মহা কষ্ট অনুভব করে। কি করি! এ সময় দুই একটি কথা না বলিলে কর্ত্তব্য কার্য্যে কলঙ্ক আরোপ, জন্মভূমির ঘোর অনিষ্টসাধন করা হয়। উচিত কথা বলিলেও অনেকের বিরাগভাজন হইতে হয়। তাহার পর বৃদ্ধ হইলে অন্য অন্য শক্তির সহিত জ্ঞানশক্তিরও যে কিছু হ্রাস না হয় তাহাও অস্বীকার করিতে পারি

না। জিহ্বাকে সংযত করত একচক্ষু দেশহিতৈষীর স্বার্থময় বাক্যের পোষকতা করিয়া নিখুঁত মনে পরিতৃপ্ত হইতে জানি না। শাসন সংরক্ষণ প্রতিপালন, শান্তি স্থাপন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে,—শতস্তরের নিম্নস্তরে থাকিলেও তিনি ক্ষমতার বলে প্রথমস্তর অধিকার করেন। সে সময় তাঁহার সকল কার্য্যই প্রথম শ্রেণীর কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয়। যে কার্য্য তিনি কখনও আলোচনা করেন নাই, তাহার চৌদ্দ পুরুষেও যাহা জ্ঞাত হন নাই, তিনি যেন সে কার্য্যে সুপণ্ডিত। যিনি তাহার প্রতিবাদ করিবেন, দশ গণ্ডা কার্য্য মধ্যে আঠার গণ্ডা দোষ দেখাইয়া দিবেন, তিনিই দেশের শত্রু—সমাজের শত্রু, অথবা পাগল, শেষ সিদ্ধান্ত—রাজবিদ্রোহী।

সেই সকল কথা ভাবিয়াই নিবেদন করিতেছি। বয়সদোষে জিহ্বার জড়তায় সংযমদোষে অথবা বৃদ্ধের মুখে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বহির্গত হয়, বিশেষ কোরেশদলপতি মহোদয়গণের বুদ্ধিমত্তায়, কর্কশতার সহিত অযৌক্তিক বোধ হয়—মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

দেখুন! উচিত কথা সত্য সত্যই বিরক্তিকর। সকলের পক্ষে নহে—অন্যায়কারীর পক্ষে বিরক্তিকর, কঠোর, কর্কশ, এক একটি শব্দ এক একটি বিষসংযুক্তবাণ বোধ হয়। তাই বলিয়া অনুচিত কথার প্রসঙ্গে কাহার মন সন্তোষ জন্য নীরব থাকা, কি অন্যায় বাক্যের পোষকতা করা উচিত বক্তার সমুচিত কার্য্য নহে। বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় লোকের ভ্রমপূর্ণ বড় বড় কথায় সায় দিয়া প্রলাপ বাক্যের আলাপে সুরস—সম্মতির আভাসে, যে 'আজ্ঞা' 'আজ্ঞা হাঁ' রসের ছিটকানি দিয়া, তোষামোদের ডালি খুলিয়া বসিতে পারি না। স্বাধীনচেতা স্বাধীন বক্তার তাহা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যে কঠিন সমস্যার মীমাংসা জন্য আজিকার এই বিরাট সভার আহ্বান। ইহাতে কোন বিষয়ে কাহার মনোরঞ্জন স্বার্থরক্ষা অথবা লাভের প্রত্যাশায়, স্বদেশের স্বাধীনতার মস্তকে কুঠার আঘাত করা আমার অভিমত নহে। সকলেই আজ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভিমত বিস্তারিতরূপে অকপটে প্রকাশ করুন। আমাদের কোরেশদলের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন কথার কি কার্য্যের জন্য মনান্তর কি মনোমালিন্য থাকিলে তাহা এইক্ষণে ভুলিয়া উভয়েই এক প্রাণ একমন হইয়া স্বদেশ স্বাধীনতা জন্মভূমির সঙ্গে কোরেশের অখণ্ড গৌরব প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে ব্রতী হউন। ভ্রাতৃভাবে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, উপস্থিত কথার মীমাংসা করুন। সদ্‌যুক্তিদানে দলপতিগণকে সাহায্য করুন। ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

কথা উঠিয়াছে—বর্ত্তমান সময়ে মোস্‌লেমগণের সহিত যুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত এবং সাধ্যায়ত্ত কিনা?

এই কথার স্থির মীমাংসা করা আমার সাধ্য নহে। তবে যাহা আমার মন বলিতেছে, তাহাই অকপটে প্রকাশ করিতেছি। 'বানিখোজায়া' দিগের সহিত এখন আর যুদ্ধ নাই। মোস্‌লেমগণের সহিতই যুদ্ধ। এইক্ষণে স্পষ্টভাবে উভয়পক্ষের বলের নির্দ্ধারণ করি। যুদ্ধে বলেরই প্রয়োজন অধিক। মোস্‌লেমগণের বলের কথা বলিব না, আপন বলের আলোচনা

করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। ভ্রাতাগণ! বলুন স্পষ্ট অক্ষরে বলুন! আমাদের কোন্ বল এইক্ষণে সবল আছে? যুদ্ধ করিতে হইলে, লোকবল, বাহুবল, অস্ত্রবল, অর্থবল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবল। এই সকল বলে সম্পূর্ণরূপে আমরা বলীয়ান, কি কোন্ এক বলে প্রধান বলুন? কোন্ বলে কোরেশগণ এইক্ষণে বিখ্যাত এবং জগৎ-মান্য? বলুন ত এইক্ষণে ঐসকল বলের মধ্যে কোন্ বল পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ কোরেশগণের অধীন? উত্তর করুন।

একি! সকলেই নীরব, কাহার মুখে কথাটি নাই। সে কি কথা! শুনিয়াছি মোস্লেমগণ বিশ হাজার রণবিশারদ পরিপক্ক যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারাই সৈন্য নামে অবহিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! শুনিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ঐ বিশ হাজার মহাবীর বিনা স্বার্থে, বিনা অর্থে, কেবল ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। এই হেতুতেই এস্লামের উন্নতিকল্পে বিশ হাজার প্রাণ এক প্রাণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রাণপণে দণ্ডায়মান হইয়াছে। জীবনের আশা—অর্থলালসা কাহার নাই। এস্লামের চির বৈরী বিনাশেই আন্তরিক সংকল্প। মোস্লেমরা ধর্ম্মযুদ্ধে কাহার সাহায্যপ্রার্থী নহে। অন্য কোন শক্তিবলের প্রয়াসী নহে, অন্য কাহার মন্ত্রণা পরামর্শ যুক্তির প্রত্যাশীও নহে। তাহাদের একমাত্র ধর্ম্মবলই আশ্রয়, অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরের নামই সহায়। কেবল এস্লামধর্ম্ম প্রচার জন্যই আমাদের মুণ্ডপাত করিতে মক্কাভিমুখে আসিতে উদ্যোগী হইয়াছে। মহানন্দে ঐকান্তিক উৎসাহে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এখন কথা তাহাদের সম্মুখে বক্ষবিস্তারে দণ্ডায়মান হইবে কাহারা? আমাদের মধ্যে ত কাহাকেও দেখি না! যাহারা ছিল তাহারা ত নাই। ওহোদ যুদ্ধে আমাদের সকলি গিয়াছে। কোরেশ দলের মধ্যে এইক্ষণে মহাবীর কে? বীরই বা কে? বীরবাহুই বা কাহার? আমি ত কিছুই দেখিতে পাই না। তাহার পর বেতনভোগী সৈন্যদল, তাহাই বা কোথায়? সৈন্যও নাই, সৈন্যাধ্যক্ষও নাই; সৈন্যের নামও নাই। যুদ্ধ করিবে কে? আমরা কয়েকজন বুড় বৃদ্ধ, আর 'বানিখোজারা'দিগের উপরে অত্যাচার প্রহার, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনকারী কয়েকজন যুবা, এবং সর্ব্বস্বধন কোরেশরতন সর্ব্বপ্রধান দলপতি আবু সুফিয়ান—এইত তিন শ্রেণীর লোক দেখিতেছি। প্রধান দলপতির কথা বলি না। তৎপর আমরা আর তাঁরা—যুদ্ধবিদ্যায় এমনি বিশারদ যে সংখ্যায় যতই হই—লজ্জার দায়ে মোস্লেম গণের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইলে—কতক্ষণ? এক আলীর হুঙ্কারে, খালেদের ধনুষ্টঙ্কারে ডার্থারের আকাশফাটা বিকট চীৎকারে, ওমরের তরবারির খরধারে—আমাদের দশা যে কি হইবে, কোথায় উড়িয়া যাইব তাহার সন্ধানই হইবে না। একমাত্র সুফিয়ান। কতক্ষণ? মহা মহা বীর, যুদ্ধদুর্ম্মদ আত্মীয়স্বগণ কোরেশদলের বর্ত্তমান থাকা সময়েই মোস্লেমগণের অগ্রসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, এখন খোলা ময়দান। তাহাদের গতিরোধ করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষারও অবসর পাইব না—দেখিতেছি না আমি স্পষ্ট বলিতেছি মোস্লেমদিগের সহিত কোরেশগণের সম্মুখ যুদ্ধ করিতে আর সাধ্য নাই।

মহা মহা বীর সকল গত তিন যুদ্ধে প্রায় শেষ হইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, এস্লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাহারাও মোস্লেমদলে মিশিয়াছে। আর আশা কি? যাহারা লম্ফ ঝম্প

করিতেছেন, মোস্‌লেমদলের ডঙ্কাধ্বনি শুনিলে–হয় নগর পরিত্যাগ, নয় মোস্‌লেমদলে প্রবেশ–এই দুই প্রকার কার্য্য ভিন্ন আর কোন কার্য্য কেহই করিতে পারিবেন না। এ অবস্থায় সবল পক্ষই লোকে অবলম্বন করে। দুর্ব্বলের পক্ষে কে থাকিতে চায়? প্রাণের ভয় কাহার না আছে? আর দেখুন! মোস্‌লেমগণ যে অবস্থাতেই থাকুক, সুখে দুঃখে একই ভাবে, এক মহাশক্তিশালী প্রভুর প্রতি অটল বিশ্বাস। তাঁহাকেই পূজা করে। আত্মমন সমুদায় তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত থাকে।

আমরা কি করি?–একবার এ ঠাকুরের নিকট যাই, মনোমত কার্য্য হইল না,–অন্য ঠাকুরের পদানত হই। সেখানে আশা পুরিল না, ঠাকুর ছাড়িয়া ঠাকুরাণী ধরি। সেখানেও হতাশ হইলাম–বড় দেবতার পায়ের উপর মাথা ঠুকিয়া চক্ষের জল ফেলিতে থাকি। দেবতার দয়া হইল না। আমরাও কৃতকার্য্য হইলাম না। বড় দেবীর নিকট যাইয়া গলবস্ত্রে কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম, 'মা! রক্ষা কর। চক্ষের জলে রাঙ্গা পা দুখানি ধৌত করিয়া দিতেছি, মা! মা! রক্ষা কর। তোমার হতভাগা সন্তান প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাও।' চক্ষু তুলিয়া মায়ের চক্ষু প্রতি দৃষ্টি করি, দেখি–মা চক্ষু দুটি খুলিয়াছেন কি না? মায়ের মুখপানে দৃষ্টি করিতেই–বাবার সেই বিশাল লোহিত বিস্ফারিত চক্ষু দুটীর প্রতি চক্ষু পড়িতেই মনে ভয় হয়। বাবার বামেই মা! বাবার চোখরাঙ্গানী দেখিয়া ভয়ে ভয়ে আবার বাবার পা জড়াইয়া মাথা ঠুকে বলিতে থাকি 'বাবা! রক্ষা কর। মোস্‌লেমগণকে নিপাত কর। রাত্রে মোহাম্মদ যেমন ঘুমিয়ে পড়ে আর যেন উঠে না। জোড়া জোড়া বলি দেব।' কত ভোগ কত অলঙ্কারের লোভ দেখাই,–মাও মাথা নাড়া দিয়া আকার ইঙ্গিতে কিছু বলেন না। বাবাও হাঁক্‌রে উঠে হাঁপ ছেড়ে জিহ্বাটাও সঞ্চলন করেন না। স্থির কর্ণে কান পাতিয়া থাকি,–আকাশবাণী হইবে; –অভয়দান করিবেন। কিছুই শুনিতে পাই না এতে আমাদের মনে যে পরিমাণ বল থাকা সম্ভব তাহাই আছে। মনে বল না থাকিলে দেহে বল হয় না। দেহে বল না থাকিলে বাহুতে বল জন্মে না। কোথা হইতে বল আসিবে? কি কারণে বলের মুখ দেখিব? এ অবস্থায় আমার মতে মোস্‌লেমগণের সহিত যুদ্ধ করা সাধ্য নাই, সাধ্য হইলেও আর যুদ্ধ করা উচিত নহে। কিসের জন্য যুদ্ধ? কাহার জন্য যুদ্ধ? কি লাভের জন্য যুদ্ধ? আর সেই যুদ্ধে খাড়া হইবে কে? কোরেশদলের মধ্যেও অনেকের মনে ঠাকুর দেবতার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। শত প্রকারে টানাটানি করিলেও আর থাকে না। এ কথা কে না স্বীকার করিবে "সত্যের জয়" হইবেই হইবে।

যুদ্ধের কথা ত একরূপ ইতি করিলাম। এখন আসিতেছে অর্থের কথা। অর্থ হইলে আবার কোরেশেরা পূর্ব্ব সাজসরঞ্জামে সাবেক ধ্বজা ঠিক করতে পারে। সেই অর্থ কোথা? আমরা অর্থ উপার্জ্জনের নূতন পথ আবিষ্কার করিব, উপার্জ্জনের পথে দণ্ডায়মান হইব। খরচ খরচা বাদ দিয়া নিট আয় যাহা, তাহা সঞ্চয় করিয়া শেষে দেশের কল্যাণে ব্যয় করিব, এ আশা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। যাহার ঘরে যাহা ছিল এই কয়েক বৎসরের যুদ্ধে তাহার কিছুই নাই। যাহার ঘরে যাহা আছে–তাহা ঘরের মালিক বিশেষরূপেই জ্ঞাত

আছেন। গণ্যমান্য সকল ঘরের মালিকগণই সভায় উপস্থিত, মনে মনে বুঝিয়া দেখিলেই আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

আর দেখুন!—মোস্‌লেমগণ এইক্ষণে আর্থিক অবস্থায় কিরূপ স্বচ্ছল অবস্থায় আছে। তাহাদের অবস্থার প্রতি, সাহস বল বীর্য্য প্রতি, লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায়। তাহার পর এই সেদিনের কথা–বসোরার পথে 'মাতোয়া' প্রান্তরে রোমীয় সৈন্যগণকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় তাড়াইয়া বধ করিল। তাহাদের পরিত্যক্ত ধনরত্ন, শিবির, শিবিরস্থ যাবতীয় সম্পত্তি–বহুসংখ্যক মূল্যবান অশ্ব, নগদ টাকা মোহর বিস্তর লাভ করিয়াছে। সে সমুদায় ধনরত্ন তাহাদের সাধারণ ধনভাণ্ডারে আনিয়া কোরেশদিগের কল্যাণেই সঞ্চিত করিয়াছে। তাহারা ধনে জনে বলে সাহসে বীরত্বে বিক্রমে এখন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

নিরপেক্ষ চক্ষে দেখিলে কি দেখিবেন? মোস্‌লেমগণ, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বলে বিক্রমে সাহসে, আমাদের অজেয় আছেই, অনেকেরই অজেয়। তাহার পর তাহাদের ধর্ম্মে অসাধারণ বিশ্বাস। একতার কথা আর কি বলিব? সকলই পরিজ্ঞাত আছেন। মোস্‌লেমগণ একতার আদর্শ। আমাদের অজেয়।'

সভাস্থ সকলেই নিস্তব্ধ নীরব। কাহার মুখে একটি কথা নাই। ক্ষণকাল পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জনৈক প্রধান কোরেশ বলিতে লাগিলেন,–

"আমার মাননীয় ভ্রাতা বক্তৃতার আভাসে যাহা বলিলেন, তাহার সমুদায় অংশ আমার অনুমোদিত না হইলেও আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছি না। প্রতিবাদের সময় এ নহে। মাননীয় বক্তা যাহা যাহা বলিলেন, তাহার অধিকাংশ অকাট্য কঠিন ভিত্তিস্তরের উপরে সংস্থাপিত। হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট করিতে আজিকার সভায় কাহার সাধ্য হইবে না। কারণ আমরা দুর্দ্দশার পঙ্কিলে এতই ডুবিয়াছি যে, বাহুদ্বয় আবদ্ধ হইয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়াছে। এই সকল বুঝিয়া আর আমার মাননীয় ভ্রাতার বক্তৃতায় অনেক জানিয়া আমি এই স্থির করিতেছি, মোস্‌লেমগণের নামে ভয়ে বিহ্বল না হইয়া একটি উপায় অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত। উপায়ের কথা শেষে বলিতেছি। দেখুন যদি আমরা সেই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের যত ত্রুটি, যত দুর্ব্বলতা, যত দোষ পূর্ব্ববক্তার হৃদয়ে জাগিতেছে, আমাদের চক্ষেও পড়িতেছে–অতি অল্প সময়মধ্যে তাহা সংশোধন করিয়া কোরেশের পূর্ব্ব গৌরব বোধ হয় রক্ষা করিতে পারিবে। সকলে একযোগে এক মনে চেষ্টা করিলে আশা করি অবশ্যই রক্ষা পাইতে পারিবে–সে সকল কথা এইক্ষণ প্রকাশ্য নহে। এইক্ষণ প্রকাশ্য কথা এই যে,–

মোহাম্মদ আমাদের পর নহেন। কাহার সহিত নিকট সম্পর্ক—কাহার সহিত একটু দূর সম্পর্ক, সাধারণ ভাবে ধরিলে তিনি আমাদের আত্মীয়, সকলেরই স্বগণ-জ্ঞাতি। আমাদের দেহসঞ্চারিত শোণিতাংশই মোহাম্মদের দেহে হৃদয়ে অন্ত্রে তন্ত্রে–সঞ্চারিত হইতেছে। তিনি যতই কেন উচ্চপদ লাভ করুন না, মান সম্ভ্রমে ক্ষমতায় রাজরাজেশ্বর

সম্রাট্ হউন না, আমাদের শোণিতের অংশ, আমাদেরই অস্থি মজ্জার অংশ, এই কোরেশ বংশেরই বংশ। আমাদের দুর্দ্দশা দুরবস্থার কথা শুনিলে যখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখন আর এত ভয় ভাবনার বিষয় কি? তাহার প্রমাণও আপনারা একবার পাইয়াছেন। মনে হয়, সেবারে মোহাম্মদের অনুগত বাধ্য লোকেরা মক্কায় খাদ্য আদির আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বণিক্‌গণের চালান আটক করিয়াছিল। আমরা সকলে নিরুপায় হইয়া মোহাম্মদের নিকট লিখিয়া জানাইলে তিনি তখনি বণিক্‌দিগের মাল ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করিয়া মক্কাবাসীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার শরীর দয়ায় পরিপূর্ণ।

সন্ধিভঙ্গ করিয়া আমরা তাঁহার নিকট সহস্র প্রকার অপরাধী হইয়াছি, তাই বলিয়া আমরা সকাতরে করুণ কণ্ঠে অপরাধ মার্জ্জনা চাহিয়া একটী প্রার্থনা করিলে তিনি কি তাহা গ্রাহ্য করিবেন না? আমাদের সকলের কথা শুনিবেন না? মক্কার কোরেশগণের অনুনয় বিনয় প্রতি কর্ণপাত করিবেন না? একি কথা? কথাটা কি? আমাদের সকলের পক্ষ হইতে কথা এই যে, সন্ধিভঙ্গ করিয়া আমরা অপরাধী হইয়াছি। মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখুন। আমরা সন্ধির বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। দশ বৎসর মধ্যে আর যুদ্ধের নাম নাই। যুদ্ধের কথা আমাদের মনে ছিল না। আমরা সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত। অনুগ্রহ করিয়া সম্ভবমত কিছুদিনের সময় প্রদান করিয়া আপাততঃ যুদ্ধস্থগিত রাখিলে আমরা প্রস্তুত হইতে পারি। ইহাই ত প্রার্থনা। কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ বারণ রাখা ইহাই আমাদের আশা।

এই প্রস্তাব লইয়া কোন গণ্যমান্য কোরেশ বীর, যত সত্বর হইতে পারে মদিনায় গমন করুন। মোহাম্মদের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তিনি আগ্রহে অনুমোদন করিবেন। যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অবশ্যই স্বীকৃত হইবেন। কারণ যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তবে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আঘাত করিতে আসিলে আত্মরক্ষা না করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কাজেই যুদ্ধের সূচনা আরম্ভ। সাম্যভাবে প্রণয় প্রেম আচরণে, সখ্যতা বন্ধুতা ব্যবহারে সকলে একত্র মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য, মনের নিগূঢ় ভাব। বিনা রক্তপাতে—এস্‌লাম বিজয় বৈজয়ন্তি জগতে উড্ডীয়মান হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা ও অন্তরের অন্তস্থ বাসনা। মক্কাবাসী সমগ্র কোরেশের প্রার্থনা—যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত করুন, আমরা অপ্রস্তুত। নিরস্ত্র, যুদ্ধে বিরত, অসম্মত, ক্লান্ত-শ্রান্ত হেতু অপারগ, ইহাদের সঙ্গে রণ-নীতি অনুসারে যুদ্ধ করিতেই নিষেধ আছে। এ অবস্থায় যুদ্ধে জয়ী হইলে যথার্থ যোদ্ধার নিকট পৌরুষ নাই—বরং অপযশ আছে। বিশেষ আত্মীয়স্বজনের আবদার—প্রধান শত্রুপক্ষের কাতর প্রার্থনা। মোহাম্মদ অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

তিনি ঈর্ষ্যা হিংসার বশীভূত নহেন,—সাধারণ লোকের শত্রুদমন-বাসনা-কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী নহেন। আর যদি সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারক হন—জনসমাজে তাঁহার কথাই অগ্রগণ্য হয়,—ধর্ম্মপ্রচার করাই যদি তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়,—তবে আমাদের

এ প্রস্তাব কখনই উপেক্ষিত হইবে না। যুদ্ধ হউক আপত্তি নাই। তুমি মোস্‌লেমবাহিনী সহ যুদ্ধস্থানে আগমন কর, কোন বাধা নাই। কিন্তু যুদ্ধ হইবে,–কিছু বিলম্বে। তোমার আগমনে বাধা দিতেছি না, মাত্র যুদ্ধে আপত্তি করিতেছি।–সেও অন্য কোন গুপ্ত কারণে নহে। প্রকাশ্য কথা–আমরা অপ্রস্তুত। এইরূপ প্রস্তাবে তাঁহার অসম্মতির কারণ কি হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

সভ্যগণ সকলেই মহা সন্তোষের সহিত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বক্তার প্রস্তাবের প্রশংসা করিলেন।

প্রস্তাবকারী পুনঃ বলিতে লাগিলেন;–"প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল–কিন্তু প্রস্তাব লইয়া মদিনায় গমন করিবে কে? এখন তাহারই মীমাংসা আবশ্যক।

এই কোরেশদলের মধ্যে যিনি ধীর, গম্ভীর বিদ্যাবুদ্ধিতে বিচক্ষণ, বিশেষ মোহাম্মদের অপরিচিত নহেন, এমন কোন মহোদয়কে দূতপদে বরণ করিয়া যানবাহন, রক্ষী সেবকদল, উপযুক্ত খাদ্যাদি এবং প্রচুর অর্থ সহ,–যত সত্বর হইতে পারে মদিনায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। বিলম্বে বাধা বিঘ্ন অনেক।"

তখনি অনেকের নাম অনেকের মুখে উচ্চারিত হইল। কেহ কেহ কাহার কাহার প্রশংসাগীতি গাহিতেও ত্রুটি করিলেন না। লজ্জা লজ্জা–ঘৃণা ঘৃণা। ছি ছি! যাঁহাদের প্রশংসা সঙ্গীত গাহিয়া সাধারণকে শুনান হইল তাঁহারা প্রত্যেকেই সভায় উপস্থিত। উচ্চ উচ্চ আসনে আসীন—কিন্তু এমন একটি মহৎ কার্য্যের অধিনায়ক হইয়া চিরস্মরণীয় হইতে কোন কোরেশেরই পূর্ণ উৎসাহ মুখশ্রী শ্রীসম্পন্ন জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইল না। সকলের মুখ যেন মলিন। বিশেষ যাঁহাদের নাম উচ্চারিত হইয়াছিল তাঁহারা যেন ভীতিবিহ্বল চিত্তে প্রমাদ গণিয়া সভা হইতে প্রস্থানের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।– সদা প্রফুল্লিত সুহাস্য হাস্যে যেন বিষাদ-কালিমা রেখা অক্ষরে অক্ষরে–তাঁহাদের নামের অক্ষরে অক্ষরে বসিয়া গেল। সুচতুর বক্তা সভাস্থ কোরেশগণের এইরূপ হৃদয়বিদারক কাপুরুষত্ব ভাব দেখিয়া স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,–

"সভাস্থ মাননীয় কোরেশগণ! আপনারা সকল কথাই শুনিয়াছেন। এখন আমি স্পষ্ট কথায় আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উপস্থিত দৌত্য কার্য্যে কে বরিত হইয়া মদিনার যাইতে ইচ্ছা করেন?"

কাহার মুখে কোন কথা নাই–নীরব; –কেহ কেহ মাথা হেট করিয়া নীরব! বক্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,–

"আমাদের এই সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত যুদ্ধ স্থগিত রাখা প্রস্তাব লইয়া মদিনায় যাইতে কে ইচ্ছা করেন?"

উত্তর নাই;–পূর্ব্ববৎ নীরব।–অধিকন্তু এবার কেহ কেহ অন্যমনস্ক। পরিশেষে বক্তা মহাশয় আরও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,–

"বেশী কথা নহে–এখন বলুন হাঁ–কি না?"

কোরেশগণের মধ্যে একজন, না-না শব্দ মুখে প্রকাশ করিতেই শত শত মুখে না না শব্দের সহিত প্রকাশ হইল–"আমরা কেহই যাইব না, যাইতে পারিব না। এরূপ নীতি বিরুদ্ধ দৌত্য কার্য্যে আমরা কেহই মোহাম্মদের নিকট যাইতে পারিব না।" যিনি প্রথমেই না না বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন, বিরক্তির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন–"যাইতে পারিব না। কারণ, মহা বিচক্ষণ সুপণ্ডিত, রাজনীতিবিশারদ, সুবক্তা, চতুর হইলেও এ সম্বন্ধে মোস্‌লেম সমাজে কৃতকার্য্য হওয়া সহজ নহে। আমরা বিবেচনা করি একেবারেই অসম্ভব। হাঁ উপরোক্ত গুণসম্পন্ন মোহাম্মদের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি এই দৌত্য কার্য্যে গমন করিতে পারেন, তবে যুদ্ধ স্থগিত থাকিলেও থাকিতে পারে। না থাকিবার কথাই অধিক। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার প্রাণের আশঙ্কার কোনরূপ নিশ্চয় কারণ থাকিবে না। আমরা কি মোহাম্মদের সঙ্গে একাল পর্যন্ত ভাল ব্যবহার করিয়াছি?—নিরস্ত্র হইয়া তীর্থযাত্রীভাবে পুণ্যকার্য্য করিতে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না—কে তুমি কোথা হইতে আসিলে, কথাটা বলিয়া প্রচলিত প্রকারের আদরও করিলাম না। সাধারণ যাত্রীর ন্যায় মোহাম্মদকে সাধারণ স্থানে রাখিলাম। সাধারণ চক্ষে দেখিলাম, সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিলাম। এখন বলিতেছি—দায়ে ঠেকিয়া বলিতেছি, মোহাম্মদ আমাদের রক্তের রক্ত, প্রাণের এক অংশ, কলেজার টুক্‌রা। এই প্রাণের টুক্‌রাকে প্রাণে মারিতে কত কৌশল করিয়াছি, কত ফাঁদ পাতিয়াছি, কত প্রকারের ছলনা করিয়াছি, এখন প্রাণ যায়–কি করি!–দায়ে ঠেকিয়া, চতুর্দ্দিক দেখিয়া, বলিতেছি— মোহাম্মদ বড় দয়ালু–মোহাম্মদ বড় ভাল ছেলে,–মোহাম্মদের মনে হিংসা নাই। দয়ার অবতার।

আচ্ছা বলুন দেখি, মোহাম্মদ একটি দিন মাত্র মক্কায় থাকিয়া কোরেশগণকে আহার করাইতে চাহিয়াছিল–আহার্য্য সামগ্রী সকল ভারে ভারে আনাইয়া মজুত করিয়াছিল–আপনারা দলপতিগণ কি করিলেন?—মোহাম্মদ একটি দিন থাকিবার জন্য–দেখুন তাহার কত ভদ্রতা—একটি দিন মক্কায় থাকিবার জন্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা জানাইল—আপনারা এমনি বাঁকিয়া বসিলেন যে, এক মুহূর্ত্ত কাল মক্কায় থাকিতে পারিবে না। তাহার আহরিত দ্রব্য সামগ্রী পড়িয়াই রহিল—সজল নয়নে সেদিন তাহাকে মক্কা পরিত্যাগ করিতে হইল। আপনাদের কথা কি বলিব? অহঙ্কার করিয়া গৌরব দেখাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার প্রস্তুত খাদ্য সকল, কোরেশদল মুখে দেওয়া দূরে থাকুক, স্বচক্ষেও দেখিবেন না। সে এতই নীচ হইল—এতই অপুচ্ছ হইল যে, তাহার প্রস্তুত খাদ্য কোরেশেরা চক্ষেও দেখিবে না।

আজ সেই মোহাম্মদের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া যাইতে সকলেই মত প্রকাশ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য মনের গতি আর কি আশ্চর্য্য বিবেক বিচার! আরও অধিক আশ্চর্য্যের কথা, আমরা বলিলেই যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে? মোহাম্মদের কার্য্য—কার্য্যপ্রণালী, মনের গতি আমাদের মত কি না? এ বেলা এক কথা—পর বেলায় অন্য কথা? প্রাতে

একজনকে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিলাম,—কত প্রকার তাহার গুণ গান করিলাম। দুপোর বেলা নিতান্ত পক্ষে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাকে দশ হাত মাটির নীচে বসাইয়া দিলাম। তাহার বিরুদ্ধে নিন্দার স্রোত বহাইলাম। সে মানুষের মধ্যে গণ্যই নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিলাম। কত প্রকার কটু কাটব্য অভদ্রোচিত ব্যবহারে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইলাম। যেই স্বার্থ দেখা দিল,—স্বার্থ আসিয়া সম্মুখে খাড়া হইল, আকাঙ্ক্ষা ঝুলির মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির দুই তিন ডগা পতিত হইল, অমনি চক্ষু উল্টাইলাম, কথা ফিরাইলাম, পূর্ব্বস্রোত উলটে পালটে উজান দিকে বহাইতে রসনা বাহাদুরকে অনুরোধ করিলাম। দশ হাত নিম্ন হইতে কুড়ি হাত উর্দ্ধে উঠাইয়া গগন ফাটাইয়া প্রশংসা কীর্ত্তন করিলাম—মোহাম্মদ সে প্রকৃতির নহেন। তাঁহার হৃদয় উচ্চ—মন উচ্চ,—কার্য্য উচ্চ।—তাঁহার চিন্তার সীমা বহুদূর।

এ অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত প্রস্তাব লইয়া মোহাম্মদ নিকট গমন করা যে-সে লোকের কার্য্য নহে। যে যাইবে, মোহাম্মদের অভিমত না হউক অন্য অন্য মোস্‌লেমবীর—যাহারা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের রোষানল হইতে রক্ষা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা নহে। নির্য্যাতন ত কথার কথা–প্রাণের আশঙ্কাই সমধিক। অপুচ্ছ–অগ্রাহ্য অপমানের ত কথাই নাই–প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসিতে পারিবে কিনা সেইটিই সন্দেহ। তবে মোহাম্মদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলে তাঁহার প্রাণের প্রতি-কোনরূপ অত্যাচার নাও হইতে পারে। কিন্তু অপমান—অনিবার্য্য। অকৃতকার্য্যও নিশ্চয়। মোস্‌লেমগণ কেবল সন্ধি বন্ধনে বাঁধা ছিল বলিয়া মনে মনে অজাগরের ন্যায় গর্জ্জিয়াছে। এখন কি আর সে কথা আছে। তাহারা তাহাদের অপমানের প্রতিশোধ, অবমাননার পরিশোধ না দিয়া ছাড়িবে না।" অনেকেই এই কথায় একটু নরম হইলেন, চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা ও নানা কথার আলোচনা, বাদপ্রতিবাদের পর, এক সুবিজ্ঞ দলপতি বলিতে লাগিলেন—"শেষ বক্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই মনঃপূত হইল। অনেক বিষয়ে আমাদের চক্ষের ধাঁধা ছুটিয়া গেল। এখন নিশ্চই বুঝিতে পারিতেছি, মোহাম্মদের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই প্রস্তাব লইয়া মদিনায় না গেলে কোন প্রকারেই সুফল ফলিবে না;—বরং প্রস্তাবকারীর প্রাণের আশঙ্কাই অধিক। এ অবস্থায় মোহাম্মদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যিনি, তাঁহারই এই উপস্থিত দৌত্যপদ গ্রহণ করিয়া মদিনায় গমন করাই শ্রেয়ঃ। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম। মনে মনে সন্ধান করিতেও ত্রুটি করি নাই। আমাদের সর্ব্বপ্রধান দলপতি আবু সুফিয়ান ভিন্ন মোহাম্মদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর কেহ নাই। মাননীয় আবু সুফিয়ান পৈতৃক সম্পর্কে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়–তাহার পর নূতন সম্বন্ধে মোহাম্মদ তাঁহারা বিধবা কন্যাকে সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করায় জামাতা শ্বশুর সম্বন্ধ হইয়াছে। কন্যা স্বামিসহ মদিনায় পরম সু[illegible] একত্র বাস করিতেছে। দলপতি আবু সুফিয়ানের কোন আশঙ্কা নাই। অধিকন্তু অধিক পরিমাণ সমাদর আদর ভালবাসা পাইবার আশাই অধিক। অন্যান্য মোস্‌লেমগণের অন্তরে অন্য ভাব থাকিলেও হাজরাতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া—প্রকাশ্য আদর অভ্যর্থনা সদ্ভাব সদাচরণ সদ্ব্যবহার গ্রহণ করিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মোহাম্মদ সহিত শত প্রকার বৈরিভাব

থাকিলেও কন্যার নিকট অনাদর,—আপন ঔরসজাত কন্যার নিকট পিতার অনাদর অবজ্ঞার কথা আসিতেই পারে না। আমাদের উদ্দেশ্যেই অনুকূল। শুভলক্ষণ—লক্ষণই অনুভব হয়। স্বামীর মন সোজা করিতে স্ত্রীর কতক্ষণের কাজ? আভাস ইঙ্গিতেই বলিতেছি, মোহাম্মদের মন একটু বাঁকা তেড়া থাকিলেও সুফিয়ান নন্দিনীর চেষ্টায় সোজা করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। কন্যার নিকট পিতার অনুরোধ বাক্যই যথেষ্ট। শত প্রকারে স্বামীর অনুগতা স্বামিগতপ্রাণা হইলেও জন্মদাতা পিতার কথা একেবারে অন্তর হইতে বিদূরিত হয় না। চক্ষের অন্তরালে থাকিলেও বা যাহা হউক, পিতৃ-দুহিতার চারিচক্ষু একত্র হইলে সাধ্য কি জন্মদাতা পিতার মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসা—তাহার পর অনুরোধ, এতগুলি সাজসরঞ্জাম, স্বামি-প্রেমের অনুরোধ দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে! ভালবাসা স্ত্রী, স্বামীর মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে সিদ্ধহস্তা। স্বামীও হৃদয়ের শান্তিদায়িনী প্রাণপত্নীর মনরক্ষা করিতে স্বতঃসিদ্ধরূপে বাধ্য। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি—আমাদের উদ্দেশ্য অতি সহজেই সফল হইবে। আমাদের প্রস্তাব, প্রস্তাব মাত্রই গ্রাহ্য হইবে। আমাদের মনের আশা অচিরেই পূর্ণ হইবে,—যদি আবু সুফিয়ান মদিনায় গমন করেন। কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সন্দিহান হইলেও স্বীয় কন্যারত্ন দ্বারা অতি সহজে পূর্ণমনোরথ, সিদ্ধকাম হইয়া নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় আসিতে পারিবেন। কোন প্রকারই সন্দেহের কারণ দেখিতেছি না—কারণ আমাদের চিরশত্রু মোস্‌লেমগণ মহাশক্তিশালী বীর হইলেও যাঁহার আজ্ঞাবহ, যিনি তাহাদের পথপ্রদর্শক ধর্ম্মগুরু—যাহার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে শতশত বিধর্ম্মী প্রাণ চক্ষের পলকে ধ্বংস হইতে পারে, মোসলেমবীর গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ নহে, যাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় শত শত আজ্ঞাবহ সচকিতে একাগ্রমনে স্থির ভাবে প্রস্তুত। যাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপে মক্কার অদম্য কোরেশগণ ভয়ে বিকম্পিত, প্রাণভয়ে আকুলিত। সত্য বলিব! যাঁহার একটা মুখের কথা লাভ করিবার জন্য এত অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা—তর্ক বিতর্ক, তাঁহারই হৃদয়ের ভালবাসা চির সঙ্গিনী প্রিয় পত্নী—যাঁহার কন্যার ভবনে গমন করিতে,—জামাতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে, সেই দরবারে কার্য্য উদ্ধার করিতে কি আর শঙ্কা আছে? না আশঙ্কার কারণ হইতে পারে? কখনই নহে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি,—প্রধান দলপতি মহোদয় মদিনায় গেলেই আমাদের আশা—অতিরিক্ত ভাবে সম্পূর্ণ পূর্ণ হইবে। তিনিই এই দৌত্য কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র।"

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে আবু সুফিয়ানকে মনোনীত করিলেন। নব্য-দলের মধ্য হইতে একজন বলিলেন—"মোহাম্মদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গমন অধিকার প্রধান দলপতি ভিন্ন অন্য কাহার নাই। যে স্থানে যাইতে যে শঙ্কিত, মদিনার নামে আতঙ্কিত, মোস্‌লেম নাম কর্ণে প্রবেশ করিতেই ভয়ে বিকম্পিত, সেই স্থানের সর্ব্বস্ব সর্ব্বমূল হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা যিঁনি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে, প্রবেশক্ষমতা—সুধু প্রবেশক্ষমতা নহে, সমাদরে গ্রহণ, উচ্চাসনে উপবেশন—অতি উচ্চভাবে আদর সম্ভাষণ, রাজভোগে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ, সুকোমল

সুখশয্যায় শয়ন, এত সুখ সুবিধা যাঁহার, তাঁহার অনুসঙ্গে সেস্থানে কার্য্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কথাই আর আসিতে পারে না। তাঁহার সম্বন্ধেও কোন কথা হইতে পারে না। দলপতি মহোদয় পক্ষে যেরূপ মক্কা এবং স্বীয় বাসভবন,—মদিনাও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ সুখপ্রদ—শান্তিপ্রিয় আরামের স্থান—বরং কিঞ্চিৎ অধিক।

যাই হউক, আমাদের স্থির সঙ্কল্প—দৃঢ় পণ প্রাণ থাকিতে পরাস্ত স্বীকার করিব না। কোরেশগণের অপারগতা, বলবীর্য অর্থহীনতা, সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, যে প্রকারেই যিনি যাহা ভাবিয়া থাকুন, আমরা বিনা রক্তপাতে স্বদেশের স্বাধীনতা ধন অমূল্য রত্ন হইতে কখনি বিচ্যুত হইব না। বিনা যুদ্ধে একটি মোস্‌লেমকে নগরের সীমাসংলগ্ন স্থানে আসিতে দিব না। বিনা যুদ্ধে মোহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিব না। মোহাম্মদের মুখের কথা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, সে কুহকমাখা বাঙ্‌মন্ত্র বহুদিন হইতে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, এইক্ষণে তিনি মদিনার রাজা হইয়াছেন বলিয়াই কি সহজেই তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ, ধর্ম্মপথ-প্রদর্শক ঈশ্বরের বাণীপ্রকাশক বলিয়া মান্য করিব? বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার পদে মস্তক অবনত করিব? কখনি নহে। জগতের সমস্ত লোক তাঁহার প্রচারিত এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হউক, পরকালের সুখশান্তিময় স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হউক, তাহাতে আমাদের কি? আমরা প্রাণ থাকিতে পৈতৃক ধর্ম্মের পরমাণু পরিমাণ অংশ পরিত্যাগ করিব না। পূর্ব্ব পুরুষগণ স্থাপিত চিরপূজিত ঠাকুর—দেবতার একটি পদাঙ্গুলি স্থানচ্যুত করিতে দিব না। কোরেশদিগের উত্তপ্ত দেহশোণিতে কাবামন্দির বিধৌত হইলেও অদেখা একেশ্বরের পূজা হইতে দিব না। কোরেশের এক প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে মক্কানগরে মোহাম্মদের আধিপত্য কি সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে দিব না। মনের কথা, এক মণ নয়—সাত মণ পাথরে চাপা রাখিয়া কার্যোদ্ধার জন্য বিনয় মিনতি ন্যূনতা স্বীকার যাহা করিতে হয় করিব। কিন্তু মূল তত্ত্বের অণুবিন্দু পরিমাণ হইতেও বিচলিত হইব না। কাবা মন্দিরের দেবদেবী রক্ষা—জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার কথা, ক্ষণকাল জন্যও অন্তর হইতে অন্তর করিব না। কার্য্য উদ্ধারের জন্য মোস্‌লেমগণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিব, —নয়নজলে তাহাদের পাদুকা বিধৌত করিতে হয়—তাহাতেও ঘৃণা বোধ করিব না—কিন্তু ভ্রাতাগণ! মনের কথা বিস্মরণ হইও না। যাহারা মোহাম্মদকে ভয় করে, রাজাধিরাজ বলিয়া মনে মনে মান্য করে করুক, আমাদের চক্ষে সেই মোহাম্মদ? সেই আবদুল্লা নন্দন, আমেনার পুত্র, বিবি খদিজার উটচালক মোহাম্মদ।

আর বেশী বলিতে চাহি না, মনের কথা মনেই রহিল। এখন আমাদের প্রধান দলপতি আবু সুফিয়ান মহোদয়—উপস্থিত দৌত্য কার্য্য সম্বন্ধে কি বলেন তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা সকলেই ত একবাক্যে তাঁহাকেই উপযুক্ত মনে করিয়া আকাশে ঘর বাঁধিতেছি, মদিনায় না যাইতেই কৃতকার্য্য হইতেছি, হবিবার মাতা—আবু সুফিয়ানের বিধবা কন্যা, এখন মোহাম্মদের সহধর্ম্মিণী আর কথা কি? মদিনায় আমাদের আধিপত্য নাই সত্য, কিন্তু মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের জামাতা। শ্বশুর যাইবেন—কন্যা জামাতার রাজ্যে, প্রাণের ভয়ত

একেবারেই নাই। কার্য্যোদ্ধারের পথও পরিষ্কার। আর আমাদের ভয় কি?—যুদ্ধ নিশ্চয় স্থগিত—আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ। আশার কুহক জালে ঘর ত বাঁধিয়াছ সত্য,—কথাগুলি শুনিতেই যেমন সুন্দর বোধ হয়, দূর হইতে ভাবিতেও অতি সুন্দর দেখায়। মক্কায় বসিয়া মদিনার ভাবী ঘটনা—ভাবী কার্য্যফল—জিহ্বার আগায় সহজসিদ্ধই বোধ হয়—প্রথম অনুমান—তৎপরেই সিদ্ধান্ত। যাহাই হউক—আমাদের সিদ্ধান্তে সর্ব্বপ্রধান দলপতি কিরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাই শুনিতে চাই। তিনি দৌত্যকার্য্যে সম্মত হইলেন কিনা?—তাহার প্রাণে কোন রূপ আশঙ্কা অনিষ্ট, অকৃতকার্য ভয় ভীত, অক্ষম অপারগতার কোন আভাস ইঙ্গিতের ঘাত প্রতিঘাত বোধ হয় কিনা? তাই শুনিতে চাই। আমরা মনোনীত করিয়াই পিট্ টান!—তিনি মদিনায় গমন করিতে সম্মত আছেন কিনা? তাহা স্পষ্টভাবে শ্রবণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যদি উপস্থিত প্রস্তাব লইয়া নির্ভয়ে মদিনায় গমন করিতে সাহসী হন—তবে আর বেশী কথায় প্রয়োজন নাই। দূতবরের প্রস্তুত ব্যাপার আর গমনের দিন নির্দ্ধারণ সহ, গমনসময় তাহাকে আশীর্ব্বাদ,—এই দুই কার্য্য প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। আর দলপতি মহোদয় কোন গুপ্ত কারণে কি প্রকাশ্য প্রাণভয়ে অথবা অকৃতকার্য্য আশঙ্কায় মদিনা গমনে অস্বীকৃত কি অশক্ত হন তবে কি করা কর্ত্তব্য? তাহার নির্দ্দিষ্ট উপায় অদ্যই স্থির করিতে হইবে। এইক্ষণে দলপতি মহোদয়ের মনের কথা প্রকাশ করিতে সকলেই অনুরোধ করুন।"

প্রাচীন প্রবীণ বহু মান্যমান কোরেশগণ এক ঐক্যবাক্যে দলপতি আবু সুফিয়ান মহোদয়ের অভিমত জিজ্ঞাসু হইলে, আবু সুফিয়ান দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ বহুজন প্রতি ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিয়া রোষাভাসে নীরস ভাষায় বলিতে লাগিলেনঃ

"কি ঘৃণা!—কি পরিতাপ! আজ জগৎপূজিত জগদ্বিখ্যাত আরবের গৌরব—কোরেশ বংশ—বংশের কুলাঙ্গারগণ কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইল। কোরেশগণ বল বিক্রমে, সাহস পরাক্রমে জগৎময় যে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আজিকার এই সভায়—তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি স্বজন আত্মীয়গণ রসনা-যন্ত্রে পেষিত, লাঞ্ছিত, চূর্ণীকৃত, ঘৃণার সহিত পরিহার্য্য হইয়া আরবের রাশি রাশি বালুকাকণা মধ্যে মিশিয়া নিমজ্জিত হইল। আমরাই সভ্য করিয়া বক্তৃতার ছলে রহস্যময় বাদপ্রতিবাদ কালি চুণ, নিজ মুখে মাখিয়া ঘরের কথা পরের কানে তুলিয়া দিলাম। কেহ বিদ্রূপের সহিত আমাদের মুখে চুণের উপর কালি, কালির উপর চুণ মাখাইয়া সং সাজাইলেন। বসিয়া রঙ্গ দেখিবেন, কেহ কেহ শুনিয়া আরবের বিখ্যাত কোরেশ বংশের দুর্দ্দশায় দুঃখ করিবেন। আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সুকীর্ত্তি সুগৌরব কল্যাণেই জনসমাজে আদরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ দল মধ্যে গণনীয় ছিলাম। তাহা আজিকার সভায়—আরবের মরুভূমিতে রেণু রেণু অংশে বালুকাকণায় মিশিয়া গেল। কলঙ্ক কালিমা-ডালি পিতা পিতামহ প্রপিতামহ পূর্ব্বপুরুষগণের অবিনশ্বর আত্মার শিরে চাপাইয়া প্রেতপুরী পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপিত করিলাম।

মোহাম্মদ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। বিশ হাজার মোস্‌লেম সৈন্য মক্কা নগর আক্রমণ

করিতে, কোরেশ বংশ ধ্বংস করিতে আর দেব দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে উদযোগী হইয়াছে, কথাটা শুনিয়াই তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপের সহিত মস্তিষ্কের মজ্জা গলিয়া জলে পরিণত হইয়াছে। কলিজার রক্ত জমাট বাঁধিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, মোস্‌লেম বাহিনীর আগমন সংবাদেই যেন জীবনী শক্তি লয় প্রাপ্তির উপক্রম হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিকার আসিয়া যেমন সমুদায় শক্তিকে বিপর্য্যয় করিয়ে দেয়, সেইরূপ কোরেশদিগের অবস্থা আবু সুফিয়ান চক্ষে আজ বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বোধ হইতেছে। বিকার গ্রস্ত রোগীর কথায় যেমন বাঁধুনি নাই, অর্থ নাই, আবু সুফিয়ানের কর্ণে সেইরূপ অসার এবং অর্থশূন্য কথাই প্রবেশ করিতেছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর কথায় কাহারও মনে আঘাত লাগে না, বরং দুঃখ বোধ হয়। কিন্তু মোস্‌লেম নামে ভয়ে ভীত, এস্‌লাম প্রভাবে বিকম্পিত বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের বিকৃত বাক্যবাণে সুফিয়ানের প্রাণ মন দেহ জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছে, সে সকল কথার পুনরালোচনা করিতে সুফিয়ানের রসনা বাসনা করে না। শ্রবণযন্ত্রও তাহা আর শুনিতে ইচ্ছা করে না–তবে বিবেকের তাড়নায় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেছি। সন্ধি ভঙ্গ হেতু মোহাম্মদ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখা,—ইহার জন্য সমগ্র কোরেশের করজোড়ে বিনীত প্রার্থনা। কাহার নিকট? মোহাম্মদের নিকট–প্রবীণ প্রাচীন–আমার মাথার মণি যাঁহারা তাহাদের, সকলের অভিমত।

হায় অদৃষ্ট!—হায় রে কপাল! হা। হাবল দেব! লাত গোরী! তোমরা সশরীরে কাবামন্দিরে বর্ত্তমান থাকিতে আজ এই কথা শুনিতে হইল। মোহাম্মদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। আর বিনীত নিবেদন,—যুদ্ধে কিছুদিন ক্ষান্ত থাকা। একথা! একথা বলিবে কে?–আবু সুফিয়ান! মোহাম্মদের দরবারে যাইবে কে? আবু সুফিয়ান। মোহাম্মদ সম্মত না হইলে তোষামদ করিবে কে? ঐ আবু সুফিয়ান? ধিক্ সুফিয়ানের জীবনে! শতধিক্ সুফিয়ানের পূজিত ঠাকুরদেবতায়! আর সহস্রাধিক উপস্থিত সভ্যগণের কুৎসিত রসনায়—আর বিকৃত মজ্জায়!

জীবনে মোহাম্মদ নিকট সুফিয়ান ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না। জীবনের শেষ সময়–আসন্নকাল যাহাকে বলে পরমায়ুর শেষ মুহূর্ত্ত! এইবারেই শেষ শ্বাস–এমন সময় যদি কেহ বলে মোহাম্মদ নিকট ক্ষমা চাও। আর কথাটা যদি অর্থবোধের সহিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তবে সুফিয়ানের মরা হইবে না; দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী বহির্গত হইবে না। যমদূত টানা হেঁছড়া করিয়া সে কঠিন প্রাণ বাহির করিতে পারিবে না। ক্ষমা চাওয়ার কথাটা যে জিহ্বায় বাহির হইয়াছিল, সে জিহ্বাটা না কাটিয়া সুফিয়ান মরিবে না, যমদূতের অধীন হইবে না। যাহাকে প্রাণে মারিবার, যাহাকে জীবন্ত গোরে পুতিবার, যাহার প্রচারিত এস্‌লাম ধর্ম্ম জগৎ হইতে একেবারে দূর করিবার, যাহার কার্য্যক্ষেত্র আশ্রয়স্থান মদিনা নগর ধ্বংস করিবার জন্য সুফিয়ানের চক্ষে নিদ্রা নাই, আহারে রুচি নাই, সংসারে সুখ নাই, স্ত্রীপরিবার পরিজন প্রতি মন নাই, দুঃখ চিন্তার অন্ত নাই,–ঠাকুর দেবতার কথা মনে নাই, সেই আবু সুফিয়ান বিনীতভাবে মোহাম্মদ নিকট কোরেশগণের পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে?

সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃখ জানাইয়া বলিবে—প্রভু রক্ষা কর! আমরা তোমার রক্তের রক্ত—তোমারই বংশের বংশ,—আমাদের প্রতি সদয় হও! প্রভু আমরা সন্ধিভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা কর। প্রভু! কোরেশদিগের দুর্দ্দশা প্রতি চাহিয়া দুরবস্থা দেখিয়া এখন রণে ক্ষান্ত দেও। আমাদিগকে বাঁচাও। হে রাজরাজেশ্বর! আমরা সকলে তোমার যুগল চরণকমল ধারণ করিতেছি, চক্ষুজলে নরনারী বালক বালিকাসহ প্রায় পঞ্চাশ শত সহস্র চক্ষুজলে তোমার পদরজ ধৌত করিতেছি। প্রভু! যুদ্ধে ক্ষান্ত দেও, মক্কাভিমুখে অভিযান করিও না। আদেশ প্রত্যাহার কর। আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ কর। আমরা তোমারই। এই কথা বলিবে আবু সুফিয়ান। কাহার নিকট বলিবে? আবু সুফিয়ান এই সকল অন্তরের গাথা হৃদয়ের কথা বলিবে? কাহার নিকট? পর্ব্বতগুহা গিরিকন্দর নহে, নির্জ্জন প্রান্তর নহে, কোন প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ নহে। নির্জীব জীব নহে। বলিতে হইবে চির বৈরী, কোরেশগণের চির বৈরী, পূজনীয় ঠাকুর দেবতার চির অরি—প্রতিমা ধ্বংসকারী আমার পরম শত্রু মোহাম্মদ নিকটে। মেদিনী! তুমি ফাটিয়া দুই খণ্ড হও—সুফিয়ান তোমার অনন্ত গর্ভে প্রবেশ করুক। মোহাম্মদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, প্রার্থনার কথা যেন আর কর্ণে প্রবেশ না করে।

হায়! হায়! মোহাম্মদের নিকট আমাদের নিবেদন? কথাতেই আমার শরীর জ্বলিয়া উঠে। মোহাম্মদ একটা মানুষ, তাহার নিকটে আবার নিবেদন? কাতরে প্রার্থনা! তাহাকে এনগরের কে না জানে? কে না চেনে? জন্মকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অবস্থা—বিবরণ সকলেই আপনারা জ্ঞাত আছেন। যত দুষ্ট প্রকৃতির লোকই তাহার বাল্যসখা, যৌবনে সুহৃদ ছিল।—

অসভ্য বিদুইন জাতি যাহার সখা তাহার মাথার যে কি মূল্য তাহা বুঝিতেই পারেন। সে যে সুখে লালিত পালিত শিক্ষিত, যে পথে সংসারে পরিচালিত, তাহা কাহার অবিদিত নাই। পেটের অন্ন জোটাতেই পারে নাই—পেটে পাথর বাঁধিয়া ভারি করিয়া রাখিত। খেতে না পাইয়া শেষে বদ্ধপাগল। ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার কেহ ছিল না, কাজেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া চলাফেরা করিত।

কখন উত্তপ্ত বালুকাময় ময়দানে কখন পর্ব্বতে, কখন পর্ব্বতশিখরে ভ্রমণ, কখন পর্ব্বত-গুহায় শয়ন, কখনও পথে পথে গমনাগমন করিতে লাগিল। দিবারাত্র জ্ঞান নাই। ক্রমে লোকালয় ছাড়িয়া একেবারে পর্ব্বতগুহায়—একাসনে চক্ষু বুজিয়া বহুদিন কাটাইল। বিকৃত মজ্জার কল্যাণে, বিকারগ্রস্ত হৃদয়ের আহ্বানে, হেরা গিরির শিখরে আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিল।

পাগলের আবার প্রাণের ভয়—ভালমন্দ বিবেচনা। ভূতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কখন থর থর কম্পে কাঁপিত, কখন মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় নাকে মুখে শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া, কফ কাসি নির্গত সহিত অজ্ঞান হইয়া পড়িত। এমনই ধড়িবাজ, সকলকে দেখাইত যেন সত্য সত্যই জ্বরবিকার কফ কাসি একযোগে উপস্থিত। সেই সময় মুখে বলিত, কম্বল

দিয়া ঢাকা দেও,—ঢাকিয়া দেও। এইমাত্র কথা–আর কোন সময় কাহার সহিত কোন কথা কহিত না। পথে বাহির হইলে স্পষ্ট দেখা যাইত–চোক মুখের ভাব দেখিয়া বুঝা যাইত–মজ্জার দোষে মাথার গরমে লোকটা যেন একেবারে জ্ঞানকাণ্ডবিহীন হইয়া, উদাস নয়নে, উদাসমনে, কি অভাবনীয় চিন্তা করিতেছে। মুর্খের অভাবনীয় চিন্তা কি? যে কোন বিদ্যার ধার ধারে না, তাহার আবার চিন্তার বিষয় কি? চিন্তায় এমনি আত্মহারা বোধ হইত, সে যেন এ জগতের কেহ নয়। পাগলের খেয়ালের অন্ত নাই–পাগলামীরও সীমা নাই।–হাজার গালাগালি দেও, কথাটি মুখে নাই,–দুঃখও নাই, রাগও নাই। সজোরে প্রহার কর, বেদনা বোধ নাই। ধাক্কা মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেও, কোন কথা নাই।– তাহার কার্য্য সে করিতেছে। ধ্যান ও চিন্তা। এমনি ঘোর উন্মাদ যে, চন্দ্র, সূর্য, তারা, আকাশ, দিন, রাত্রি, মানুষ, পশু বোধ নাই। চিনিবারও শক্তি নাই। অবিকল ঘোর বিকারগ্রস্ত রোগী। চিরপরিচিতও যেমন, অপরিচিতও তেমন। মানুষ পর্ব্বতে ভিন্ন ভেদ নাই, বোধ নাই। বিষ্ঠা চন্দনে যেন প্রভেদ নাই–একই প্রকার। সুগন্ধিযুক্ত বস্রাই গোলাপ, আর কণ্টকের গুচ্ছ, পাগলের চক্ষে সর্ব্বদা উভয়ই সমান। ধনী বলিয়াও আদর নাই–দীন দুঃখী দেখিয়াও ঘৃণা নাই।–মান, অপমান, হর্ষ বিষাদে ভিন্ন ভেদ নাই। আদরে অনাহারে, যতনে অযতনে, সন্তোষ অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই। কোন জ্ঞানই যখন নাই, তখন আর থাকিবে কি? বাক্যবাণে বেদনা নাই। বিদ্রূপেও ক্রোধ নাই,–আহারে ইচ্ছা নাই—শয়নে বাসনা নাই, বিশ্রামে আরামে প্রয়োজনই নাই। কোনরূপ শয্যার আবশ্যক নাই। কখন কখন দেখিতাম–ধুলি শয্যা, কখনও প্রস্তর শয্যা, আবার কোন কোন দিন দেখি খর্জ্জুরের পত্র নির্ম্মিত চেটাই শয্যা। নিদ্রাও নাই—জাগরণও নাই। নিদ্রাতেও সুখ নাই,—জাগরণেও অসুখ নাই। সুখে দুঃখে সমান ভাব, সম জ্ঞান। ভালবাসা মায়া মমতাতেও আকৃষ্ট নহে। সে সময় মোহাম্মদের ভাবই ছিল অন্য প্রকার। বিকৃত মন, বিকৃত মজ্জার দোষে, অনুভব শক্তিই ছিল ভিন্ন প্রকারের। তোমরা কি দেখ নাই? পাগল বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার প্রাণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। চক্ষের পলক নাই এক দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে কি যেন দেখিতেছে–সেই সময় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনা তোমাদের আমাদের স্ত্রীলোকেরা হাসি তামাসা করিয়া মোহাম্মদের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছে। বিরক্তি নাই, থাকিবে কেন, পাগলের উহাতেই আনন্দ। তোমরা কি দেখ নাই?—

কোরেশ রমণীরা মোহাম্মদের ঐরূপ উপবেশন অবস্থায়–উট দোম্বার নাড়ী ভুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি মাথায় ঢালিয়া মোহাম্মদের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া গান গাহিয়াছে। হাততালি দিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মোহবশে মোহাম্মদ বিভোর। চৈতন্য নাই,—কিঞ্চিৎ মাত্রও বোধ নাই, ক্রোধ নাই। মুখে কথাটি নাই। হস্তপদ যেন অসাড়। দেহ সঞ্চালনের মধ্যে দেখা গিয়াছে–চক্ষু দুটি কখনও ঊর্দ্ধে, কখন নিম্নে, কখনও নিবদ্ধ। এক ধ্যানে এক মনে অনিমেষ নয়নে কি যেন চিন্তা করিতেছে।—কাহাকে যেন সে দেখিতেছে। পাগল না হইলে বুঝিতাম, কোন অপরূপ রূপ মানস চক্ষে দেখিয়া–মজিয়াছে। জীবন শূন্য জীববৎ

শ্বাসপ্রশ্বাস বিহীন হইয়া বসিয়া আছে। কত বালক বালিকারা রাস্তার ধূলি, প্রস্তরকণা, আবর্জ্জনা একত্র করিয়া মস্তকে ঢালিয়া দিতেছে। কোন বালক হো হো শব্দে হাততালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া মোহাম্মদের মাথা লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছে। এমনই জ্ঞানশূন্য—এমনিই ভীত—ভয়ে বিহ্বল; বালিকাগণকে একটি কথা বলিতে সাহসী হইতেছে না।

কাবাগৃহে যাইয়া একধ্যানে একমনে বসিয়া কি যেন মনে মনে পাঠ করিত। কি যেন বলিত—অস্ফুট স্বরে কাহাকে যেন কি কহিত। প্রায়ই কাবা মন্দিরে যাইত, কিন্তু ঠাকুর দেবতাকে কখনই প্রণাম করিত না, বরং ঘৃণার চক্ষে তাহাদিগকে পিছনে রাখিয়া বসিয়া থাকিত। দেবতাদিগকে এইরূপ অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিত বলিয়া কোরেশ রমণীরা মোহাম্মদের গম্যপথে কাঁটা পুতিয়া রাখিত। কন্টক পায়ে বিধিতেছে, রক্তধারা বহিতেছে, আহা কি উহু শব্দটি মুখে নাই। পাগলের বোধশক্তি একেবারেই থাকে না।

তাহার পর বড় তামাসাই করিল। বলিতে লাগিল, যাহাকে পায় তাহাকেই বলে, যাহার সঙ্গে দেখা হয় তাহাকেই বলিতে থাকে—আমি খোদাতালার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক—শেষ পয়গম্বর। কি ভ্রম! কি পাগলামি! আমাদের কাবা মন্দিরে এতগুলি খোদাতালা থাকিতে, ওকে আবার কোন্ খোদাতালা প্রেরিত পুরুষ করিয়া আরবদেশে পাঠাইল? আমরা প্রতিদিন প্রাতে সন্ধ্যায়, দুবেলা কত আয়োজনে কত বাজনে, কত সুখ ভোগ সামগ্রী দিয়া মান্যের সহিত পূজা করি, ঠাকুর দেবতার পদতলে মাথা রাখিয়া কত কি কহিয়া মুক্তির একমাত্র উপায় ভাবিয়া পূজা করি। আমরা কেহ প্রেরিত পুরুষ হইলাম না,—আমরা কেহ ঠাকুর দেবতার চক্ষে পড়িলাম না। মনোনীত হইল কে, যে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে, একদিনও যে তাঁহাদের নিকট মাথা হেট করে নাই—সেই পাগল, সেই ভবঘুরে অবোধ মূর্খ, সেই হইল প্রেরিত-পুরুষ। কোন্ ঠাকুর প্রেরিত পুরুষ পদ উহাকে দিয়াছে? একি বিশ্বাসের কথা!!

ঠাকুর দেবতার নাম করিলেই মোহাম্মদ প্রকাশ্যে বলিত—ওসকল পাথরের পুতুল ছোট ছেলে মেয়ের খেলনা। নির্জীব মূর্ত্তি—উহাতে কিছু নাই। মাটির দলা, —পথের ঢেলা বিশেষ। উহাদের কি কোন ক্ষমতা আছে? উহারা কাহার কি করিতে পারে? দেখুন ভ্রাতাগণ! এমন পাগলও জগতে বাস করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহাদিগকে প্রাণ মনে ভক্তি ভাবে পূজা করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ পর্য্যন্ত খোদাতালা জ্ঞানে কার মনে পূজা করিতেছি—পরকালে মুক্তি পাইব। ঐ রাঙ্গাপদ পূজা করিয়া পরকালে উদ্ধার হইয়া স্বর্গসুখে সুখী হইব, তাহাদেরই নিন্দা কুৎসা আমাদের সম্মুখে? মোহাম্মদ কি মানুষ? তাহার কি কোন জ্ঞান আছে? শতবার বলিব সে বদ্ধ পাগল। বিঘোর উন্মাদগ্রস্ত—ভূতগ্রস্ত—ভূতস্তলোক। সে যদি খোদার প্রেরিত পয়গম্বর হইত, সে যদি সত্য ধর্ম্ম প্রকাশক, প্রচারক পদ পাইত—ঈশ্বরের জানিত আদত ভালবাসা সম্মানিত লোক হইত, সে আমাদিগকে দেখিয়া ভয় করিবে কেন? সে ঈশ্বর-প্রেরিত নির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষ হইয়া প্রাণভরে অন্ধকার নিশিতে

মক্কা ছাড়িয়া পলাইবে কেন? জন্মভূমি ছাড়িয়া মদিনায় আশ্রয় লইবে কেন? খোদাতালার লোক হইয়া মদিনাবাসী মানুষের পদাশ্রয় গ্রহণ করিবে কেন? ধিক্ তাহার প্রেরিতত্ত্বে ধিক্ তাহার কথায়!

আরও শুনুন,—মোহাম্মদ বলিত, তাহার খোদাতালা–সমস্ত জগৎ, আকাশ পাতাল, ইহকাল পরকাল, ভূত ভবিষ্যৎ সকল কালের সকল সৃষ্টি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা–অধীশ্বর—রক্ষাকর্ত্তা–পালনকর্ত্তা–অদ্বিতীয় অংশিশূন্য দয়াময় প্রভু। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, নক্ষত্র, বায়ু অগ্নি, জল, নদ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি সমুদায় তাঁহারই আজ্ঞায় সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকলে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার। এত ক্ষমতা যাঁহার, তিনি মোহাম্মদকে রক্ষা করিতে পারিলেন না? দুর্দ্দান্ত কোরেশদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অন্য কোন উপায় বিধান না করিয়া, অতি জঘন্য নীচ উপায় পালনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাও সূর্য্যের আলোক সমাজে নহে, ঘোর অন্ধকার নিশীথ সময়। তিনি ইচ্ছা করিলে কত কি করিতে পারিতেন। কোরেশদিগকে জীবন মৃত্তিকায় পুতিয়া, কি ভস্মে উড়াইয়া মোহাম্মদকে মক্কার রাজা করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া "যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে পালাও" এই কি সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার আদেশ ও কার্য্য? মদিনায় মোহাম্মদের সঙ্গে আরও অনেক পাগল জুটিয়াছে। চতুরেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা দল বাঁধিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া বেড়াইতেছে। সে আর কিছুই নয়–স্বার্থসিদ্ধির। তাহার মূল ভিত্তিই হইতেছে অর্থ উপার্জ্জন। লুটপাট করিয়া কিছু উপার্জ্জন করাই তাহাদের কার্য্য। তাহাদের নামই মোস্‌লেম সমাজ। তাহাদের কার্য্যই এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রকাশ ও প্রচার।

ভ্রাতাগণ! তাহাদের দোষের কথা—মোস্‌লেমদলের দোষগুণ বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মোহাম্মদ কি জিনিস তাহাই দেখাইলাম। সে কি দরের লোক তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। আমরা কিসে মোহাম্মদ অপেক্ষা হীন? কি কারণে মোহাম্মদের নিকট আমরা অপরাধী? কি কারণে সমগ্র কোরেশ পক্ষ হইতে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মদিনায় যাইতে হইবে? সেই সম্বন্ধেই বলিতেছি আমরা বানিখোজায়দিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছি। তাহাদের ধনরত্ন লুটিয়া আনিয়াছি–ধনরত্নের সঙ্গে কোন কোন নবযুবক কয়েকটি যুবতী রত্নও আনিয়াছেন। ইহাতে হইয়াছে কি? তাহারা যেরূপ অকৃতজ্ঞ–বে-আদব। পরকুৎসা ঘোষণায় মহাপণ্ডিত। কার্য্যানুরূপ ফল পাইয়াছে। কোরেশেরা কোনকালে অপমান সহ্য করিয়াছে।

যাক্ তাহাতে হইয়াছে কি? সন্ধিভঙ্গ! মোস্‌লেমদিগের সহিত যে সন্ধি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? মোস্‌লেমগণকে হিতৈষী মিত্র বানাইয়াছিলাম, তাহা থাকিল না। থাকিতে পারেও না। আমরা সত্য খাঁটি নিখুঁত ধর্ম্মের উপাসক—প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্বচক্ষে দেখা ঈশ্বরকে ঘরে পুরিয়া পূজা করিতেছি। মনের প্রবৃত্তি অনুসারে–কখনও দেব কখনও দেবীর আরাধনা করিতেছি। পুরুষ প্রকৃতি দুই লইয়াই ইহকাল পরকাল। ঘটনা কার্য্য মানব, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রাণীমাত্রই পুরুষ প্রকৃতির অধীন। আমরা নিয়মের বাধ্য। প্রকৃতির

সেবক। মনে মুখে এক। আর মোস্‌লেমেরা বিনা উদ্দেশ্যে এক নিরাকার শব্দ ব্যবহারে—অদেখা ঈশ্বরে অস্তিত্ব কল্পনা ভাবেই পূজা–বলিতে পারি না–(তওবা নাউজবিল্লাহ) একপ্রকার ব্যাম করিয়া থাকে। ফুলচন্দনে ধূপ ধূনায় যে প্রকারে মনের প্রফুল্লতা একাগ্রতা জন্মে, তাহা মোস্‌লেমদিগের মজ্জাতেই আসিতে পারে না। এত গরমিল। আসল ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যবহারে আচারে গরমিল—ইহাতে তাহাদের সহিত মিল হইতেই পারে না। তাহাদের সহিত বন্ধুতা, মিত্রতা একতা কিছুই হইতে পারে না–হইলেও থাকিতে পারে না–যাহা দশ দিন পরে যাইত তাহা নয় দশদিন অগ্রেই গিয়াছে।

তাহাতে আর আক্ষেপ কি? ভয় কি? দুঃখ কি? মোহাম্মদ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, —তাহাতেই বা কি ক্ষতি? মোসলেমদিগের সহিত কোরেশের যুদ্ধ অনিবার্য্য। যতদিন ধর্ম্মের মীমাংসা না হইবে, যতদিন কোন্ ধর্ম্ম, সত্য প্রমাণের সহিত সাব্যস্ত না হইবে, যতদিন মোস্‌লেমরা আমাদের আমরা মোস্‌লেমদের না হইব, ততদিন আমাদের এ যুদ্ধ মিটিবে না। কাজেই যুদ্ধে ক্ষতি কি—ভয় কি? যুদ্ধে যদি আমাদের কোন ভয় না থাকিল, তবে যুদ্ধে না যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাই কেন? শত্রুর নিকট হীনবল দুর্ব্বল হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আরও দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইবে। মোহাম্মদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা–"

প্রধান প্রাচীন দল হইতে এক মহানুভব কোরেশ আবু সুফিয়ানের নিস্তব্ধতা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন–"আবু সুফিয়ান! তুমি যাহা বলিলে তাহা মোহাম্মদবিরোধী–মোহাম্মদের প্রতিকূল কর্ণে কথাগুলি বড়ই সুমিষ্ট বোধ হইবে। এমন কি সে কর্ণ বার বার শুনিতে ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু কথার নানা অর্থ হয়। মানুষের স্বভাব দোষ গুণে মিশ্রিত। তোমার কথায় কেবল দোষের ভাগই প্রকাশ হইল। মোহাম্মদের গুণের কথার একটি বর্ণও প্রকাশ পায় নাই, সকলই চাপা রহিয়াছে। এক্ষেত্রে তোমার বাক্য বীজেই সুফল ফলিবে।

কিন্তু ভ্রাতঃ একটি কথার মীমাংসা কর দেখি? ওহদ্ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমাদের লাভের অংশ আর ক্ষতির অংশ তুলনা করিলে কোন অংশের পরিমাণ-দণ্ড নিম্নে দমিয়া পড়িবে? ভাইরে! ঘরে বসিয়া হুঙ্কার হয় না–দর্প করিলেও যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। আমরা যুদ্ধ করিতে ভয় করি না সত্য। যাহারা গিয়াছে তাহাদের মত কয়টি বীর আমাদের দলে আছে? এ সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে–তুমিও শুনিয়াছ, উত্তর করিয়াছ। শত্রুকে ক্ষুদ্র ভাবিতে নাই। মোহাম্মদ যখন একা এক প্রাণী এই নগরে 'এক ঈশ্বর এক ঈশ্বর' বলিয়া পাগলের মত পথে পথে বেড়াইয়াছে, সেই সময় হইতেই তাহাকে মারিবার জন্য কত চেষ্টা কত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে–কি হইল? তাহার পর দেবদেবীর চরণেই বা কত ক্রন্দন করিয়া মাথা ঠোকা গিয়াছে, বলা হইয়াছে, (মোহাম্মদকে বিনাশ কর), কৈ ঠাকুর দেবতারা তাহার কি করিলেন। শরীরের একগাছি কেশও উৎপাটন করিতে পারিলেন না।—এখন দেবতারাও মোহাম্মদকে ভয় করেন। মোহাম্মদের নামে কাঁপিয়া উঠেন। প্রকৃতি তাহার সহায়। দিন দিন তাহার উন্নতি।—একি কম আশ্চর্য্য কথা!–প্রথম

সে একা আল্লা আল্লা করিয়া বেড়াইত। তাহার পর বিবি খাদিজা—তৃতীয় হজরত আলি, আল্লার নাম করিবার লোক ক্রমে ক্রমে তেত্রিশজন হইল।

ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভের কথা কি মনে হয় না? তিনি মোহাম্মদের মাথা কাটিতে গিয়া নিজের মাথাই মোহাম্মদের পায়ে বিক্রয় করিয়া বসিলেন। তাঁহার দ্বারা ৩৪ জন পূর্ণ হইল। আর আজ দেখ দেখি, কি হইল? একা এক প্রাণ কি করিল?—আগে অঙ্গুলি অগ্রভাগে গণনা হইত, এখন দোয়াত কলম কাগজে এক দেশের মোস্‌লেমকে সংখ্যায় আনা কঠিন। শুনিতেছি বিশ হাজার সৈন্যসহ মোহাম্মদ মক্কাভিমুখে আসিতে উদ্যোগী হইয়াছে। বিশ হাজার মোস্‌লেম সৈন্যবেগ কি আমরা এইক্ষণে সহ্য করিতে পারি? ভাই! মুখের কথায় কিছু হয় না। খুব চিন্তা করিয়া দেখ দেখি ব্যাপারখানা কি?—এইক্ষণে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য মোস্‌লেমদিগকে মক্কা নগরে আসিতে না দেওয়া। আমরা বল করিয়া তাহাদিগকে আগমনে বাধা জন্মাইতে পারিব না, তাহা হইলেই কৌশলের দরকার।— যে কৌশল অবলম্বন করার সূচনা হইয়াছে, বোধ হয় কৃতকার্য্য হইলেও হইতে পারি। যদি আমাদের কৌশলে যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত থাকে—তাহা হইলে আমাদের জয়! নিশ্চয় আমাদের জয়—মোস্‌লেমগণের পরাজয়। আমাদের সর্ব্বসাধারণের মত এই যে তুমি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া মদিনায় গমন কর—দেখ দেবতাগণ কোন্ পথের বায়ু কোন্ পথে বহাইয়া দেন। আরও যদি মোস্‌লেমগণের ভয়ে কি মোহাম্মদের প্রতি ঘৃণা করিয়া মদিনায় যাইতে ইচ্ছা না কর—তলে নিশ্চয় কোরেশ বংশ সমূলে ধ্বংস। কাবা মন্দিরস্থ দেবদেবীগণের অস্থি চূর্ণ, অস্থিচূর্ণ বলি কি প্রকারে—অস্থিশূন্য মজ্জাশূন্য মস্তক মোস্‌লেমগণের পদাঘাতেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অস্তিত্বরহিত হইবে। পৈত্রিক ধর্ম্ম চিরকাল জন্য লোপ পাইবে। আর জগৎময় ঘোষিত হইবে—"মোস্‌লেমের জয়! এসলামের জয়"!

"আর আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিতেছি মদিনা গমনে তোমার অসম্মতিলক্ষণ প্রকাশ হইলেই দেখিবে, তুমি যাহা ভাবিয়াছ কোরেশেরা তাহা নহে। তুমি যাহা দেখিবার দেখিবে। এখনও তোমারই দোষ, পরেও তোমারই ত্রুটি—সম্পূর্ণ ত্রুটি—শেষে তোমার সম্পর্কীয় দুই তিন জন যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব মানসম্ভ্রম সমূলে বিনাশ, সঙ্গে সঙ্গে কি তৎপরেই তোমার সমূলে সর্ব্বনাশ। ঠাকুর দেবতার ধ্বংস। কাবা মন্দির তখন খোদাতালার গৃহ, খোদাতালার অধিকার। লা এলাহা এল্লালাহ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত, এস্‌লামের বিজয় বৈজয়ন্তি মক্কানগরের উপরে স্থাপিত। আর কি বলিব? তুমি সাহসী, তুমি বিচক্ষণ, তুমি বীরপুরুষ, তুমি আমাদের সকলের প্রাণের প্রাণ—কোরেশ বংশের উজ্জ্বল রত্ন! তুমি যদি মদিনায় যাইতে ভয়ে কম্পিত হও, তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি সপ্তাহ কাল অতীত হইবে না সকলেই দেখিতে পাইবেন। —সকল কথা ভাঙ্গিয়া অর্থ বুঝাইয়া বলিতে এখন আমার অসাধ্য।

"যাহাদের মাথায় কিঞ্চিৎ পরিমাণও স্বদেশের হিতচিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা আমার এই সকল অর্থশূন্য কথার অর্থ উদ্ধার করিয়া অর্থ বুঝিতে পারিবেন। ভাই সুফিয়ান!

যদি কোন কথা থাকে এই সভায় অকপটে বল; অর্থ অনর্থ দুই বলিলাম–আমি উপবেশন করিতেছি।”

আবু সুফিয়ান একটু রোষান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“আবু সুফিয়ানকে আপনারা ভাবিয়াছেন কি? তাহার অস্ত্রের বল, বুদ্ধির বল, বিবেচনার কৌশল সকলই কি লোপ পাইয়াছে? আবু সুফিয়ান কি এমনই ভীত, এমনি বর্ব্বর, এমনি জাহেল যে আপনাদের সর্ব্বসাধারণ মতের অবাধ্য হইয়া মদিনায় মোহাম্মদের নিকট যাইতে পশ্চাৎপদ হইব? প্রাণভয়ে অস্বীকার করিবে?

আমি কি এতই স্বার্থপর, এতই আমার প্রাণের ভয় যে, আমাদের সর্ব্ব অনুমোদিত কার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মদিনায় যাইব না।

ধর্ম্মের মঙ্গল, স্বদেশের হিতসাধন জন্য আপনাদের সকলের উপদেশ অবহেলা করিয়া আমি নিজে যাহা ভাল বুঝি তাহাই করিব! দশের হিতকথা না শুনিয়া দেশের মায়া না করিয়া–প্রাণের মায়া করিব। আমি একা আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব? কোরেশদলের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমার ধারণা মোহাম্মদের উপর যাহাই থাক–সমগ্র কোরেশদলের সহিত আমার মতের যদি ঐক্য না হয়, তাহা হইলেই কি আমি আমার গুরুজন মান্যমান আত্মীয় স্বজনের কথা অগ্রাহ্য করিব? মোহাম্মদের চরিত্রগত, ভাবগত, অবস্থাগত ছায়া আমার হৃদয়পটে যে ভাবে যে আকারে অঙ্কিত হইয়া আছে, সকলের অন্তরেই যে সেইরূপ ছায়া অঙ্কিত হইয়া থাকিবে তাহার নিশ্চয় কি? যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে কি তাঁহারা আমার হিতার্থী, আত্মীয় বন্ধু নহেন। সকলের অন্তঃকরণ এক উপকরণে গঠিত নহে। মোহাম্মদ আমার চক্ষে যেমন কুৎসিত কদাকার কপটবোধ হয়, অন্যের চক্ষে সেরূপ নাও হইতে পারেন। তবে আমার মনের যে ধারণা তাহাই আমি প্রকাশ করিয়াছি।

স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, কোরেশগণের মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাঁহাদের আদেশ মদিনা যাইতে আমার কোনরূপ আপত্তি নাই, ভয়েরও কোন কারণ নাই। ঐ সকল কার্য্যের জন্য বিশেষ মক্কার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুফিয়ান আজরাইল সদনে একা যাইতে প্রস্তুত। সমাজের হিতার্থে এই সুফিয়ান যমরাজদরবারে, যমদূতের আবাসে, সিংহের গহ্বরে যাইতে অণু-পরিমাণও সঙ্কুচিত অথবা ভীত নহে। স্বদেশের হিতসাধনে সুফিয়ান প্রাণ বহুকাল হইতে উৎসর্গীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আজিকার এই সভায় মীমাংসিত –সর্ব্বজন অনুমোদিত প্রস্তাব লইয়া মোহাম্মদ নিকট মদিনায় যাইতে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত আছি।

দেবতার প্রসাদে আমাকে কার্য্যোদ্ধার জন্য বেশী বেগ পাইতে হইবে না। কোন বিষয়ে আমাকে মোহাম্মদ নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে হইবে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা মোহাম্মদকে যে চক্ষে দেখিয়া থাক–কি তাহার কার্য্যাদি দেখিয়া তাহাকে যাহা মনে কর, আমার মনের ভাব তোমাদের মত নহে, ধারণাও একরূপ নহে। আমি তাহাকে আবদুল্লার নন্দন, চিরদুঃখিনী ভিখারিণী–আজীবন অন্নবস্ত্রের কাঙ্গালিনী, আবদুল মন্নাফ নন্দিনী

আমেনার গর্ভজাত পুত্র বলিয়াই জানি। মোহাম্মদ আমার পর নহে। আমি তাহার অন্ত্র তন্ত্র রক্ত ধবনী—মজ্জা মাংসপেশী—গায়ের চিহ্ন চর্ম্ম-মন-প্রাণ সাহস বিদ্যা বুদ্ধির খবর তাহার জন্মকাল হইতে জানি। দেখুন! সে রাজ-রাজেশ্বর মহারাজাধিরাজ ভাবে মহামহিম অমাত্যগণ বেষ্টিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে উপবেশন, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রহরিগণ চতুর্দ্দিকে, দণ্ডায়মান, ধনরত্নে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, শৌর্যে জগৎপ্রসিদ্ধ হইলেও আমার চক্ষে সেই পরান্নভোজী—আত্মীয় গলগ্রাহী—নির্জ্জীব আবদুল্লার ঔরসজাত এবং সদা উপবাসে জর্জ্জরিতা, এক খণ্ড রুটির জন্য লালায়িতা, জীর্ণকুটীরবাসিনী, জীর্ণবসনধারিণী, পরপ্রত্যাশিনী আমেনার গর্ব্বপ্রসূত, খাদিজার অন্নদাস মোহাম্মদ। যাহার মুখে কখনও আলিফ-বে উচ্চারিত হয় নাই, লেখাপড়ার কিছুই জানে না, উচ্চ জ্ঞানের আলোচনা সহিত বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি একপ্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—সে বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল, রাজনীতি, সমরনীতি, সন্ধিসূত্রের মূলতত্ত্ব কি প্রকারে বুঝিবে? পরমার্থ, পরাৎপরতত্ত্ব, ঐশ্বরিক জ্ঞানতত্ত্ব, পারলৌকিক উদ্ধারতত্ত্ব সে কিরূপে বুঝিবে? আমি অতিরিক্ত বলিতেছি না,—এক উদরতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই রাখে না,—জানে না। মোহাম্মদ আপনাদের চক্ষে সদগুণসম্পন্ন—জ্ঞানবিজ্ঞানে মহাপণ্ডিত হইলেও—আমি তাহাকে গণ্ডমূর্খ জাহেল, তাহার উপর পাগল বলিয়াই বিশ্বাস করি। তাহার নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধারের ভাবনা কি? আমি কোন কার্য্য উপলক্ষ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে সৌভাগ্য জ্ঞানে যত সত্বর হইতে পাবে—আমার কার্য্য সুন্দর রূপে, আশার অতিরিক্ত ভাবে সম্পন্ন করিয়া দিবে। না দিয়া উপায় নাই!

মুখে না বলুক মনে মনে অবশ্যই বলিবে, যাহাদের ভয়ে আমি জন্মভূমি পরিত্যাগে মদিনায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, আজ তাহারাই আমার নিকট প্রত্যাশী হইয়া--আমার অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিতেছে,—ইহাদের কার্য্য যত শীঘ্রই সুসম্পন্ন করিয়া দিতে পারি ততই আমার প্রশংসা—ততই আমার গৌরব। মক্কায় যাইয়া আমারই সুখ্যাতির গুণগান অগ্রে সকলকে শুনাইবে। সে কথা শুনাইবে কে? আমি যাহাকে চিরকাল ভয় করি—কোরেশপ্রধান আবু সুফিয়ান। একথা কি মোহাম্মদের মনে উঠিবে না? আমার প্রতি ইহারা কত দৌরাত্ম্য করিয়াছিল—প্রাণে মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল—এখন আমারই দয়ার ভিখারী—স্বয়ং আবু সুফিয়ান যখন মদিনায় পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন কি আর কথা আছে? তাঁহার মন রক্ষা, মান রক্ষা করা—উভয়ই আমার কর্ত্তব্য। তাহার পর আর একটি কথা আছে, সেটি ঘরাও কথা হইলেও বর্ত্তমান দৌত্যকার্য্যের সহিত তার বিশেষ সংস্রব, আপনারাই সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমার কন্যা দ্বারাও অনেক সাহায্য পাইতে পারি—হবিবার মাতা যখন মোহাম্মদের গৃহে আছে—তখন আমার আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইবে না, কার্য্যেরও অনেক সুবিধা হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

আর আমার কোন কথা নাই, আপত্তি নাই। আপনাদের আদেশ প্রতিপালনে মদিনায় মোহাম্মদ নিকটে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

সভাস্থ সকলেই মহা সন্তোষে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবদেবী লাত গোরির নাম করিয়া জয়-জয়কার শব্দে সভাস্থল কাঁপাইয়া তুলিলেন। দেব দেবীর নাম করিয়া সকলেই আবু সুফিয়ানকে দৌত্যপদে বরণ এবং মঙ্গল কামনা সহ দীর্ঘায়ুর কামনা করিলেন এবং যানবাহন, বাহক, সেবক, পৃষ্ঠপোষক, সহচর, পরামর্শদাতা, শরীররক্ষক প্রভৃতি মনোনীত করিয়া যথোপযুক্ত অর্থসহ দূতবরের মদিনা যাত্রার সুযোগ করিয়া দিলেন।

।। চতুর্থ মুকুল।।

হাসি কান্না বিমিশ্রপ্রকৃতি সতীবক্ষে হর্ষবিষাদ উভয় হিল্লোলই একই সময় বহিয়া থাকে! তাহাতে প্রকৃতির কোনরূপ বিকৃতি ভাবের পরিলক্ষণ হয় না। এটি বিধাতার নির্দ্ধারিত লিপিবদ্ধ বিধান। কেহ সদ্যঃ প্রসূত নবজাত সন্তান মুখচন্দ্রিমা অবলোকন করিয়া মনের উল্লাসে আনন্দে বিভোর!—পুন্নাম-নরক-নিবাস হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার হইল ভাবিয়া সুখ-সাগরে অবগাহন সন্তরণ কতক্ষণ নিমজ্জন ভাবে থাবিতেও কুণ্ঠিত নহেন। কর্ম্মস্থলে গগনের চাঁদ যেন ঘরে বসিয়াই বিনা আয়াসেই লাভ হইল মনে করেন। কেহ আত্মাহীন আত্মজ শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া জীবনবিহীন সন্তানদেহ ধৌত করিয়া চতুর্দ্দিকে শূন্য দেখিতেছেন, নয়ন-জ্যোতি—নয়নাসারে মলিন ভাব ধারণ করায় জগৎময় বিষাদের ছায়ায় কালিমাময় মনে করিতেছেন। কেহ নবপ্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী সীমন্তিনীসহ একত্র বাসানুরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া কখনও হৃদয়াসনে বসাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—কখনও হৃদয়কন্দরে লুকাইয়া রাখিতে যত্ন করিতেছেন, বিস্ফারিত নয়নের চঞ্চলতা, ঘোর কৃষ্ণকায় ইন্দ্রধনু সদৃশ ভ্রূ-যুগলের বক্রতা, বিকশিত বস্রাই গোলাপদল সদৃশ গণ্ডস্থলের কোমলতা উভয় ভ্রূ যুগলের সংযোগ স্থানে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তিলসংলগ্ন সমুজ্জ্বল ললাটের কুঞ্চন বিস্ফারণ সঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দুর আভা দেখিয়া যেন আত্মাহারা হইয়া সেই প্রাণের প্রাণ মুখখানির প্রতি—স্থির নয়নে নয়নপাত করিয়া কি ভাবিতেছেন—জানি না!—

কেহ প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ প্রিয় পত্নীকে আজীবনতরে হারাইয়া সাগর বলিব না, মহাসাগরও বলিব না, তাহা হইতে লবণাক্ত অতি গভীর দুঃখ-জলরাশির অতল তলে ডুবিয়া কর্ম্মফলে কিরূপ ফলভোগ করিতেছেন, তাহাও বলিতে পারি না!

প্রকৃতি সতী কাহার নহেন। জীবের অবস্থাভেদে তাঁহার কোন প্রভেদ নাই। তিনি মনুষ্যকুলের সুখ সন্তোষ ভোগ বিলাসের সঙ্গিনী নহেন! দুঃখ কষ্ট বিরহ বিয়োগ যন্ত্রণা যাতনারও অনুগামিনী নহেন। তিনি সুখ দুঃখ উভয়েরই অন্তরায়। অথচ উভয়ই তাঁহার সীমার অন্তর্ভূত—গণ্ডীর মধ্যস্থিত—ইহাই প্রকৃতি-চরিত্রের বিচিত্র চিত্র!

কেহ সত্য সৎকার্য্যে সুখ্যাতির ভাজন, কেহ মিথ্যা অপকার্য্যে দুর্নামগ্রস্ত অভাগ্য

অভাজন। কেহ কৃতকার্য্যফলে সাধারণ চক্ষে ঘৃণিত, কেহ কৃতকার্য্য ফলে দেবর্ষি মহর্ষি সদৃশ মহা আদৃত। ফলে ফুলে শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে, কোন দেশ নয়নের অতি প্রীতিকর, কোন দেশ লতাপাতা বৃক্ষশূন্য ভীষণ দৃশ্যে মহা ভয়ঙ্কর। একই স্রষ্টার সৃষ্টি—একই প্রকৃতির প্রকৃতি—ইহার মধ্যে বিচিত্র ভাব, বিপরীত ঘটনার কারণ কি? কে ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে? কার সাধ্য এই রহস্য ভেদ করে? ধন্য সেই অদ্বিতীয় কারিগর। একই প্রকৃতি ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কেহ হাসিতেছে, কেহ কান্দিতেছে! কেহ যশস্বী হইতেছে! কেহ অধঃপাতে যাইতেছে! কেহ মনের হরিষে দিন কর্ত্তন করিতেছে, কেহ দুঃখের ডালী মাথায় করিয়া আজীবন বহিয়া বেড়াইতেছে। কোন দেশবিজয়ী মহীপাল পররাজ্য জয় করিয়া ডঙ্কা বাজাইতেছেন, কেহ রাজ্যপাট হারাইয়া দুঃখের রোল তুলিয়া পথের ভিখারী হইতেছেন! কোন রাজ্য,—ধনরত্নে পূরিত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, কোন রাজ্য দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর করালগ্রাসে ছারেখারে যাইতেছে! কোন রাজ্যে নবনব কীর্ত্তিস্তম্ভমস্তক উত্তোলন করিয়া রাজধানীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, কোন রাজ্যের গগনভেদী অক্ষয় কীর্ত্তি চূড়া ঝঞ্ঝাবাতে ধ্বংস হইয়া সমভূমি হইতেছে। কোন রাজ্য শত্রুপক্ষের আক্রমণভয়ে থরহরি কম্পে কাঁপিয়া উঠিতেছে, কোন রাজ্য পররাজ্য জয় করিবে আশার আন্তরিক উৎসাহে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতেছে।

পাঠক! এই ত আপনার সম্মুখে মক্কা নগর! কি দেখিতেছেন? অধিবাসিগণের মনের ভাব কি বুঝিতেছেন? ঐ দেখুন! সকলেই শত্রুভয়ে মহা অস্থির! মোস্‌লেমগণের যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়া প্রাণের ভয়ে কত কি বলিতেছে :— কোরেশগণের কথায় ভুলিয়া এখন ধনেপ্রাণে সারা হইলাম! যে সময় মোহাম্মদ পর্ব্বোপলক্ষে মক্কায় আসিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলে আজ প্রাণের দায়ে ভাবিতে হইত না? পরিবার পরিজন লইয়াও অকুল দুঃখপাথারে আশ্রয়হীন হইয়া ভাসিতে হইত না! যাহারা তাঁহার পদানত হইয়া সে সময় এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা এখন নিশ্চিন্ত ভাবে রহিয়াছে! আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, উহারা ঠাকুর দেবতার কোপে পড়িবে, কোরেশগণের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। কৈ —কিছুই ত হইল না!—উহাদের ঘরের ঠাকুর পথে পথে গড়াগড়ি পাড়িল—কত কি হইল! কৈ দেবতারা ত নাকে কাঠি দিয়াও হাঁচিলেন না!—যে সকল দেবতারা স্ত্রীলোকের হাতে ঝাঁটা খাইলেন, নাথির উপর নাথি খাইয়া—ঘর হইতে দৌড়িবার ত ক্ষমতা নাই, গড়াগড়ি পাড়িতে পাড়িতে বাহির হইলেন। আমাদের কলিজা কাঁপিয়া গেল। সর্ব্বনাশ—দেবতা ঠাকুরের এই অপমান। না জানি উহার কিরূপ শাস্তি ভোগ করে। হাত পা ত আজ রাত্রেই খসিয়া পড়িবে। হায়! হায়! কিছুই হইল না। উহাদের হাত পায়ে আরও যেন চতুর্গুণ বল আসিল। রোগা জরাজীর্ণ আধমরা লোকেরা ক্রমেই বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ভাবিলাম ঠাকুর দেবতা উহাদিগকে কিছু বলিবেন না। মোসলমানের নিকট তাঁহাদের দেবলীলা, ঠাকুরের মর্দ্দানি খাটিবে না,—কিন্তু কোরেশেরা ছাড়িবে না, —কৈ

তাহারাও ত উহাদিগকে কিছুই বলিতে পারিল না,—একটি কথাও একদিন বলিতে সাহসী হইল না। কেহ কেহ বলিল যে, কি একটা লেখা পড়ায় কোরেশদিগের হাত বাঁধা আছে, মোহাম্মদের পক্ষের লোকদিগকে কিছুই বলিতে পারিবে না। আগে যদি সেই বাঁধন ছাঁদন কথাটার খবর জানিতে পারিতাম তাহা হইলে কি আজ এত ভয়!—কোরেশেরা আর কি করিবে? তাহারা নিজের ভাবনায় এখন অস্থির!—মরণ দেখিতেছি আমাদের।

ঘরের ঠাকুর যাহা করিবেন তাহার নমুনা আগেই প্বাইয়াছি। মনের দুঃখ মনেই রহিল। কি করি, কাহার নিকট যাই? এতকাল চৌদ্দপুরুষ হইতে যে পূজার জন্যে খরচ করিয়াছি, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিতাম তবে মনের সাধ মিটিত! আমরাও যেমন বেল্লিক, ঠাকুর তেমনি আহাম্মক। এখন আর কিছুই বলিব না—দেখি যুদ্ধের কি হয়। শুনিতেছি কোরেশেরা মোহাম্মদের পায়ে ধরিয়া যুদ্ধবারণ করিতে গিয়াছে। এখন কি হয়? এখন আবুজেহেলের খুড়া বাঁচিয়া থাকিত, কেমন মজা—ভাল করিয়া ভালরূপে বুঝিতে পারিত; আর ভাবিয়া কি করিব। যা মনে আছে তাহাই করিব। যুদ্ধ ত হবেই, কোরেশেরা পায় ধরিলেও তাহারা শুনিবে না। মাথা কুটিয়া কাঁদিলেও আর ভুলিবে না। যুদ্ধ হইবেই হইবে। ইচ্ছা ছিল সে বারে মোহাম্মদের নিমন্ত্রণে আচ্ছা করিয়া পেট পুরিয়া এক পেট খাইব, কোরেশদিগের তাড়নায় তাহা হইল না। কত কাঁচা মাংস, কত ময়দা, কত ঘৃত, মানুষে লুটপাট করিয়া লইল। তাহারা ফেলিয়া গেল। ইহারা টানা হেঁছড়া করিয়া যে যাহা পারিল লইয়া গেল। কোরেশরাই সকল নষ্টের গোড়া। আগাগোড়াই উহাদের শয়তানী। এখন কেমন? বাছা এখন ত সোজা পথে চলিলে, তবে কেন মোহাম্মদকে তাড়াইলে?

এখন চুপ করিয়া থাকাই ভাল। সেই মোহাম্মদ মক্কায় আসিয়া বসিবে, ঠাকুর মহাশয়কে মনের সাথে মুগুরপেটা ক'রে এ নগর হইতে দূর করিবে?

পাঠক! সাধারণ লোকের মনের ভাব ত বুঝিলেন? এখন কোরেশ মহলে চলুন। আসুন এক মুহূর্ত্তে লইয়া যাইব। ঐ দেখুন গুপ্ত সভা। অতি নির্জ্জনস্থানে একদল কোরেশের গুপ্ত সভা! এ সভার চতুর্দ্দিকে দলস্থ লোকের পরিবারেরা অসি হস্তে পাহারায় খাড়া। অন্য কোন দলের স্ত্রী লোক পর্য্যন্ত এ গুপ্ত সভায় প্রবেশ নিষেধ। তবে আমরা প্রবেশ করিব কি প্রকারে? কোন চিন্তা নাই। চক্ষু বন্ধ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন।

দেখিলেন! এ গতি কাহারও রোধ করিবার শক্তি নাই। কোরেশদিগের গুপ্ত সভাও আমরাও গুপ্তভাবে আসিয়াছি, গুপ্তভাবেই কানপাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়া—গুপ্তভাবেই চলিয়া যাইব। প্রকৃতির নিয়মানুসারে আবার ভিন্ন দেশে অন্য প্রকার দৃশ্য দেখাইব। সে পথ বহুদূর হইলেও এক মুহূর্ত্তে লইয়া যাইব। সে কথা এখন মস্তিষ্কের মজ্জার খোপে খোপে রাখিয়া দিলাম। শুনুন, সেই বিগত প্রকাশ্য সভায় যিনি বানিখোজায়াদিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া বাক্যবাণে কোরেশগণকে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন, ঐ শুনুন;— দাঁড়াইয়া বক্তৃতা নহে। মন্ত্রণা সভা—বসিয়াই কথা—

"দূর কর ওসকল কথা মন হইতে দূর কর। এখন ও সকল কথা, ঠাকুর দেবতার নাম আর করো না? ও ছেলেভুলান কথা।"

২য়–"সভার মধ্যে সে দিন নব্য দলের এক কোরেশ গুণ্ডা বলিলেন যে, আমরা প্রাণ থাকিতে মোহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিব না; বাপদাদার কালের ঠাকুর দেবতার পূজাও ছাড়িব না–প্রাণপণ। আপনি তো সে কথার প্রতিবাদ করিলেন না। এখন দূর দূর করিতেছেন কেন?"

"সে রাজনৈতিক সভা, সেখানে আগপাছ ভাবিয়া কথা বলিতে হয়। আর এ আমাদের গুপ্তসভা,–পরামর্শ সভা। ভায়া! নব্য দলের ও লম্পঝম্প টিকিবে না। এখনও ঘা খায় নাই, মোস্লেমগণের তরবারীর সম্মুখে পড়ে নাই, তাহাতেই অত কথা। আবু সুফিয়ান সম্বন্ধেই এখন কথা। আমি লিখিয়া দিতেছি, কোন ফল হইবে না;–মোস্লেমেরা কখনই যুদ্ধ বন্ধ রাখিবে না। আবু সুফিয়ানের ফিরিয়া আসার পক্ষেই আমার সন্দেহ আছে।"

"মেয়ে জামাই বেঁচে থাকিতে প্রাণের ভয় নাই।–সে দিন সভায় শুনিয়াছি।"

"তুমি ভাই বড়ই বোকা। সভায় বক্তৃতার কথার প্রতি তোমার বিশ্বাস! সভার বক্তৃতায় কথার মাত্রাই বেশী। কাজের অক্ষর বড়ই কম। আমি সকল কথাই আপনাদিগের নিকট আগে বলিয়াছি। নগর ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই; এই সকল পরিবার পরিজন লইয়া এখন যাই কোথা? রক্ষা ত হইবেই না। আমাদের স্বাধীনতাও আর থাকিবে না। ঠাকুর দেবতা দেবী ঠাকুরাণী আর এ নগরে থাকিতে পারিতেছেন না।–তাহারা নিশ্চয়ই আসিবে।"

"আবু সুফিয়ান যে প্রকার দর্প করিয়া বলিল, সে সকল কথা কি সত্য।

"ও সকল সভার বক্তার কথা ধরে কাজ করিলে আর বাঁচিতে হইবে না। পৈতৃক রাজ্যটা ত যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক প্রাণও আর কাহার থাকিবে না।"

"আবু সুফিয়ান?"

"আবু সুফিয়ান যদি মারা না যান, তবে তিনিই সকলের আগে মোহাম্মদের অনুগত হইবেন। কন্যার অনুরোধে কোরেশদিগের যুদ্ধ স্থগিত প্রস্তাবে মোহাম্মদের অনুমোদন যেমন নিশ্চয় মনে করেছেন –

অর্থাৎ কোরেশদিগের যুদ্ধ স্থগিত রাখা প্রস্তাব, মোহাম্মদ নিকট স্বীয় কন্যারত্নানুরোধে অনুমোদনপক্ষে যেমন অবার্থ মহৌষধ, সেই প্রকার মোহাম্মদের পক্ষাবলম্বন জন্য পিতার নিকট কন্যার অনুরোধ তাহা হইতে অত্যধিক মূল্যবান সুবর্ণঘটিত মহা মহৌষধ। কন্যার অনুরোধ রক্ষা না করিলে, কন্যাও পিতার অনুরোধ রক্ষা করিবেন না। এইত আমার ধারণা। মোহাম্মদকে এই নগর হইতে চিরকালের জন্য বর্জ্জন করিতে আবু সুফিয়ান সকলের অগ্রে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন, এইক্ষণেও সকলের অগ্রেই সেই বর্জ্জিত মোহাম্মদ পদে মাথা রাখিয়া কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। রক্ষা করিলে আর কে তাঁহার কি করে? যিনি যত বিরোধী, তিনি ততোধিক শান্তিপ্রিয়। অহে ভায়া! ওমরের কথা মনে আছে? যে ওমর খরতেজে করবাল হস্তে মোহাম্মদ শির দ্বিখণ্ড করিতে কত কথা কহিয়া বীরপদে

বীরসাজে উলঙ্গ অসি হস্তে মোহাম্মদ নিবাসে গিয়াছিলেন? কি করিয়াছিলেন মনে হয়? মোহাম্মদের মাথা কাটিতে গিয়া নিজ মস্তক মোহাম্মদের পায়ে বিনামূল্যে বিক্রয় করিলেন। যাহাদের পক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, ঐ বীর সাজেই—ঐ তরবারি হস্তেই তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে অর্থাৎ কোরেশদিগের মাথা কাটিতে খাড়া হইলেন। ডার্থার এত বড় বীর, মোহাম্মদকে বর্শা বিদ্ধকরিয়া মারিতে খাড়া হইলেন, সেই বর্শায়, ডার্থার মোহাম্মদ হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন না,—কিন্তু পৈতৃক পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া মোহাম্মদের পদপ্রান্তে লুটাইয়া স্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আবু সুফিয়ানের আশা আমার নাই। যে বড় গাছ সে আগেই পড়ে। আমরা যে পরামর্শ স্থির করিয়াছি তাহাই করিব।"

"তাহাত করিব—তাহারা সদ্ব্যবহার করিবে তাহার আশা কি?"

"যাহাতে বিশ্বাস করিয়া সদ্ব্যবহার করে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব।"

বাড়ীর ঠাকুর ঠাকুরাণীদিগকে কি করিবেন? বাক্সে পুরিবেন—না আস্তাকুড়োয় ফেলিবেন?"

"সে সময় ত আগে আসুক—কাবামন্দিরের ঠাকুর দেবতাগণকে যদি প্রধান কোরেশের রক্ষা করিয়া বাঁচাইতে পারে,—আমরাও বাঁচাইব।"

"মজার কথা ভাই! ঠাকুর ঠাকুরাণীরা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, মোস্‌লেমগণ হইতে স্ত্রী পরিবার সকলকে বাঁচাইবেন; না—আমরা তাঁহাদিগকে বাঁচাইব?"

"ঐ ত আসল কথা!—ঐ কথাতেই ত মোস্‌লেমগণের এত শক্তি এত তেজ। অহে ভাই! ঐ কথাতেই ত এস্‌লামের জয়!"

প্রিয় পাঠক! শুনিলেন, কোরেশগণের মধ্যেও আজ কাজ কর্ম্মে ধর্ম্মে ঐক্য নাই। অনেকেই ঠাকুর দেবতার উপরে বিরক্ত হইয়াছে। চলুন! অন্য দৃশ্য দেখাই। যে পথে আসিয়াছেন, সেই পথেই চলুন। দূরের পথে সহজে যাইয়া দেখিবার উপায় নাই, পদব্রজে যাইবার শক্তি নাই। গজ বাজী রথ ইত্যাদি বাহনের সে পথে যাইতে অধিকার নাই। তবে উপায়?—বলিয়াছি লইয়া যাইব। আসুন, চক্ষু বন্ধন করুন—ঐ দেখুন! সম্মুখে প্রবীণ রথ, দয়াময়ের নাম করিয়া আরোহণ করুন। দেখিতেছেন এ রথ পুরাতন আমদানীর নহে—একেবারে নূতন আকারে গঠিত। তবে মাল মশলা বহু প্রাচীন—কল্পনা রাজ্য হইতে এখনি আমদানী করা হইয়াছে -ইহার গতি বড় ভয়ানক। চক্ষের পলকে সাত সমুদ্র পার হওয়া যায়। সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া সাদ্‌রাতল মস্তাহা পর্য্যন্ত এক নিমিষে গমন করা যায়। আবার ঐ মুহূর্ত্তে ফিরিয়া চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, ব্রহ্মলোকে, শুক্র শনি মঙ্গল গ্রহে ঘুরিয়া তখনই উত্তর মেরু পার হইয়া দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হওয়া যায়। আমরা বন পর্ব্বত পাহাড় পার হইয়া মরুসাগরের মৃগ-তৃষ্ণা দেখিয়া একেবারে মদিনায় যাইব। মদিনাতেই বা কিরূপ সাজসজ্জা হইতেছে—মোস্‌লেমগণের মনের ভাবই বা এতক্ষণে কিরূপ? এস্‌লাম বিজয়বৈজয়ন্তী কি আকারে কোন্ প্রকারে উড়িতেছে, বায়ুভরেই বা তাহার অগ্রভাগ কোন দিক্ কাঁপাইয়া কম্পনের আদর্শ দেখাইতেছে।

ঐ দেখুন! ঐ শুনুন! ঐ দেখুন! পবিত্র মদিনা নগরের সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের অতি উচ্চ মঞ্চশিখরে স্থায়ী রজতদণ্ডাগ্রভাগে চন্দ্রতারাখচিত এস্‌লামের জাতীয় বিজয় নিশান। জাতীয় পতাকার পশ্চাৎভাগেই অতি উচ্চ প্রকাণ্ডাকার যুদ্ধঘোষণার পূর্ণ চিহ্ন স্বরূপ—ঘোর লোহিতবর্ণ যুদ্ধকেতন বায়ুপ্রবাহে তরতর ভাবে এস্‌লামের গৌরব শক্তি সামর্থ্যের অপূর্ব্ব পরিচয়ে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করিতেছে। কাড়ানাকারা দুন্দুভি ঝাঁঝরি করতালের বৃহৎ জয়ঢাক শব্দে তুমুল আরব প্রতিধ্বনি সহিত, উপরিস্থ বায়ুরাশিকে দমিয়া নীচে নামাইতেছে। শব্দাঘাতে উপরিস্থ বায়ুস্তর ফাটিয়া কর্ণবিদারক ভীষণ শব্দের প্রবাহ ছুটাইতেছে। বিরাম নাই—আঘাত প্রতিঘাতের বিরাম নাই। কর্ণবিদারক ভীষণ শব্দের প্রবাহ গতিক্রিয়ার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাসের নাম নাই। সত্যই কি যুদ্ধ? যুদ্ধ হইলে অপর পক্ষের বাদ্যধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিত, দ্বিতীয় একটি সমর নিশান আকাশের গায়ে দেখা দিত, সুতরাং যুদ্ধ নহে। সৈন্যগণের দৈনিক যুদ্ধক্রিয়া—যুদ্ধপাঠ আবৃত্তি —রণসূত্রে সমরপাঠের অভ্যাস। ঐ ত নগরের সীমান্তরস্থ বৃহৎ প্রান্তরে সৈন্যগণের সমাবেশ। বামে দক্ষিণে দুই দল। অশ্ব সাদী শ্রেণী শ্রেণীতে দণ্ডায়মান। সরল বক্র তীর্যক্ গতিতে দক্ষিণ পশ্চিম অশ্বারোহিগণের নক্ষত্রবেগে ধাবন। কোন শ্রেণীর অশ্বারোহিগণের চক্রাকারে ধাবন, পলকে চক্র ভাঙ্গিয়া জোড়া জোড়া পৃথকভাবে মৃদু মৃদু গমন, ধাবন, নানারূপ ক্রিয়া অতি আক্রমণ। বর্ম্মের উপরিস্থ জালিকামালার—চর্ম্মের উপরিস্থ সমুজ্জ্বল তারকার, তুণীরস্থ বাণের ফলকে, পৃষ্ঠপার্শ্বে দোলিত বিশাল ধনুকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে। সূর্য্যকিরণ প্রতিভায়, অশ্বচালনার স্বাভাবিক ক্রিয়ায়, দিবা ভাগেই যেন সহস্র খদ্যোতিকা ছুটিতেছে, চমকিতেছে। সৈন্যগণ শ্রেণীভেদে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সঞ্চালন বিক্ষেপণ নিমেষে দণ্ডায়মান, নিমিষে পূর্ণগতি, নানাপ্রকার গতিতে বৃহৎ সৈন্যময় দেখাইতেছে।

দলপতিগণের খচিত বসন ভূষণের চাক্‌চিক্য ভূষিত বাজিরাজির অঙ্গচ্ছটায় মিশিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। —কোন দল বিষম বিক্রমে বহুদূর হইতে সুবর্ণপুঙ্খযুক্ত বাণ বরিষণ করিতেছে। কোন কোন বাণ সমুজ্জ্বল সর্পাকারে সাঁ-সাঁ করিয়া ছুটিয়া প্রান্তর পার হইতেছে। কোন কোন দল উর্দ্ধে বাণ নিক্ষেপ করিয়া বাণে বাণে সংবদ্ধ ভাবে অম্বরে বাণের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কোন সৈন্য বর্শার চাক্‌চিক্য দেখাইয়া অপর পক্ষের জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা তুল্য—ফলকাভা, নয়নগোচর করিতেছে।

ভারবাহী উষ্ট্র গর্দ্দভ খচ্চর নানা শ্রেণীর পশু সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থানে স্থানে হাজার হাজার দাঁড়াইয়া আছে। খাদ্য সামগ্রী সকল, ছালায় ছালায় পুরিয়া পর্ব্বতাকারে স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে। অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্রসমূহের হাজার হাজার লোক ত্রস্ত হস্তে পরিষ্কার করিতেছে। চর্ম্মনির্ম্মিত জলাধার সকল জলে পরিপূর্ণ করিয়া রসদভাণ্ডারে প্রেরিত হইতেছে। শিবিররক্ষীরা নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদে উলঙ্গ অসি হস্তে প্রহরিতাকার্য্য কি কি প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইবে তাহার আদর্শ দেখাইতেছে। বস্ত্রাবাস সকল বিস্তারিত করিয়া, কীটদষ্ট, ছেঁড়াকাটা পরীক্ষা করিয়া শত শত জীর্ণসংস্কার হইতেছে।

কত বস্ত্রাবাস বাহনোপরি সাজাইয়া সুদৃঢ় রজ্জু, স্তম্ভ, কিলক সকল বোঝা বোঝা বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। পশুদিগের খাদ্য জন্য শুষ্ক ঘাস এক স্থানে সংরক্ষণ হইতেছে। আঘাতিত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষার নানাবিধ শয্যা, ঔষধ, বস্ত্রখণ্ড, রেসম, কার্পাসসূত্র, শলাকা, তুলা, নানাপ্রকার চূর্ণ, বলকারক খাদ্য আদি, –চিকিৎসক সেবকগণ ভারে ভারে আনিয়া সংগ্রহ করিতেছে। সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য আনন্দ সহকারে অতি ত্রস্তভাবে করিতেছে, কাহার সহিত কেহ কথা কহিতেও অবসর পাইতেছে না।

গুপ্তচরেরা নানাবেশে, মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিক হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদসংগ্রহকারী সমাজে আনিয়া যোগাইতেছে।

পাঠক। নগরবহির্ভাগ ছাড়িয়া নগরমধ্যে চলুন। ঐ দেখুন! রাজপথে, বিপণীসংলগ্ন ক্ষুদ্র পথে, বড় বড় চৌমাথায়–সমবেত জনমণ্ডলীর উৎসাহ দেখুন!–যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধোপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে অত্যধিক যত্ন দেখুন! সকলেই যেন যুদ্ধে যাইবে। সকলের মনেই যেন কোরেশ অত্যাচারকাহিনী বিশেষরূপে জাগিতেছে।

কেহ বলিতেছে, "এইবারে আর কোরেশ বংশে কেহ থাকিবে না।" কেহ বলিতেছে, "এবারে কোরেশের শয়তানী মূল শিকড় পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইবে। যেরূপ আয়োজন দেখিতেছি মক্কার ঠাকুর ঠাকুরাণীর আর রস-কেলির ভোগের সখ থাকিবে না।"

কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধঘোষণা শুনিয়া মদিনার যুবক দল ত আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়াছে, বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত কোমর বাঁধিতে ত্রুটি করিতেছে না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষগণকে আপন স্বজন, স্বামী পুত্র, ভ্রাতাগণকে যুদ্ধে যাইতে অকাতরে অনুমতি করিতেছে। বলিয়া দিতেছে "যাও, কোরেশদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিও। পুতুল পূজা একান্তই ছাড়িতে নারাজ হয়–তখন আর দয়ার ভাগ দেখাইও না। যাতে হয়—আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবে। দেবদেবীর নাম পর্য্যন্ত রাখিবে না। এলাহি তোমাদের সহায় হইবেন। হাজরাত মোহাম্মদ ঢাল হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবেন। আর কিসের ভয়! একথা মনে রাখিও–যে এলাহির শত্রু সে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেও পরম শত্রু। যে হাজরাতের শত্রু, সে আমাদের প্রাণের শত্রু। তার মাথা যেন কিছুতেই তাহার কাঁধের উপর থাকে না। সাবধান! পিঠ দেখাইয়া পলাইও না। সে প্রকারের ভাব যদি বোঝো তবে আর মদিনার মুখ দেখিতে আসিও না। কাফেরের সঙ্গে লড়াই করিতে, আল্লার নাম প্রচার করিতে, মোহাম্মদ রসুলাল্লা যে সত্য পয়গম্বর একথা বুঝাইতে যদি প্রাণ যায়, হাজার শোকোর আল্লার দরগায়, –যাহাদের প্রাণ যাইবে তাহাদের মত কপাল কাহার? বিনা বিচারে বিনা জিজ্ঞাসায় তাহারা বেহেস্তে যাইবে। আর যদি প্রাণের ভয়ে পিঠ দেখাও–তাহা হইলে মদিনায় আসিও না। মদিনা তাহাদের মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে না। আমরাও তাহার মুখ দেখিব না। যদি সে পেটের সন্তানও হয় দূর দূর করিয়া কুকুরের মত তাড়াইয়া দিব। যদি সে স্বামী হয় ঝাটা মারিয়া মদিনা পার করিব। পিতা ভ্রাতা মধ্যে যদি কেহ হন, তবে তাঁহাদিগকে কিছুই বলিতে পারিব না। তাঁহাদের মুখও আমরা দেখিব না। নিজের প্রাণ নিজে বাহির করিয়া তাঁহাদের চক্ষের অগোচর হইব।

পাঠক শুনিলেন? প্রকৃতির ভাব দেখিলেন? সৃষ্টিকৰ্ত্তা বিধাতা দয়াময় জগদীশ্বরের মহিমার অন্ত পাইলেন? আরও দেখুন। –মদিনার গুপ্তচরেরা কি যেন সন্ধান পাইয়াছে। ফকীর বেশে সভাগৃহাভিমুখে দ্রুতপদে যাইতেছে, ও লোকটি ভিখারী নহে। সভাগৃহে ভিখারীর প্রয়োজন?

।। পঞ্চম মুকুল।।

মদিনার সাধারণ তন্ত্রপ্রণালী সভা। –সৰ্ব্বসাধারণের নিকট মদিনার সাধারণ সভা বলিয়াই অভিহিত। আজ অসময়ে সভা বসিয়াছে। সভ্যগণ সকলেই উপস্থিত। কোন গুপ্তচর গুপ্ত-সন্ধানী কোন সন্ধান লইয়া আসিলে সে সন্ধানের বিবরণ একা একজন সভ্যের শুনিতে অধিকার নাই।

সন্ধানী যাহা বলিবে প্রকাশ্য সভায় প্রকাশ করিবে। গুপ্ত কথা গুপ্ত বিবরণ গোপনে কাহাকেও বলিতে পারিবে না। প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত সভ্যগণ সমীপে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রকাশ্য বিষয়ের আলোচনা মীমাংসা আদেশ কৰ্ত্তব্য যাহা কিছু আবশ্যক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইবে। রাজ্য সম্বন্ধে কোন কার্য্যই সভার অনুমতি না হইলে হইবে না। সাধারণ সভাই মদিনার রাজসভা, সভ্যগণ সকলে একত্র, মদিনার রাজাই আজ অনিয়মে অসময়ে সভার কারণ? গুপ্তচর মুখে শ্রবণ,–দূতপরিচয়ে মক্কা হইতে আবু সুফিয়ানের মদিনায় আগমন। এখনও নগরে প্রবেশ করে নাই।

অনেক কথার পর স্থির হইল আবু সুফিয়ানের আসিবার কারণ কি?–দূতপরিচয়ে আবু সুফিয়ান এ সময় মদিনায় আসিতেছে কেন? প্রাচীন প্রবীণ না হইলেও ধনগৌরবে, বলবীর্য্যে–মানসম্ভ্রমে, সাহস বিক্রমে, জ্ঞান গরিমায় আবু সুফিয়ান বৰ্ত্তমান সময়ে–কোরেশদলে সৰ্ব্বপ্রধান। দলপতিগণ মধ্যেও সৰ্ব্বপ্রধান। এ সময় স্বয়ং সৰ্ব্ব প্রধান দলপতির–দূতবেশে দৌত্যকার্য্যে যুদ্ধ ঘোষিত পররাজ্যে কি উদ্দেশ্যে আগমন?

স্থির সিদ্ধান্ত নয়, আনুমানিক বোধ। প্রথম কথা,–ব্যক্তিগত–অথবা স্বীয় স্বার্থ সাধন–অথবা গোপনীয় কোন কার্য্যোদ্ধার জন্য আগমন; না–তাহা নহে। নিশ্চয় সাধারণ কাৰ্য্য, দেশের কাৰ্য্য, দশের কার্য্য, রাজ্যসংক্রান্ত কাৰ্য্য! তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই–কারণ প্রকাশ্য ভাবে দৌত্য কার্য্যের অবতারণায় আর অন্য কার্য্য কি হইতে পারে? এখন প্রশ্ন–সে কি কাৰ্য্য?

এই কথার আলোচনায় বহুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হইল না। কোন সভ্য বলিলেন, "রাজ্য সংক্রান্ত কাৰ্য্য যুদ্ধ ঘোষণার পর আর আশা কি? যুদ্ধ ঘোষণা হইলে যুদ্ধভিন্ন আর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তবে এক কথা–সন্ধি? পুনরায়— সন্ধি! সন্ধিভিন্ন আমাদের সহিত কোরেশগণের কি কথা আছে? যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব,–বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবশ্যই কোন মন্দ বুদ্ধির সহিত কু-অভীষ্ট সাধনের বাসনা আছে।–দূতবেশ আবরণ মাত্র।"

হাজরাত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, "ভ্রাতঃ আপনি যাহা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আপনারা মদিনার গৌরব। আন্‌সারী দল মদিনার অলঙ্কার। কিন্তু মক্কার কোরেশগণের গতিবিধি মনোগতভাবে চরিত্রগত দোষ গুণ, আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। কারণ আমরাও কোরেশ—রতনই রতন চিনে। কোরেশই কোরেশকে জানে। যতদিন এস্‌লাম-জ্যোতি মানবের হৃদয়ভাণ্ডারে এলাহি কৃপায় প্রবেশ না করে, ততদিন মনের কুটিলতা কপটতা, অন্ধকার কখনও দূরীভূত হয় না। বিশেষ পুতুলপূজক দল স্বভাবতঃই কপটী হইয়া থাকে। মনে এক—মুখে আর, ব্যবহার অন্য প্রকার—পৌত্তলিক ধর্ম্মেই এই শিক্ষা দেয়। কে না জানে, মাটির পুতুলের কোন শক্তি নাই। দর্শন, গমন, ভোজন, বচন, বোধ, বিবেক ক্রোধ কিছুই নাই, তত্রাচ তাহার নিকট প্রার্থনা। তত্রাচ তাহার আহার জন্য ষোড়শোপচারে ভোগ। প্রত্যক্ষ আহার জন্য ষোড়শোপচারে ভোগ। প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রতিদিন দেখিতেছে যে ভোগের সামগ্রী যেমন তেমনি রহিয়া যায়, তবু ভোগে বিশ্বাস!! শ্রবণশক্তি নাই—স্পষ্ট প্রমাণের সহিত বুঝিতেছে, —বিবেক বুদ্ধিতে বুঝাইয়া দিতেছে,—তত্রাচ মন্ত্রপাঠ, শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝরির বাদ্য। দর্শনশক্তি নাই—নানা জাতীয় পুষ্পোপহারে পূজা, সাষ্টাঙ্গ সম্মুখে প্রণাম। পূজক কোরেশ মনে মনে সকলি বুঝিতেছে তবু সেই ঠাকুর দেবতার জন্য এই দুর্দ্দশা। আমার বোধ হয় আবু সুফিয়ান প্রাণের ভয়ে প্রকাশ্যে দূত সাজিয়া,—অন্তরে সয়তান ভূতের কোন সাজে সাজিয়া আসিতেছে,—আবু সুফিয়ানের এরূপ অসময়ে আগমন নিতান্ত সন্দেহের কথা। কোন্ দুরভিসন্ধি সাধনে এই দূতের খেলা খেলিতে আসিতেছে—তাহা কে জানে? হাজরাতের প্রতি তাহার বিজাতীয় ক্রোধ। কোন কৌশলে হাজরাতের প্রাণবিনাশ করিতে, কি অন্য কাহার কোন অনিষ্ট করিতে আসিলেও আসিতে পারে?—আর অন্য অন্য দুরভিসন্ধিও তাহার মনে থাকা সম্ভব মনে করি; কিন্তু এ সময় সে সকল সাধনের সময় নহে। এ সময় হাজরাত সম্বন্ধে আমার অধিক পরিমাণে সন্দেহ ও ভয়ের কারণ। তাহা তিনি আসিতেছেন আসুন। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেক কার্য্য—বিশেষ স্ব স্ব দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাবধান সতর্কে করিবেন ও থাকিবেন। সর্ব্বপ্রকার প্রহরীদিগের কার্য্যে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। সে সকল বিষয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিব। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে আমি যতদূর পারি সাবধান সতর্ক হইব।"

নগরের শান্তিরক্ষক ও সেনাপতি হাজরাত ওমর (রাঃ) এই সকল কথা বলিলেই মোহাম্মদ খালেদ বলিতে লাগিলেন;—

"আমাদের শান্তিরক্ষক ও সেনাপতি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহার একটি বর্ণও অযৌক্তিক নহে। তবে পুনঃ সন্ধি সম্বন্ধে আমি আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছি।

পৌত্তলিকদিগের সহিত প্রেম প্রণয় ভালবাসা সুহৃদভাব সন্ধি অসম্ভব। ধর্ম্মে বিশ্বাস আমাদের যেরূপই থাকুক—কোরেশদিগেরও কম নহে। বাধ্য বাধকতাতেই হউক, দায়ে ঠেকিয়াই হউক, লজ্জার খাতিরেই হউক, সমাজভয়েই হউক তাহাদের বিশ্বাস কম নহে। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও কারমনে ঠাকুর দেবতার পূজা করে, আমরা নিরাকার আল্লার

পূজা করি। তাহারা নানাকার বিশিষ্ট দেবদেবী পূজা করে, পরস্পর বিশ্বাস টলিবার নহে। কাজেই উভয়ের ধর্ম্মে মিল হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মে এত গরমিল যে মোস্‌লেম আর পৌত্তলিকের শুধু অমিল সম্বন্ধে সমুদায় কথা বলিতে গেলে—একখানি বৃহৎ পুস্তকের অবতারণা করা হয়। তবে সার কথা এই যে, নিরাকার আর সাকার। একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে মিলনের আশা,—মোস্‌লেম পৌত্তলিক মিলনের আশা, প্রেম প্রণয়ে বন্ধনের আশা, সুদূরপরাহত। জগতের সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত হয় নাই, স্থিতি পর্য্যন্ত আশা নাই, প্রলয় পর্য্যন্ত হইবে না। মোস্‌লেম পৌত্তলিকে মিলন হইবে না—হইতে পারে না। পশ্চিমগগনে ভানুর উদয়, অমানিশায় শশধরের প্রকাশ, পর্ব্বত শিখরে পদ্মের বিকাশ হইলেও মোস্‌লেম পৌত্তলিকে মিলন হইবে না—মিলন হইবে না। যাহাদের আপনধর্ম্মে মিলনের নাম নাই, তাহারা পরধর্ম্মে কিরূপে মিলন করিবে? উভয়ের মিলন না হইলে ত আর সন্ধি হয় না। গত বারে যে সন্ধি হইয়াছিল—পরস্পর পরস্পরের শত্রু। এই নীতি অনুসারে মোস্‌লেম আর কোরেশ এইক্ষণ শত্রুতা সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই! কোন সাহসে আবু সুফিয়ান রাজ্যসংক্রান্ত কি কার্য্য সাধনে মদিনায় দূতবেশে আগমন করিতেছেন? সন্ধির প্রস্তাব? ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাতেও একটা কথা আছে। যুদ্ধ ঘোষণার পর উভয় দলের বল পরীক্ষা না হউক, রণাঙ্গনে দেখাসাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইয়া ঘোষণা-প্রচারের ভয়েই ভীতপক্ষ সন্ধির প্রার্থনায় যুদ্ধঘোষণাকারী প্রথম পক্ষের রাজ্যে আগমন, ইহাও যেন সম্ভবপর বলিয়া সমীচীন বোধ হয় না। কোরেশ পক্ষ মোস্‌লেমভয়ে যদি নিতান্তই ভীত হইয়া থাকে, তবে নির্জ্জীব ভীত পক্ষের মস্তিষ্ক মজ্জা প্রকৃতিস্থ থাকে না এটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যদি মক্কার দূতের আগমন হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কথা নাই—সন্দেহও নাই।

তবে সন্ধি সম্বন্ধে কথা—উভয়ের মিলনের নাম সন্ধি। কোরেশ মোস্‌লেমে মিলন হইয়া সন্ধি হয় নাই; কায়দায় সন্ধি, ফাঁদে ফেলিয়া সন্ধি। মোস্‌লেমগণ নিরুপায় হইয়া সন্ধি বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ধি করিয়াছিলেন। বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য সন্ধি করিয়াছিলেন। কোরেশগণ মোস্‌লেমদিগকে ধর্ম্মমাসে নিরস্ত্র পাইয়া সন্ধির হাড়িকাঠে পরিয়া ক্রমে গলা টিপিয়া প্রাণ বাহির করিবার নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। এলাহি কৃপায়—সে মোস্‌লেম বিঘাতক মারাত্মক পথ, বানিখোজায়াদিগের নয়নজলে ভাসিয়া—সন্ধি হাড়িকাট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে,—আবার কিসের সন্ধি? কোরেশাধিকার মক্কা নগরের প্রান্তসীমায় নিরস্ত্র ভাবে বন্দী হই নাই,—এখন সন্ধির কারণ নাই। সন্ধির কথা শুনিতেও ইচ্ছা নাই।

আর যদি চতুরতা করিয়া কোন ছলনায় মোসলেমগণের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে, কি কোনরূপ উপায় করিয়া-এই অভিযানে বাঁধা জন্মাইতে আসিয়া থাকে, তবে তাহা হইলে আমরা তাহা শুনিব না, —সে কথা গ্রাহ্যই করিব না। আমাদের স্থির সংকল্প, কাফের ধ্বংস—কীর্ত্তিস্তম্ভ জেহাদ ভিত্তির উপরে দৃঢ় ভাবে স্থায়ী রাখিব—অটল থাকিব।

আর একটি কথা—আমাদের সাধারণ সভার অনুমোদন অভিপ্রায় আদেশ ভিন্ন, আবু

সুফিয়ান সম্বন্ধে কোন কার্য কেহ করিব না। স্ব স্ব গৃহে খোসগল্প ঘরাও আলাপ ভিন্ন কোন কথা কেহ বলিব না।

আবু সুফিয়ান আসিতেছে, আসুক। আমরা যে সকল কথার আলোচনা করিলাম ইহা ভিন্ন আর কি কথা হইতে পারে? যদি সত্যই নূতন কথা হয় তবে সভাতেই তাহার মীমাংসা করিয়া উত্তর করিব। প্রহরী গুপ্তসন্ধানী সম্বন্ধে এখনি নগররক্ষক মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সুস্থির করিতেছি।

আমাদের এ বিষয়ে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। অভিযান সম্বন্ধে যেরূপ আয়োজন হইতেছে বরং তাহা হইতে দ্বিগুণ ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে কার্য্য চলিতে থাকুক।"

প্রধান সেনাপতির পরামর্শে সকলেই আনন্দিত হইয়া সন্তোষ সহকারে তাঁহার প্রতি কথার অনুমোদন করিলেন এলাহির নাম করিয়া জয়! এস্‌লামের জয়! জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

।। ষষ্ঠ মুকুল।।

কোরেশ দূত মদিনার প্রান্তসীমায় উপস্থিত। ক্রমেই নগরের নিকটবর্ত্তী। ক্রমেই অগ্রসর! কিছুদুর যাইতেই শুনিতে পাইলেন। আর একটু অগ্রসর হইলেই স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। বাদ্যধ্বনি কান পাতিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন—ক্ষণকাল গমনে ক্ষান্ত দিয়া শুনিলেন সাধারণ বাদ্য নহে। যুদ্ধের বাজনা। যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, কাড়া নাকারা দামামা ডঙ্কার তুমুল বাদ্যধ্বনি—যুদ্ধের বাদ্য। গমনে ক্ষান্ত দিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পড়াতেই দেখিলেন, এস্‌লামের বিজয় নিশান। বিজয় নিশান প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেই দেখিতে পাইলেন, বিজয় নিশানের নিকটেই লোহিত বর্ণ প্রকাণ্ড সমর নিশান। ঐ রক্তবর্ণ বৃহৎ পতাকা সদর্পে বায়ুস্তরে বাঁকিয়া বাঁকিয়া গমন করিতেছে। কানে শুনিতেছেন যুদ্ধের বাজনা, চক্ষে দেখিতেছেন সর্পগতি পতাকার অঙ্গ সঞ্চলন। বায়ুপ্রবাহে চালিত হইয়া যেন মক্কা নগরাভিমুখে দৌড়িয়াছে। নিজে চালিত হইলে দূরস্থ পদার্থকেই চালিত বলিয়া বোধ হয়। দশপদ পরিমাণ স্থান অগ্রসর হইতেই চক্ষের দৃষ্টিসীমায় দেখিতে পাইলেন অশ্বারোহী সৈন্যগণের অশ্বধাবন অশ্ব চালন। হৃদয়ে সেই একপ্রকার নবভাবের উৎকণ্ঠা নহে—ভয় নহে—সেই একপ্রকার নূতন আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইল। ক্রমে নগর প্রবেশদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেই দেখিলেন ভীমকায় প্রহরিদল সজ্জিত বেশে দুই দিকে দুই শ্রেণীতে দণ্ডায়মান। প্রান্তরে সৈন্যগণের রণকৌশল; —অভ্যাস ক্রীড়া। দূরে অশ্বারোহী সৈন্যদলের কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয়। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বাদ্য। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া দূতবরের মনের ভাবের কথাত পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। রক্ষী সেবকদলের মনের ভাব অব্যক্ত ভাবে ছিল; কিন্তু এইক্ষণে তাহাদের মুখভাব

উপস্থিত দৃশ্য সকল পরিদৃশ্যে মনের ভাব যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে। কারণ এরূপ সজ্জিত সৈন্য–সজ্জিত প্রহরী—দূরে অশ্বারোহিগণের ক্রীড়াকৌতুক ভাব কখনও নয়নগোচর করে নাই। যুদ্ধের নাম শুনিয়াছে–চক্ষে দেখে নাই। শরীরে বল আছে, বল থাকিলে কি হইবে? এই সকল দেখিয়া তাহাদের মনের ভাব মুখে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। দূতবর সঙ্গীদিগের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। উপস্থিত ভাব দূরীভূত করিতে, তাহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে উপস্থিত ভয় কণ্টক সমূলে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ সুধার রসনা অস্ত্র কত কৌশলে চালনা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। মনভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মুখভার–এখন উভয় ভারে সর্ব্বাঙ্গই যেন ভার বোধ হইতেছে। প্রত্যক্ষ ফলও পাইলেন–তাহাদের পদদ্বয় যেন আর অগ্রসর হইতে চাহে না। নিতান্তই দায়ে পড়িয়া বহু কষ্টে দুই এক পদ নিক্ষেপ করিতেছে।

দূতবর বলিতেছেন "বোধ হয় তোমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ? নগর প্রবেশদ্বার অতি নিকটে–এস্থান বিশ্রামের নহে। বাধ্য হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইতেছে। তাহার পরেই বিশ্রাম। আরামের সহিত বিশ্রাম! একটু অগ্রসর হইলেই নগরে প্রবেশ করিব।

সঙ্গিগণ নীরব–রক্ষিদল নীরব–কিন্তু গমনে বিরাম নাই–ক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর। কিন্তু তাহাদের পা যেন আর উঠে না। দশ পদ স্থান বিশ পদে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে অগ্রসর,—দ্বারের নিকটে উপস্থিত। দূতবরের অগ্রপশ্চাৎ সজ্জিত রক্ষী। সম্মুখ দলের এমন সাহস হইল না যে, দণ্ডায়মান মোস্‌লেম প্রহরিগণকে অতিক্রম করিয়া দ্বারে মাথা দেয়–স্বভাবতঃই দণ্ডায়মান হইল। সজ্জিত মোস্‌লেম প্রহরিগণ তখনও নীরব। আগন্তুক দল দ্বারে প্রবেশ না করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইল–তাহাদের কোন কথা বলিবার আবশ্যক হইল না।

"অনুগ্রহ করিয়া আর অগ্রসর হইবেন না। আমার কয়েকটী কথার উত্তর দিয়া স্বচ্ছন্দে নগরে প্রবেশ করুন।

আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"আমরা মক্কা হইতে আসিতেছি। মক্কার কোরেশগণ পক্ষ হইতে মহা মাননীয় দূতবর এই মদিনা নগরের রাজদরবারে যাইতেছেন।"

"মহোদয়গণ! মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের প্রধান নগররক্ষক মহোদয়ের অনুমতি ব্যতীত মক্কার মানুষ ত দূরের কথা–একটি পশুরও নগরে প্রবেশ করিতে সাধ্য নাই।"

"আমরা উভয় রাজ্যের হিতার্থে–মক্কা মদিনা দুই রাজ্যের মঙ্গল যাহাতে হয় তাহাই করিতে মদিনায় আসিয়াছি। আমাদের জন্য নগররক্ষকের হুকুমের আবশ্যক হইবে না। তিনিও তোমাদিগকে কিছু বলিবেন না।"

দ্বাররক্ষকগণ মধ্য হইতে একজন কিছু রহস্য ভাবেই বলিল,–

"দেখিতেছি আপনারা মজার লোক। নিজের মঙ্গল অমঙ্গল বোঝেন না –পরের মঙ্গল করিবেন কি প্রকারে? তাও একটী নয়, দুটী নয়–দুটি রাজ্যের বিশ পঁচিশ লক্ষ লোকের

মঙ্গল করিবেন? কথা হল, আমাদের নগররক্ষকের। আমরা সদা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকি, হুকুম মত কার্য্য করি, তিনি আমাদিগকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন; আমরাও মনে প্রাণে তাঁহাকে ভক্তি করি। আমাদের পরিচালক আমাদের মঙ্গলামঙ্গল প্রতি দৃষ্টিকারক। আমাদের সঙ্গে কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ সম্বন্ধ। তাঁহার মনের ভাব ব্যবহারে এবং একত্র এক স্থানে বাস, আমরা তাঁহার মনের ভাব জানিয়া অথবা না জানিয়া মুখে আনিতে সাহস করি না। তাঁহার মনে কি আছে বলিতে ক্ষমতা হয় না, তিনি কোন্ বিষয়ে কি করিবেন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশ করিতে সাধ্য হয় না। আপনারা ভিন্ন দেশবাসী, হয়ত তাঁহাকে কখনই চক্ষেও দেখেন নাই। তাঁহার নাম কি, তাহাও কর্ণে শুনিবার অবসর পান নাই। তিনি যে কি প্রকৃতির লোক কোন ধাতুতে গঠিত তাহাও আপনাদের জানিতে ক্ষমতা হয় নাই। একেবারে অপরিচিত অতিথি। এ অবস্থায় কোন্ সাহসে, কোন্ বিদ্যার বলে, কোন্ শক্তির প্রভায় কোন্ ক্ষমতায়, যেই শূনা অমনি বলা! যেই শ্রবণ অমনি মুখে উচ্চারণ,–

'তিনি তোমাদিগকে কিছু বলিবেন না।'

কথা হইল তাহার। আপনারা কি করিয়া কি উপায়ে জানিলেন, আমাদিগকে কিছু বলিবেন না?

আরও শুনুন!–আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য ভাল মন্দ আমরা যত বুঝি, আপনারা তাহা কিছুই বোঝেন না। কোন্ মুখে বলিলেন যে, আমাদের জন্য নগররক্ষকের হুকুম আবশ্যক হইবেন না। হুকুমের আবশ্যক হইবে কিনা, সে কথা আপনারা কি সূত্রে কোথায় জানিতে পারিলেন? আর বলিতে চাহি না–আমাদের নগররক্ষকের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে আপনাদিগকে আর এক অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমিও অগ্রসর হইতে দিব না। আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনারা করিতে পারেন।"

এবার স্বয়ং দূতবর বলিলেন–"তোমাদের কথাই মান্য করিলাম। এখন কথা—নগররক্ষক মহোদয়কে আমরা কোথায় পাইব? কি উপায়ে তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারিব? আর তোমাদের উপরে আদেশ বা কি প্রকার কোন উপায় লইয়া আসিব?

"মহাশয়! চটিবেন না, রাগ করিবেন না। এই বুদ্ধি লইয়া আপনিই কি দূত সাজিয়া মদিনার স্বাধীন প্রজাতন্ত্র সভা হইতে কার্য্যোদ্ধার করিয়া মক্কা মদিনার হিতসাধনে শুভাগমন করিয়াছেন? আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা করিয়াছি। ঐ স্থানে দলবলসহ অপেক্ষা করুন, এখনই জানিতে পারিবেন। রাজ্য আমাদের, নগর আমাদের—নগররক্ষক আমাদের, তাঁহার কার্য্যালয় গতিবিধি স্থান আপনাদের জানিবার সাধ্য কি যে আপনারা আমাদের রাজ্যে কার্য্য করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবেন। যথা ইচ্ছা সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করুন। সময় হইলে আপনাদিগকে আমরাই সংবাদ জানাইব। নিতান্ত দুঃখের কথা, আপনারা একটি প্রধান রাজ্যের রাজসংস্রবী লোক, বিশেষ দূত। অগ্রে সংবাদ দিয়া খবরাখবর করিয়া মদিনার রাজকীয় কার্য্যকারকগণের অভিমত লইয়া–নগরে আসিতে চেষ্টা করিলে এরূপ হইত

না। আগমন মাত্র মদিনার প্রহরী সৈন্যদল এবং সভার সভাগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া বিনা বাধায় সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন।

দূতবরের মুখে কথাটি নাই। কি করেন, বাধ্য হইয়া নগর প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া নগররক্ষক মহোদয়ের আদেশের অপেক্ষা উপলক্ষে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দূতবরের মনে নানারূপ চিন্তার লহরী খেলিতেছে। মনে মনে বলিতেছেন—এসকল কি মহৎ ব্যাপার মহৎ ভাব, মহৎ ব্যবহার দেখিতেছি; মদিনায় আসিয়াও নগরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। আমরা দূরে থাকিয়া মোস্‌লেমগণকে যাহা ভাবিয়াছিলাম এখন দেখিতেছি একেবারে তাহার বিপরীত। এখন সেই সাহ সেকেন্দার অথবা নওসে রাঁওয়া বাদসার সময়ের আদব কায়দা কার্য্য প্রণালী। মোহাম্মদের কি কপাল! কৈ মোহাম্মদের নামত কেহই করিল না। সকলেই মদিনায় স্বাধীন দরবারের অধীন বলিয়া স্বীকার করিল। একটি লোকমুখে তাহাদের রাজা যে মোহাম্মদ তাহাত শুনিলাম না, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? হিংস্রক লোকের মনের গতি অনুসারেই চিন্তার উদয় হয়। বিশেষ শত্রুমুখে আর কিছু বেশী পরিমাণ শোভা পায়। আবু সুফিয়ান মনে মনে বলিতেছেন। তবে কি মোহাম্মদ মদিনার রাজসংক্রান্ত রাজ্য সংক্রান্ত কোনরূপ কার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই? না থাকিবারই বেশী সম্ভাবনা দেখিতেছি। মদিনার লোকেরাই সর্ব্বে সর্ব্বা, সর্ব্বকার্য্যের ভাগ্যবিধাতা।

রক্ষীদিগকে অনেক কথা বলিলেন—তোমরা কখনও এসকল দেখ নাই। এসকল কায়দা বড় বড় বাদ্‌সার দরবারে। ইহাতে মনের ভাব কোন প্রকার পরিবর্ত্তিত হওয়া ভাল নহে। মদিনার লোকে ভাবিবে কি? দূরে আছি বলিয়াই আমাদের একটু গৌরব আছে—মক্কার অবস্থা মদিনাবাসী অনেকেই অজ্ঞাত।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে আপনারা ইচ্ছা করিলে এখনই নগরে প্রবেশ করিতে পারেন। দূতবর তখনি সদলবলে প্রস্তুত হইয়া নগরে প্রবেশদ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেই, সেই প্রধান দ্বারী বিশেষ সম্মানে মক্কার দূতবরকে নগরে প্রবেশ করিতে প্রধান নগররক্ষক মহাশয়ের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। দূতবর দেখিলেন এবারে অন্য ভাব। বিশেষ ভদ্রতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়া নগর প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল। দূতবর স্বীয় দল বল রক্ষিগণ সহ নগরে প্রবেশ করিলেন এবং নগররক্ষকদিগের নির্দ্দেশানুসারে বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য নিশ্চিত হইলেন। মদিনার বহু লোক মক্কার আগন্তুক দলকে দেখিতে আসিল। কিন্তু কেহ কোন প্রকার আলাপ পরিচয় আদি করিল না। ইহারা নিত্য নিয়মিত কার্য্য এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষণকাল পরে দূতবর জনকয়েক রক্ষীকে সঙ্গে করিয়া হাজরাত মোহাম্মদের সহিত দেখা করিবার জন্য, তাঁহার বাসস্থান কোথায় কোন্ স্থানে, সন্ধান করিতে বহির্গত হইলেন। রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে নগরের শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। নগরমধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কক্ষে প্রাঙ্গণে নানা স্থানে নানা কারণে জনতা নয়নগোচর হইতেছে, কিন্তু হট্টগোল কোনস্থানেই নাই। অস্পৃশ্য কদর্য্য ভাব, অসভ্যতার নামগন্ধ নাই। জনস্রোত রাজপথে নীরবে

চলিতেছে, মুখে উচ্চ কথা নাই। সকলেই কিন্তু কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কথা কহিতে মাত্র ওষ্ঠ অধর সঞ্চালিত হইতেছে, অঙ্গভঙ্গি নাই–গলাবাজি নাই, হাসিরহস্য বিদ্রূপের প্রসঙ্গ নাই। রাজপথ জনমানবে পূর্ণ অথবা ধীর স্থির। কয়েক জনকে হাজরাত মোহাম্মদের বাসস্থান কোথায়?— জিজ্ঞাসা করায় তাহারা তীব্র দৃষ্টিতে প্রশ্ন শুনিয়া মুখ পাণে চাহিয়া বিরক্তি রোষের ভাব প্রকাশ করিল–কোন কথা কহিল না, কেবল অঙ্গুলি দ্বারা সাধারণ সভাগৃহ দেখাইয়া ঘৃণার চক্ষে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া দৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহ অভিমুখে চলিলেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ মাত্র কয়েকজন ভদ্রলোক অতি ত্রস্তভাবে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বিশেষ আদর সম্ভাষণে সঙ্গিগণ সহ দূতবরকে সভাগৃহ মধ্যে লইয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন এবং বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"মহোদয়! আপনাদের আগমনসংবাদ আপনারা আমাদিগকে অতি সামান্য ভাবেও জ্ঞাপন করেন নাই। আদর অভ্যর্থনা সমুচিতরূপে হইতে পারে নাই। আমরা তাহাতে দুঃখিত। যাহা হউক আজিকার মত সভার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, অন্য আর কোন কথাই হইবে না।

আগামী কল্য সভায় আপনার যাহা বক্তব্য থাকে প্রকাশ করিতে পারেন। আজিকার মত নির্দ্দিষ্ট অভ্যর্থনাগৃহে অবস্থিতি করিতে অথবা আপনার স্বীয় বস্ত্রাবাসেও অবস্থিতি করিতে পারেন। এই দুই স্থানের যে যে স্থান আপনার ইচ্ছা হয় আহার বিহার বিশ্রাম যথেচ্ছ ভাবে করুন, আপনার মনস্তুষ্টির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। বিশ্রাম বিষয়ে আমাদের কোন কথা নাই। প্রস্তাব প্রার্থনা নিবেদন সম্বন্ধে আমাদের সভ্য ব্যতীত অন্য কোন লোকের তাহা শুনিতে ক্ষমতা নাই, আপনারও বলিবার অধিকার নাই। ইহার অতিরিক্ত কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই।"

দূতবর প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় বস্ত্রাবাসে আগমন করিলেন। আহারাদি করিয়া সঙ্গি গণ সহ নানা কথায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। হাজরাত মোহাম্মদ পরিবার পরিজন লইয়া কোথায় থাকেন, হাজরাত আলী ওমর ওসমান আবু বাকার এবং মক্কার আর আর পরিচিত লোকজন আত্মীয় স্বজন কে কোথায় কোন্ কোন্ স্থানে বাস করিতেছেন, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন,—বিশেষ মক্কায় বসিয়া ভাবিয়াছিলেন, মদিনায় উপস্থিত হইলে আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে দেখিবার–আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার–মক্কাবাসী আত্মীয় স্বজনের কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন; কেহই আসিলেন না। কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল না। ইহার কারণ কি? আমি যে আসিয়াছি হয়ত এবিষয় কেহ জানিতে পারে নাই। আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সংবাদ না দিয়া মদিনায় আসিয়াই এই সকল ফল ফলিয়াছে। যেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম, কার্য্যের শৃঙ্খলতা দেখিতেছি, ইহাতে কৌশলে কোন কার্যোদ্ধার করা অসাধ্য। সাধারণ সভায় আমার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কোনই

লাভ দেখিতেছি না। মক্কায় বসিয়া যতই বলিয়াছি, যতই বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া আশাবৃক্ষে মনোমত ফল ফলাইয়া এখন দেখিতেছি, আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমরা মোস্‌লেমগণকে যাহা ভাবিতাম, তাহারা আমাদের ধারণা হইতে অনেক উচ্চে।

আরও এক আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, নানা ভাবে নানা আকারের লোক আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিয়াছে, প্রকাশ্য ভাবে তাহারা অন্যমনস্ক ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু মনঃসংযোগ আমাদের প্রতি, কার্য্য প্রতি, কথার প্রতি, বস্ত্রাবাসের চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিৎ দূরেই স্থানে স্থানে সজ্জিত প্রহরিদল সতর্কতার সহিত পাহারার কর্ম্ম করিতেছে; কিন্তু কেহই আমাদের সহিত একটি কথা কহিতেও আগ্রহ করিতেছে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একজন সংবাদবাহক আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিল,—

"আমি মদিনার স্বাধীন সভা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, মহোদয়সমীপে আসিতেছি। এইক্ষণে সভা বসিয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার বক্তব্য বিষয় সভামধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।"

এই কথা বলিয়াই সংবাদবাহী চলিয়া গেল। দূতবর সাত পাঁচ ভাবিয়া সভাগৃহে গমন করিলেন। সভার সভ্যগণ তাঁহাকে সবিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়া, একজন মাননীয় সভ্য দূতবরের হস্ত ধারণ করিয়া অতি উচ্চ আসনে উপবেশন করাইয়া দিলেন।

অন্য অন্য সদালাপ কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, সভার সম্পাদক দণ্ডায়মান হইয়া বিনীত ভাবে দূতবরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"দূতবর! মহামান্য কোরেশ সম্প্রদায় পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মের বিরোধী হইলেও এই মোস্‌লেম সভা মান্যের সহিত তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, এবং এই সময়ে দূতবরের মদিনায় শুভাগমন হওয়ায় সভা বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। সভাগণের অভিমতে এই আজ্ঞাবহ, সভার সম্পাদক, দূতবর সমীপে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছে যে, —এই সভা দ্বারা আপনার কোন প্রস্তাব মীমাংসা হওয়া বোধ করিলে আপনি তাহা এইক্ষণে সভার গোচর করিতে পারেন। সভা সন্তোষ সহকারে এইক্ষণে শুনিতে ও উত্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।"

দূতবর সম্পাদকের কথার কোন উত্তর না দিয়া মাত্র এই কথাটী বলিলেন—

"আমি মোহাম্মদের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি।"

এই কথা দূতমুখে প্রকাশমাত্র সভ্যগণ মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া চঞ্চল করিয়া তুলিল। হাজরাত আলী (র) হাজরাত ওমর—ওসমান, আবু বাকার সিদ্দিক—মোহাম্মদ খালেদ প্রভৃতি সভার প্রধান প্রধান সভ্য ও রাজকার্য্যকারক সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আবু সুফিয়ানের কথায় অন্য অন্য সভ্যের ন্যায় চঞ্চলিত হন নাই—কিন্তু মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন।

সভার সম্পাদক প্রখর রোষ-কষায়লোচনে রুক্ষ স্বরে উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"আমরা যাঁহাদিগকে মাথার মণি ভাবিয়া আমাদের পূজ্যপাদ গুরুজন জানিয়া, আজ্ঞাবহ

কিঙ্করের ন্যায় বিনীত নম্রভাবে আদর অভ্যর্থনা করিলাম, মনের ভাব প্রকাশ করিলাম; কিন্তু তাহার ফল হইল বিপরীত। এই দূত মহোদয়ের ব্যবহারে আমরা নিতান্তই দুঃখ বোধ করিয়াছি,—সভাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। দূতবরের কথার কল্যাণ যে,–তিনি পাপগ্রস্ত হইয়াছেন, –তাহা বলিতেছি না। তিনি যখন পৌত্তলিক–তাঁহার পাপের অন্ত নাই। পর্ব্বত পরিমাণ পাপ তাঁহার শিরে চাপিয়া রহিয়াছে। অথবা পাপের অনন্ত সাগরে ডুবিয়া আছেন, তাঁহার আবার পাপের ভয় কি? খুনী আসামীর,–সামান্য মারামারি অপরাধে অপরাধ কি? (হস্ত উত্তোলন করিয়া) অরে মূর্খ! যাঁহার জন্য সসাগরা ধরা,–যাঁহার জন্য সর্ব্ব প্রাণীর অগ্রে, খোদাতায়ালা যে কত বড় মহান, –যাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই, তাঁহার অংশী কেহ নাই, সেই অনাদি অনন্ত জগৎপ্রভুর মুখের বাণী যাঁহার মুখে প্রথম প্রকাশ, যে তাহার প্রেরিত পয়গম্বর। এস্‌লাম জগতের অনস্তমিত তেজোময় রবিদেব। আমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়কালের পথপ্রদর্শক, সত্যধর্ম্ম প্রকাশক, প্রচারক –মহামাননীয় জগৎমান্য হাজরাত মোহাম্মদ রসুল্লাহ (দ) নাম তাঁহারই নাম অবজ্ঞা ভাবে উচ্চারণ? মদিনার মৃত্তিকার উপর? মদিনার প্রবাহিত বায়ুমধ্যে? মদিনায় প্রকাশিত দিবালোকে? আর এই সাধারণ সভার গোচরে? তুমি কৌশলে আমাদের মনে প্রাণে আঘাত করিয়াছ? ঘৃণার সহিত হাজরাতের নাম উচ্চারণ করিয়াছ। তোকে আর কি বলিব? তোকে কি বলিব, উপায় নাই? দূত আবরণে আবরিত না থাকিলে এতক্ষণ এই সভাগৃহে তোর পাপপূর্ণ প্রাণ,–নারকীয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইত। এই দোলায়মান অসিই, কালস্বরূপ তোর কণ্ঠে প্রবেশ করিত। বাচিয়া গেলে এলাহি কৃপায় দূতরূপী কবচাবরণে আজ বাঁচিয়া গেলে।

এইক্ষণে তোমার কথার উত্তর শুন।

দেখা সাক্ষাৎ হয় কাহার সঙ্গে? তুমি কি জান না? সমশ্রেণীর লোক না হইলে দেখা সাক্ষাৎ কথা ব্যবহার হয় না। মক্কার নগণ্য অজ্ঞ মূর্খ বেয়াদব দূতের সহিত হাজরাতের দেখা সাক্ষাৎ অসম্ভব। তুমি যদি একথা বলিতে, হাজরাতের পবিত্র চরণ দর্শনের আশা করি। তাহা হইলে এই উপস্থিত সভায় তাহার মীমাংসা করিতে সভ্যগণ সমীপে প্রস্তাব করিতাম–এই ব্যক্তির ভাগ্যে হাজরাতের দর্শন লাভ হইতে পারে কি না? তাহার পর তুমি তাঁহার সম্মুখে হাজির হইতে চাও কেন? রাজ্য সংক্রান্ত, কোন সন্ধি বিগ্রহ যুদ্ধ, রাজ্যের আয় ব্যয়–রাজ্য বিস্তার ইত্যাদি। রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ঐ সংক্রান্ত কোন কথার উত্তর দিবেন না। হাঁ, তোমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক কোন কথার জন্য তাঁহার চরণতলে পতিত হইতে ইচ্ছা কর–তাহার উপায় করিতে পারি। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে, আমাদের অগ্রধারী প্রহরী বেষ্টিত হইয়া হাজরাতের হোজরার নিকটে দশ হাত ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইয়া–যাহা তোমার কথা থাকে বলিতে পার। সাক্ষাতে প্রত্যক্ষে দেখিতে পাও কি না, সে তোমার ভাগ্যের কথা। কিন্তু পূর্ব্বে আমরাই হাজরাত নিকট কথা উপস্থিত করিব। যদি তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তবে হাজরাতের অনুমতি অভিপ্রায় হইবে। নচেৎ এ সম্বন্ধে এই স্থানে যেমন ইতি করিলাম–তোমাকে ইতি কর্ত্তব্য ভাবিয়া ইতি করিতে হইবে। সভাভঙ্গ।–

।। সপ্তম মুকুল।।

কি চমৎকার দৃশ্য! অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত মদিনার প্রহরিগণ বেষ্টিত হইয়া মক্কার দূত হাজরাত মোহাম্মদের পবিত্র চরণ দর্শন জন্য " হেরাম শরিফ"* দিকে যাইতেছেন। প্রহরিগণ প্রতি সভার আদেশ হইয়াছে;–যদি হাজরাত দূতবরকে আহ্বান করিয়া স্বীয় হোজরার মধ্যে লইয়া যান, তবে তোমরা কথাটিও কহিও না। তাহা না করিলে পূর্ব্ব আদেশ মত কার্য্য করিবে। সাবধান ভুল করিও না।"

দূতবর প্রহরী বেষ্টিত হইয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন যে, —আমাদের সেই দীন দুঃখী মোহাম্মদের এত ঐশ্বর্য্য! সেই কপর্দ্দকহীন আবদুল্লা নন্দন মোহাম্মদের এত গৌরব! এত মান সম্ভ্রম! না জানি মোহাম্মদের বাসগৃহ কতই সুখদৃশ্য, কতই ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ! না জানি কত বড় রাজপ্রাসাদ কতসুখে মোহাম্মদ, –তাহাতে বাস করিতেছেন। মক্কায় থাকিয়া মোহাম্মদকে যেরূপ ভাবিয়াছি, মদিনায় আসিয়া তাহার লক্ষ গুণ বেশী সুখী দেখিতেছি।

যাইতে যাইতে প্রহরিগণ অতি সামান্য ক্ষুদ্র একটি ঘর দেখাইয়া বলিল–"এই হাজরাতের হোজরা, আপনি দ্বারে গিয়া খাড়া হইলেই, হাজরাত যাহা হুকুম করেন সেইরূপই হইবে। আমাদের আর এক পদও অগ্রসর হইবার আদেশ নাই। এখানেই দাঁড়াইলাম।"

দূতবর দেখিয়া অবাক্। এত ঐশ্বর্য্য–এত বল–এত শক্তি–যাহার সামান্য অঙ্গুলির হেলনে শত শত প্রাণ পলকে বিনাশ হইতে পারে। রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে। তাহারই বাসগৃহ এই! এত ঐশ্বর্য্যশালী, এত ধনরত্নের অধিকারী হইয়াও সেই দীন দুঃখী দরিদ্রের অবস্থা। বাহ্যিক সুখ হইতে একবারে বর্জ্জিত–ইহাতে কি বোধ হয়? সত্যই কি?–

বলিতে বলিতে গৃহদ্বারে খাড়া হইতেই হাজরাত মোহাম্মদ দ্বারে আসিলেন।

আবু সুফিয়ানের হস্ত ধরিয়া লইয়া গৃহমধ্যে বসাইলেন। হাজরাতের বসিবার আসন–খর্জ্জুরপত্র নির্ম্মিত চাটাই, শয়নের শয্যা–দড়ির ছাউনি করা–"খাটিয়া" গৃহ আসবাব–মৃন্ময় একটি "সোরাহী (জলাধার) –জলপানপাত্রও মৃন্ময় "আবখোরা (মাটির বাটী); পরিধান শত তালীযুক্ত পিরাহান ও পাজামা। দালান কোঠায় গৃহসজ্জায় মণিমুক্তা রজত কাঞ্চনজড়িত কৌচ কেদারায় কৌশিক কারুকার্য্য, মখমল বসনে গদি আঁটা, গৃহসজ্জায় কি হয়? তাহার মূল্য কি? গৌরব কি? হাজরাতের প্রদীপ্ত তেজোময় কান্তি, চক্ষের জ্বলন্ত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে, আবু সুফিয়ান হীনপ্রভ, হীনশক্তি, হীনমতি, হীনগতি ভাবে ক্ষণকাল বাক্যহীন হইয়া হাজরাতের জ্যোতিঃপূর্ণ বদনমণ্ডল প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

হাজরাত বলিতে লাগিলেন–'আবু সুফিয়ান্! বড়ই দুঃখের কথা, নিতান্তই মর্ম্মবেদনার কথা! তোমরা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সম্পর্কে মাননীয়, তোমাদের আচরণে ব্যবহারে, বিশ্বাসে,

---

*পবিত্র অন্তঃপুর

ধর্ম্মের দায়ে আমি তোমাকে বিধিসঙ্গত আদর অভ্যর্থনা—লৌকিক ব্যবহার বন্দনাক্রমে "আস্‌সালাম আলায়ক" কথাটা বলিতে পারিলাম না। যাহারা পুতুল পূজা করে, খোদাতালাকে অস্বীকার করে, কি তাঁহার অংশী স্থাপন করে, তাঁহার মহিমান্বিত পবিত্র 'কালাম' (কথা) প্রতি সন্ধিহান হইয়া অবিশ্বাস করে, তাঁহার প্রেরিত পরগম্বরগণকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শক, প্রেরিত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করে, এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি আস্থা রাখে না—বিশ্বাস করে না, মোস্‌লেম সমাজের রীতি নীতির ধার ধারে না, তাহাকে কোন মুসলমান আস্‌সালাম আলায়ক বলিয়া পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের ব্যবহারে সম্বোধন করিতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, তোমরা আমার দেহ-শোণিতের অংশী হইয়াও আমার কথা বিশ্বাস করিলে না। অধিকন্তু আমার উপর অত্যাচার করিয়া জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিলে! তাহার পর সন্ধি সর্ত্তানুসারে—তিন দিবসের অতিরিক্ত একটি মুহূর্ত্তও আমাকে আমার জন্মভূমিতে থাকিতে দিলে না! তোমাদের সকলকে কিছু আহার করাইতে চাহিয়াছিলাম—অবজ্ঞা করিয়া আমার প্রদত্ত আহারে ঘৃণা প্রকাশ করিলে। আমাকেও সেই মুহূর্ত্তে মক্কা পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রচার করিলে। একি সামান্য দুঃখ! তোমরা আমার স্বজন, স্বগণ—তোমরা আমার আত্মীয়—এক হাশেমবংশের বংশধর। এক রক্তে দেহগঠিত,—এসকল ভাবিয়াও আমার প্রতি সদয় নেত্রে চাহিলে না—স্নেহের চক্ষে একবারও দৃষ্টি করিলে না। আমি তোমাদের কি ক্ষতি করিয়াছি? তোমাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি, মাটীর পুতুল পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছি, খোদাতালাকে ভুলিয়া গাছ পাথর পশু পক্ষীর উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছি; আমাকে সত্য পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছি—এই ত আমার অপরাধ। ইহা ব্যতীত আর কোন অপরাধের কথা বলিতে পার কি? আবু সুফিয়ান? তুমি মনে রেখ,—নিশ্চয় জানিও —একদিন সত্যের জয় হইবেই হইবে। 'লা এলাহা এল্লাহ' কালেমার রবে জগৎ কম্পিত হইবে। খোদাতায়ালার একত্ববাদ আরবের সর্ব্বসাধারণ মুখে অজস্ররূপে মুখরিত হইবে। নিশ্চয় জানিও কাবাগৃহ হইতে তোমাদের স্থাপিত প্রতিমা সকল একদিন দূরীভূত হইবেই হইবে। তোমরাই দূর করিবে। মক্কানগরের অন্যান্য অধিবাসিগণ মধ্যে অনেকে যে প্রকারে দূর করিয়াছে, তোমরাও সেই প্রকারে দূর করিবে।

মিথ্যা তাড়িত হইয়া, সত্যের আধিপত্য স্থাপিত হইবে। আর অধিক বলিব না, তোমার দৌত্য কার্য্যের অমূল্য সময় নষ্ট করিব না; বল আমার নিকটে আসিয়াছ কেন?"

আবু সুফিয়ান সুযোগ পাইয়া অতি বিনীতভাবে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"দশ বৎসরের জন্য সন্ধি হইয়াছিল। আমাদের কর্ত্তৃক ঐ সন্ধি ভঙ্গ হওয়ায় মদিনার মোস্‌লেম পক্ষ হইতে যুদ্ধের ঘোষণা হইয়াছে। আমরা এইক্ষণে প্রস্তুত নহি। সমুদায় কোরেশগণের ইচ্ছা যে আপাতঃ যুদ্ধ স্থগিত থাকে। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে যুদ্ধ ঘোষণা প্রত্যাহার করিয়া কিছু দিনের জন্য স্থগিতের ঘোষণা প্রচার হউক।"

হাজরাত দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন—

"আবু সুফিয়ান! কোরেশগণ এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, আরও বুঝিলেন, তাহার পর আরও অধিক পরিমাণে বুঝিলেন। এলাহির ক্ষমতার অর্থ আরও বুঝিতে পারিবেন। আমার কথার সত্যতা ক্রমে বুঝিবেন। সত্যের শক্তি সত্যের জয় গোপন থাকিবে না। আমার দুঃখের সহিত নিতান্তই আক্ষেপ যে, আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে চিনিলেন না; আমাকে যে কষ্ট যে যন্ত্রণা দিয়াছেন, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কোনরূপ হিংসার ভাব আমার মনে নাই; কখন হইবে না। আমি তোমাদের অবস্থা, ভবিষ্যৎ দুরবস্থার ভাবনা ভাবিয়াই সর্ব্বদা দুঃখিত। যে প্রস্তাব তুমি আমার নিকট উপস্থিত করিলে, আমার মনে বলে কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত কেন—কোরেশের সহিত মোস্লেমের আজীবন স্থগিত, স্থগিত কেন? আজীবন মনান্তর শত্রুতা যুদ্ধ না হয়। কি করি তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি নিতান্তই আন্তরিক কষ্ট বোধ করিতেছি। তোমরা না বুঝিয়া মোস্লেমের তরবারি তেজে প্রাণ হারাইবে। প্রাণ হারাইয়া যদি কোন ভাল স্থানে যাইতে পারিতে, তাহা হইলেও আমার মনে কষ্ট ছিল না। তোমরা ইহকাল পরকাল হইতে দূরে যাইতেছ।

কি করি আবু সুফিয়ান! তুমি সময় অতীত করিয়া মদিনায় আসিয়াছ। যে সময় 'বানিখোজায়া' দিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার, অমানুষিক ব্যবহার —দৌরাত্ম্যের একশেষ হইয়াছিল,—তাহার পর মুহূর্ত্তেই তোমার মদিনায় আইসা সর্ব্বতোভাবে উচিৎ ছিল। তোমাদের হিত পক্ষে অনেক উপায় হইতে পারিত। এইক্ষণে আমার কোন হাত নাই। সাধারণ সভার মত পরিবর্তন করিতে, কি এই সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে আমার অধিকার সাধ্য ক্ষমতা কিছুই নাই। যে কথা অনেক বাদ প্রতিবাদ, তর্ক বিতর্ক কয়েকদিন পর্য্যন্ত বিষম ভাবে আলোচনা হইয়া সাধারণের সম্মতি ক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়া সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে,—সংগ্রহ আয়োজন সকলি প্রায় শেষ হইয়াছে—এখন কি আর রহিত হইতে পারে? অসম্ভব। তোমরা যত শীঘ্র শীঘ্র পার প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর। কোরেশ মোস্লেমে, পৌত্তলিক এস্লাম যুদ্ধ অনিবার্য্য। মোস্লেম স্বভাব এস্লামের নীতি—এখনও তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কার্য্যপ্রণালী প্রতিও মনোযোগের সহিত আলোচনা কর নাই। অবোধের ন্যায়, জ্ঞানহীন পাগলের ন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা প্রত্যাহার জন্য মদিনায় আসিয়াছ। যাহা ঘোষিত হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার হয় না। যাহা বিস্তারিত প্রসারিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ত, সঙ্কুচিত হইতে পারে না। ইহাই এস্লামের চিররীতিনীতি। খোদাতায়ালা মোস্লেমভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে।

তোমাদের হিত পক্ষে একটি উপায় আছে। যদি তোমরা সকলে একত্র একমত হইয়া খোদাতায়া'লার একত্ব স্বীকারে অকপটে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর—তাহা হইলে আমি সভাকে অনুরোধ করিতে পারি। নতুবা যুদ্ধ সম্বন্ধ সভার বিরুদ্ধে একটী কথাও আমার বলিবার অধিকার নাই।"

আবু সুফিয়ান দুঃখিত হইয়া হাজরাতের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কোন একটি

কথা বলিয়া বিদায় হইতেও তাঁহার মনে হইল না। হাজরাতের শেষ কথায় রোষে ক্রোধে মনুষ্যত্ব হারাইয়া হিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। হাজরাত বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।—পূর্ব্বেও আত্মীয় ছিল—নূতন সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইবারই কথা—মোহাম্মদের মুখে সে ঘনিষ্ঠতার নাম গন্ধ কিছুই পাইলাম না। কি আশ্চর্য্য!!

যাই—একবার আলীর নিকটে যাইয়া দেখি সেই বা কি বলে, কিরূপ ব্যবহার করে? আবু সুফিয়ান প্রহরীদিগকে বলিলেন "আলীর গৃহে যাইব। সেইখানে লইয়া চল।"

প্রহরিগণ হাজরাত আলীর গৃহদ্বার দেখাইয়া দিয়া পূর্ব্বমত পাহারায় নিযুক্ত থাকিল। আবু সুফিয়ান হাজরাত আলীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হাজরাত আলী আবু সুফিয়ানকে সমাদরে লইয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। কিন্তু এস্‌লামের পবিত্র প্রথা "আসসালাম আলায়ক" সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলেন না। মদিনার মঙ্গল, কুশল সমাচার, পারিবারিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় হাজরাত আলী (কঃ অঃ) বলিলেন—"এতদিনেও আপনাদের ভ্রম দূর হইল না! এস্‌লামের বল, এস্‌লাম ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। এইটি যেমন আশ্চর্য্য কথা—তেমনি অক্ষয় দুঃখের কথা!!'

বিরক্তির ভাবে আবু সুফিয়ান বলিলেন, "ধর্ম্মের কোন কোন কথা লইয়া মদিনায় আসি নাই। সমুদায় কোরেশদিগের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি। কোনরূপ আত্মীয়তা বন্ধুতার অনুরোধে আসি নাই।"

হাজরাত আলী চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আত্মীয়তা বন্ধুতার অনুরোধে আইসেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আত্মীয়তা বন্ধুতা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, আমার সহিত এখন কথা কহিতে পারিতেছেন। তা যাই হউক, আমার নিকটে কেন আসিয়াছেন?"

"যে কথার জন্য আসিয়াছি,—সেই কথার জন্যই আসিয়াছি।"

"যে কথা সভায় প্রকাশ করেন নাই,—সে কথা আমার নিকটে প্রকাশ করিবেন না। সভার যেরূপ ক্ষমতা যে যে কার্য্য করিবার অধিকার, সভাগৃহেই সম্পাদক কর্ত্তৃক শুনিয়াছেন, —আমার নিকট বলিলে কোন ফল নাই। অরণ্যে রোদন মাত্র। বিশেষ রাজ্য সংক্রান্ত কথা হইলে আপনার বলা উচিত নহে, আমারও তাহা শূন্য কর্ত্তব্য নহে। আপন ঘরে বসিয়া প্রকাশ্য রাজ্য সংক্রান্ত কোন কথা শূন্য কাহারও অধিকার নাই।"

"ঘরে বসিয়া শুনার অধিকার নাই! ভালই ত—তোমাদের পরস্পর বিশ্বাস নাই।"

হাজরাত আলী হাসিয়া বলিলেন, "মোস্‌লেমে মোস্‌লেমে যদি বিশ্বাস না থাকে, একতা না থাকে, প্রেম প্রণয় না থাকে, তবে ঐ সকল স্বর্গীয় ভাব জগতেই নাই। কাহারও নাই—কথায় আছে।"

"থাকুক তোমাদের একতা, অক্ষুণ্ণ থাকুক তোমাদের প্রেম প্রণয়। আপাততঃ তাহাতে

আমার লাভ ব্যতীত লোকশান নাই। তোমাকে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অতি নিকট স্বজন ভাবিয়াই যাহা সভায় প্রকাশ করি নাই—তোমার নিকট বলিতেছি।

মক্কার কোরেশগণ সকলি তোমার আত্মীয়—তোমারই স্বজন! তাঁহারা একটি প্রস্তাব করিয়া মদিনায় পাঠাইয়াছেন। তুমি একটু চেষ্টা করিলেই হইতে পারে।"

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজ্যসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব হইলে আমার তাহা শুনিবার অধিকার নাই! সে সম্বন্ধে কোন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, একা কথাটি বলার সাধ্য নাইঃ সমুদায় কার্য্য সভাকর্ত্তৃক নির্ব্বাহ হইবে।"

"নির্ব্বাহ অনির্ব্বাহ জন্য তোমাকে ধরিতেছি না। শুন, অস্ত্রহীন কথাটা কি জান? মক্কার সমুদায় কোরেশগণের ইচ্ছা তোমরা যে যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছ, তোমার আত্মীয় স্বগণ সকলেরই অনুরোধ যে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকুক, আমরা প্রস্তুত নহি। সন্ধির কুহকে পড়িয়া যুদ্ধ সাজসরঞ্জাম দশ বৎসরের জন্য ফেলিয়া দিয়াছি—আমরা অপ্রস্তুত। ঘোষণা প্রত্যাহার করুন। যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকুক।"

হাজরাত আলী বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, —"আমি ত পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে সভার কথা ঘরে প্রকাশ করিবেন না। আপনার ঐ সকল কথা সভাগৃহে প্রকাশ্য সভায় বলা উচিত ছিল। একা শুনিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সভ্যপদ গ্রহণ করি নাই। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, অন্য কোন কথা থাকে ত বলুন। সভার কথা সভাস্থলে উপস্থিত করিবেন। আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, রাজ্যসংক্রান্ত কোন কথা আমার ঘরে থাকা পর্য্যন্ত মুখে আনিবেন না। যাহা যুক্তি তর্কে মীমাংসা হইয়া স্থির হইয়াছে তাহাই হইবে। মদিনায় এমন কোন প্রাণী নাই যে উহার একটি বর্ণ উল্‌টাইয়া অন্য কোন কথা বসাইতে পারে। আপনি সভাতেই প্রার্থনা করিবেন, হয়ত আপনার খাতিরে কিছু লাভ হইতে পারে।"

মহা ক্রোধে "আচ্ছা আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া সুফিয়ান হাজরাত আলীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই বলিলেন,—"আবু বাকার সিদ্দিক গৃহে যাইব।"

প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিল—সেখানে কোন ফলই হইল না। মহামতি আবু বাকার সুফিয়ানের কথার ভাব বুঝিয়াই তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

আবু সুফিয়ান ক্রোধের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া হাজরাত ওসমান গৃহে আসিলেন। হাজরাত ওস্‌মান সমাদরে গ্রহণ করিয়া কথাবার্ত্তার পর যুদ্ধ স্থগিতের কথা উঠিতেই হাজরাত ওস্‌মান বলিলেন ঃ—

"আপনি কোরেশ দলের প্রধান দলপতি। আপনি মদিনার রাজসভা গৃহে হাজরাতের নাম অমর্য্যাদা, অবজ্ঞায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবে মুখে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আগুন জ্বলিয়া আপনাকেই ভস্মীভূত করিত। দূতের নাম-কবচে দেহখানি ঢাকিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই রক্ষা, তাহা না হইলে আজ এতক্ষণ আপনার সহিত আমার গৃহে কখনই কথা বলিতে পারিতাম না। আপনার দেহ মদিনার সাধারণ জনগণের পদতলে দলিত হইত। আপনি মক্কায় ফিরিয়া যাউন, আপনার কোন প্রস্তাব মদিনার সভায় গ্রাহ্য হইবে না। নিশ্চয় জানিবেন।

এস্‌লাম ধর্ম্মে সমুদায় কার্য্যের শৃঙ্খলা আছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচারপদ্ধতি দায়ভাগ উপদেশ, উপন্যাস ইত্যাদি সংসারে যাহা প্রয়োজন সমুদায় খোদাতালার কালামে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, মোস্‌লেমগণের সমুদায় কার্যপ্রণালী পবিত্র কোরানানুমোদিত। বুদ্ধির উপর ভিত বাঁধিয়া মোস্‌লেমেরা কোন কার্য্যই করে না। আপনি পৌত্তলিক—মাটির পুতুল পূজা করেন; এস্‌লামের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। আমার নিকট যে কথা উপস্থিত করিয়াছেন, মদিনায় কোন সভ্যের নিকট এইরূপ কোন কথা উপস্থিত করিলে বিশেষ অপদস্ত হইয়া তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন। যাহা হউক, আপনি মার্জ্জনা করিবেন। আপনার সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।"

আবু সুফিয়ান ক্রমে জ্বলিতেছেন, ক্রমেই তাঁহার মনের আগুন ক্রোধের আগুনে মিশিয়া হিংসা ক্রোধ দুই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেই, হাজরাত ওস্‌মানের গৃহ হইতে বাহির হইয়া স্বগত ভাবেই বলিলেন ঃ—

"মক্কায় যাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার ভয়ে যাহারা দেশত্যাগী হইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে—আজ আবু সুফিয়ানের সহিত তাহারা ঘৃণা করিয়া কথা কহিতে চাহে না। হায়রে সময়! সময় গুণেই সকল সহিতে হয়। আর কোথা যাইব? খেতাবের পুত্র ওমরকেও দেখিয়া যাই।"

পূর্ব্ব প্রথামত আবু সুফিয়ান হাজরাত ওমরের বাটীতে উপস্থিত হইলেই হাজরাত ওমর বলিলেন—

"আবু সুফিয়ান! তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর। তোমার সহিত আমার কোন কথা নাই। আমি পুতুল-পূজক খোদাদ্রোহী কাফেরের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না, একত্র একসঙ্গে বসিতেও বাসনা করি না। একটি কথা বলিয়া রাখি—কি জানি তোমার দুনিয়াতে যদি আর দেখা না হয়। কেয়ামতের দিন হাসরের মাঠে দেখা হইতে পারে, রণক্ষেত্রে মক্কার মাঠেও সাক্ষাৎ হইতে পারে। সে সময় তুমি মহাব্যস্ত থাকিবে। হাসরের ময়দানে আমি "লাওয়ায়ে হাম্‌দ" ঐশ্বরিক শান্তি-ছায়া নিয়ে—হাজরাতের চরণ-ছায়ায় শান্তি সুখভোগে থাকিব। রণক্ষেত্রে হয়ত তুমি আমার তরবারির ছায়ায় পড়িয়া নরক-নিবাসের অতিথি হইবে। সে সময় কোন কথা হইবে না। তাহাতেই এখন একটি কথা বলিয়া রাখি।

তোমরা নিজেও আহাম্মক, সয়তানের তাবেদার—তাহা না হইলে আপন ঘরের ঘরণী, রমণীগণকে শাসনে রাখিতে পার না? তোমাদের রমণী ওহদ যুদ্ধে কি নাচনটাই নাচিয়াছিল। তোমার রাক্ষসী স্ত্রী হেন্দা কি ভয়ানক রাক্ষসী কাণ্ড করিয়া মোস্‌লেমগণের মনে ব্যথা দিয়াছিল।

সে কথা কি তাহারা ভুলিয়াছে? আমার কথার ইতি হইল; তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও। না যাও, আমিই তোমার চক্ষুর আড়াল হইতেছি।" এই বলিয়া হাজরাত ওমর চলিয়া গেল।

আবু সুফিয়ানের ক্রোধের হৃদয়ে, জ্বালাযন্ত্রণানল দাউ দাউ করিয়া দেহ মন পোড়ার

সীমা এই স্থানে ইতি হইয়া, নম্রভাব ধারণ করিল। তিনি অতি বিনম্র ভাবে ভাল মানুষ সাজিয়া বিবি ফতেমার গৃহে চলিলেন। বিবি ফতেমার গৃহদ্বারে সঙ্কেত করিতেই, দ্বার উদঘাটিত হইল। আবু সুফিয়ান বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিবি ফাতেমা আবু সুফিয়ানকে অতি আদরে বসাইলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আবু সুফিয়ান সমুদায় বিবরণ বিবি ফাতেমার নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, –"আপনি হাজরাত মোহাম্মদ নিকট অনুরোধ করিলেই আমার আশা পূর্ণ হয়।"

বিবি ফাতেমা দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন–

"আপনি এতবড় বিচক্ষণ ও আমার মাননীয় গুরুজন। বিধর্ম্মী পৌত্তলিক এলাহির অংশিবাদী বিধর্ম্মী, তাহাতেই আপনাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে পারিতেছি না। আপনি কোরেশ দলের সর্ব্বপ্রধান দলপতি। আপনি আমাকে কি বুঝিয়া কি কথা কহিতেছেন? আর কোন জাহেলের মুখে শুনিলেও বা যাহা হউক। আপনার মুখে ঐ কথা শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি। মদিনার রাজকার্য্য সাধারণ সভার অধীন। সাধারণ সভার উপর একা হাজরাতের কোন হাত নাই। তিনি একজন সাধারণ সভ্য মাত্র। তাহার পর আমার পূজনীয় পিতার যাহাতে অমত, আমার মাথার মণি স্বামীর যাহাতে অমত, পূজনীয় আস্‌হাবগণের সকলেরই যে কার্য্যে অমত, আমি কি সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি? কখনই যাহা হইবার নহে, তাহা হওয়াইবার জন্য আমি অনর্থক উপরোধ করিয়া অপদস্থ হইব। আপন পায়ে কুঠারে আঘাত করিব কেন? আপনি জ্ঞান বৃদ্ধ প্রাচীন প্রবীণ হইয়া আমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন কেন?"

কথা হইতেছে এমন সময় হাজরাত হাসান, হোসেন–দুই ভ্রাতা মায়ের নিকটে আসিলেন। বালকদ্বয়কে মাতার নিকটে দেখিয়া আবু সুফিয়ান স্বকার্য্য সাধনের নূতন এক উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। বালকদ্বয়ের প্রশংসা গান করিয়া এক চাতুরি খেলিলেন। বিবি ফাতেমাকে বলিলেন।–

"আপনারা কেহই আমাকে আশ্রয় দান করিলেন না। আমি কায়মনে আপনার এই নয়নের পুত্তলি দুই সাহাজাদার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। তাঁহারা আমাকে আশ্রয় দান করিবেন। ইহারা দয়া প্রকাশ করিলেই আমার আশা পূর্ণ হইবে। তাঁহাদের অনুগ্রহের উপরেই আমার শেষ আশা।" এই কথা বলিয়া হাজরাত হাসান হোসেনের প্রশংসা-গীতি গাইয়া বিবি ফাতেমার মন অধিকার করিতে প্রয়াস পাইলেন। মায়ের সম্মুখে সন্তানের প্রশংসা করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মায়ের মন অবশ্যই গলিয়া যাইবে, কপটাচারী আবু সুফিয়ান ইহাই স্থির করিয়া প্রশংসার এক সুদীর্ঘ গাথা আওড়াইয়া হাসান হোসেনের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

বিবি ফাতেমা আবু সুফিয়ানের কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, কাহার নিকট কোন উপায় না করিতে পারিয়াই তোষামোদের ডালীভরা উপঢৌকন

আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। পুত্রের প্রশংসায় কোন্ মায়ের প্রাণ না পুলকিত হয়? কোন্ মাতা পুত্র প্রশংসাকারীর সুখ্যাতি বা তৎপতি সদয়ভাবে প্রকাশ না করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানকে ভালমতে জানি! আমি ও পাপীর কথায় ভুলিতেছি না। প্রকাশ্যে বলিলেন ঃ

"আপনি প্রবীণ প্রাচীন হইয়া পাগলের মত কথা বলিতেছেন। বালকের আশ্রয় ঘৃণার কথা। আপনি বরং উহাদের পিতার আশ্রয় গ্রহণ করুন। আপনার কার্য্যের ভাবই কি এই প্রকার? গোড়ায় কেটে আগায় ঝরা, আর লাথি মেরে পায়ে ধরা। আপনি বেশী কথা কহিতেছেন, কথাতেই কথা জন্মায়–

দেখুন! আপনার অনুগ্রহেই আমার পিতা দেশত্যাগী। আপনার ভালবাসাতেই তাঁহাদের জীবন শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আপনার অপার স্নেহের গুণেই এই নাবালকদ্বয়ের পিতার প্রাণের ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগেও প্রাণের শঙ্কা যায় নাই। আপনারই আদেশে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাতকগণ ছুটিয়াছিল। এমনি আপনার কড়া হুকুম যে, দেখা পাইলে ধরিয়া আনিবে না; কেবল মাথাটা মক্কায় লইয়া আসিবেন। কি করেন, দিবসে পাহাড় পর্ব্বতে জঙ্গলে আত্মগোপন, নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে মদিনার পথে গমন। যাইতে যাইতে রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে আবার জঙ্গলের আশ্রয়। এই প্রকার কষ্টে মদিনায় আসিয়াছিলেন। খোদাতালা যাঁহাদের রক্ষক তাঁহাদিগকে মারে কে? ভাবুন দেখি! আমার পিতার প্রাণবিনাশ জন্য কতই না কৌশল করিয়াছিলেন। আপনি যাঁহাদের প্রাণের অরি ছিলেন তাঁহারাই আজ মদিনায় প্রধান প্রধান পদলাভ করিয়া মান সম্ভ্রমে এলাহি কৃপায় নিশ্চিন্ত ভাবে রহিয়াছেন। আপনারা যে ভাবে আছেন তাহাও সময় সময় শুনিতে পাই। আপনি মদিনায় আসিয়াছেন কেন?

পবিত্র মদিনাবাসীরা যদি আপনাদের ন্যায় নিষ্ঠুর হইত, তবে মদিনা প্রবেশদ্বারেই আপনার দেহ দুই খণ্ডে ভাগ হইয়া এক খণ্ড মদিনায় থাকিত, কোরেশদিগের দেখিবার জন্য একখণ্ড মক্কায় চালান হইত। আপনার প্রাণের ভয় এখানে নাই। কারণ মদিনাবাসীরা বড়ই দয়ালু ও শান্তিপ্রিয়। আপনি যে কার্যেই আসিয়া থাকুন, মদিনার লোক আপনার স্বপক্ষে একটি কথাও বলিবে না। আপনাদের ব্যবহার, আপনাদের স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার–মদিনাবাসীর হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে,–অন্তরে জাগিতেছে। আপনারই অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ মদিনায় বাস করিতেছেন, আপনার সহিত কেহই দেখা করিবেন না। দেখা হইলেও নিতান্ত লজ্জার দায়ে না ঠেকিলে কথাই কহিবেন না। আপনি কাহার দ্বারায় কোন উপকার পাইবেন না। ধর্ম্মমতের মিল হয় নাই বলিয়া আপনারা কিনা করিয়াছেন; আপন রক্তের রক্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাদের প্রতি কত দৌরাত্ম্য কতই না অত্যাচার করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিবার আপনাদেরই পরিবার। কি দুঃখ কি লজ্জা! আপনাদের পরিবার প্রতি আপনারাই পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের জ্বালা যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া জন্মভূমির মায়া ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। অনেকে

আপনাদের অত্যাচারে টিকিতে না পারিয়া মদিনায় আসিয়াছেন। এখনও অনেকে আসিতেছেন। কথা মনে উঠিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কত স্ত্রীলোকের স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা হইতে চিরকালের জন্য চক্ষের আড়াল করিয়াছেন। রণক্ষেত্রে মোস্‌লেমগণ প্রাণ দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মৃতদেহগুলি আপনাদের আক্রোশ-আগুন হইতে রক্ষা পায় নাই। হায়! হায়! মনে করিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃই নরম মোলায়েম দয়া মায়ায় পরিপূর্ণ। সামান্য দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলেই চক্ষে জল পড়ে। কিন্তু আপনাদের স্ত্রীলোকেরা যে কি জাতি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। মানুষের জাত বলিয়া ত বোধই হয় না। কোন মানুষের জাত আপন আত্মীয় স্বজনের মরা লাশ, —যুদ্ধে কাটা মরালাশের বুকের উপর চড়িয়া, আপন হাতে ছুরি ধরে নাক কান ইত্যাদি নানা অঙ্গ টুকরা টুকরা করে কাটে? যাড়াশী দিয়ে চক্ষু খাসায়! আপনি যেমন কোরেশ দলে সকলের মাথার মণি! আপনার আদরের স্ত্রী হেন্দা বিবিও সেইরূপ বিবি দলে, সকলের মাথার মণি! শুধু মণি নহে— সোনায় জড়ান মণিময় অলঙ্কার। তাঁর পায়ে শত শত নমস্কার। তিনি সকলের বড় বলেই বড় বড় কাণ্ড করেন। হাজরাত আমির হাম্‌জা আপনারও মাথার মণি পূজ্যপাদ—সম্পর্কে গুরুজন। হেন্দাবিবি তাঁর মৃত দেহের উপরে গান গেয়ে নাচিতে নাচিতে চড়ে বসলেন। আর কি কল্লেন—বুকের উপর চড়ে বুক চিরে কলিজা বাহির করে চিরে চিরে শেষে মুখে তুলে দাঁতে চিবিয়ে রক্ত সরবৎ পান করে জিউজান ঠাণ্ডা কল্লেন। একি মানুষের কর্ম্ম—না মানুষের ধর্ম্ম? মৃতদেহ দেখ্‌লে কার না দুঃখ হয়? কার না কান্না পায়? পশুপক্ষীরা ফুটে কান্দিতে না পারুক, চক্ষে জল পড়ে। আত্মীয় স্বজনের প্রাণশূন্য দেহ দেখিলে,—অযত্নে ধুলায় পড়িয়া আছে নজরে পড়িল, তালে তালে নাচ আসে কোন্ পায়? কোন্ প্রাণে না কেঁদে গান গায়?

এসকল কথা কি মদিনাবাসীরা ভুলিয়াছে? আপনি সেই মদিনায় আপন গরজ সিদ্ধি—কাজ উদ্ধার জন্য আসিয়াছেন, আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার বুদ্ধিকেও শত ধন্যবাদ!—আমার কথা শুনুন, এখনি মদিনা হইতে চলিয়া যাউন। আপনাকে দেখিলেই পুরাতন কথা মনে উঠিবে,—রাগ জন্মাইবে; রাগীর আগ পাছ জ্ঞান থাকে না। আপনি এখনি চলিয়া যাউন—তিল পরিমাণ সময় এখানে থাকিবেন না, থাকিবেন না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বিবি ফাতেমা পুত্রদ্বয়কে লইয়া অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। আবু সুফিয়ানের মুখে কথা নাই। কিন্তু সমুদায় অঙ্গে আগুন জ্বলিতেছে। মনের আগুন দেহময় আগুন লাগিয়াছে। রোষ নহে, ক্রোধ নহে, মনের আগুন। বিবি ফাতেমার কথায় রোষ ক্রোধ সমুদায় দূরে গিয়া—অনুতাপ আগুনে পুড়িতেছেন,—দাউ দাউ করিয়া হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না,—সাধ্য হইল না;—বসিতে পারিলেন না। "মদিনায় আমার কেহ নাই। আমারই রক্তের রক্ত দেহ মাংসের অংশী তাহারা কেহই আমার নহে। আমার দোষেই আমার নহে। হৃদয়ের সার অংশে যাহার জন্ম তাহার নিকট, সেই কন্যা রত্ন নিকটে যাইয়া একবার দেখি। এখন এক মাত্র ভরসা কন্যা, আমার ঔরসজাত

কন্যা। জগৎ উল্‌টিয়া পড়িলেও পিতার ভালবাসা উল্‌টাইতে পারে না। পিতার বিরুদ্ধে চলিতে পারে না, বলিতে পারে না। পিতার দুঃখে না কান্দিয়া থাকিতে পারে না। যাই কন্যার নিকটেই যাই–"

আবু সুফিয়ান আপন ঔরসজাত কন্যা হবিবার মাতা হাজরাত মোহাম্মদের অন্য এক সহধর্ম্মিণী গৃহে চলিলেন। আবু সুফিয়ানের কন্যা বিধবা হইলে হাজরাত তাঁহাকে বিবাহ করেন। ঐ কন্যার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যার নাম হবিবা, তিনি কন্যার সেই নামেই পরিচিতা ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে হবিবার মাতা বলিয়াই ডাকিত।

আমরাও এইক্ষণে হবিবার মাতাই বলিব। আবু সুফিয়ান হবিবার মাতার গৃহে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন কন্যা একখানি বৃহৎ আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। বহুদিন পর পিতায় কন্যার দেখা, পিতা ভাবিয়াছেন কন্যা আমাকে দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিবে। দুই হস্ত বিস্তার করিয়া পদধূলি গ্রহণ করত আদর যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। পিতৃসম্বোধন করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে।

কি আশ্চর্য্য? হবিবার মাতা কিছুই করিলেন না। পিতাকে গৃহমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া অভ্যর্থনা জন্য দণ্ডায়মান হওয়া দূরে থাকুক, নড়াচড়া করিয়া দেহভার সরাইয়া একটু সরিয়াও বসিলেন না। পিতৃদেবকে পিতঃ সম্বোধন করিয়া শীতল করিবেন কি? জিহ্বাটাও নড়িল না।

আবু সুফিয়ান ভাবিলেন, কন্যা হয়ত আমাকে চিনিতেই পারেন নাই। বহুদিন পরে দেখা, আমিও হঠাৎ উপস্থিত, বোধ হয় চিনিতেই পারেন নাই। কন্যার উপবেশনাসনেই আরও একজনার বসিবার স্থান খালি আছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ঐ আসনে বসিতে উদ্যোগী হইলেই, হবিবার মাতা অতি ত্রস্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন–

"এ আসনে বসিবেন না, আপনি এ আসনে উপবেসন করিবেন না। আপনি এই আসন ছুইবার উপযুক্ত নন্। কি করি প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম্ম অগ্রে রক্ষণীয়–পূজনীয়–মাননীয়। আপনি হয়ত ভাবিয়াছেন আপনাকে আমি চিনিতে পারি নাই। মহা বিপদে পড়িয়া–পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে হইল। খোদাতা'লা মার্জ্জনাকারী।

পিতঃ! মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে চিনিতে পারিয়াও অভিবাদন করি নাই, সন্তানের কর্ত্তব্য কার্য্য যাহা তাহা আমি করিতে পারি নাই। ভক্তির পরিচয় দেই নাই; পিতার পদ চুম্বন করিয়া পদধূলি মস্তকে লইতে পারি নাই; স্থূল কথা–ঔরসজাত কন্যা হইয়া জন্মদাতা পিতার সম্মান রক্ষা করি নাই। কেন করি নাই তাহাই অগ্রে বলিতেছি। এই আসনে বসিতে বাধা দিলাম কেন তাহা শেষে বলিব।

শুনুন পিতঃ! ধর্ম্মই অগ্রে রক্ষণীয়। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি জীবন অস্ত হয় সে জীবন ধন্য। জন্মদাতার গৌরব। যিনি দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, প্রসবসময় কত যন্ত্রণাই না ভোগ করিয়াছেন, সে জননীর উদরের সার্থক। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরম কারুণিক খোদাতা'লা এক, তাঁহার কোন অংশী নাই। তাঁহার পিতা মাতা

নাই। তিনি কাহার পিতা মাতা নহেন। তিনি অদ্বিতীয়। দুনিয়া—আকাশ পাতাল—চন্দ্র সূর্য্য—তারা বায়ু—জীবজন্তু কীটপতঙ্গ প্রাণী সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। আপনি তাহা স্বীকার করেন না। আপনাদের হাতগড়া, মনগড়া ঈশ্বর। সেও একটী দুটি নয়—অনেক। কেহ পুরুষ, কেহ নারী, কেহ বালক, কেহ যুবতী। আপনাদের কোন কোন ঈশ্বর সপরিবারে পূজাগৃহে আসন পাতিয়া রহিয়াছেন। কেহ ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, শাশুড়ী, ভগ্নী লইয়া একসঙ্গে আছেন। কিন্তু একটীরও জ্ঞান নাই, জীবন নাই, প্রাণ নাই;—কোন শক্তি নাই। সকলের অঙ্গই পাথর অথবা মাটির,—রক্তমাংস হাড়ের নাম কাহার গায়ে নাই। তাহারা কিছুই জানিতে পারে না—বুঝিতেও পারে না। আপনারাই সম্বন্ধ পাতাইয়া খাড়া করিয়াছেন। সেই সকল মাটির অথবা পাথরের পুতুলকে পূজা করেন। তাহাদের আহারের যোগাড় করিয়া সম্মুখে রাখিয়া দেন। বলুন ত পিতঃ। এতকাল কত যত্নে ঠাকুর দেবতার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া—খাদ্যদ্রব্য, কত আদরে কত ভক্তিভরে তাহাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। কোন দিন এক বাটী দুধ,—কি একটা মেঠাই কি কোন খাদ্য হাতে তুলিয়া মুখে দিয়াছে,—কি কেহ মুখে তুলিয়া দিলে চিবাইয়া পেটে দিয়াছে বলিতে পারেন?—এত ভুল যাহাদের—তাহাদিগকে মানুষ বলি কি প্রকারে? এমন জীব যাহারা তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করা ত হইতেই পারে না, —ঘৃণার চক্ষে তাহাদের মুখ দেখিলেও পাপ! খোদাতায়া'লাকে ভুলিতে অথবা তাঁহাকে ছাড়িয়া জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে না মানিয়া, যাহারা পাথর পূজা করে তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করা, তাহাদের দুঃখে সুখে সঙ্গী হওয়া মহাপাপ। কাজেই আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না। এখন এই আসনে বসিতে না দেওয়ার কথা শুনুন; —দেখুন! যাঁহার জন্য সমুদায় জগতের সৃষ্টি—যিনি খোদাতায়া'লার হাবিব, প্রেরিত পুরুষ—পরগম্বর —যাহার মুখে এলাহি "কালাম" (বাণী) প্রকাশ।—লক্ষ লক্ষ পৌত্তলিক দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া যাঁহার নিকট পরকাল উদ্ধারের পথ পাইতেছে—জগৎময় যাঁহার সুখ্যাতির ঘোষণা হইতেছে, —যাঁহার প্রচারিত এস্‌লাম ধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা আরবের চতুর্দ্দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে—বিজয় নিশান উড়িয়া জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই হাজরাত মোহাম্মদ (দঃ) আমার পূজনীয় স্বামী।—তিনি সময় সময় এই আসনে উপবেশন করেন। তাঁহার আসনে আপনার উপবেশন করা ত হইতেই পারে না। আপনার ন্যায় খোদা-দ্রোহী ইহা ছুঁইবারও অধিকার নাই। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। এ আসনের নিকট দণ্ডায়মানও থাকিবেন না। এই গৃহে হাজরাতের পদধূলি পড়িয়া থাকে, --তাঁহার পদধূলিপতিত স্থানে এস্‌লামধর্ম্ম দ্রোহীর পদস্পর্শ কি পদদলিত হওয়া কখনই উচিত নহে। মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনি এস্থান হইতে চলিয়া যাউন। আপনাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে—আপনার পরিণাম ভাবিয়া অন্তরে আঘাত লাগিতেছে। আপনি এখানে থাকিয়া আমার মনের অশান্তি—হৃদয়ের বেদনা আর বৃদ্ধি করিবেন না। মার্জ্জনা করুন, আমিই আপনার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছি।

হবিবার মাতা অন্য স্থানে গমন করিলে আবু সুফিয়ানও বিষাদবদনে গৃহ হইতে বহির্গত

হইয়া পথে আসিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"আমি পৌত্তলিক;—ইহাদের ধর্ম্মের বিরোধী, তাহাকেই সকলের চক্ষে পশু হইতেও অধম। বিবি ফাতেমার কথায় আমার ক্রোধ হয় নাই, মনেও ব্যথা পাই নাই, অনুতাপ হইয়াছে। হবিবার মাতার কথায় জ্ঞান জন্মিল। সত্যিই কি আমরা—হবিবার মাতার কথা-মত—নরাধম।

এখন কোথায় যাই? ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আলী—তাহার গৃহেই পুনরায় যাই। হবিবার মাতার কথায় আমার মন একবারে দমিয়া গিয়াছে। আলীর গৃহেই যাই। তাহার মত অনুসারেই কার্য্য করিব।—দেখি কোন ফল হয় কিনা?"

হাজরাত আলী আবু সুফিয়ানকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেও পূর্ব্ব হইতে অধিক সমাদরে ঘরে লইয়া বসাইলেন। আবু সুফিয়ান বলিলেন—

"আমার স্বপক্ষে একটি কথাও কেহ বলিল না, যে কার্য্যে আসিয়া ছিলাম তাহার কিছু হইল না।"

হাজরাত আলী বলিলেন—

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোস্‌লেমদিগের ধর্ম্ম এক, কর্ম্ম এক, দেহ ভিন্ন হইলেও ধারণা এক, বিবেক বুদ্ধি এক।—একতাগুণে সকলেই এক। একটি গুপ্ত কথা আজ আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। —আপনার অবিদিত কিছুই নাই। পুরুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আমি হাজরাতের পয়গম্বরীতে মনের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করি। আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন বিবি খাদিজা। আপনি মদিনার প্রত্যেক মোসলমানের পরীক্ষা করুন। ধর্ম্মের ব্যবহারে ধর্ম্মের বিচারে ধর্ম্মের প্রচারে, সকলেরই একমত—একই কথা। এস্‌লাম ধর্ম্মের কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা প্রকাশ করিতেছি, যদিচ আপনার অবিদিত কিছুই নাই, এস্‌লামের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ—শক্তি, এলাহির কৃপায় অন্তরে প্রবেশ করিলে, দৃঢ়রূপে তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মে,—আমার কথাই বলিতেছি। "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদার রাসুলল্লাহ" বাক্যের অর্থ ভাব, বর্ণে বর্ণে আমার হৃদয়ে বসিয়া গেলে, আমি যেন নবজীবন ধারণ করিলাম। পাপ-তাপ-দুঃখ শোক, আমা হইতে যেন পৃথক্ হইয়া গেল। এক এলাহির ভয় ভিন্ন আর কোন ভয় আমার মনে স্থান পাইল না। সেই সাহসেই হৃদয়ের বলে আপনাদের ধর্ম্মের প্রকাশ্য বিরোধী হইলাম। এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিয়া খোদাতালার প্রতি নির্ভর করিলাম। তাহার পরেই আমাদের প্রতি আমাদের অত্যাচার। হাজরাত মদিনায় আসিলেন, কয়েকদিন পরে আমিও আসিব, আপনারা জানিতে পারিয়া আমার প্রাণবধের ঘোষণা করিলেন। দিনের বেলায় পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া থাকিতাম, রাত্রে ঘোর অন্ধকারে আরব ভূমি ঢাকা পড়িলে পথে চলিতাম। কোনদিন পর্ব্বতের আড়ালে থাকিয়া উলঙ্গ অসিহস্তে কোরেশ যুবদলকে আমার নাম করিয়া মহারোষে অশ্ব ছুটাইতে দেখিতাম। আপনার সঙ্গীরা বলিতে বলিতে যাইত—কৈ সে দুষ্ট আলী—কৈ সে পৈতৃক ধর্ম্মলোপকারী? ধর পামরকে! এক আঘাতে পামরের শরীর দুই খণ্ড কর। যাবে কোথা—চালাও অশ্ব!

খোদা যাহার সহায়, তাহার লয় কোথা? এলাহির প্রতি নির্ভর করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে যে কার্য্য সফল হইবেই হইবে। আপনি মদিনায় আসিয়া সকলি দেখিলেন। কোন প্রকারে কোন সন্দেহই রহিল না।

আর একটি কথা বলিতেছি–আপনি একপ্রকার ঘরাও কথার ন্যায় আপনার আমার আত্মীয় স্বজন নিকট কথা ভাঙ্গিয়াছেন মাত্র। যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে প্রকাশ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহই আপনার কথা গ্রাহ্য করেন নাই।"

"পরের কথা কি বলিব। আপন ঔরসজাত কন্যা হবিবার মাতা তাহার বসিবার আসনের পার্শ্বে আমাকে বসিতে দিল না। কারণ মোহাম্মদ সব সময় সেই আসনে উপবেশন করেন।"

"স্ত্রীলোকেরা মনের সরল বিশ্বাসে কার্য্য করে। বিশেষ মোস্‌লেম রমণীরা কপটতা জানে না। ধর্ম্মকেই সর্ব্বসার মনে করিয়া ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করে। কার্য্যোদ্ধার জন্য আমাদিগকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিতে হয়– তাঁহারা খাঁটি ধর্ম্মমতে কথা কহে, চলাফেরা করে। শাস্ত্রে আছে প্রতিমা পূজকের সহিত কথা বলিতে নাই,–কোন সংস্রব রাখিতে নাই,–তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতে নাই। তাহারা তাহাই করে। সরল হৃদয়ের সরল ব্যবহারে দোষ ভাব কি? নারীহৃদয়ে সৎ ভাবের অপবাদ কি? নিন্দার কথাই বা কি?

শুনুন! যে কথা বলিতেছিলাম। আপনি কোরেশদলের নিকট হইতে যে কার্য্যভার লইয়া মদিনায় আসিয়াছেন, তাহার কি করিলেন? তাঁহাদের অভিমত কার্য্য–তাহাদের মনোগত ইচ্ছারই পরিপূরণ আপনি করেন নাই। যদিও কয়েকজনের নিকট যুদ্ধস্থগিত রাখা–জেহাদ ঘোষণা প্রত্যাহার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কি ফল পাইবেন? সে কথা কেবল একটা গল্পের মত কথা হইয়াছ;– আপনার মনের কথা জানাইয়াছেন মাত্র। তাহাতে ত আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধান হয় না। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের কিছুই করা হয় নাই। যাহাদের নিকট বলিয়াছেন তাহারা সভ্য? হইতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সভার সভ্য।–সভায় আপনার প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিলেন কৈ?"

"তবে কি তুমি সাধারণ সভায় প্রস্তাব করিতে পরামর্শ দেও?"

আমি পরামর্শ দেই না। আপনার প্রস্তাব গোচর করা না করা আপনার ইচ্ছা। যে প্রণালীতে আপনি বাড়ী বাড়ী দুঃখ জানাইতেছেন, মক্কার কোরেশদিগের এরূপ ইচ্ছা নহে।" এই কথা বলিয়া হাজরাত আলী উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আবু সুফিয়ান স্বীয় বিশ্রাম স্থানে আসিতে আসিতে স্থির করিলেন–আলীর কথার আভাস পাইলাম–সাধারণ সভায় আমার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া উচিৎ আদেশের প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য।

।। অষ্টম মুকুল।।

দর্পহারী দয়াময় জগৎপ্রভু, জয় জগদীশ্বর কাহারও দর্প গর্ব্ব অহঙ্কারের সহায়তা করেন না;—দেখিতেও পারেন না। তাঁহার নিকটে কাহার দর্প থাকে না। দম্ভহারীর কৌশলে সমুদায় দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বাতাসে উড়িয়া যায়। রণদর্পিত মহাযোদ্ধার যুদ্ধদর্প সময়ে ধ্বংস হইয়া মাটির মানুষ করিয়া দেয়। রাজার শক্তি, ঐশ্বর্য্য দর্পও কালে বিলয় হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রূপসীর রূপ যৌবন—গৌরব কুসুম মাধুরিও সময়ে পরিশুষ্ক আদর্শনীয় হইয়া ঘৃণার সঞ্চার করে। সূর্য্য চন্দ্রের অপূর্ব কিরণদর্পও রাহুর আক্রমণে চূর্ণ হইয়া যায়। মহা জলধির কল্লোল ধ্বনিও কালে বালুকাস্তর দূর হইয়া বারিশূন্য করিয়া দেয়। অস্থায়ী মানবের আবার দর্প কি? ভাবীজ্ঞান অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ আদম সন্তানের অহঙ্কার কি? এইত কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ানের এত দর্প এত অহঙ্কার কি হইল? অতি অল্প সময় মধ্যেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

পাঠক ঐ দেখুন। কোরেশ দূত, মদিনার সাধারণ সভায় প্রার্থীদিগের দণ্ডায়মান স্থানে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান। প্রথমদিন সভাগৃহে যেরূপ আদর অভ্যর্থনা মর্য্যাদার আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজ সেরূপ নহে। আজ সভা বসিয়াছে। সভাপতি, সম্পাদক এবং সভ্যগণ উপস্থিত—যথোপযুক্ত আসনে আসীন। যেমন অন্য অন্য ভূপাল মহামান্য নরপতি সম্রাট সাহ সাহানসাহ দরবারে, শস্ত্রধারী প্রহরী প্রতিহারী, নাকিব চোবদার ইত্যাদি দণ্ডায়মান থাকে, ভিন্ন দেশীয় দূত প্রার্থনা সময়ে যে প্রকারে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা জানায়, ঐ দেখুন! মক্কা নগরের কোরেশদূতও সেই প্রথার সভার নিয়ম রক্ষা করিয়া প্রার্থনা জানাইতে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান। দূত আবু সুফিয়ান সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, হাজরাত মোহাম্মদ সভাস্থলে উপস্থিত হন নাই। তবে একখানি মূল্যবান বৃহৎ আসন শূন্য রহিয়াছে। সভ্যগণমধ্যে অধিকাংশ সভ্যই তাঁহার আত্মীয় স্বজন, প্রধান প্রধান কার্য্যকারক সম্পাদক সকলেই মক্কানিবাসী। আক্ষেপ! মনে মনে শত আক্ষেপ ভোগ করিয়া মনে মনেই বলিলেন—কার্যগতিকে বুদ্ধির দোষে ইহাদিগের নিকট প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইল।

সভার সম্পাদক আসন হইতে উঠিয়া সভ্যগণসমীপে অতি উচ্চভাবে দূতবরের পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"মাননীয় দূতবর! মদিনার মহামান্য স্বাধীন সভার নিকট আপনার প্রার্থনা বক্তব্য যাহা থাকে প্রকাশ করুন। সভা আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিতে এবং উপযুক্ত বোধ করিলে এখনই মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন।"

দূতবর অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন—

"সন্ধির কথা, দ্বিরুক্তি মাত্র। আমরা সন্ধি ভগ্ন করিয়াছি। সভার পক্ষ হইতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা হইয়াছে। মক্কাবাসী সমগ্র কোরেশগণের বিনীত প্রার্থনা,—সভা অনুগ্রহ

করিয়া আপাততঃ কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া জেহাদ ঘোষণা প্রত্যাহার করুন। আমরা–"

দূতবরের মুখের কথা মুখে রহিল, সমুদায় সভ্যগণ,–উপস্থিত নগরবাসী দর্শকগণ–মহা উত্তেজিত ভাবে কেহ দণ্ডায়মান কেহ হস্ত উত্তোলন, কেহ, আসন ছাড়িয়া–কেহ একটু অগ্রসর হইয়া একযোগে সতেজে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "না–না–না–তাহা হইবে না, যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে না। ঘোষণা প্রত্যাহার হইবে না।" সভ্যগণ দূতের আর কোন কথাই শুনিতে প্রস্তুত নহেন প্রকাশ করিলেন।

সম্পাদক পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন–

"তবে দূতবরের প্রস্তাব সভার মতে অগ্রাহ্য হইল?"

পুনরায় সমস্বরে "অগ্রাহ্য–অগ্রাহ্য–সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য–"

সম্পাদক দূতবরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

"আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। এখন আপনি বিদায় হইতে পারেন। দূতবর সভা হইতে বিদায় হইলেন। তখনই মক্কা অভিযান বিষয় মীমাংসা হইয়া দিন নির্দ্ধারিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

।। নবম মুকুল।।

কি চমৎকার দৃশ্য! মদিনা নগরবাহিরে মোস্‌লেম বাহিনী। লোহিতবর্ণে রঞ্জিত, চন্দ্রতারা অঙ্কিত জাতীয় পতাকা প্রত্যেক দলের অগ্রভাবে ঊর্দ্ধে উড়িয়া বাহিনীর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। পথপরিষ্কারক অগ্রগামী সৈন্যদল কুঠার কাটার কোদাল সাবল আকর্ষণী ভারে ভারে লইয়া অগ্রে অগ্রে ছুটিয়াছে। তাহাদের অগ্রে অগ্রে সন্ধানী চর, কেহ ছদ্মবেশে–কেহ দ্রুতগামী অশ্বে–কেহ পদব্রেজে–সম্মুখে বামে দক্ষিণে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। পথ পরিষ্কারক সৈন্যদলের বহু পশ্চাতে, ধানুর্ব্বাণধারী ধানুকিদল, তৎপশ্চাতে বর্শাধারী সৈন্যশ্রেণী। তাহার পর মুষল–মুদগরধারী বলিষ্ঠকায় যোধগণ। তৎপরেই যমদূত সদৃশ অশ্বারোহী সৈন্যদল–শ্বেত অশ্বোপরি শ্বেত পরিচ্ছদধারী সজ্জিত বীরগণ লোহিতাশ্বশ্রেণীতে লোহিতবর্ণ পরিচ্ছদধারী সজ্জিত বীরবাহু বীর সকল। এই প্রকার কৃষ্ণ, মিশ্রবর্ণ, শ্বেত লোহিতে জড়িত, কৃষ্ণ লোহিতে চিত্রিত ধূসর ধূমল পাটলবর্ণের শ্রেণী অশ্বদলে অশ্ব বর্ণের সহিত রণদুর্ম্মদ সৈন্যগণ বসন-ভূষণের সংযোগ দৃশ্য অতি মনোহর। তাহার পর রণবাদ্য নাকারা-দুন্দুভি বাঁশরী ইত্যাদি বাজনার তালে তালে অশ্ব সকল সওয়ার পৃষ্ঠে করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। হয়শ্রেণীর গ্রীবাশোভিত জড়িত কেশররাজি হেলিতেছে দুলিতেছে। বল্‌গার আকর্ষণ বিকর্ষণ সঙ্কেত ইঙ্গিতে বাজিরাজি নাসিকাদ্বয় ঈষৎ কম্পিত বিস্ফারিত কুঞ্চিত সহিত বিকট শব্দে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। অশ্বারোহী বীরদিগের বীরবপু বর্ম্মে আবৃত। রজতপারিজাত সুমার্জ্জিত লৌহ ও অন্য অন্য ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্মের শিরস্ত্রাণের খচিত বসন এবং শাণিত অস্ত্র-শস্ত্রের

চাক্‌চিক্যে দর্শকের চক্ষে, বিনা ঘটাইতেই অশনির চমক বোধ হইতেছে। তাহাদের সুবর্ণরজতের নক্ষত্রাঙ্কিত আধ বিধুখচিত কোদণ্ড সকল,—মার্জ্জিত সুদৃঢ় কৌশিক-জ্যা আশ্রয়ে বামে দুলিতেছে। হেমরাগে রঞ্জিত বিষয়সংযুক্ত সুতীক্ষ্ণবাণপূরিত তূণীর সকল, পৃষ্ঠোপরি পেটিকা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া স্থির ভাবে রহিয়াছে। প্রত্যেকের আঁটা কটীবন্ধে কাটার খঞ্জার ইত্যাদি গুপ্ত অস্ত্র সকল পিধানে দেহ লুকাইয়া যেন মুখখানি বাহিরে রাখিয়া উঁকি মারিয়া মক্কানগর কতদূর দেখিতেছে। বর্শাধারী বীরগণ বীররসপূরিত জাতীয় সঙ্গীত সমস্বরে রণবাদ্যের সহিত স্বর মিশাইয়া গাইতে গাইতে চলিয়াছে। আকর্ষণী অস্ত্রধারী যোধ সকল, আকর্ষণীদণ্ড স্কন্ধে করিয়া পবিত্র কোরান শরীফের পদ সকল উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে পাঠ করিতে করিতে যাইতেছে। তৎপর রেশম সূত্র নির্ম্মিত নানা আকারের ফাঁসরজ্জুহস্তে ফাঁসুড়িয়া সৈনিক দল "আল্লাহ্ আকবার" "জয় এস্‌লামের জয়" রব করিতে করিতে নাচিতে কুঁদিতে যাইতেছে।

এইদল পরেই অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ভারবাহী উষ্ট্রদল। প্রতি উষ্ট্রের উপরে এক এক সওয়ার অশ্বারোহী ন্যায় উটপৃষ্ঠে জীন চড়াইয়া রেকাব ঝুলাইয়া দীর্ঘ বল্লব দণ্ড হনন ভাবে ধারণ করিয়া চলিয়াছে। সমস্বরে জয় এস্‌লামের জয় করিতে করিতে লম্ফে ঝম্ফে মক্কাভিমুখে ছুটিয়াছে। এই দলের পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দূরে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সুরঞ্জিত মনোনয়ন মুগ্ধকর বাহিনী। কি দৃশ্য! কি চমৎকার দৃশ্য! বলিহারি এস্‌লামের শক্তি! দ্বিগুণ ত্রিগুণ বলিহারি যাই মোস্‌লেমগণের রুচি ও হৃদয়ের বল!!

ভীমকায় সজ্জিত অশ্বোপরি আসন। সুন্দর সুকান্তি বিশিষ্ট তরঙ্গ অঙ্গে মণি মানিক্যখচিত, মতি পান্না জড়িত অশ্বাভরণ। অশ্বগণের মস্তকোপরি রজতপত্র শোভিত রজত দলে বেষ্টিত হেমময় কোরক। অশ্বগলায় রজতের গোলাবপত্রের মালা—সঙ্গে বড় বড় মুক্তার সমাবেশ। কারু-কার্য্য-খচিত সবুজবর্ণ মখ্‌মলের জীন। চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত সুবর্ণময় ঝালর। রেকাবদলে পদদ্বয়ে লম্বিত। হস্তে বল্‌গা। মস্তকে মণিমুক্তখচিত শুভ্র শিরস্ত্রাণ। বর্ম্ম চর্ম্মে দেহ আবৃত। সুগঠিত দেহ বিশাল বক্ষবিস্তারে বীরদর্পে অথচ অতি বিনম্রভাবে চলিয়াছেন। দেহময় অস্ত্র। দক্ষিণে বামে যথোপযুক্ত শাণিত অস্ত্র সকল অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া রহিয়াছে। কোন কোন অস্ত্র বস্ত্রাবরণে গুপ্তদেহে, কালান্তক কালসদৃশ, —মাত্র অক্ষিদ্বয় বহির্গত করিয়া যেন শত্রুর অন্বেষণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পাহাড়ী বিদুইন সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া হাজরাত মোহাম্মদ মস্তফা (দঃ) রণবেশে পবিত্র কোরাণ মজিদের পদাবলী সুমধুর কণ্ঠে পড়িতে উষ্ট্র আরোহণে যাইতেছেন। হাজরাতের পবিত্র বদনের জ্যোতি, আজ দ্বিগুণরূপে উদ্ভাসিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ণ তেজে পূর্ণমাত্রায় স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্ময় ভাব দর্শকের চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। জগতের কোন শক্তিই যেন আজ হাজরাতের দৃষ্টিশক্তির নিকট স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতেছে না! ভারবাহী উষ্ট্র সকল হাজরাতের শরীররক্ষী বিদুহন সৈন্যমণ্ডলীয় পশ্চাতে কাতার বাঁধিয়া আসিতেছে। চালকগণের সুমিষ্ট বাঁশরী শব্দে উষ্ট্র শ্রেণীর মনের আনন্দে বাহিনীর পশ্চাৎ চলিতেছে। মদিনার এই

মোস্‌লেমবাহিনী একদিনের পথ ব্যাপিয়া মক্কার পথে চলিয়াছে।

হাজরাত মোহাম্মদের পিতৃব্য হাজরাত আব্বাস মক্কায় বাস পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে মদিনায় আসিয়াছেন। পথিমধ্যে দেখা—হাজরাত মোহাম্মদ পর্য্যন্ত হাজরাত আব্বাসের সংবাদ প্রকাশ হইলে, হাজরাত মোহাম্মদ মহা সন্তুষ্ট হইয়া মহাজ্ঞানী পূজনীয় পিতৃব্যকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া সমুদয় অবস্থা জ্ঞাত হইলেন। পিতৃব্য পরিবারগণকে মদিনায় পাঠাইয়া পূজনীয় পিতৃব্যকে সঙ্গে করিয়া মক্কাভিমুখী হইলেন।

মক্কার অনেক কথা—উপস্থিত সময়ের অবস্থা, অনেক আবশ্যকীয় বিষয়, হাজরাত আব্বাস নিকট জ্ঞাত হইলেন। যুদ্ধ সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

পাঠক! মোস্‌লেমবাহিনী বীর দাপে মনের উল্লাসে মক্কার দিকে যাইতে থাকুন, আমরা দূতবর আবু সুফিয়ানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

মদিনার সেই সাধারণ সভাগৃহ হইতে তাহাকে বিদায় করিয়াছি, কোন্ পথে কি প্রকারে মক্কায় আসিয়া কি করিলেন—তাহার সন্ধান লইতে হইতেছে।

মক্কাবাসী কোরেশগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে দলপতি আবু সুফিয়ান কৃতকার্য্য হইয়াই আসিতেছেন। আবু সুফিয়ান আসিতেছেন শুনিয়া কোরেশগণ তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিবেন। এমন একটি কঠিন কার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিতেছেন, মনের আনন্দে সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছেন। একদল কোরেশ দূতবরের অভ্যর্থনা হেতু নগরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান কোরেশগণ মন্ত্রণা করিলেন যে—দূতবর যখন প্রকাশ্য সভাকর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া মদিনায় গমন করিয়াছিলেন। আমরাও সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ্যে সভায় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিব। এবং মদিনার অবস্থা—মোহাম্মদের অবস্থা আর আর সকলের ব্যবহার, হবিবার মাতার আদর অভ্যর্থনা যত্ন সেবা ও ভক্তির কথা প্রকাশ্য ভাবে শুনিব। প্রত্যেকেরই শুনিতে ইচ্ছা, প্রকাশ্যে সভায় সকলে একত্র বসিয়া শুনিলে কাহার আক্ষেপ থাকিবে না। সংবাদের পর সংবাদ আসিতেছে। নগরের সীমায় দূতবরের আগমন—তৎপরেই সংবাদ আসিল দূতবর নগরে প্রবেশ করিয়াছেন।

এদিকে কোরেশগণ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সভা করিয়া বসিয়াছেন। দূতবরের উপবেশন জন্য মূল্যবান বৃহৎ একখানি নির্দ্দিষ্ট আসন মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। সময়ে দূতবর দলবল ও রক্ষিগণ সৎকারে কোরেশগণের প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইলে—প্রবীণ, প্রাচীন বহু মান্যাস্পদ কোরেশদলপতিগণ একত্র হইয়া দূতবরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করিলেন। দূতবরের মুখের ভাব, সঙ্গিগণের ভাবভঙ্গি শুষ্ক মুখ দেখিয়া অনেকের মনেই সন্দেহ হইল। কৃতকার্য্যের লক্ষণ ত এরূপ নহে। লাবণ্যবিহীন শুষ্ক বদন ত মঙ্গলের চিহ্ন নহে। ভাসা ভাসা চক্ষু কোটরগত—ইহাও ত সুলক্ষণ মধ্যে গণ্য নহে। নিস্তেজ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস হা-হুতাশ—এ আভাসও ত মঙ্গললক্ষণ নহে। আর কতক্ষণ? আবু সুফিয়ান আর কতক্ষণ নীরবে থাকিবেন? বলিতে লাগিলেন, দুঃখিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। আমার ভ্রম; শত প্রকারে ভ্রম। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার একটি কথাও সত্য নহে। আমি হাজরা (একটু থামিয়া)—আমি মোহাম্মদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার একটি বর্ণও ঠিক নহে, সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি মোহাম্মদকে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। আমার ধারণাও অন্যায় ধারণা ছিল না। কারণ মোহাম্মদ আমাদেরই বংশের—কোরেশ অঙ্গের অঙ্গ, কোরেশ রক্তই তাহার দেহে সঞ্চারিত। আমরাও যেমন, সেও তেমনি। আমাদের অবস্থা, আমাদের ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাব স্বভাব, মনুষ্যত্ব, মজ্জা শক্তি, বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা সকলই আমাদের মতই হইবে; কিন্তু তাহা নহে। মদিনায় যাইয়া যাহা দেখিলাম সংক্ষেপেই বলিতেছি—

মোহাম্মদ আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের অপেক্ষা মান সম্ভ্রমে বহুগুণে উচ্চ, অতি উচ্চ স্থানে তাহার আসন। তাহার উচ্চ আশা, উচ্চ চিন্তা—ক্ষমতা বল, দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। সৈন্য সামন্ত রণসম্ভার রণসজ্জার কথা কি বলিব? যতদূর উচ্চভাবে হইতে পারে—মোসলেমরা তাহা সংগ্রহ করিয়াছে। কাহার দ্বারা কিছুই হইল না। যাহার ভরসা অধিক করিয়াছিলাম—যে কন্যার আশাতেই একপ্রকার আশ্বস্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইব মনে স্থির নিশ্চিত, এমন কি ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া গিয়াছিলাম, সে কন্যার কথা আর কি বলিব, তাহার সে ভাবই নাই;—পূর্ব্ব ভাবের কোন ভাবই তাহাতে নাই। কেবল নাক নক্সা মুখের আকৃতি গঠনে, পূর্ব্ব ভাবের ছায়াটা মাত্র আছে; কিন্তু ধর্ম্মভাবে সেই একপ্রকার নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। আমার কন্যা তাহাতেই চিনিলাম, অপরের চক্ষে কিরূপ হইত বলিতে পারি না। তাহার কথাবার্ত্তা সকলি উচ্চ অঙ্গের। স্থূল কথা, কাহার দ্বারা কিছুই হইল না; মদিনার রাজনৈতিক ব্যাপারে, রাজশক্তি পরিচালন ক্ষমতায়, যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধি বিষয়ে, নির্দ্দিষ্ট রূপে কোন এক ব্যক্তির হস্তক্ষেপণ করিবার অধিকার নাই। আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার! মোহাম্মদ এমনই স্বার্থত্যাগী, লোভবর্জ্জিত, সমাজহিতৈষী, স্বদেশের উন্নতিকামী, সে সমুদায় রাজ্য ধন ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও সমস্তই সাধারণ হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। সামান্য কার্যভারও স্বহস্তে রাখেন নাই। সমুদায় ভার সাধারণ সভার উপরে অর্পিত। যাহা করেন সাধারণ সভা। দেশের সামান্য একটি কার্য্য ভারও নির্দ্দিষ্টরূপে কাহার হস্তে নাই। সাধারণ সভার অভিমত না হইলে কোন কার্য্যই হয় নাই। সভার অনুমোদিত কার্য্যকলাপে বাধা দিতে কাহার সাধ্য নাই। সভা যে মত প্রকাশ করিবেন তাহাই সর্ব্বত্র বলবৎ হইবে। আমার প্রস্তাব সভায় উপস্থিত হইলে, চতুর্দ্দিকে হইতে সভ্যগণ বিষম উত্তেজনা সহিত উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন, —না—না কখনই হইবে না, যুদ্ধবন্ধ থাকিবে না। ঘোষণা—প্রত্যাহার হইবে না; কখনই হইবে না। দূতবরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য। তখনি সভার সম্পাদক সভার কার্য্য বিবরণী পুস্তকে সভার অভিমত লিখিয়া স্পষ্টভাবে পাঠ করিলে উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজন সভ্য তাহাতে নামসহি করিলেন। আমার প্রতি সভ্য ত্যাগের আদেশ হইল।"

এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। সভ্যস্থ কাহার মুখে কোন কথা নাই। সকলেই যেন কাষ্ঠের

পুতুল। আবু সুফিয়ান সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—এ সময় নীরব থাকাই ভাল—অন্য কোন সময় বিশেষ সাবধান সতর্কে এ বিষয়ের আলোচনা করিব;—বিলম্ব করা হইবে না। কারণ মোস্‌লেমগণ সাজসজ্জা করিয়া যমদূতের ন্যায় বীরদর্পে আসিতেছে, বোধ হয় সপ্তাহকাল আর স্থির থাকিতে দিবে না। আমাদের কর্ত্তব্য বিষয় বিশেষ নির্জ্জনে সুস্থির করিতে হইবে। এই কথার পর সভ্যভঙ্গ হইল, কোরেশগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কোরেশ হিতৈষী কোরেশ দল, নগরের অন্য অন্য দলের মান্যগণ্য মধ্যে দূতবরের অভ্যর্থনা জন্য যাহারা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা একই পথে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেছেন। পথিমধ্যে কাহার সঙ্কেতে কে দাঁড়াইলেন তাহার কোন নির্ণয় নাই, তবে একস্থলে কয়েকজন দণ্ডায়মান হইতেই তাঁহাদের দলস্থ অন্য অন্য যাহারা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কে দাঁড়াইতে বলিল, কেন দাঁড়াইলেন, তাহার ভাব কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন।

দণ্ডায়মান অবস্থায় একজন নগরবাসী বলিলেন—

"ভাই সকল! কোরেশদিগের মনের ভাব বুঝিয়াছ ত? আমাদের সর্ব্বদলের প্রধান দলপতি মদিনায় যাইয়া, হাজরাত মোহাম্মদের ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ দর্প গর্ব্ব আর নাই। মদিনায় গিয়া বোধ হয় শুধু মোহাম্মদ বলিতে পারেন নাই। শুনিয়াছ ত? প্রথম হাজরাত মোহাম্মদের নাম বলিতেই "হুজরত" কথাটা কয়েক দিনের অভ্যাস বসে মুখ হইতে স্বভাবতঃ বাহির হইতেই—আর বলিলেন না। "হজর" পর্য্যন্ত বলিয়াই আর বলিলেন না। চাপিয়া গলাধঃ করিয়াই,— মোহাম্মদ এমন মোহাম্মদ তেমন বলিতে লাগিলেন। সেও যেন না বলিলে নয় সেইভাবে। কথার ভাবে বোধ হইল, যেন যেখানে গিয়া অধিক পরিমাণে অপদস্থ হইয়া আসিয়াছেন। মোস্‌লেমদিগের বলবিক্রম যুদ্ধসাজ দেখিয়া আমাদের প্রধান দলপতি একেবারে দমিয়া গিয়াছেন। এখন উপায় কি তাহারই মন্ত্রণা। সেও নির্জ্জনে। করুন তাঁহারা মন্ত্রণা নির্জ্জনে। নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারেন ভালই। কিন্তু ভ্রাতাগণ! আমরা কিসে রক্ষা পাইব, কি উপায়ে আমাদের ধন প্রাণ সন্তান-সন্ততি পরিজনগণ রক্ষা পাইবে তাহার ত কোন কথাই তাঁহারা বলিলেন না। এখন বুঝিলাম। কামাল আপন প্রাণ সামাল। এখন বুঝিলাম, যার যার তার তার। এখন বুঝিলাম, আপনি বাঁচিলে বাপ মায়ের নাম। যার ভাল সে বুঝুক, আপন পথ আপনি দেখুক। আমরা এখন হাল ছাড়িয়া দিলাম, তোমরা পার, —পার হও, শক্তি থাকে কিনারায় লাগাও, না পার মাঝদরিয়ায় ডুবে মরো। যদিও আমাদের দেশে দরিয়া নাই, তরির চলন নাই—কথাতেই কথা আসে। না হয় অন্য লোকালয় না পাও, বালুকারাশির মধ্যে ডুবিয়া যাও। এখন কার সাহায্য কে করে? যুদ্ধ হইলে আমাদের আদর হইত, মোস্‌লেমদিগকে পরাস্ত করিবার সাহস থাকিলে আমাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইত, নির্জ্জনে গুপ্তসভার কথা মুখে আসিত না। এখন আমাদের

ভাবনা আমাদিগকেই ভাবিতে হইতেছে। আমাদের রক্ষার উপায়—আমাদিগকেই দেখিতে হইতেছে।

ভ্রাতাগণ! হাজরাত মোহাম্মদের গুণকীর্ত্তন যখন আবু সুফিয়ানের মুখে প্রকাশ হইয়াছে, তখন আর সন্দেহের কারণ নাই। কোন অংশেই তিনি অসম্পূর্ণ নহেন। স্পষ্ট বলিতেছি কোরেশগণের এখন কোন ক্ষমতা নাই। তাহারা নিজের প্রাণ লইয়া অস্থির। হয় নগর ছাড়িয়া পলাইবে, আর না হয় হাজরাত মোহাম্মদের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিবে, প্রভু! রক্ষা কর, আমরা অপরাধী। আমরা তোমারই স্বগণ। তোমারই পদে আত্মসমর্পণ করিলাম। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তাহার পর যাহা হইবে তাহা বুঝিতেই পার।

এইত গতবারে হাজরাত মোহাম্মদ মক্কায় আসিলে যাহারা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ঠাকুরদেবতাগণকে ঝাঁটা মারিয়া আপন আপন ঘর হইতে দূর করিয়া দিল; কোরেশরা তাহাদের কি করিল? আর ঠাকুরদেবতাগণই বা কি করিলেন? এখনও আস্তাকুড়য় চিতপাত্ হইয়া পড়িয়া আছেন। কৈ কিছুই ত করিতে পারিলেন না! তাহারা বেশ আছে। কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, দিব্বি ঘর সংসার করিতেছে।

আমরা নিতান্তই অবোধ। আমরা কি করিলাম। এতদিন কোরেশদিগের অনুগত থাকিয়া শেষে মারা পড়িলাম। ঠাকুরদেবতার কথা আর কি বলিব। তাঁহাদের পদে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কপালে কাল দাগ পড়িয়াছে, কিছুই হইল না। কাল দাগ মাত্রই সার হইল। মনের কথা আর গোপন করিব না। ও সকল মাটীর পুতুলের কোন ক্ষমতা নাই। তবে কাবাগৃহের দেবতা,—বড় দেবতা,—তাঁহাদের কি ক্ষমতা আছে বলিতে পারি না। এত অপমান, এত মারামারি কাটাকাটিতেও যখন তাঁহারা আপন সেবকদলের প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিতেছেন না, তখন চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাধ্য শক্তি আছে কিনা তাহাও বলিতে পারি না। না থাকাই যেন বোধ হয়। কারণ তাঁহারা মোস্‌লেমদিগকে তা কিছুই করিতে পারিলেন না?

ভাই সকল! প্রতিজ্ঞা কর। ঈশ্বরের নাম করিয়া প্রতিজ্ঞা কর। হাজরাত মোহাম্মদ মক্কা নগরে যদি আসিতে পারেন, আসিলেই আমরা তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিব। কোরেশদিগের মুখের দিকে আর চাহিয়া থাকিব না। মাটীর পুতুলের দিকেও আর চাহিব না। ইহাই আমাদের স্থির সংকল্প। নগরবাসিগণ সকলেই এই কথায় সম্মত হইয়া মহানন্দে স্ব স্ব গম্যপথে গমন করিলেন।

।। দশম মুকুল ।।

মোসলেমগণ সুখ স্বচ্ছন্দে, আনন্দ উৎসাহে, বীর বিক্রমে মক্কা যাইতেছেন। এবারে যাত্রীর বেশ নহে, তীর্থ দর্শনের ভাব নহে, নিরস্ত্র নহে,—সকলেই সশস্ত্র সজ্জিত। কোন প্রকারে সন্দেহ নাই, —বাধা বিঘ্নের কথা নাই, অমঙ্গল আশঙ্কার কোন চিহ্ন নাই, —বায়ু অনুকুল। প্রকৃতি যেন এস্‌লামের জয়, সুখ্যাতিচিহ্ন, সুখ-সম্ভার সহিত হাসিতে হাসিতে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথ দেখাইয়া গমনে সুযোগ করিয়া দিতেছেন। অনুকূল বায়ু সম্মুখের ধূলিরাশি কঙ্কর কণা আবর্জ্জনা উড়াইয়া লইয়া অগ্রে অগ্রে দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণিবায়ু রূপে ছুটিয়াছে। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবর মোহাম্মদ খালেদের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলায় সকলেই মনের আনন্দে মহাসুখে যাইতেছেন। মক্কার সীমা নিকটবর্ত্তী। সম্মুখের অচলশ্রেণী পার হইলেই নগরের সীমা—কিঞ্চিৎ দূরেই নগরপ্রবেশ—সিংহদ্বার। সম্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেই মক্কা নগরের সৌন্দর্য্য, সৌধমালার পারিপাট্য, নগরের মনোহর দূরদৃশ্য সহজেই নয়নগোচর হয়। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত। মোহাম্মদ খালেদের ইচ্ছা—সমুদয় সৈন্য একত্র সমবেত করিয়া নগরে প্রবেশ করেন। বিশেষ সম্মুখস্থ অচলশ্রেণী পার হইতেই দিবাকর অস্তাচলে গমন করিবেন। ঘোর সন্ধ্যা সম্মুখ করিয়া শত্রুনগরে প্রবেশ যুক্তিসিদ্ধ নহে। অদ্য এইস্থানে থাকিয়া বিশ্রাম,—নিশাযাপন করাই শ্রেয়ঃ।

হাজরাত মোহাম্মদ (দ) প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ-বাক্য যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তাঁহার অভিমতেই মত প্রকাশ করিলেন। তখনি প্রধান সেনাপতির আদেশ,—গমন নিষেধ সাঙ্কেতিক বাজনা—বাঁশরি দামামা বাজাইয়া বিশ্রাম আদেশ প্রচার হইল। অভিযানের প্রতি বিভাগের প্রধান প্রধান কার্য্যকারগণ, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আদেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারিগণ যথোপযুক্ত স্থানে স্থানে শ্রেণীমত বস্ত্রাবাস সকল নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারবাহী পশুদিগের স্থান ও আহারের সংস্থান— সৈন্য সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারিগণের শয়ন উপবেশন স্থান সকল সংগঠন হইলে, তখন দ্বারে দ্বারে প্রহরিগণ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণের আদেশে কত প্রকাশ্য কত অপ্রকাশ্য গুপ্ত প্রহরিদল তাঁহাদের বিবেচনা মত যথাযথ স্থানে রক্ষিত হইল। কত গুপ্তসৈন্য ছদ্মবেশে শিবিরের চতুষ্পার্শে স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সংগোপনে স্বকার্য্য সাধনে সতর্কে রহিল। কয়েকদল চতুষ্পার্শে দূরে অদূরে সন্ধান লইতে নানা বেশে গমন করিল। সন্ধ্যা হইতে হইতে বালুকাময় প্রান্তরে যেন এক নগর বসিয়া গেল। সূর্য্য অস্তমিত হইলেই শিবিরের চতুর্দ্দিকে অন্ধকারে ঘেরিল। বৃহৎ বৃহৎ প্রদীপ সকল জ্বলিতে লাগিল। সান্ধ্যোপসনার ধূম পড়িয়া গেল। উপাসনার পর স্ব স্ব বস্ত্রাবাসে সৈন্যাধ্যক্ষগণ, প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ, শ্রেণীভেদে সৈন্যগণ, কেহ বিশ্রাম, কেহ গল্প, কেহ আহারের যোগাড়, কেহ কেহ কোরেশদলের কথা লইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। হাজরাত মোহাম্মদ মস্তফার (দ) বস্ত্রাবাস সৈন্যাবাসের মধ্যস্থিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বেই চক্রাকারে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের বাসাবাস। হাজরাতের বস্ত্রাবাসের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে কালান্তক কাল সম, বেদুইন সৈন্যদিগের খাড়া পাহারা—তাহার পর অশ্বারোহী প্রহরিদলের সর্ব্বদা গতিবিধি—এবং বিশেষ লক্ষ্য। সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদের বস্ত্রাবাস হাজরাতের বিশ্রামগৃহের একপার্শ্বে। এবং সর্ব্বপ্রধান বিচারক হাজরাত ওমরের বস্ত্রাবাস অপর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে। মধ্যস্থানে হাজরাত আব্বাছ হাজরাত মোহাম্মদের মাননীয় পিতৃব্যের বস্ত্রাবাস—হাজরাত ওমরের সমশ্রেণীতে নহে; একটু পশ্চাতে কিন্তু অতি নিকটে।

হাজরাত মোহাম্মদ খালেদ যেরূপ সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, হাজরাত ওমর বিচারবিভাগে সকলের শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কোরাণ মজিদের বিধানানুসারে সর্ব্বপ্রকার বিচারভার হাজরাত ওমরের হস্তে। তাঁহার বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তিনি যথোচিত বিধানে শাস্তি প্রদান করেন; এমন কি শিরশ্ছেদনের উপযুক্ত হইলে শিরশ্ছেদ করাইতে পারেন। স্বহস্তে অপরাধীর শিরশ্ছেদ করিতে পারেন। আর কাহার অভিমত অনুজ্ঞা অনুমোদনের অপেক্ষা করে না। হাজরাত ওমর কর্ত্তব্যকার্য্যে বিশেষ তৎপর ও সুদৃঢ় কিছুতেই বিচলিত হইবার নহেন।

পাঠক! মোস্‌লেমবাহিনী সুখে নিশা যাপন করুন। চলুন আমরা কোরেশগণের গুপ্ত সভার তত্ত্ব লইয়া সভার স্থানটা দেখিয়া আসি।

মোস্‌লেমবাহিনীর রণবাদ্যধ্বনি, কালবিনাশক সুবৃহৎ তূর্য্যধ্বনিবৎ শ্রবণে মহা বিত্রাসিত হইয়া মক্কাবাসী কোরেশগণ এবং অন্য অন্য অধিবাসিবৃন্দ গুপ্ত সন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন, হাজরাত মোহাম্মদ অতি নিকটে। হয়ত নিশীথ সময়েই নগরে প্রবেশ করিবেন। আর না হয় নিতান্ত অনুগ্রহে জন্মভূমির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাত্রি প্রভাতে অতি প্রত্যূষেই নিশ্চয় নগরে প্রবেশ করিবেন। কে কোথায় যাইবে, কি করিবে!—ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কোরেশদলের অন্তরে যাহাই থাকুক প্রকাশ্যে অটল। গুপ্তসভার আয়োজন—নিশীথ সময়ে গুপ্তসভা বসিবে। নগরের অন্যান্য অধিবাসীরা এ সভায় উপস্থিত থাকিবেন না। এ গুপ্তসভায় যোগ দিবার অধিকার তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। মাত্র কোরেশদলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্যই এই সভা। নির্জ্জনে এই সকল কথার মীমাংসা করিতেই অতি নির্জ্জনে সভার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন

নির্জ্জন গুপ্তস্থানে সভা। কোথায় সে নির্জ্জন স্থান? সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান?—বিশেষ সন্ধান না করিয়া সভাস্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। মক্কা নগরে পাহাড় পর্ব্বতের অবধি নাই। সুতরাং গিরিগুহারও অন্ত নাই। কাহার গৃহপ্রাঙ্গণে কি গৃহ অভ্যন্তরে কখনই এ সভা বসিবে না। কারণ এ সকল স্থান নির্জ্জন নহে। তবে কি কোন গিরিগুহায় সভার স্থান নির্ণয় হইয়াছে? বোধ হয় তাহাই হইবে। আসুন পাঠক! আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। পর্ব্বতগুহায় অগ্রে সন্ধান করি। পাঠক! ঐ দেখুন! সম্মুখে "ওকবা" গিরি। বামপার্শ্বে অতি উচ্চ আরফাত পর্ব্বত। ঐ "শাফা মারওয়া'র উচ্চ শিখর। রাত্রি দ্বিযাম অতীত—ঘোর অন্ধকার। আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়াছে : দিক্‌সকল পরিষ্কার। জগতের অন্য অন্য খণ্ডের ন্যায় বায়ুভরে খণ্ড খণ্ড মেঘ সকল ছুটিয়া তারকারাজির সমুজ্জ্বল ছটাবিভাসে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে—তাহা নহে। এদেশে মেঘমালার নামসূত্র কিছুই নাই। কস্মিনকালে যুগযুগান্তর পরে—কখনও কখনও ঘনরূপ দেখিয়া কেহ চক্ষু জুড়াইতে পারে। আকাশ সর্ব্বদা পরিষ্কার—স্বাভাবিক রূপ, স্বাভাবিক বেশ। অন্ধকার মধ্যে তারকামালার আভা তর তর ভাবে নিম্নে আসিতেছে। কোন তারার দীপ্তি আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আবার কোন তারা যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া তীরবেগে চক্ষের নিমেষে ভূ-ভাগের দিকে ছুটিয়া আসিতে

আসিতে নির্ব্বাণ হইয়া অন্ধকারে বিলীন হইতেছে। এই সকল স্বাভাবিক ঘটনায়, যৎসামান্য আলোকরশ্মি যাহা চক্ষের ছায়ায় পড়িতেছে, তাহাই দেখা যাইতেছে, যেন কয়েকজন লোক "ওকবা" গিরির দিকে ত্রস্তপদে যাইতেছে।

আসুন পাঠক! ঐ সঙ্গে আমরাও যাই—ঐ যাত্রিগণের পশ্চাৎই অনুসরণ করি। দেখি তাহারা কোথায় যায়! যদি কোন কথা কহে তাহাও শুনিতে পাইব।

সত্য সত্যই তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যাইতেছেন। একজন বলিলেন—

"প্রকাশ্য, গোপন, নির্জ্জন, গুপ্তপরামর্শ করিয়া আর কি হইবে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। নগরবাসীদিগের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কতক পরিমাণ মক্কাবাসী এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এবারে মোহাম্মদ মক্কায় আসিলে, যাহারা দোমনা আছে তাহারা কেহই আমাদের দলে আর থাকিবে না। মোহাম্মদ দশসহস্র সৈন্যসহ মহাবিক্রমে যুদ্ধসাজে আসিতেছেন। সেবারের ন্যায় তীর্থদর্শনার্থে অস্ত্রশূন্য খালি হাত পায়ে আসিতেছেন না! এবারের আসা, শক্ত আসা—মহা আড়ম্বর। এবারে মস্তক অবনত করিয়া সামান্য দীন দুঃখীর ন্যায় আসিতেছেন না। এবারে মস্তক উন্নত —বক্ষবিস্তার—রণসাজ: —চক্‌মকে পোশাক। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শুনিয়াছি—নগরের নিকটই রহিয়াছেন। বেশী দূরে নহে। প্রভাত হইতে হইতে দিনপতির উদয়ের সহিত, মোস্‌লেম বাহিনী বেষ্টিত সহিত মোস্‌লেম অধিপতি এই নগরে পূর্ণশক্তিসহ পূর্ণ প্রভায় দেখা দিবেন। কোরেশদিগের আর কল্যাণ নাই!"

আর একজন কহিলেন—

"কল্যাণ আর কোথা হইতে উড়িয়া আসিবে। যেমন করিয়াছি তেমনই পাইব। আগে করিয়াছি, এখন ভুগিব। জগতের নিয়মই এই প্রকার। জয়ের পরেই ক্ষয়। বাড়াবাড়ি করিলেই হামাগুড়ি দিতে হয়। অধিক উৎপাত করিলেই চিৎপাৎ হইতে হয়। উপরে ঘাটাইলেই নীচে লুটাইতে হয়। নাগরিকদল ত কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। যেই মদিনার সৈন্যবাহিনীর আগমনজনিত তুরি ভেরী ডঙ্কার ধ্বনি শুনিবে, অমনি স্ত্রীপুত্র সহ দৌড়িয়া মোহাম্মদের চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ভক্তির সহিত অকপটে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোস্‌লেমদলে মিশিয়া যাইবে। নগরের অনেকের—সত্যই কোরেশদলের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বগণ মধ্যে দেবদেবী প্রতি অনেকেরই বিশ্বাস নাই। কাবাগৃহের বড় বড় দেবতাদিগের প্রতিও আর আস্থা নাই। দেবতারা মানবাকারে কি ভীষণ বীভৎসাকারে গঠিত হইলেও কাহার মনেই যেন কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। সকলেই যেন বুঝিয়াছে — কোরেশদলের প্রধান প্রধান মহাজ্ঞানী লোকদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছেন, —হাতগড়া ঠাকুর দেবতার কোন ক্ষমতা নাই। নগরের অধিবাসিগণই যখন দেবদেবীর বিরোধী, মোহাম্মদের পক্ষ, তখন আর আমাদের আশা কি? নির্জ্জনে গোপনে গুপ্তসভায় আর লাভ কি? তবে একেবারে গড়াইয়া পড়িলে পূর্ব্বপুরুষের নাম থাকে না—কোরেশবংশের মর্য্যাদা থাকে না, তাহাতেই বুঝি একটা ছলনার আভাস—নির্জ্জন সভার অধিবাস।"

"তা যাহাই করুক—যাহাই হউক, পৌত্তলিক ধৰ্ম্ম আর মক্কায় থাকিবে না—থাকিতে পারে না। মক্কায় কেন? বুঝি আরবেই আর থাকে না। আরবই বলি কেন? যেরূপ দেখিতেছি, সমগ্র জগতে ইস্‌লাম ধৰ্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধৰ্ম্মই থাকিবে না। যে ধর্ম্মের এত বল, এতদূর অসীম শক্তি সে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফল কি?"

তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন—

"ভাল কথা! আবু সুফিয়ানকে আজ দেখিতেছি না কেন? মদিনা হইতে ফিরিয়া আইসার পর তাহার যেন সেই এক প্রকার উদাস, নিরাশ ভাব হইয়াছে। পূৰ্ব্বমত মোস্‌লেম বিরোধী ভাবের আর সে তেজ যেন নাই। দর্প গর্ব্ব গৌরব গরিমার নাম নাই, জাতীয় জীবনে যেন জীবনী শক্তি নাই। মোহাম্মদের দুর্নাম রটাইতে যেন আর বাসনা কামনা, শক্তি সামর্থ্য ইচ্ছা নাই। সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব; নিস্তব্ধ ভাব। সৰ্ব্বদা চিন্তিত, মলিনমুখ দুঃখভার সহিত চিন্তিত দুঃখিত। মনে মনে কি একটা প্রশ্নের মীমাংসার যেন অন্য অন্য চিন্তা সাংসারিক সামাজিক কার্য্যকর্ম্মে একেবারে বীতরাগ—বিরত বিস্মৃতি। লোকটা যেন ভাবিতে ভাবিতে আধমরা হইয়া গিয়াছে। উৎসাহ উদ্যম চেষ্টায় কে যেন কিসের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। এখনি দেখিবে, সভায় আসিলে স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে। বিবেচনা বোধ শক্তি থাকেত বুঝিতেও পারিবে।

"—সভায় আসিলে ত বুঝিতে পারিবে? দেখিলে ত জানিতে পারিব?"

"—তাহারই উদ্যোগে নির্জ্জন সভ্য, তাহারই গুপ্ত পরামর্শ মত গুপ্ত সভার আয়োজন, সে আসিবে না? এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহারই কথা। বুঝিলে এখন?"

আমরাও বুঝিলাম। ইহারা কোরেশ। "ওকবা" গিরিদিকে যাইতেছেন। "ওকবা" গিরিগুহা অতি প্রশস্ত, অতি নির্জ্জন। এই "ওকবা" গিরিগুহাতেই এস্‌লাম ধৰ্ম্ম প্রকাশ্যে প্রচারে সূত্রপাত সভা হইয়াছিল। হাজরাত মোহাম্মদের সহিত মদিনাবাসীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিশীত সময়ে এই ওকবাগিরি গুহাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। *

কোরেশ দল "ওকবা" গিরিদিকেই চলিলেন। "ওকবা" গিরিগুহার দ্বারে দ্বারে প্রহরী বসিয়াছে। গুহার অভ্যন্তরে দীপ সকল জ্বালিত হইয়া গুহার অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছে। ক্রমেই কোরেশ দল আসিয়া একত্র হইলেন। প্রবীণ প্রাচীন, প্রৌঢ় যুবক, কোরেশ দলের মধ্যে যাহারা জন্মভূমির মায়া মর্য্যাদা বুঝিতেন, যাঁহারা ধর্ম্মের মৰ্ম্ম মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, সারতত্ত্ব বুঝিতেন, পৌত্তলিক এসলামে পার্থক্য প্রভেদ বুঝিতেন, তাঁহারা সকলেই এই ঘোর অন্ধকার রজনীতে "ওকবা" গুহায় একত্র হইলেন। সভা আরম্ভ হইল।

একজন প্রধান দলপতি বলিলেন—"কৈ? আমাদের সর্ব্বপ্রধান দলপতি যাঁহার প্রস্তাবে সভা—তিনি কৈ?" সকলেরই মনে তখন আবু সুফিয়ানের কথা মনে পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে কথা উঠিল "সত্যই ত দেখিতেছি—আবু সুফিয়ান এ পর্য্যন্ত আইসেন নাই। ইহার

৩য় সর্গ মদিনার গৌরব দেখ।

কারণ? এমন দীর্ঘসূত্রী, অলসভাব ত তাঁহাকে কখনও দেখি নাই? এমন গুরুতর কথার মীমাংসা—তাঁহারই প্রস্তাব। তিনি অনুপস্থিত—অর্থ কি? কি আশ্চর্য্য কথা! জাতি মান ধর্ম্ম একদিকে, আর প্রাণ একদিকে। কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা রক্ষা করিতে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারই স্থির সিদ্ধান্ত করাই এই নিশীথ সভার উদ্দেশ্য। আবু সুফিয়ান অনুপস্থিত! অমঙ্গল যখন আসিতে আরম্ভ করে তখন চতুর্দ্দিক হইতে আসিতে থাকে।"

আবু সুফিয়ানের বাটীর নিকটস্থ এবং বাটীস্থ আত্মীয় স্বজনগণ মধ্যে যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন—"আমাদের সকলের অগ্রে তাঁহার সেই বিশ্বাসী প্রিয় ভৃত্য সহকারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছি যে তিনি আমাদের বহু অগ্রে "ওকবায়" আসিয়াছেন। এমন দেখিতেছি তিনি এখানে আইসেন নাই। হয়ত কোন কার্য্যে—পথে কোন স্থানে বিলম্ব হইয়াছে। —এখনি আসিবেন।

প্রধানপক্ষ হইতে একজন বলিলেন—"আবু সুফিয়ান একটু বিলম্বে আসুন—কি নাই আসুন—তাহার বিলম্বে আগমন—কি অনাগমন জন্য কার্য্যের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে। মোহম্মদ দশ হাজার যমদূত সম বিদুইন সৈন্যসহ একপ্রকার নগরের দ্বারে উপস্থিত—সম্মুখের পর্ব্বত কিছু নয়। সে পর্ব্বত পার হইতেই কতক্ষণের কাজ! নগরের দ্বারেই মোহাম্মদ সজ্জিত দশ হাজার সৈন্যসহ রণসাজে বীরদাপে উপস্থিত,—ভাবুন এখন কি করা কর্ত্তব্য!"

কেহ বলিলেন—

"আর কর্ত্তব্য কি? মোহাম্মদের পদতলে পড়িয়া অপরাধ মার্জ্জনা, প্রার্থনা করিয়া ধন প্রাণ রক্ষার উপায় করাই কর্ত্তব্য।"

আর একজন বলিলেন—

"তাহাতে রক্ষা পায় কৈ? জীবন রক্ষা হয় কৈ? এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ মোহাম্মদকে প্রেরিত পুরুষ অর্থাৎ পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিলে ত—প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা?"

"সেই ত শক্ত কথা!—ধর্ম্ম লোপ করিয়া প্রাণ রক্ষা!"

৪র্থ ব্যক্তি বলিলেন—

"এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই কি মোহাম্মদ আমাদিগকে ছাড়িবে? তাহার প্রতি আমরা কত অত্যাচার করিয়াছি, তাহার জীবন পর্য্যন্ত শেষ করিতে কতবার চেষ্টা করিয়াছি—সে সকল কথা কি তাহার মনে নাই? মোস্‌লেমদিগকে ধ্বংস করিতে—এস্‌লাম ধর্ম্ম জগৎ হইতে একেবারে দূর করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কৌশলে অত্যাচার করিতেও কোন অংশে বাকি রাখি নাই। আমরা মোস্‌লেমগণের মনে যে আগুন ক্রমাগত জ্বালাইয়া আসিতেছি—তাহারা কি আমাদিগকে না দেখিয়া, তাহাদের মনের আগুন নির্ব্বাণ না করিয়াই ছাড়িয়া দিবে?"

২য় বক্তা পুনঃ বলিলেন—

"তুমি ভুল বুঝিয়াছ, —ভুল বলিতেছ। এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকারেই

শত্রুতা ভাব, হিংসার ভাব পরস্পর থাকে না। পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ করিয়া মোস্‌লেমেরা তাহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করে না। এই ত আশ্চর্য্য গুণ। হাজার শত্রুতা থাক্, মনে মনে গরমিল থাক্, যেই এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকপট চিত্তে ভক্তি ভাবে "কালেমা" উচ্চারণ করিল, অমনি পরস্পর ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি, পূর্ব্বভাব—কোথায় কোন্ পথে চলিয়া গেল, তাহার নাম গন্ধটুকুও থাকিল না। তখনি গলায় গলায় মিলন, তখনি প্রণয় প্রেম ভাবে আলিঙ্গন। তখনি বন্ধুত্ব—তখনি একাত্মা—একপ্রাণ।"

"এ কথা যদি সত্য হয়—তবে ভাই তোমার যুক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি। কারণ ঠাকুর দেবতার মধ্যে যাহা আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।"

নবাদল মধ্যে কয়েকজন কোরেশ, ক্রোধে আগুন হইয়া মহা গোলযোগ করিয়া উঠিল। একজন যুবা আগে বাড়িয়া হস্ত নাড়া দিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া উচ্চ কণ্ঠে কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিল;—

" কোন্ পাগলে তোমার এ কথায় সায় দিবে? কোন মূর্খ কাপুরুষ আহাম্মক তোমার এই কথায় সম্মত হইবে? প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমরা পৈর্তৃক ধর্ম্ম ছাড়িব না। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর, আমরা মোহাম্মদের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব না। প্রাণ যাইবে—ধর্ম্ম ত আর যাইবে না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিব।"

"জন্মভূমির স্বাধীনতা যাহা রক্ষা করিবে, তাহা আবু সুফিয়ানের অনুপস্থিতেই বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের জন্মভূমি বলিয়া যে দাবী দাওয়া আছে, মায়া মমতা আছে, মোহাম্মদের তাহা অপেক্ষা বেশী দাবি আছে। আমাদের যেমন জন্মভূমি, মোহাম্মদেরও সেইরূপ। জন্মভূমির কথা ছাড়িয়া দাও। বাকি থাকিল এক ধর্ম্ম? ধর্ম্মের জন্য টানা হেঁচ্‌ড়া, প্রাণের আশঙ্কা—এত ভয়ের মধ্যে থাকিয়া লাভ কি? বিশেষ মোহাম্মদ যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য—ঈশ্বর এক। দেবদেবী কিছু নয়,—সত্যই মাটির পুতুল। এস্‌লাম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, —আমরা সেই ধর্ম্মই গ্রহণ করিব।"

"তাহা কর, ওহে তাহা কর। আমরা স্বাধীনতা ধনে উপেক্ষা করিয়া মোহাম্মদ-মস্তকে রাজমুকুট পরাইব না। এ প্রাণ দেহে থাকিতে মোহাম্মদের পদে জন্মভূমির একপাদ ভূমি অর্পণ করিব না। প্রাণ থাকিতে পবিত্র জন্মভূমিকে মদিনাবাসীর পদতলে দলিত হইতে চক্ষে দেখিব না।"

" মোহাম্মদ হইল আপন! আর মদিনাবাসীরা হইল পর?"

দুই দলে তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইল। মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে চলিতে শেষে অস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইল। কোরেশগণ সর্ব্বদাই অস্ত্রধারী। কেহই অস্ত্রশূন্য নহে। নির্জ্জন গুপ্তসভা—এইক্ষণে দৈব অনুকূলে, আপন আপন স্বজন স্বগণ, আত্মীয় বন্ধু সহিত মতদ্বৈধে, চঞ্চল ঝলকে কোরেশ তরবারী—কোরেশ রক্তে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল।

একদলের প্রধান কোরেশ একজন, আপন দলস্থ আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন, —"ভ্রাতাগণ!

আমরা বড়ই ভ্রম করিতেছি। অস্ত্র সকল কোষে আবদ্ধ কর। এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের এই উপস্থিত বিপক্ষ নরাধম বিধর্ম্মিগণকে, এই অস্ত্রের সহায়ে নিপাত করিব। এস্‌লাম ধর্ম্মের বিধানানুসারে আমাদের অধিক পুণ্যসঞ্চয় হইবে। আমরা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যদি এই সকল নারকী বিধর্ম্মী কাফেরের হস্তে মারা যাই, তাহা হইলে বিনা বিচারে স্বর্গে গমন করিতে পারিব। আজিকার রাত্রিটা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে, আগামী প্রত্যুষেই মোহাম্মদের দেখা পাইব। যেই দেখা অমনি আত্মনিবেদন, —ধর্ম্মগ্রহণ; সেই মুহূর্ত্তেই এই উলঙ্গ অসি নাচাইয়া ইহাদের মস্তক হরণ করিব। চল, আমরা নরাধম পশুদিগের সংস্রব হইতে দূরে যাই।" এই বলিয়া পৌত্তলিক বিরোধী কোরেশ দল, নির্জ্জন সভা-গুহা হইতে অতি ত্রস্তপদে প্রস্থান করিলেন। অন্যপক্ষে হো! হো! শব্দে হাতে তালি দিয়া উচ্চ হাস্যে গিরিগুহা কম্পিত করিল। "জয় লাত গোরির জয়। জয় দেব দেব হাবল দেবের জয়!" বার বার উচ্চনাদে ঘোষণা করিয়া লম্ফঝম্প করিতে লাগিল। আরও বলিল, "এই সূচনা! দেবতাদের জয়ের এই প্রথম নমুনা। ওহে ভায়ারা! রাত্র প্রভাত হইলেই সম্পূর্ণ জয়—সম্পূর্ণ জয়—সূর্য্যদেবকে দেখাইব। মক্কার আধিবাসিগণকে দেখাইব।

আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের ৩৬০ দেবতার নামে অঙ্গীকার;—প্রাণ থাকিতে মোহাম্মদের পদানত হইব না। তাহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব না,—এস্‌লাম ধর্ম্মও গ্রহণ করিব না। —এই প্রতিজ্ঞা। ঘরের দ্বারা বন্ধ করিব না, —আত্মগোপন করিব না। বসিয়া থাকিলেও প্রাণ যাইবে, অস্ত্র লইয়া বিপক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেও প্রাণ হারাইতে হইবে। যুদ্ধ হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিলেও জ্ঞাতি-শত্রু হস্তে নিশ্চয় জীবন যাইবে, জ্ঞাতিগণ একা একা সহজে কিছুই করিতে পারিতেন না। মোস্‌লেমগণ তাঁহাদের সাহায্য করিবে, পৃষ্ঠপোষক হইবে। কতক ক্ষণ? পরিণামে আগামী কল্য আর আমাদের বাঁচাও নাই। ভ্রাতৃগণ! জীবনের আশা একেবারেই নাই।

নিশ্চয়ই যখন মৃত্যু—নিশ্চয় যখন বাঁচিবার আশা নাই। তখন শৃগাল কুকুরের ন্যায় মরিব কেন? কাপুরুষের ন্যায় মস্তক সঙ্কোচ, গ্রীবা সঙ্কোচ, দেহ সঙ্কোচ সহিত অস্ত্রাঘাত হস্ত দ্বারা নিবারণ করিব, ভাবে, ভয়ে ভীত কম্পিত—অপদার্থের ন্যায় চক্ষু বুজিয়া মরিব কেন? শত্রুগণের চক্ষুতারার সহিত তারা মিশাইয়া তেজ ছড়াইয়া,—হানিয়া, —অসি হস্তে নৃত্য করিতে করিতে মুখে হাবল দেবের জয় গান গাহিতে গাহিতে মরিব। স্থির প্রতিজ্ঞা, —আমরা বিনা যুদ্ধে মোস্‌লেমগণকে মক্কার সীমায় আসিতে দিব না। মক্কার সীমা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে দিব না। একবিন্দু রক্ত দেহে থাকিতে জন্মভূমি পরপদতলে দলিত হইতে দিব না। প্রতিজ্ঞা—দেবতার নামে প্রতিজ্ঞা" কোরেশদল এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গিরিগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

॥ একাদশ মুকুল ॥

রজনী ঘোর অন্ধকার! গুপ্ত সভাভঙ্গের পর আরও অন্ধকার। নিশার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত গাঢ় অন্ধকারের বৃদ্ধি। কিন্তু তারাদলের জ্বলন্ত জ্যোতিঃপূর্ণমাত্রায় অতিবৃদ্ধি। সুবিমল নীলাকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাদলের সমাবেশ। দৃশ্য অতি মনোহর। নীলবর্ণ কষায় বসন যেন হীরকমালায় শোভিত করিয়া বিশ্বনিয়ন্তা অখিলনাথ, মক্কানগরের উপরিস্থ শূন্য স্থানে পূর্ণ বায়ুমধ্যে সজ্জিত চন্দ্রাতপ স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। জনকোলাহল,—পশুপক্ষীর কলরব একেবারে শূন্য। কেবল খর্জ্জুর বৃক্ষ সকল, প্রবাহিত বাতাঘাতে মস্তকের উষ্ক-শুষ্ক বৃহৎ কেশগুচ্ছ হেলাইয়া দোলাইয়া—কাহাকে যেন কি নিষেধ করিতেছে। বায়ুসহায়ে স্পষ্টই যেন প্রচার করিতেছে "সত্যের জয়, সত্যের জয়; অধর্ম্মের ক্ষয়; পারিবে না, পারিবে না। বিপদে পড়িবে—বিপদে পড়িবে।" জাগ্রত ঘরে, চোর অপদস্ত, বিপদগ্রস্ত, হয়ত নিশ্চয় মরণ। —ছি ছি! এমন মানুষের —এমন কাজ?

তাই ত! ঐ যে একত্রে দুই মূর্তি মক্কা নগরের সিংহদ্বার পার হইয়া অতি সন্তর্পণে পদনিক্ষেপে সম্মুখস্থ পর্ব্বতাভিমুখে যাইতেছে। আপাদমস্তক লবেদায় ঢাকা, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ বসনের পাগড়ি, পাগড়ির পশ্চাৎ লম্বিত দীর্ঘবসনের চিবুক গণ্ড ললাট জড়ান,মড়ান। মাত্র চক্ষুদুটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা দুটি আবরণ শূন্য, ক্রমেই পর্ব্বত দিকে অগ্রসর। যে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে মদিনার বিখ্যাত মোস্‌লেমবাহিনী রচিত অস্থায়ী নগর। সম্মুখস্থ পর্ব্বতশ্রেণী অন্ধকারে দেহ লুকাইয়া রহিয়াছে। পরিচিত পরিজ্ঞাত চক্ষু না হইলে অন্ধকারে লুক্কায়িত পর্ব্বতদিকে, উপস্থিত ঘোর অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। তবে তরকারাজীর স্বাভাবিক অন্ধকারহর স্বভাবপ্রভায় দেখাইতেছে যেন সম্মুস্থ পর্ব্বতের উচ্চ অনুচ্চ অতি উচ্চ শিখর সকল আকাশস্পর্শে মস্তক উত্তোলন করিয়া ঘোর কৃষ্ণকায় দৈত্য সদৃশ দণ্ডায়মানে মোস্‌লেম শিবির রক্ষা করিতেছে। অন্ধকারে মনের কল্পনার সহিত দৃশ্য বস্তুর রূপের সদৃশতা জন্মে। কল্পনার অনুরূপই প্রায় দেখায়।

আপাদমস্তকাবরিত লবেদাধারী লোকদ্বয় ক্রমে পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমেই নানা প্রকারের কল্পনানুযায়ী চক্ষু তারায় প্রতিফলিত হইতেছে। কখন দেখিতেছি, —সুদীর্ঘ শুভ্র কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পলক ফিরাইয়া চাহিতেই চক্ষে পড়িল যেন ঐ সকল দৈত্য প্রহরিগণ মধ্যে কয়েকজন—সুদীর্ঘ শুভ্র দন্তপাতী বহির্গত করিয়া রক্তবর্ণ লোহিত জিহ্বা বিস্তারে,— তাল বৃক্ষসম বাহুদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে মৃদু মৃদু পদে অগ্রসর হইতেছে। নিশাচরদ্বয় অত্যন্ত সাহসী ও সকল কুহক প্রপঞ্চ মনঃকল্পিত রূপ রূপান্তর ছায়াবাজী সদৃশ্য দৃশ্য দেখিয়া, ভীত ত্রাসিত হইবার নহে। তাহারা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছে যে পর্ব্বতশিখর হেলিবার নহে—দুলিবার নহে; রাক্ষস দৈত্য আকারে অগ্রসর হইবার নহে। ও কিছুই নহে। অগ্রসর—ক্রমেই অগ্রসর। গমনে বিরাম নাই। দুর্জ্জয় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে কি এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন জন্য ঘোর

নিশীথ সময়ে নগর ছাড়িয়া প্রান্তর পার হইয়া পর্ব্বত অভিমুখে ছুটিয়াছে? নিশাচরদ্বয়ের এখন পর্য্যন্ত কোন পরিচয় নাই। কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে তাহারও কোন সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কোন কথাটি কাহারো মুখে নাই—নীরবে যাইতেছে।

পর্ব্বতে উঠিয়া, পর্ব্বত পার না হইয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে গমনের অন্য কোন পথ নাই। নিশাচর লবেদাধারীদ্বয় ক্রমেই পর্ব্বতের নিকটে ক্রমেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে—ক্রমে আরোহণ। পথ যেন তাহাদের চেনা—চেনাই বোধ হয়। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ বিশেষ পার্ব্বত্য পথে বড়ই আয়াসসাধ্য, কিন্তু ইহারা অনায়াসে উপরে উঠিতেছে। নিশীথ সময় পর্ব্বতের সানুদেশে ইহাদের আবশ্যক কি? ইহারা কারা?—উদ্দেশ্য কি? কোথায় যায়? পর্ব্বত পার হইয়া কোথা যাইবে? ক্রমে পর্ব্বতের উচ্চ শিখরস্থ সানুপ্রদেশে আরোহণ করিয়া উভয়ে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। যেন বিশেষ ক্লান্ত হইয়াই সুশীতল স্থির বায়ুতে সুস্থির হইতে দণ্ডায়মান হইল। ক্ষণকাল পর, প্রথমে নগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইল যে, নগরের সৌধশ্রেণী অন্ধকার মধ্যে তারকারাজীর সমুজ্জ্বল উজ্জ্বল প্রভায়, সমর সময় অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখা যাইতেছে।

নিশাভ্রমণকারীদ্বয়ের সে দিকে তত মনোযোগ বোধ হইল না। নগর দিকে একবার দৃষ্টি করিয়াই, মুখ ফিরাইয়া মনোযোগের সহিত সম্মুখ দিকে যে, দিকে মোস্‌লেমগণের শিবির রচিত হইয়াছে সেই দিকেই দেখিতে লাগিল— দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বহুদূর ব্যাপিয়া বস্ত্রাবাস সংস্থাপিত। চতুর্দ্দিকেই আলোকমালা। কোন কোন স্থানে ২/৩ শ্রেণীতে সরল বক্র ত্রিকোণভাবে আলোকমালা সকল দুলিতেছে। আলোকাভায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রহরিদল বস্ত্রাবাসের চতুর্দ্দিকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। অশ্বারোহী প্রহরিগণ মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত চক্রাকারে শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেষ্টন করিয়া আসিতেছে।

নিশাচরদ্বয় শিবিরাভিমুখেই যাইতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া ক্রমেই সমতল ক্ষেত্র পার শিবিরের দিকে চলিল। গাত্রস্থ লবেদার গঠন, গমনে অগ্রপশ্চাৎ ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে উভয়ে সমশ্রেণীর নহে। একজন অপরের অনুচর। শ্রেষ্ঠজন বলিতেছেন—

"অহে! এখনও বিবেচনা কর, এখনও ভাল করিয়া বোঝ, যাহা বলিয়াছ তাহা পারিবে কি না? দুইটী কার্য্য করিতে তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, মনে আছে ত? আমি সঙ্গে থাকিব, সন্ধান করিয়া দিব, কার্য্য করিবে তুমি।"

"হুজুর! আমি যাহা বলিয়াছি, হাবাল দেবের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর কি কথা আছে, নিশ্চয়ই করিব। দেখিবেন আমার কার্য্য—কার্য্যক্ষেত্রে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। শিবিরের দুই পার্শ্বে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলে এক দিকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে করিতে অন্য দিক জ্বলিয়া উঠিবে। শিবিরের কোন্ অংশে মোহাম্মদ নিদ্রিত আছে সে কথাটা কিন্তু আমাকে বলিয়া দিতে হইবে।"

"তাহার সন্ধান আমি পাইয়াছি—প্রবেশের পথও ছদ্মবেশে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছি। আমি তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিব। শয়নের শিবির আর প্রবেশের পথ তোমাকে না দেখাইলে তুমি কার্য্য করিবে কি প্রকারে? তবে দ্বিতীয় কার্য্যটার জন্যই আমি ভাবিতেছি।"

"কি বলেন, দ্বিতীয় কার্য্য অতি সহজ! এত দীর্ঘস্থান বেড়িয়া বস্ত্রাবাস। এক দিকের ঘটনা অপর দিকে জানিবার সহজ উপায় নাই। যে কাণ্ড দেখিতেছি, ছোটখাট নয়, একটী বৃহৎ নগর বসিয়া গিয়াছে। আগুনের পোড়ায় ব্যস্ত থাকিলে অন্য দিকে কোথায় কি হইতেছে সে খবর করিবে কে? জানিতেই বা পারিবে কে? আর দেখুন। জল পাইবে কোথা? আগুন নিবাইবে কি উপায়ে? আপনার নির্দ্দিষ্ট দিকেই আপনি অগ্নিসংযোগ করিবেন। আমি দুই কোণের ভার লইয়াছি, দেখিবেন কি কৌশলে আগুন লাগাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার, বৃহৎ ব্যাপারেই সাঙ্গ হইবে। আগুন যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে তখন দেখিবেন মজা!"

অন্ধকার মধ্যে রজ্জু হস্তে পশ্চাৎ দিক্ হইতে নিশাচরদ্বয়কে জড়াইয়া ধরিয়াই বলিল—"এই ত মজা!"

নিশাচরদ্বয় মধ্যে অনুচরজন শ্রেষ্ঠজনকে বলিতেছে,—

"হুজুর! দেবতার নাম করুন। দেবদেবীর নাম করুন, গোরি হাবালের নাম করুন। লাতবাবার নাম—"

বন্ধনকারীরা বলিল—

"যত বাবা আছে সকলের নাম কর।"

"রাখ্ তোর গোরি! রাখ তোর হাবাল!—মজা দেখাই!" বলিতে বলিতে দশ বারজন একত্র আসিয়া উভয়কে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিল। একটি কথা বলিতেও আর অবসর দিল না, ক্ষমতাও হইল না। যাহারা বন্ধন করিল তাহারাও আর কোন কথা কহিল না।—একপ্রকার শূন্যে শূন্যে উড়াইয়া লইয়া চলিল। ক্ষণকাল মধ্যে প্রধান বিচারপতি হাজরাত ওমরের বিচারগৃহে লইয়া সমুদায় অবস্থা হাজরাত ওমর সমীপে নিবেদন করিয়া—বন্ধন অবস্থায় বন্দিদ্বয়কে উপস্থিত করিল।

হাজরাত ওমর গভীর গর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমরা? কি কারণে এই শেষ নিশায় শিবিরের দিকে আসিতেছিলে?"

উত্তর নাই—মস্তক অবনত করিয়া নীরব!

হাজরাত ওমর প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন—"বন্দিদ্বয়ের গাত্রাবরণ উন্মোচন কর।"

গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে—উপস্থিত মোস্‌লেমগণ দেখিয়া অবাক্। কি ভয়ানক ব্যাপার। স্বয়ং আবু সুফিয়ান এবং অন্য একজন অপরিচিত ছদ্মবেশী। হাজরাত ওমর আবু সুফিয়ান প্রতি দৃষ্টি করিয়াই কোষ হইতে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া উত্তোলন করিতেই অসি চমকে সকলের চক্ষে চমক লাগিয়া গেল। হাজরাত ওমর এই কথা কয়েকটা বলিলেন—

"নিশাচর গুপ্তহন্তাদিগের শাস্তিই—অবিলম্বে শিরশ্ছেদ।"

আবু সুফিয়ান-শিরে তরবারি আঘাত পতিত হইতেই হাজরাত আব্বাস বলিলেন,—

"ভাই ওমর! একটু অপেক্ষা কর। হাজরাত মোহাম্মদকে জানাইয়া আবু সুফিয়ানের শিরশ্ছেদ কর—আমার অনুরোধ। মোহাম্মদকে জানাইয়া অভিমত জানিতে যে সময় লাগিবে, সেই সময় পর্য্যন্ত আবু সুফিয়ানের প্রতিভূ আমি রহিলাম। আমিই হাজরাত মোহাম্মদ নিকট যাইতেছি।"

হাজরাত ওমর, হাজরাত আব্বাসের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তরবারি কোষে আবদ্ধ করিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে বন্ধনদশায় হাজরাত মোহাম্মদ সমীপে উপস্থিত করিতে লইয়া চলিলেন।

এদিকে হাজরাত মোহাম্মদ স্বীয় পিতৃব্য নিকট আবু সুফিয়ানের আচরণ—গুপ্ত প্রহরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত, ওমর কর্ত্তৃক শিরশ্ছেদে উদ্যত, তাঁহার অনুরোধে ক্ষণকাল জন্য শিরশ্ছেদ রহিত—এই সকল কথা শুনিতেছেন, এমন সময় হাজরাত ওমর বন্ধনদশায় আবু সুফিয়ানকে হাজরাত মোহাম্মদ-সমীপে উপস্থিত করিলেন। হাজরাত মোহাম্মদ, প্রিয় বন্ধু হাজরাত ওমরকে বলিলেন—

"ওমর! আবু সুফিয়ানের শিরশ্ছেদ অদ্য রাত্রে না করিয়া আগামী কল্য যাহা তোমার কর্ত্তব্য হয় করিও। রাত্রটুকু তোমার বিশ্বস্ত মতে বন্দিদ্বয়কে বন্দী করিয়া রাখাই আমি ভাল বিবেচনা করি। কোরেশ দলের সর্ব্বপ্রধান যিনি তাঁহার এই মতি গতি নিতান্তই দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয়।"

আবু সুফিয়ান জন্য হাজরাত অনেক দুঃখ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি উদ্দেশ্যে নিশীথ সময়—শিবির দিকে ছদ্মবেশে আসিতেছিলে? কি কু-অভিসন্ধি তোমাদের মনে ছিল? মোস্‌লেম শিবিররক্ষীরা কি এমনই অবোধ, এমনই অলস, অসতর্ক, তাহারা কি এমনই ভবিষ্য চিন্তাহীন যে, শত্রুনগরের নিকটে আসিয়া নিশাযাপন করিবে—বিশ্রাম করিবে,—বিনা প্রহরিতায়—বিনা সাবধানে—বিনা জাগরণে?—মরণ কালেই মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়। আমি আর কি করিব! তোমার কৃতকার্য্যের ফল তুমি ভোগ কর।"

হাজরাত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবু সুফিয়ান! বলত কি উদ্দেশ্যে নিশীথ সময়ে শিবিরের দিকে আসিতেছিলে? তুমি আমার বাল্যবন্ধু, স্বগণতাও না আছে তাহা নহে। কোরেশ দলের সর্ব্বপ্রধান দলপতি—মান্যমান ধনবান্। তোমার ক্ষমতাও কম নহে। তুমি কোরেশদলের অগ্রণী। তুমি এই ঘোর অন্ধকার রজনীশেষে কি উদ্দেশ্যে মোস্‌লেম শিবিরে আসিতেছিলে? তোমার কি আবশ্যক ছিল? কোন সৎ অভিপ্রায়ে কি আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? তুমি কাপুরুষের ন্যায় মিথ্যা কথা বলিয়া কলঙ্কিত হইয়া প্রাণ হারাইবে না তাহা আমি বেশ জানি। উপস্থিত সময়ে অর্থাৎ তোমার জীবনের শেষ সময়ে কেন আর একটা পাপের ভার মাথায় করিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিবে! তুমি যে অপরাধে অপরাধী হইয়া বন্দী হইয়াছ, তাহাতেই ত তোমার শিরশ্ছেদ হইবে। শিরশ্ছেদের উপরে আর বেশী

দণ্ড কি আছে? সত্য কথা বলিতে—উচিত কথা শুনাইতে এখন আর আশঙ্কা কি? লজ্জাই বা কি? সত্যের ফল মহাফল, মিথ্যায় জীবন ধ্বংস।"

আবু সুফিয়ান বলিলেন—"ওমর! আমার হৃদয়ে ভয় নাই! শিরশ্ছেদ করিবে তাহাতেও আমার দৃক্‌পাত নাই। শত্রুর নিকট অপরাধী হইয়া তাহাদের হাতে পড়িলে যে দশা হয় তাহাও আমি না বুঝি তাহা নহে। —কোন কারণে যদি আমার ভয় থাকিত, তবে অনেক কথা গোপন করিতাম। শুন! মনোযোগের সহিত সকলেই শুন। আমি ছদ্মবেশে নিশীথ সময় তোমাদের শিবিরের দিকে কেন আসিতেছিলাম।

সংক্ষেপে বলিতেছি!—তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে,— তোমাদিগকে বেড়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতে, — মোস্‌লেমগণের সর্ব্বনাশ করিতে, এত বড় বাহিনীকে খাকে পরিণত করিতে আসিতেছিলাম। আর মোহাম্মদকে প্রাণে মারিতে এই আমার বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম! শিবিরের চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া শেষে মোহাম্মদকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে, এই ঘাতককে সঙ্গে আনিয়াছিলাম।"

আবু সুফিয়ানের কথায় সকলের চক্ষু স্থির। একেবারে নির্ব্বাক। "কি ভয়ানক লোক!" হাজরাত ওমর এই কথা বলিয়া আবু সুফিয়ান ও তৎসঙ্গী ভৃত্যকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে পূর্ব্বগগনে শুকতারার উদয়! যে নগরে হাজরাত মোহাম্মদের প্রাণনাশক শত্রু ভিন্ন মিত্রের নাম ছিল না,—আজ সে নগরের দশা কি? যাহাদের জন্য তিনি সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন, আজ তাঁহারা তাঁহার পদানত আজ্ঞাবহ কিঙ্কর! আজ তাঁহারা তাঁহার পদাশ্রয় লাভ জন্য লালায়িত। এই সকল চিত্র সবিস্তারে জগৎকে দেখাইতেই শুক্রদেব আজ পূর্ব্বগগনে অতি প্রখর তেজে দেখা দিয়াছেন। প্রভাতীয় বায়ু আজ "এসলামের জয়" কথা, সকলের কানে কানে গোপনে কহিতে পর্ব্বত পার হইয়া নগরের ধারে বাতায়নে উঁকি মারিয়া জগৎ জাগাইয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রভাতীয় উপাসনার সময় উপস্থিত। মোস্‌লেমের শিবিরে উপাসনার আহ্বানধ্বনি অতি সুমধুর রবে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আহ্বানধ্বনি মধ্যে যেস্থানে "নিদ্রা হইতে উপাসনা শ্রেষ্ঠ" শব্দ আছে তাহা আহ্বানকারীর রসনায় উচ্চারিত মাত্র তৎশ্রবণে মোস্‌লেমগণ মহা উল্লসিত হইয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট উপাসনা স্থানে প্রত্যুষের উপাসনায় যোগদান করিয়া হাজরাত মোহাম্মদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন।

নিয়মিত উপাসনা শেষ হইলে হাজরাত মোহাম্মদ দুই হস্ত তুলিয়া এলাহির নিকট মন খুলিয়া প্রার্থনা করিলেন;—

"দয়াময় এলাহি! তোমার ক্ষমতা বুঝিতে কাহার সাধ্য নাই। তুমি কাহার দ্বারা কোন সময়ে কিরূপ অভাবনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, কাহার দ্বারা সম্পূর্ণ কর তাহা তুমিই জান! দয়াময়! যে আবু সুফিয়ান আমার প্রাণ বিনাশ করিতে কত যন্ত্রণা করিয়াছে,কত চেষ্টা করিয়া কত কৌশল খাটাইয়াছে, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। এস্‌লামের নাম জগৎ হইতে

লোপ করিতে এই আবু সুফিয়ান, কত পথে কত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। তাহার অহঙ্কারের সীমা নির্দ্ধারণ ক্ষমতা আমাদের কখনও হয় নাই। তাহার বলবীর্য্য যে কখনও মন্দীভূত হইবে একথাও কখনই মনে উদয় হয় নাই। দয়াময়। তোমার মহিমা অপার! আজ সেই দুর্দ্দান্ত কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান তাহার নিজ রাজ্যে নিজ অধিকার স্থানে দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় মোস্‌লেমগণ হস্তে বন্দী। সে মোস্‌লেমগণ তাহার অপরিচিত অথবা ভিন্ন নহে। সকলেই তাহার আত্মীয়-নিতান্ত ঘনিষ্ঠ স্বগণ। বন্দিদশায় সেই আত্মীয় স্বগণ হস্তে তাহার শিরশ্ছেদ হয়। হে সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎনিধান প্রভু? তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তোমার মহিমা অনন্ত! তোমার লীলা অনন্ত! তোমার অনন্ত শক্তিই এস্‌লামের বল বিক্রম—সহায় আশ্রয়।"

উপাসনা শেষ হইলে হাজরাত ওমর বন্দী আবু সুফিয়ানকে বন্ধনদশায় হাজরাত সমীপে আনয়ন করিয়া বলিলেন—"আবু সুফিয়ান যে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল, কৃতকার্য্য হইলে, আজ এস্‌লামের নাম মদিনা হইতে লোপ পাইত!—এমন পাপিষ্ঠ নরাধমকে আর মুহূর্ত্তকালও জগতে রাখা উচিত নহে।" তরবারি হস্তে করিতেই হাজরাত মোহাম্মদ ইঙ্গিতে বারণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—

"শিবির-দ্বারে আবার কিসের গোলযোগ শুনিতেছি।" বাস্তবিক পক্ষেই শিবির-দ্বারে বহুলোকের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। কেহ মনে করিলেন আবু সুফিয়ান ধৃত হইয়াছে,---অথবা বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইতে আসিয়াছে! আবু সুফিয়ান জন্যই এই গোলযোগ।

তাহা নয়। তাহা নয়!—শেষে সংবাদ আসিল মক্কা নগরের সাধারণ অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। — কোরেশদল মধ্যের অল্প পরিমাণ লোক আছেন। ইঁহারা হাজরাতের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছেন।

উপাসনা ক্ষেত্রেই মক্কার আধিবাসিগণকে আনয়ন করিতে হাজরাত আদেশ করিলেন। আগন্তুক ক্রমে ক্রমে আসিয়া হাজরাতের পদ চুম্বনপূর্ব্বক বিনীত স্বরে বলিতে লাগিল—

"হাজরাত! আমরা না বুঝিয়া এতদিন কোরেশগণের কথায় ভুলিয়া পাথর পূজা করিয়াছি। পাপের চূড়ান্ত করিয়াছি। আমাদের এইক্ষণে ভয় হইয়াছে—কি উপায়ে এদুরন্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। —আমরা মনের সহিতে বুঝিয়াছি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন এপাপের মুক্তি নাই। খোদাতা'লার নিকট মার্জ্জনা ভিন্ন রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। আপনি দয়া না করিলে আর আমাদের শান্তি নাই।"

নগরবাসিগণ বলিলেন;—

"আবু সুফিয়ান মদিনা হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াই আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে বাদ দিয়া গুপ্তসভা করিবেন, —তাঁহার কি উপায় রক্ষা পাইবেন—কি করিবেন! কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। সে সভায় কোরেশ ব্যতীত অন্য লোক যোগদান করিতে পারিবে না, অধিকার নাই—প্রকাশ করায় আমরা বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। কি করি,

চিরকাল যাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিলাম, তাঁহারাও আজ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা তখনি স্থির করিলাম এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব; —মোস্‌লেমগণের আশ্রয়ে থাকিব। আমরা গতরাত্রেই হাজরাতের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া মনের তাড়নায় এতদূর আসিয়াছি।"

কোরেশ দল মধ্যে যাঁহারা মক্কা হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন—'আমরা বড় বিপদ্‌গ্রস্ত—শুনুন! আমাদের মনের কথা আজ অকপটে নির্ভয়ে প্রকাশ করিতেছি।

আপনি সত্য পয়গম্বর। খোদাতায়ালার প্রেরিত। এ বিশ্বাস আমাদের মনে বহুদিন হইতে দৃঢ়রূপে স্থাপিত—অঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও, জালেম কোরেশদিগের ভয়ে মনের কথা মুখে আনিতে পারি নাই। কোরেশ দলের মধ্যে—আবু সুফিয়ানই সকল অনর্থের মূল। আবু সুফিয়ানের ভয়েই আমরা এতদিন প্রকাশ্যভাবে আপনার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারি নাই। আবু সুফিয়ান যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে যে দিন মদিনায় গমন করেন, হায় হায়! সে দিনকার সভায় এতই গৌরব এতই অহঙ্কার দেখাইলেন, বক্তৃতাছটায় কোরেশগণের মন মোহিত করিলেন। আপনার নিন্দাবাদই বা কতপ্রকার বর্ণনা করিয়া সভাস্থ জনগণকে শুনাইলেন। কিন্তু মদিনা হইতে ফিরিয়া আসিলে আর সেই ভাব দেখি নাই!—তাহার পর গতরাত্রে নির্জ্জন স্থানে কোরেশদিগের গুপ্তসভা হয়,—সে সভায় আবু সুফিয়ান মহোদয়কে দেখিলাম না। সভার লোকে দলপতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। দলপতি উপস্থিত নাই, সভাতেও নাই, তাহার গৃহেও নাই। কোরেশরা সভার অভিমত যাহা প্রকাশ করিল, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম না,—হইতে পারি না। তাহাতেই কোরেশগণ বিরোধী হইল। আমরা মোস্‌লেমগণের বিরুদ্ধে আর যাইব না, পাথর পূজা করিয়াও আর নরকের দ্বার পরিষ্কার করিব না। এই মত প্রকাশ করিয়াই আমরা সভাস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। আবু সুফিয়ানের বিষদাঁত যখন ভাঙ্গিয়াছে, আবু সুফিয়ান যখন প্রাণভয়ে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, কি কোন পর্ব্বতগুহায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, —তখন আর আমাদের ভয় কি? আমরা নির্ভয়হৃদয়ে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়াছি! আর হাজরাতের মক্কা গমন হইলেই অবশিষ্ট নাগরিক স্ত্রী যুবক ও বালকেরা পর্য্যন্ত এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে। তাহারা আশা করিয়া হাজরাতের গমনপথে চাহিয়া আছে।

এইক্ষণে হাজরাত আমাদের পূর্ব্ব ব্যবহার মন হইতে দূর করিয়া আমাদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন,—ইহাই আমাদের করজোড়ে প্রার্থনা।"

মক্কানগরের আগন্তুকদলের কথা শুনিয়া হাজরাত মোহাম্মদ খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন;—

"দয়াময়, তোমার মহিমা অপার!— তোমার প্রচারিত সত্য সর্ব্বত্র সত্যরূপে পরিচিত হউক। সকল মানবই তোমার সৃষ্ট,—দয়া করিয়া তাহাদের মনের অন্ধকার দূর কর। সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে সত্য জ্যোতি প্রবেশ করিয়া তোমার সত্যতার প্রমাণ করুক। দয়াময়! কোরেশদিগের প্রতি দয়া কর— তোমাকে তাহারা মনে মুখে হৃদয়ে অন্তরে প্রকাশ্যে গোপনে বিশ্বাস করুক।

মক্কা নগরবাসিগণকে তখনই এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। উপস্থিত মোস্‌লেমেরা "মারহাবা এয়া রসুলুল্লাহ" ক্রমাগত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আবু সুফিয়ান সভার মধ্যে বসিয়াছিলেন, মক্কানগরবাসীরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তিনি সমুদায় ঘটনাকার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন। গত কথা, বর্ত্তমান কথা—কত কথাই তাঁহার মনে উঠিয়াছে! কি করিতে আসিয়া কি করিয়া বসিলেন।

নগরের অন্য অন্য কোরেশদলের কথায় মরমে মরমে আঘাত বোধ করিতেছেন। কি করিবেন কোন ক্ষমতা নাই। পরহস্তে বন্দী—প্রহরিবেষ্টিত বন্দী। যদিও উপযুক্ত স্থানে উপবেশিত কিন্তু চতুর প্রহরিগণ সজ্জিতবেশে গুপ্তভাবে পাহারায় নিযুক্ত। প্রহরীগণ তাঁহার চক্ষের অগোচর হইলেও তিনি তাঁহাদের চক্ষের অগোচর নহেন!

হাজরাত বলিলেন—"আবু সুফিয়ান! দেখিতেছ, স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছ? তোমার নগরবাসী দলস্থ ভ্রাতাগণ এই উপস্থিত আছেন, ইহারা এস্‌লাম ধর্ম্মের মর্ম্ম ও সার কথাটা বুঝিয়া, অদ্বিতীয় খোদাতায়ালাকেই সর্ব্বসার সর্ব্বকর্ত্তা ভাবিয়া তোমাদেরই জ্ঞাতি আবদুল্লার ঔরসজাত—বিবি, আমেনার গর্ভপ্রসূত মোহাম্মদকে সত্য পয়গম্বর জানিয়া, মনে মুখে "লা এলাহা এল্লাল্লাহ মোহাম্মদর রসুলোল্লাহ"—বাণী বিশ্বাস করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন! আর তুমি কি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান সর্ব্বসাধারণের দলপতি, তুমি এসকল দেখিয়া শুনিয়াও কি সেই অসীম দয়ালু খোদাতায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে না? তাঁহার একত্ববাদে কি তোমার প্রবোধ জন্মিবে না? তিনি সর্ব্বকালে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্রষ্টা, রক্ষক, রক্ষাকর্ত্তা, সংহারক, পালক, বিচারক, যাহা কিছু সকলেই তিনি! এমন সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মগ্রহণ করিবে না?

আবু সুফিয়ান বলিলেন—" খোদাতালা এক, তিনি সর্ব্বশক্তিমান সমুদায় জগৎ আকাশ পাতাল স্বর্গ নরক যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণিবর্গের প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারই আদেশ সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই জীবন দান ও হরণের অধিকারী।"

আবু সুফিয়ান আরও বলিলেন,—

"একথা আমি বহুদিন হইতে বুঝিয়াছি—তিনি একা এক। আদিতেও তিনি অন্তেও তিনি। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার অংশী কেহ নাই। মুক্ত কণ্ঠে একথা আমি স্বীকার করি।"

হাজরাত বলিলেন, —"আমি আজ তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম! আর শত সহস্র প্রকারে আল্লাহতালার সোকর গুজারি করিলাম। তোমার মত পাষাণ মনকেও মোলায়েম করিয়া ফিরাইয়াছেন! খোদাতালার অনুগ্রহেই তোমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। ভাল কথা, আমি যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, আমাকে যে তিনি এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, একথা কি তুমি স্বীকার করিবে না?"

"আপনাকে আমি এইক্ষণে ভাল বলিয়াই জানি! মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করি! কিন্তু সত্য ধর্ম্ম প্রচারক পয়গম্বর বলিয়া এখনও স্বীকার করিতে অথবা মান্য করিতে পারি না!"

হজরত ওমরের তরবারি বিদ্যুৎ চমকে চমকিয়া উঠিল—ঐ সঙ্গে শুনা গেল তোমার শির আর ক্ষণকালও দেহে থাকিবার যোগ্য নহে! অসি আবু সুফিয়ানের মস্তক লক্ষ্যে পতিত হইতেই মহামতি হাজরাত আব্বাস বলিলেন;—

"ওমর ক্ষান্ত হও, দেখ খোদাতালার মহিমা দেখ! এত উত্তেজিত হইয়া উতলা হইবার কারণ কি? স্থিরভাবে কার্য্য কর! বিচার কার্য্যে রোষের আভাস— ক্রোধের ছায়া পড়িলেই অবিচার,—সম্পূর্ণ অবিচার কলঙ্কে কলঙ্কিত করে! বিধি বিধানের মর্য্যাদাও থাকে না। ভাই, একটু ক্ষান্ত হও! দেখ খোদার মহিমা দেখ! এই আবু সুফিয়ান এস্‌লাম ধর্ম্মের পরম শত্রু ছিল! ঠাকুর দেবতাই তাহার আরাধ্য ঈশ্বর!

চিরকাল সেই দেবদেবীর সম্মুখেই মাথা হেঁট করিয়াছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছে। আবু সুফিয়ান এতই গর্ব্বিত ছিল যে, মানুষকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে নাই। হাজরাত মোহাম্মদকেই কত অকথ্য ভাষায় উপহাস করিয়াছে, কতই না নিন্দা করিয়াছে। কতই দুর্নাম রটাইয়াছে। আজ যাহা বলিতেছে সকলেই শুনিতেছ। কারাগৃহে ৩৬০ প্রতিমাই ইহার ঈশ্বর ছিল। কত আদর যত্ন ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়াছে। পরকালে উদ্ধার হইবে ইহকালেও সুখে থাকিবে। সেই আবু সুফিয়ান আজ সকলের সম্মুখে স্বীকার করিল। মনের কথা প্রকাশ করিল। খোদাতালা এক, তিনি সর্ব্বশক্তিমান জগতের অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা। সকলেই তাঁহার।

প্রায় নিকটে আসিয়াছে। তাহার মনের মলিনতা যে এখনও দূর হয় নাই এইটি আশ্চর্য্য। ভ্রাতা ওমর! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি আবু সুফিয়ানের মনের হিংসার সীমা কতদূর—তাহাই একবার বুঝিয়া দেখি। কি কারণে আবু সুফিয়ান হাজরাত মোহাম্মদকে পয়গম্বর বসিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। ইহার মূল কারণ কি? পূর্ণমাত্রা হিংসার বশে পয়গম্বরীতে অস্বীকার,—না অন্য কোন কারণ আছে।"

উপস্থিত মহোদয়গণ সকলেই হাজরাত আব্বাস মহোদয়ের কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। হাজরাত আব্বাস বলিতে লাগিলেন—

"আবু সুফিয়ান! তুমি একথা স্বীকার কর যে, খোদাতালা এক, তাহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি আমাদের উপাস্য, তাঁহার সৃষ্ট জগৎ আকাশ পাতাল ইত্যাদি—

তিনি আমাদের জন্ম মৃত্যু ভাল মন্দের অধিকারী, সর্ব্ব বিষয়ে তিনি সর্ব্বময়—সর্ব্ব বিশ্ব তাঁহার অধীন—তিনি আদি, তিনি অন্ত—তিনি চিরকাল স্থায়ী। তিনি সম্পূর্ণ সত্য—এইত তোমার কথা?"

আবু সুফিয়ান বিশেষ আগ্রহে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"হাঁ, এই আমার কথা! এই বিশ্বাস আমার অন্তরে বহুদিন হইতে জাগিতেছে।"

"তবে ভ্রাতঃ! কাবা মন্দিরের দেবদেবী ঠাকুর প্রতিমা ইত্যাদি যাহা পূজা করিয়া আসিয়াছ—যাহাদিগকে রক্ষার জন্য এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছ— সে সকলগুলি তবে কি? সত্যই উহারা পাথর আর মাটির পুতুল?"

"ও সকল কিছুই নহে। মাটির দলা, পাথরের ঢেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

"তবে এতদিন মাটির আর পাথরের পুতুলের জন্য এত মারামারি এত কাটাকাটি কেন? এত শত্রুতা, হিংসা দ্বেষের এত খেলা খেলিলে কেন?"

"কিছুই নহে, হিংসা আর প্রাধান্য বজায় রাখিতে। একটা সাংসারিক চাল মাত্র।"

তবে গতরাত্রে কি ভয়ানক কার্যের জন্য আসিয়াছিলে—মনে কর দেখি? খোদাতালাই যদি সর্ব্ব বিষয়ে মালিক—পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা, তাঁর ভয় ত কিছুই করিলে না?"

"হিংসার বসে পূর্ব্বে কোন ভয় ছিল না, ধরা পড়িলে সম্পূর্ণ ভয় জন্মিল! যেটুকু বাকী ছিল ধরা পড়িলে বাকীটুকু পূর্ণ হইয়া খোদাতালার প্রতি বিশ্বাস ও ভয় পূর্ণমাত্রায় হইল।"

"আলহামদ লেল্লাহ" খোদাতালার ভয়ে তুমি ভীত হইয়াছ—তাহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছ, ইহাতেই খোদাতালার নিকট "সোকর" করিতেছি।

আবু সুফিয়ান, তুমি আরবের বিখ্যাত বিদ্বান্। তুমি একজন সুবিখ্যাত বক্তা। তুমি রণবিদ্যায় সুপণ্ডিত। বলবীর্য্য সাহসেও তোমার সমান আরবে কম লোকই আছে। ন্যায় অন্যায় বিচার শক্তিও তোমার যথেষ্ট। তোমার দোষগুণ আমার নিকট কিছুই গোপন নাই। কোন বিষয় আমার অজানা নাই। আচ্ছা বল দেখি, যে ব্যক্তি একেবারে বিদ্যাহীন, তাহার মুখে কোরান শরীফের পদাবলীর ন্যায় অতুলনীয় বাক্য বাহির হওয়া আশ্চর্য্য বিষয় নয় কি? ২য়—যে ব্যক্তি নিঃসহায় একা এক প্রাণ হইয়া কোটি কোটি লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। এটাও কি আশ্চর্য্য মধ্যে গণ্য নহে? ৩য়—শুধু আরবে নয়, দূর দূরান্তের ভিন্ন দেশে যাহার মত আদরে গৃহীত হইতেছে সে কি তোমার আমার মতে সামান্য লোক? ৪র্থ—যাহার জীবন বিনাশ করিতে এত চেষ্টা এত যত্ন এত কৌশল অবলম্বন করিলে তাহার ত কিছুই হইল না। দিন দিন সে উচ্চাসনের অধিকারী হইল—তাহার প্রতি কি খোদাতালার বিশেষ ভাব কি কোন অনুগ্রহ নাই? ৫ম—যে ব্যক্তি প্রাণভয়ে মক্কা হইতে নিশীথ সময়ে মদিনায় আসিল, আজ সে কিভাবে দিবসের আলোকে দশ হাজার মোস্‌লেম বীরকে সঙ্গে লইয়া সেই মক্কা নগরে গমন করিতেছে, ইহা দেখিয়াও কি তুমি বলিতে চাও—হাজরাত মোহাম্মদ প্রতি খোদাতালার বিশেষ অনুগ্রহ নাই? ৬ষ্ঠ—তাহার মত সত্যবাদী, খোদাতালার বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ, হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত, অহঙ্কার শূন্য, লালসা স্পৃহা শূন্য, সদয়, সরল, মিষ্টভাষী, বিনম্র, জগতের কথা তোমায় বলি না, আরবের মধ্যে আর কাহাকে দেখাইতে পার? তাহার মত একটী লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে পার? ৭ম—তাহার প্রতি তোমরা যেরূপ অত্যাচার করিয়াছ, মানসিক, দৈহিক কষ্ট দিয়াছ, সে তাহার প্রতিশোধ লইতে কখনও কোন আকারে প্রকারে ইঙ্গিতে ইচ্ছা করিয়াছে? অনেকবার তোমাদিগকে হাতে পাইয়াছে, কৈ সে কথাত তাহার মনেও নাই। তুমিত সেদিন মদিনা গিয়াছিলে! সে সকল সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা কেহ বলিয়াছিল? গত রাত্রে তুমি যে কার্য্য সাধন সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলে, তাহার সমুচিত শাস্তি—বিধানানুসারে ভ্রাতা ওমর বিচার ভার

হস্তে আছে বলিয়াই দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। কৈ হাজরাত মোহাম্মদের মনে ত প্রতিহিংসা পরিপোষণের কোন লক্ষণ দেখিলাম না। বরং তিনি তোমার জীবনরক্ষার্থ সাহায্য করিয়াছেন।

এমান রাজ্যের বাদশাহ, যখন মক্কার বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিয়া খাদ্য দ্রব্য সকল আটক করিয়াছিলেন। সে সময় মক্কাবাসীকে কে সাহায্য করিয়া, কে এমানাধিপতির মত ফিরাইয়া শস্যাদি ছড়াইয়া দিয়াছিল? আর তাহার জন্ম ঘটনা হইতে বাল্যজীবন, —বাল্যজীবন হইতে আজ পর্যন্ত সমুদায় ঘটনা ও কার্য্য আলোচনা করিয়া দেখ দেখি, তোমার আমার হইতে তাহার আত্মার বল কত অধিক? এবং হাজরাত মোহাম্মদের আসন কতদূর উচ্চে। আমি আর অধিক বলিতে চাহি না, তুমিই নিরপেক্ষভাবে সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখ তোমার বিবেকশক্তি তোমাকে কি বলে।

তাহার পর স্থির কর্ণে মনসংযোগে বিশ্বাসের সহিত মনের কথা শুনিয়া তোমার মন তোমাকে কি বলে? তাহার ‘পর মনের কথা আমাকে বলিও।”

মক্কা নগরবাসিগণ আবু সুফিয়ানের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়াছে, নির্ব্বাকে সকল কথা শুনিতেছে। আবু সুফিয়ানের মনে কোনরূপ কপটতাই নাই। ঈশ্বরের জ্বলন্ত কৃপা-জ্যোতি তাহার অন্তর মধ্যে একবার দেখা দিতেছে—আবার সরিয়া যাইতেছে। এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রতি—হাজরাত মোহাম্মদ প্রতি ভক্তি উদয় হইতেছে। হিংসা এমনি বালাই, কর্ত্তৃত্বে এমনি মধুমাখা মনোমুগ্ধকর পদ যে সহজে পরিত্যাগ করিতে রক্তমাংস পেশী শরীরধারী মানব পক্ষে বড়ই কঠিন। হিংসার কল্যাণে কর্ত্তৃত্বের কুহকে পূর্ব্ব বিশ্বাস মুহূর্ত্ত অন্তরে স্থায়ী হইয়া আবার সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু খোদাতালার কৃপা জ্যোতিতে মন একবার আকৃষ্ট হইলে সে জ্যোতির জীবন্ত জ্বলন্ত তেজের স্বাভাবিক আভায় সর্ব্বপ্রকারের দুশ্চিন্তা, দুরাশা অন্ধকার হৃদয় হইতে একবারে দূর হইয়া সরিয়া যায়। আবু সুফিয়ানের পাপময় হৃদয় পরিশুদ্ধ হইতেছে না। বিবেক-কষ্টিতে খাঁটি খাদ ধরা পড়িতেছে, কিন্তু কৃপা-জ্যোতির কিঞ্চিৎ অভাবে খাদ ধরা পড়িয়াও সমূলে ভস্মসাৎ হইতেছে না। তবে ক্রমশঃই উন্নত, ক্রমশঃই পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন! এ সকল ভাব মনের মধ্যেই প্রকাশ হইতেছে, এ পর্য্যন্ত মুখে কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

হাজরাত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করিয়া পুনঃ বলিলেন—“আবু সুফিয়ান! তোমার মন এইক্ষণে যতটুকু সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে, সে অতি সামান্য কথা! হাজরাত মোহাম্মদ প্রতি তোমার আর হিংসা থাকিতে পারে না, কারণ তুমি এলাহি সম্বন্ধে যাহা এইক্ষণে স্বীকার করিতেছ, তিনি তাহা বহু পূর্ব্বে বলিয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে আর তোমার কি আপত্তি রহিল?”

আবু সুফিয়ান বলিলেন—“আমার আর কোন আপত্তি নাই, সন্দেহও নাই। আমি মনের একাগ্রতায় অকপটভাবে স্বীকার করিতেছি—

“লা এলাহা এল্লাল্লাহ্ মোহাম্মদ রসুলল্লাহ।”

মোস্‌লেমগণ! সমস্বরে "আলহামদলেল্লাহ" রব করিয়া উঠিলেন। মক্কানগরবাসীর মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়া উঠিলেন। আবু সুফিয়ান ত্রস্তপদে হাজরাত মোহাম্মদ মস্তফার (দঃ) চরণপ্রান্তে যাইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, —"আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি মহাপাপী। এখন আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি—আমি মহাপাপী। এ পাপ মোচনের কোন উপায় দেখিতেছি না। আমাকে পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।" হাজরাত তখনই আবু সুফিয়ানকে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। আবু সুফিয়ানের মনের অন্ধকার ঘুচিয়া গেল। উপস্থিত মোস্‌লেমগণ—মক্কার অধিবাসিগণ সন্তোষ সহকারে "মার হাবা" মার হাবা" "এয়া রসুলল্লাহ!" বলিয়া উঠিলেন। হাজরাত দুই হস্ত তুলিয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"এলাহী! তোমারই মুষ্টিমেয় নগণ্য দাসানুদাস কয়েকজন দ্বারা তোমার আদেশ প্রতিপালন করাইয়া জগতে তোমার নির্দ্ধারিত এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার করাইলে।

দয়াময়! তোমার ক্ষমতা কে বুঝিবে? তুমি সামান্য পতঙ্গের পদাঘাতে মাতঙ্গ-মস্তক চূর্ণ করিতে পার। ক্ষুদ্রাকায় কীট দ্বারা মহা মহা সবলকায় বীরবরের মজ্জা বিদ্ধ করাইয়া জীবলীলা সাঙ্গ করাইতে পার। তোমারই কৃপাবলে আজ কোরেশদলপতি আবু সুফিয়ান এস্‌লাম ধর্ম্মের মর্ম্ম, হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়া অকপট চিত্তে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। দয়াময়! এ তোমারই দয়া—তোমারই কৃপা। দয়াময়! মক্কার কাবাগৃহ হইতে পাপ সয়তানের ক্ষমতা পরিহারের উপায় করিয়া দাও। আরব দেশ হইতে পৌত্তলিকতার নাম দূর হউক। এস্‌লামের চির সত্য জগতময় প্রচার হউক। মিথ্যা রসাতলে যাউক। যাহা সত্য তাহা চিরকাল জন্য স্থাপিত হউক। মক্কা নগরের অধিকাংশ মানবই তোমার একত্ব স্বীকার করিয়া মুসলমান হইয়াছে। এইক্ষণে আমার আত্মীয় স্বজন আমারই পূর্ব্বপুরুষের বংশজাত সন্তানেরাই তোমার বিরোধী। তোমার চিরপ্রচারিত বিধিব্যবস্থার বিরোধী, পয়গম্বরের বিরোধী। দয়াময়! ইহাদের মনের অন্ধকার দূর করাইয়া সৎপথ দেখাও, আমাদিগকে রক্ষা কর। দয়াময়! তোমার এই অজ্ঞান দাসের প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

নগরবাসী এস্‌লামভক্ত কোরেশ দলের এবং আবু সুফিয়ানের ঘটনায় মোস্‌লেমগণের পর্ব্বত পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইল। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রমে ক্রমে সম্মুখস্থ পর্ব্বতশ্রেণী পার হইতে সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আদেশ করিলেন। ক্রমে উষ্ট্রশ্রেণী দলে দলে পার হইয়া যাইতে দিবাকর মধ্য গগন ছাড়িয়া ক্রমে নিম্নে ঢলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে পদাতিক সৈন্যদল পরে ধানুকিদল পর্ব্বত পার হইয়া চলিল। কেহই নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই। নগরপ্রবেশের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত গমনে আদিষ্ট হইয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণও বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া চলিয়াছে। অতি সাবধানে সতর্কে নিম্ন হইতে উচ্চে আরোহণ তৎপর অবরোহণ দৃশ্য দেখিবার উপযুক্ত। পতাকা সকলেও হেলিয়া দুলিয়া—কখনও ঊর্দ্ধে কখনও নিম্নে কখনও যেন শূন্যে উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে। রণবাদ্যের বিরাম নাই— মধ্যে মধ্যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দে পর্ব্বত প্রান্তর পথ কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

হাজরাত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) পিতৃব্য আব্বাস সহ-প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে—পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পথে পদব্রজে যাইতেছেন। দিনমণি এক রাজ্যের দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া অন্য রাজ্যে যাইবার উদ্‌যোগী হইয়াছেন। যাইবার সময় আর পূর্ব্বভাব থাকে না। ক্রমশঃই তেজের হ্রাস, বর্ণ, বিবর্ণ, অধিকন্তু হরিদ্বর্ণ সহিত নীলাভ—তিনটি দীর্ঘকায় ঊর্দ্ধ রেখা—কোদরতের পতাকারূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া সত্যের জয়, এস্‌লামের জয়, —হাজরাতের মক্কা অভিগমন—শুভ বিজয় সংবাদ জগতে ঘোষণা করিতেছে। মন্দ মন্দ সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া অঙ্গ সুশীতল করিতেছে—অস্তমিত সূর্য্যের পূর্ব্ব সময়ের কিরণাভায় যেন পর্ব্বত ও শিলাখণ্ড সকল সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া হাজরাতের পদব্রজগমনে অভ্যর্থনা জনিত সুবর্ণ জল ঢালিয়া দিয়াছে। যাইতে যাইতে একটি সমতলস্থানে হাজরাত দণ্ডায়মান হইয়া মক্কা নগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, —"হা জন্মভূমি! এলাহির নির্দ্দিষ্ট কাবাগৃহ বুকে ধারণ করিয়াই তোমার এত গৌরব। জগতে তুমিই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ নগর। কত দেশ দেশান্তর হইতে তোমাকে সন্দর্শন করিতে কত ধনী, নির্ধন—দীন, দরিদ্র কত কষ্ট পাইয়া ভক্তিভাবে মনের শান্তিতে তোমার দর্শন লাভে আসিতেছে।

এমন পবিত্র ও পুণ্যময় জন্মভূমি হইতে আমারই আত্মীয় স্বজনগণ চক্রে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। আর এমন পবিত্র স্থানে এলাহির গুণানুবাদ না হইয়া তাঁরই নির্দ্দিষ্ট গৃহে সয়তানগণ কর্তৃক সয়তানী খেলা পৌত্তলিকতার অভিনয় হইতেছে। কাবাগৃহের প্রতিমা সকল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থানে বিষমাখা লৌহশলাকার ন্যায় হৃদয় ভেদ করিয়া বসিয়াছে। কবে এ হৃদয়শূল—হৃদয় হইতে দূরীভূত হইবে? কবে 'কাবা-গৃহ'কে প্রতিমার পদ হইতে রক্ষা করিব? এলাহী! কবে আমি তোমার গৃহ হইতে পৌত্তলিক আবর্জ্জনা দূর করিয়া তোমারই একত্ববাদের গুণগান হৃদয় ও মনের সহিত করিতে পারিব? দয়াময় 'তুমি করুণাকটাক্ষে না চাহিলে—তোমার দাসের সাধ্য নাই।"

হাজরাত আব্বাস বলিলেন—

"খোদাতালা নিশ্চয় তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন। চারিদিকে যেরূপ সুলক্ষণের চিহ্ন দেখিতেছি—অনুকূল বায়ু যেরূপ সুখসেব্য মৃদু মৃদু ভাবে বহিয়া শরীর মন শীতল করিতেছে,—ইহাতে বোধ হইতেছে যেন আর বেশি বিলম্ব নাই।"

"মহাভাগ! খোদাতালার কারিগরি দেখুন! পিতৃহীন বালক মোহাম্মদকে—মক্কা নগরে কত হীন অবস্থায় রাখিয়া তাহার দ্বারা কি কি কার্য্য করাইতেছেন। খোদাতালার কৃপায় সেই দীন হীন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আপনাদের আশীর্ব্বাদে মোস্‌লেমগণ তাহার প্রতি কিরূপ অনুগ্রহ করিয়াছে, সত্যধর্ম্ম প্রচারে অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গিসহ, ঐ দেখুন! তাহাদের পরিমাণ দেখুন! খোদাতালার প্রতি কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা—তাহাদের সাহস ও বলবীর্য্যের শক্তি, অভিযান দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন। ঐ দেখুন! পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নতল সমতলক্ষেত্র পর্যন্ত চাহিয়া দেখুন।"

মহাপ্রাজ্ঞ আল্‌ আব্বাস-মোস্‌লেমবাহিনীর নিতান্ত বন্ধুর, পার্ব্বত্য পথে পদনিক্ষেপ—

শ্রেণীবদ্ধ মতে গমন, এক চূড়া হইতে সমতলক্ষেত্রে অবরোহণ, পুনরায় অন্য চূড়ায় আরোহণ,—যানবাহন সমভিব্যাহারে গমন—ভঙ্গী ও নির্ভীকভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন :—

"প্রাণাধিক! খোদাতালার রহম! তোমার উপর খোদাতালার অজস্র দয়া সর্ব্বসময় বিতরিত হইতেছে।"

তাঁহারাই সুদৃষ্টিতেই মোস্‌লেমগণের এত উন্নতি। সেই অভাবনীয়, অচিন্তনীয়-বারিতালা—তোমারই দ্বারা এস্‌লাম ধর্ম্ম—জগতের স্থায়ীকাল পর্য্যন্ত গৌরবের সহিত সংস্থাপিত করিতে যে ইচ্ছা করিয়াছেন—তাহা আমি বহুদিন হইতেই নানা কারণে বুঝিতে পারিয়াছি। এস্‌লাম ধর্ম্ম,—তোমার প্রচারিত মহা পবিত্র সত্য ধর্ম্ম, সময়ে সমগ্র জগতে সম্মানের সহিত আদৃত হইবে। সত্যের এমনি শক্তি, এস্‌লাম ধর্ম্ম জ্যোতির এমনি মহাশক্তি—সমুজ্জল প্রভা যে, যে দেশে মোস্‌লেমগণ যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন,—প্রকৃতির শুভদৃষ্টিতে ধর্ম্মের আকর্ষণে, খোদাতালার মহিমায় সে সকল দেশে এস্‌লামশক্তি নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে, —জ্যোতিঃপ্রভা সম্যক্‌রূপে বিভাসিত হইবে—মিথ্যা এবং ভ্রম অন্ধকার একেবারে দূর করিবে। এই জগতের কোন অংশই এ মহামূল্য রত্নলাভে বঞ্চিত হইবে না। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি ভিন্ন সমগতি কি অবনতি মৃদুগতি কখনই হইবে না। আর এই সকল মোস্‌লেম বীর সম্মুখে, মক্কার কোরেশ কেন, বিখ্যাত যোদ্ধারাও ইহাদের গতিরোধ করিতে পারে কি না সন্দেহ?"

মোস্‌লেমগণ ক্রমাগত নগরাভিমুখে যাইতেছে।

একি? এ কাহারা? উলঙ্গ অসি হস্তে পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে মার মার শব্দে, বিকট চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অন্য দল ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিয়া মোস্‌লেমদিগকে আক্রমণ করিল। অন্য আর এক দল—তৃতীয় দল,—বর্শাফলকে—মোস্‌লেমদিগকে লক্ষ্য করিয়া নাচিতে নাচিতে আসিয়া বীর বিক্রমে মোস্‌লেম বাহিনীর উপর পড়িল।

বলিতে লাগিল,—"ফিরে যা! যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস্ ফিরে যা। আর আগে বাড়িস্ না;—ভাল মুখে বলিতেছি আর একপদ আগে বাড়িবি কি—এই বর্শাফলক চক্ষের পলকে বক্ষে বসিয়া, পৃষ্ঠ পার করিবে। ভাবিয়াছিস কি? বিনা রক্তপাতে মক্কানগরে প্রবেশ করিবি? কখনই না—প্রাণের ভয় থাকে ত ফিরে যা।"

মহাবীর খালেদ অগ্রে অগ্রে নির্ভয়ে যাইতেছিলেন, হঠাৎ এই ঘটনায় চিন্তিত হইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে হাজরাতের উপদেশ মনে হইল—'যে তোমরা নগর প্রবেশপথে কাহার প্রতি আক্রমণ করিবে না। তবে কিছুতেই যদি আক্রমণকারীরা ফিরিয়া না যায়, তখন বাধ্য হইয়া অস্ত্রের সহায় লইতে হইবে, কিন্তু সেও অনেক বিবেচনার পর।' বীরবর খালেদ মোস্‌লেমদিগকে গমনে ক্ষান্ত করিয়া দণ্ডায়মান

হইতে সঙ্কেত করিলেন। অস্ত্রনিক্ষেপে নিষেধ করিয়া—আত্মরক্ষার অনুমতি দানে--সৈন্যদিগকে শ্রেণীমত দণ্ডায়মান করিতে উদ্যোগী হইলেন। আগন্তুক আক্রমণকারীদল ক্রমাগত অস্ত্রচালনা করিতেছে। মোস্লেমগণ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতেছে। অস্ত্রের আঘাতে মোস্লেমেরা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে।

রক্তধার ছুটিয়াছে কিছুই বলিতেছে না! প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন, করিতেছে! দেখিতে দেখিতে মোস্লেমগণ পক্ষে ধরাশায়ী আরম্ভ হইল! বীরবর খালেদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হাজরাত মোহাম্মদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি, তোমাদের আঘাত সাধ্য-সামর্থপক্ষে সহ্য করিব! অসাধ্য হইলে আর কি করিব? আমরা তোমাদের উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না! তোমরা কেন এরূপ ভাবে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ?"

বিপক্ষগণ হইতে উত্তর হইল—

"খালেদ, এখন এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া—ধর্ম্মের আস্তরণ গায়ে পরিয়াছে, শিরেও বাঁধিয়াছে। শত্রুসঙ্গে আবার প্রতিজ্ঞা কি? আমরা কোরেশ। এরূপ ভাবে এবেশে আসিবার কারণ আর কিছুই নহে—তোমাদিগকে জগৎ হইতে একেবারেই দূর করিব। ভাল! তোমরা অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না—আমরা ছাড়িব না!" মুখের কথা মুখেই আছে, আর এক মোস্লেমবীর কাফের হস্তে সহিদ হইলেন। দ্বিতীয়টী যাইতে যাইতে তৃতীয় একজন প্রধান বীর বিপক্ষগণের অস্ত্রে ধরাশায়ী হইলে, মহাবীর খালেদ বলিলেন—'ভ্রাতাগণ! আর নহে। হাজরাতের আজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। আর নহে। আল্লার নাম করিয়া এস্লামের জয় ঘোষণা করিয়া, হস্ত বিস্তার কর—তরবারির তেজ দেখাও। তীর সকল ধনুকে যোজনা করিয়া টঙ্কার দাও। আর নহে, অনেক সহ্য করিয়াছি—হও অগ্রসর, চালাও তরবারি।"

আজ্ঞামাত্র একযোগে সহস্র মোস্লেমবীর কোরেশদিগের প্রতি ধাবিত হইল—চক্ষের পলকে কোরেশদলকে ঘিরিয়া ফেলিল।

হাজরাত ঐ বিষম কাণ্ড দেখিয়া আবু সুফিয়ানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, —"মোস্লেমগণের কোন অপরাধ নাই—বোধ হয় তুমিও স্বচক্ষে দেখিয়াছ। মোস্লেমেরা প্রথমে কিছু বলে নাই। তাহার পর আত্মরক্ষা ভিন্ন কাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করে নাই। আমরা এখান হইতে সমুদায় ঘটনা স্পষ্ট দেখিয়াছি, বোধ হয় তুমিও দেখিয়াছ। যখন মোস্লেমগণের তিন বীর ধরাশয়ী হইলেন, তখন আর কি করে, আমার আজ্ঞামতই কার্য্য করিয়াছে। এইক্ষণে তোমাকে বলিতেছি, তুমি কোরেশগণকে নিবৃত্ত কর। আমিও বীরবর খালেদকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিতেছি। কোরেশদিগের সহিত আমার কোন প্রকার শত্রুতা নাই—তাহারা আমার আত্মীয়। কেন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়াছে! তাহাদের অবস্থা কি আমাদের বিদিত নাই! এ অবস্থায় আমার বিপক্ষে অসি ধারণ করা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে? বড়ই আক্ষেপের কথা! কতকগুলি মদমত্ত যুবক আত্মগৌরবে মত্ত হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা নিতান্তই দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয়। কারণ কোরেশদিগের অবস্থা জানিতে আমাদের বাকী নাই।

তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর! যদি উহারা তোমার কথায় নিরস্ত না হয়—উপায় কি? উহাদের অদৃষ্টে খোদাতালা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে।

আবু সুফিয়ান! তুমি মক্কা নগরে যাইয়া কোরেশদিগকে বুঝাইয়া বল,—যে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, তোমরা এখন আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে—খোদাতালার কৃপায় কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

তোমরা ভদ্রতার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে তোমরাও ভদ্রব্যবহার প্রাপ্ত হইবে। কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

অত্যাচার, বিনা কারণে বিবাদ, এ সকল মোস্‌লেমগণের স্বভাবের বিপরীত কার্য্য। শান্তি ভাবে অবস্থিতি করিলে, কোনরূপ কোনপক্ষে আক্ষেপ ও দুঃখের কারণ হইবে না। তুমি শীঘ্র শীঘ্র যাও—ঐ দেখ, বীরবর খালেদের অশ্বদাপটে প্রস্তরকণাসকল উত্থিত হইতেছে। মোস্‌লেমগণও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।"

হাজরাত আব্বাস বলিলেন—"আবু সুফিয়ান! আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র শীঘ্র গমন কর। ঐ দেখ! এইবারই উদ্ধত কোরেশ গুণ্ডাদলের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল।"

আবু সুফিয়ান ত্রস্তপদে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট যাইয়া একটি দ্রুতগামী অশ্ব লইয়া তখনই অশ্বে কষাঘাত করিলেন। এদিকে বীরবর খালেদের মনোযোগ আকর্ষণ ও হাজরাতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দর্শন করাইতে বাঁশরি বাজিয়া উঠিল। অমনি মহামতি খালেদ যুদ্ধস্থান হইতে পর্ব্বতোপরি দৃষ্টি করিতেই হাজরাত সাঙ্কেতিক চিহ্ন—সুধার সহস্র তরবারি কোরেশগণের মুণ্ডপাত করিতে যে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা ঊর্দ্ধে উঠিয়া রহিল। কোরেশ-শির আর মৃত্তিকায় পতিত হইল না।

এদিকে আবু সুফিরান যুবাদলকে নিষেধ করিতেই তাহারা স্থিরভাবে পশ্চাৎ হটিল, এবং আবু সুফিয়ানের পরামর্শমত সকলেই আবু সুফিয়ানকে অগ্রে করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হাজরাত আলী এক পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে জাতীয় নিশানদণ্ড সংস্থাপিত করিয়া উড়াইয়া দিলেন।

জয় "এস্‌লামের জয়" বলিয়া মোস্‌লেমগণ উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া উঠিল।

জাতীয় নিশান উড়িতেছে দেখিয়া মোস্‌লেমসৈন্য যুদ্ধস্থলে, পথে, পর্ব্বতের পার্শ্বে, এবং পর্ব্বতোপরি—যে দল যেখানে ছিল, পর্ব্বতশিখরে জাতীয় নিশান উড়িতে দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিনাদ করিয়া উঠিল "জয় এস্‌লামের জয়।"

সূর্য্যদেব এক রাজ্যের কার্য্য শেষ করিয়া অন্য রাজ্যে গমন করিলেন। ঘোর সন্ধ্যা আসিয়া মক্কার প্রান্তর ঘিরিয়া বসিল। হাজরাতের আদেশে এই যুদ্ধস্থানেই শিবির নির্ম্মাণ করিয়া নিশা যাপন আদেশ করিলেন। সন্ধ্যাকালীন উপাসনার ধূম পড়িয়া গেল।

ওদিকে আবু সুফিয়ান, নগরে যাইয়া কোরেশগণকে হাজরাতের অভয়বাণী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। যে সকল যুবকদল এবং ঘোর পৌত্তলিকগণ মোস্‌লেমদিগকে বাধা দিতে আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্যক্ত করিলেন যে, আর রক্ষা নাই। মোস্‌লেমদিগের হস্তে

আর নিস্তার নাই। সহস্র তরবারির আঘাতে আমাদের সহস্র শির আজ রক্তমাখা হইয়া গড়াইয়া পড়িত। মোস্‌লেমেরা কি ভাবিয়া যেন আঘাত করিল না।

ওদিকে সন্ধ্যার পর মক্কানগরের কয়েকজন প্রধান কোরেশ কাবা মন্দিরে পূজাহেতু আসিয়া বলিতেছেন—"আজ একি দেখিতেছি? আজ কাবাগৃহের এ কি দশা? গৃহের দশা যাহাই হউক, দেবদেবীর অবমাননা—একি কথা! প্রদীপ নাই, কোন স্থানে আলো নাই—একেবারে অন্ধকার। বাদ্যবাজনা কৈ—ঘণ্টা কৈ—কিছুই ত দেখি না? ভোগ কৈ? নৈবেদ্য কৈ? পূজক কৈ? ধূপ ধূনা কিছুই ত দেখি না? জনমানবের নাম মাত্র নাই--একি? আজ এরূপ কেন হইল? দেবতারা কি মনে করিবেন? হায়! হায়! কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার! দেবতা ঠাকুরের কথাটা কি কাহারও মনে নাই?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন--"দেবতারা আর কি করিবেন, তাঁহাদের লীলা খেলা আজ হইতে শেষ হইল, তাঁহাদের ভোগ-নৈবেদ্যও আজ হইতে বন্ধ হইল, এইটিই ভাবিতে হইল। দুরবস্থার পূর্ব্বলক্ষণ তাহাও বুঝিতে হইল। মোহাম্মদ দশ হাজার মোস্‌লেমবীর লইয়া মক্কার বহির্দ্বারে সশস্ত্র উপস্থিত। যুবকদল যাহারা তাহাদের পথরোধ করিতে গিয়াছিল, তাহারা মোহাম্মদের অনুগ্রহে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছে। তাহারাই বলিল মোস্‌লেমগণের অস্ত্রে প্রাণ যাইত, প্রত্যেকের শির দেহ হইতে মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইত, এক আঘাতেই সমুদায় শির দেহ হইতে গড়াইয়া পড়িত। মোস্‌লেম সৈন্যগণের অনুগ্রহে তাহা হয় নাই। মোস্‌লেমগণের সহস্র তরবারি কোরেশদিগের মস্তক লক্ষ্যে উত্তোলিত হইয়াছিল, কোরেশবংশ প্রায় সমূলেই ধ্বংস হইত, মোহাম্মদের অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। আর বৃথা চেষ্টা, বৃথা দুঃখ, বৃথা হতাশ। আবু সুফিয়ান যে আমাদের দলপতি ছিল, মোহাম্মদের পরম শত্রু—মোহাম্মদ নামেই তাহার শরীর জ্বলিয়া উঠিত—সে আবু সুফিয়ানও মোহাম্মদের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। নগরের অন্য অন্য জনপদবাসীরাও এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আর বাকি রহিলই বা কি—আর থাকিবেই বা কেন? দেবদেবীর ভূর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ কথাটা এতদিন কাহারও মাথায় আইসে নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাদের ঈশ্বরকে আমরাই মনোমত গড়িয়া খাড়া করিয়াছি, তাঁহাদের দুর্দ্দশা, দুরবস্থার জন্য—আমরাই চিন্তিত হইতেছি! তাঁহারা কিসে রক্ষা পাইবেন,—তাহারই সুযোগ পথ আমরাই অন্বেষণ করিতেছি।—কি ভ্রম! কি ভ্রম! কি লজ্জা।—কি লজ্জা!!

সত্যই কি তাঁহারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন—আমাদিগকে রক্ষা করেন? এ কথায় ভক্তি কাহারও ছিল না। তবে লোকাচার মত যেটুকু ছিল তাহাও আজ হইতে তিরোহিত, নয়—আরবের বালুকারাশিতে বিসর্জ্জিত হইল। রাত্রি প্রভাতেই মোহাম্মদের আগমন। দেব দেবী—ধ্বংস—এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার। সমুদায় নগর এস্‌লাম মূলমন্ত্রে দীক্ষিত, এক বারিতালার উপাসক। আর বাকী কি রহিল? আমাদের অদৃষ্টের যাহা আছে—হইবে। মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান দ্বারা অভয় বাণী পাঠাইয়াছেন, বিশ্বাস করিতেও পারি, নাও পারি। না পারিয়াই বা কি করি? জন্মভূমির মায়ামমতা ছাড়িয়া যাইতেও মন সম্মত হয় না।

পরিবার পরিজনেরাও ছাড়ে না। আর এখন যাইবই বা কোথা? যাহা অদৃষ্টে আছে—হইবে। ঠাকুর দেবতার আর নাম করিও না। তাঁহাদের লীলা খেলা আজিকার দিন হইতে শেষ। দিনটা স্মরণীয়—সন্দেহ নাই!

।। দ্বাদশ মুকুল ।।

মোস্‌লেম বাহিনী আজ মক্কানগর মধ্যে প্রবেশের সুযোগ করিতে পারিলেন না। কোরেশ গুণ্ডাদিগের আচরণে কয়েকজন মোস্‌লেম সৈন্য-শোনিতে প্রবেশপথ অনুরঞ্জিত হইয়া "এস্‌লামের জয়" শুভক্ষণ সূচনা—প্রকৃতিদেবী আঙ্গুলি দ্বারা যেন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন। মোস্‌লেম তরবারি প্রত্যেক কোরেশ গুণ্ডার শির লক্ষ্যে উত্থিত হইয়াও হাজরাত মোহাম্মদের আদেশে তাহাদের শিরে পতিত হইল না। যে পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল সেই স্থানেই অচল স্থির, প্রস্তরবৎ শূন্যেই রহিয়া গেল। কোরেশ বিকৃত মস্তিক গ্রীবাদেশেই পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন রহিল।

হাজরাত মোহাম্মদ শান্তিহেতু মোস্‌লেমদিগের ভাবী উন্নতি—বিজয়হেতু, মোস্‌লেম শোনিত কোরেশের অস্ত্রধারে প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। শান্তিই মঙ্গলপ্রদ। দয়াই উন্নতির পথপ্রদর্শক। ক্ষমাই সুখভোগের সূচনা। ক্ষমতা সংযমই শক্তি বৃদ্ধির সুপ্রশস্ত উপায়।

বাহিনীরা পর্ব্বতের সমগ্র অংশ অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতে সন্ধ্যা সীমন্তিনী সন্ধ্যাতারকায় সমুজ্জল হইয়া ললাটে টিপ কাটিয়া ভাবুকের নয়ন মন হরণ করিতে করিতে ক্রমে অন্ধকার ঢালিয়া নগরপ্রবেশ পথ আবরিত করিল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে তমস্বীময় রজনীর আবির্ভাব হইল।

গত রাত্রে যে পর্ব্বতের পার্শ্বে মোস্‌লেমগণ শিবির নির্ম্মাণ করিয়া নিশা যাপন করিয়াছিলেন, অদ্য রজনীতে সেই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে নগরপ্রবেশ-দ্বারের সন্নিবিষ্ট স্থানে মোস্‌লেম সৈন্যগণ নিশাযাপন আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। রীতিমত বস্ত্রাবাস সকল, অতি ত্রস্তে ক্ষিপ্র হস্তে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। সেনাপতির আদেশে গত রাত্র হইতে উপস্থিত নিশায় বিশেষ সতর্কভাবে থাকিতে আদেশ হইয়াছে। পাহারার স্থানে দ্বিগুণ—কোন স্থানে ত্রিগুণ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে। গুপ্তচর গুপ্ত সন্ধানীরা দ্বিগুণ সংখ্যায় সন্ধানকার্য্যে বহির্গত হইয়াছে।

তমোময় রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত আবার গগনের শোভাও বৃদ্ধি হইয়াছে। সমুজ্জল হীরকগ্রথিত-তারা—হীরামালায় নীলাভ আকাশ শোভা, বর্ণনাতীত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বিনী, ভরণী, মৃগশিরা, রোহিণী, কৃত্তিকা, স্বাতী, চিত্রা, বিশাখা, অভিজিৎ, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি তারকারাজি যেস্থানে যে ভাবেই থাকুন, মানবচক্ষে বোধ হইতেছে—যেন নক্ষত্রমালার খেলা, চলাফেরা স্থিরনেত্রে ধ্যানমনে দেখিতেছেন, তিনি বুঝিতেছেন, তাঁহার চক্ষে বোধ হইতেছে যেন তারা সকল মক্কা নগরের দিকে চক্ষু তারা বিস্তারিয়া, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। কারণ প্রভাতেই সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয় হইবে। বিশ্বপতি বিশ্বরঞ্জন মহিমা-কুসুম

শতদলে প্রস্ফুটিত হইয়া আরব মরুভূমি পরিশোভিত করিবে—ভাবিয়া তারাদল হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছে। কেহ যেন চক্ষু ঠারিয়া কাবাগৃহ ইঙ্গিতে দেখাইয়া এ তারায় ও তারায় কহিতেছে,—আর অল্পক্ষণ। ঈশ্বরের গৃহের দুর্দশা মোচন হইতে, আর অল্পক্ষণ সময় অবশিষ্ট আছে—ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছে। অতি দ্রুতগতি "জোহরা" নক্ষত্র যেন, নাচিয়া নাচিয়া তারাদলে কহিয়া বেড়াইতেছে।

আরবদেশে নিষ্কণ্টকে ঈশ্বরের একত্ববাদ, জগৎস্থায়ী পর্যন্ত স্থায়ী হইবার এই প্রথম রজনী। এই রজনী! চল সখিগণ হাসিতে হাসিতে চল। আগামী কল্য-এ নগরে ঠাকুর দেবতার অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে না। আর দুঃখিত হইবে না। কাবাগৃহে ক্রন্দনধ্বনি আর শুনিতে হইবে না। চল সখিগণ! আমরা আজ শীঘ্র চলিয়া যাই। প্রহরে প্রহরে ঘণ্টার রব আজ শুনি নাই। শঙ্খ ঘণ্টা—কাবাগৃহের শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যবাজনা অদ্য শুনি নাই। আমরা দেখা দিলেই বাজনা বাজিয়া উঠিত। আজ সন্ধ্যায় বাজে নাই। বাজে নাই—করতাল বাঁশরী ঝাঁঝরী আজ বাজে নাই। দেবতাদিগের সম্মুখে আজ বাদ্য বাজে নাই—আর বাজিবে না। আর ঘণ্টার রব হইবে না। চিরকালের জন্য নীরব। আজিকার নীরব জগতের পরমায়ু, সূর্য্য চন্দ্রের পরমায়ু, আমাদের আয়ু পর্যন্ত নীরব। আর বাজিবে না। আর কেহ পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেবদেবীর পদতলে অঞ্জলি দান করিবে না। দেবদেবীর জন্য দীপ সকলও আর জ্বলিবে না। আর কেহ ভোগের দ্রব্যজাত যত্ন করিয়া সম্মুখে রাখিবে না। আজ দেবতারা রাত্রে উপবাসী। কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। ঠাকুর দেবতার আহারের কথা কাহারও মনে নাই। কার রন্ধন কে করে? কার ভোগ কে দেয়? দেবতাদের রাজত্বের আজ শেষ রাত্র! চল সখিগণ—চল— যাই*। শূন্য রাজ্যে মহানগরী মক্কার ভাবী অবস্থা তারাদলে আলোচনা হইতেছে। জগৎ রাজ্যেও নীরব নহে! নিশীত সময়— এই ঘোর নিশীথ সময়ে মক্কানগরে মোস্‌লেম সৈন্যবাসেও ভবিষ্যৎ ভাগ্যের আলোচনা হইতেছে।

মোস্‌লেম শিবিরে আজ রাত্রে অনেকেই জাগিয়া আছেন। ভাবী ভাগ্যফলের সুখ দৃশ্য আশায় অনেকেই জাগ্রত। কত মনে কত কথা উঠিতেছে। যে মনেই যে কথা উদয় হইতেছে, কথার শেষে ঈশ্বরের জীবন্ত জীবিত মহিমার স্পষ্ট ভাব সহ ক্ষমতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ সহিত কথা শেষ হইতেছে।

হাজরাত আলীর চক্ষে নিদ্রা নাই। তাঁহার জীবনের আদি হইতে আজিকার নিশা পর্যন্ত কথা ক্রমে মনে উদয় হইয়া তাঁহাকে আকুলিত করিয়াছে। হাজরাত আলী বলিতেছেন—স্বগত বলিতেছেন,—"আমি হাজরাত মোহাম্মদের কথা—পুরুষ মধ্যে অগ্রে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

*প্রবাদ আছে। বহু প্রাচীনকালে জোহরা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক—ঈশ্বরে মন প্রাণ সঁপিয়া এতই উপাসনা করিয়াছিলেন যে, নক্ষত্রলোকে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া, পতিতপাবন পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার নামেই নক্ষত্র নাম জোহরা হইল। জগতে জোহরা ঈশ্বরে মন প্রাণ সঁপিবার পূর্ব্বে বড়ই নৃত্যগীতপ্রিয় ছিলেন—দয়াময় তাঁহাকে নক্ষত্রমণ্ডলেও অতি দ্রুতগতি শক্তিতে স্থান দান করিয়া তাঁহার গতির পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।

আমার পূর্ব্বে হাজরাত বিবি খাদিজা এলাহির একত্ব—হাজরাত মোহাম্মদের প্রেরিত তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজরাতের উপদেশে জগতে তিনিই প্রথম মুসলমান,—আমি দ্বিতীয়—কিন্তু পুরুষের মধ্যে প্রথম।

হাজরাতের সঙ্গে অতি গোপনে নির্জ্জনে উপাসনা করিতাম। তিনি যাহা যাহা বলিতেন, মনের সহিত তাহা বিশ্বাস করিতাম। পুরুষ মধ্যে আমি তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী—কথার দোসর। আমরা সকলের চক্ষে বিষ। কেবল আমার পিতা আমার স্বপক্ষে। তিনি সকলের সম্মুখে একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি মোহাম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ?'

আমি উত্তর করিলাম—

'হাঁ' আমি তাঁহার প্রচারিত এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।'

পিতা প্রধান প্রধান কোরেশ ও আত্মীয় স্বজন মধ্যে বলিলেন, 'যাও, মোহাম্মদের সাহায্য কর। আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি মোহাম্মদ সত্যবাদী, ধার্ম্মিক, কোন প্রকার দোষ তাহাতে নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে তাহার মতে থাকিয়া তাহার সাহায্য কর এবং তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার মনোমত ইচ্ছানুরূপে করিতে থাক। আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত মোহাম্মদের এবং তোমার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। স্বচ্ছন্দে তোমরা তোমাদের এই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর।'

পিতার এই সাহসসূচক বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে হাজরাত মোহাম্মদের সঙ্গী হইলাম;—দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্ম্মে মনোযোগী হইলাম। পিতার লোকান্তর গমনের পর হইতেই আমাদের উপরে আত্মীয় স্বজনের বিশেষ কুদৃষ্টি পড়িল। কিছু দিনের মধ্যে আমরা ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলাম। শেষে স্বজনগণের হস্ত হইতে প্রাণ রক্ষা করা মহা দায় হইয়া উঠিল। হাজরাত মোহাম্মদ মক্কায় টিকিতে না পারিয়া নিশি যোগে গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করিলেন। আমিও আর টিকিতে পারিলাম না। কোন্ সুযোগে প্রাণ বিনাশ করে সর্ব্বদা সেই ভাবনাই অন্তরে উদয় হইতে লাগিল। কি করি! মদিনায় হাজরাতের আশ্রয়ে থাকিব স্থির করিয়া বাড়ি ঘর জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগে নিশীথ সময়ে মদিনা যাত্রা করিলাম। আমার পিছনে পিছনে আত্মীয় স্বজন ছুটিলেন—উলঙ্গ অসি লইয়া ছুটিলেন। জীবন্ত ধরিবার আদেশ নাই, একেবারে মাথা কাটিয়া লওয়ার আদেশ। আমার পিতৃব্য আবু জেহালের আদেশ। দিবসে পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া থাকিয়া নিশীথ সময় মদিনার পথে চলিতাম। এলাহি যাহার রক্ষক তাহাকে মারে কে? নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় যাইয়া এস্‌লাম দলে মিশিলাম। আত্মীয় স্বজনগণের সহিত ধর্ম্মের জন্য লড়াই করিলাম। আজ সে আত্মীয় স্বজনের দশা দেখিয়া খোদাতালার নিকট সহস্র প্রকারে কৃতজ্ঞ হইতেছি! তাঁহারই কৃপায় সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ জগৎনিধান জগৎ প্রভুর কৃপায়, তাঁহারই অনন্তশক্তি বলে বিশেষ বলীয়ান্ হইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে জন্মভূমির মুখ দেখিতে যাইতেছি! ধন্য এলাহি!

হাজরাত আবুবাকার সিদ্দিক চক্ষেও নিদ্রা নাই। তিনিও শয্যার বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে স্বগত বলিতেছেন—

সেই একদিন। আজ একদিন। হায়! যেদিন প্রধান প্রধান কোরেশদল, হাজরাত মোহাম্মদকে শেষ নিশায় অথবা অতি প্রত্যুষে নিশ্চয় বধ করিতে স্থির করিয়া কোরেশ গুণ্ডাদল নিযুক্ত হইয়াছে। গুণ্ডা দল হাজরাতের বাসগৃহ ঘিরিয়া উলঙ্গ অসি হস্তে খাড়া পাহারা দিতেছে। মোহাম্মদ কোন পথে গৃহ হইতে পালাইতে না পারেন, সেই জন্য গায়ে মিশিয়া পাহারায় খাড়া হইয়াছে—ঘরের জানালা দিয়া বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছে। হাজরাতও গৃহমধ্যে থাকিয়া সমুদায় অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। কি করিবেন কোন উপায় নাই। গৃহের চতুস্পার্শ্বে উলঙ্গ অসি হস্তে কোরেশ দল। ঘরের বাহির হইলেই প্রাণ যায়। কি করেন কোন উপায় নাই। কেবল একমাত্র সর্ব্বরক্ষক এলাহি ভরসা। এলাহি-কৃপায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নিশীথ সময়ে জন্মভূমি ছাড়িয়া—মদিনায় যাইতে বহির্গত হইলেন। প্রহরী শত্রুদলের সম্মুখ হইয়াই এলাহির আদেশে বহির্গত হইলেন। আশ্চর্য্য মহিমা—দয়াময়ের অতি আশ্চর্য্য লীলা! কেহই তাঁহাকে দেখিল না। শত্রুদলের চক্ষে তিনি পড়িলেন না। নির্ব্বিঘ্নে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঘোর অন্ধকার রজনীতে আমার গৃহে আসিলেন। আমি পরিবার পরিজন পুত্র-কন্যা ধনসম্পত্তি বাসগৃহ জন্মভূমির মায়া তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া হাজরাতের সঙ্গী হইলাম। সেই মহা অন্ধকার রজনীতে মক্কানগর ছাড়িয়া চলিলাম।

কিছু দূর যাইতে যাইতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। দূরে দৃষ্টি করিয়া দেখি, একদল, কোরেশ অশ্বারোহী,—উলঙ্গ অসি হস্তে অশ্বদাপটে তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। আমার প্রাণ যেন উড়িয়া গেল। হাজরাতকে বলিলাম,—"আর রক্ষা নাই। আমাদের তল্লাসেই কোরেশ দল আসিতেছে।" হাজরাত বলিলেন—

'আবু বাকার! খোদাতা'লার নাম কর। তাঁহার ইচ্ছা সাধিত হউক।' এই গতকল্য যে পর্ব্বতপার্শ্বে ছিলাম—সেই পর্ব্বতের ধারে সে সময় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেবল আল্লাহর নাম মনে এবং মুখে। খোদাতালার কি মহিমা! তাহারা অশ্বদাপটে আমাদের নিকট হইয়া বাতাসে ন্যায় চলিয়া গেল, আমাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। অশ্বারোহীমধ্যে সকলের অগ্রে—আবু সুফিয়ান।

হাজরাত বলিলেন "উহারা এখনি ফিরিবে—চল আমরা অন্য কোন স্থানে গিয়া আত্মগোপন করি। এলাহি রক্ষক, কোন চিন্তা নাই। আর এক কথা, আমরা মদিনার দিকে কোন স্থানে আত্মগোপন করিব না—চল মক্কার দিকে ফিরিয়া গিয়া কোন গুপ্ত স্থানে থাকিয়া দিনটা কোন প্রকারে কাটাই। রাত্রে মদিনার দিকে চলিব।" এই কথা বলিয়াই হাজরাত আগে আগে চলিলেন। যাইতে যাইতে অদ্যকার এই আমার বস্ত্রাবাসসংলগ্ন সে ভগ্নকূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐ কূপের মধ্যে হাজরাত সহ অবতরণ করিয়া আত্মগোপন করিলাম। ভগ্নকূপ মধ্যে যাইয়া দেখি, আত্মগোপনের বিশেষ সুবিধা আছে। কূপ ভাঙ্গিয়াই গোপন থাকিবার আরও সুবিধা হইয়াছে।

হাজরাত কূপের মধ্যে যাইয়া মানসিক পরিশ্রমে এবং অক্লান্ত শ্রমে, অবশ ইন্দ্রিয়ভাবে

অধীর হইয়া পড়িলেন। আমার জানুদেশে মাথা রাখিয়া মৃত্তিকা-শয্যায় হাত পা ছড়াইয়া অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন! তখনি নিদ্রার আবেশ। দেখিতে দেখিতে নিদ্রায় অচেতন। অশ্বদাপটের শব্দ আবার আসিল,—কান পাতিয়া শুনি, কুপের উপরিভাগে অশ্বারোহীরা কথা কহিতেছে। বলিতেছে—

'এই দেখিলাম কোথা গেল? এখানে ত আড়ালের অথবা আত্মগোপনের আব কিছু নাই। বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল?' আর একজন বলিতেছে—'বোধ হয় এই কুপের মধ্যে লুকাইয়া আছে। নিশ্চয় এই ভগ্ন কুপে আত্মগোপন করিয়াছে; আমি দূর হইতে দেখিয়াছি মোহাম্মদ আর আবুবাকার—যাবে কোথা?'

আর এক গলার স্বর—বোধ হয় আবু সুফিয়ানের গলার স্বর। শুনিলাম—'এ যে বহুকালের পুরাতন কুপ। মানুষ প্রবেশের পদচিহ্ন ইহাতে কিছুই নাই। কি আশ্চর্য্য পায়রার বাসা,—কুপের মুখের উপর জঙ্গলে ঘেরা তাহার উপর পায়রার বাসা। দেখ না!—ওহে এই দেখ সেই বাসায় পায়রার দুইটা ডিমও আছে, অন্য অন্য দিকে মাকড়সার জালে ঘেরা, মানুষ ইহার মধ্যে গেলে, মাকড়সা জাল ছিঁড়িয়া যাইত। তাহা কৈ? জালের সূক্ষ্ম -তার অতি সূক্ষ্ম—যেমন তেমনি রহিয়াছে। মাকড়সা স্থিরভাবে সূত্র আশ্রয়ে বসিয়াই আছে। এত প্রমাণ পাইয়াও এই কুপের মধ্যে মোহাম্মদ আর আবুবাকার আছে সন্দেহ করিব?' এই কথা বলিয়া তাহারা যেন চলিয়া গেল। কানে বহু অশ্বের পদশব্দ প্রবেশ করিল। তাহার পর আর কোন কথা শুনিলাম না। ভাবিলাম—এলাহির কৃপায় রক্ষা পাইলাম। স্থির হইয়া বসিয়াছি, বাম পার্শ্বে—কুপের বাম পার্শ্বে দৃষ্টি পড়িতেই আমার প্রাণ কাঁপিয়া গেল। দক্ষিণে দৃষ্টি করিয়া দেখি ঐ কথা—সম্মুখ পশ্চাৎ চতুর্দ্দিকেই ঐ ভীষণ দৃশ্য। পুরাতন কুপের প্রাচীর-অঙ্গ ভেদ করিয়া বিষধর সর্প সকল মুখ বাড়াইয়া মাথা বাহির করিতেছে। কেহ জিহ্বা বাহির করিয়া টানিয়া লইতেছে। কেহ মেঘগর্জ্জনে গরজিতেছে। কি করি কোন উপায় নাই। আমার প্রাণ যাক্ ক্ষতি নাই, হাজরাতের প্রাণ কি উপায়ে রক্ষা হইবে! এ যে ভয়ানক শত্রু। কি করি, সাত পাঁচ ভাবিয়া আল্লার নাম করিয়া আমার পাগড়ি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িলাম। ছেঁড়া বস্ত্রে এক একটি পুটুলী করিয়া ছিদ্র সকল বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। পারিয়া উঠিলাম না। সমুদায় ছিদ্র বন্ধ হইল না। হায়! হায়! একি হইল? যে সকল ছিদ্র বন্ধ হইল তাহাত হইল,—কিন্তু যাহা বন্ধ হইল না, তাহাব মধ্যের বিষধরগণ বিষম বিক্রমে গর্জ্জিতে লাগিল। বুদ্ধিতে যোগাইল গায়ের পিরাহাণ কি জন্য?

খুলিলাম অঙ্গের আবরণ। টুকরা টুকরা করিয়া ফাড়িলাম। অবশিষ্ট ছিদ্রগুলি বন্ধ করিলাম। মানুষের বুদ্ধি কোনই কার্য্যকরী নহে। বস্ত্রখণ্ড শেষ হইয়া গেল। একটি বৃহৎ ছিদ্র অগ্রে বন্ধ করিতেই ভ্রম হইয়াছে; এখন উপায়! বস্ত্র ত আর নাই। দুই পদ প্রশস্ত করিয়া পদতল দ্বারা সেই বৃহৎ ছিদ্র চাপিয়া রাখিলাম। হাজরাত নিদ্রা যাইতেছেন। সেই বৃহৎ ছিদ্র মধ্যস্থ বিষধর, রাগে রাগে, আমার পদতল দংশন করিতে লাগিল। হাজরাতের নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া জানু টানিয়া সরাইলাম না। সর্প-দংশন যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলাম।

দংশন সহ্য করিলে কি হইবে? বিষের ক্রিয়া দেহের মধ্যে আরম্ভ হইল? যন্ত্রণায় অস্থির হইলাম, চক্ষের পাতা ভারি হইয়া আসিল। এমন সময় হাজরাতের নিদ্রা ভঙ্গ হইতেই আমার উলঙ্গ দেহ, চক্ষের ভাব, বাক্‌শক্তির বিরোধ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে? পদদ্বয়ই বা কেন কুপপ্রাচীরে এ প্রকারে আবদ্ধ রাখিয়াছি? সংক্ষেপে যত দূর পারিলাম বলিতেই—হাজরাত মুখামৃত দ্বারা পদতলের ক্ষতস্থান ঘর্ষণ করিয়া দিয়া খোদাতালার নিকট করজোড়ে মনে মনে কি প্রার্থনা করিলেন, তিনিই জানেন। মুহূর্ত পরেই আমার শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা সমুদায় যেন জল হইয়া শীতল হইয়া গেল। কোন প্রকার, অসুখ বোধ হইল না। তাহার পর নিশীথ সময়ে মদিনায় রওয়ানা। তাহার পর এই সপ্তম বৎসরে মক্কায় আসিতেছি। সেই একদিন আর—এখন একদিন। যাহারা প্রাণঘাতক বৈরী, এখন তাহারা প্রাণের ভিখারী। দয়াময় এলাহির ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা সাধিত হউক। রাত্রি প্রভাতে আবার কি দৃশ্য দেখাইবেন তিনি জানেন। ধন্য তাঁহার মহিমা!

হাজরাত ওস্‌মান গাণীর মনেও দুঃখের তরঙ্গ উঠিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ব সহধর্ম্মিণী, হাজরাত মোহাম্মদ-নন্দিনী বিবি রোকায়ার কথা—মনে পড়িয়া বিষাদ, অবসাদ, মনঃকষ্ট, জীবনে নিরাশ, সন্তোষ শান্তি সমুদায় কথা মনে পড়িয়াছে। অন্তরে নিদারুণ দুঃখের প্রবাহ ছুটিয়াছে, সেই জন্মভূমিতে সবলে নির্ভয়ে আসিলেন, রোকায়া সুন্দরী সহ একত্রে আসিতে পারিলাম না। ইহাই চির আক্ষেপ। সহস্র প্রকারে আক্ষেপ। হায় রোকায়া! তোমার উপদেশ মতে পাথর পূজা পরিত্যাগ—এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের চক্ষের কণ্টক হইলাম। শেষে ধনসম্পত্তি আবাস বাটী ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়িয়া জন্মভূমি পরিত্যাগে প্রাণের ভয়ে তোমার প্রাণটি হাতে করিয়া তোমাকে লইয়া দীন দুঃখী বেশে মক্কা ছাড়িলাম। সুখে দুঃখে তুমি চিরসঙ্গিনী হইয়া, কাঙ্গালিনী বেশে—আমার সঙ্গে পারস্য দেশে গিয়াছিলে! আমার জন্যে কত কষ্টই না ভোগ করিয়াছ। হাজরাত মদিনায় আসিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন শুনিয়া মদিনায় আসিলে, কিন্তু তোমাব ভাগ্যে সুখ ভোগ হইল না। পূর্ব্বেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। কয়েক মাস পীড়িত অবস্থায় কাটাইয়া আমার বক্ষে চির-বিরহ-শেল বসাইয়া, পিতার কলেজায় আঘাত দিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিলে। আজ সেই মক্কায় আসিতেছি, তোমায় হারাইয়া আসিতেছি। কষ্টের দিন দেখিয়া গেলে—সুখের দিন তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। যাহারা আমাদের প্রাণ সংহারে উদ্যত ছিল, যাহাদের অত্যাচার ভয়ে প্রাণ লইয়া পালাইয়াছিলাম, এলাহি-কৃপায় এখন তাহারা আমাদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে। এ দৃশ্য তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। চির-আক্ষেপ রহিয়া গেল।

দুঃখ মনঃকষ্টের কথা মনে উঠিতেছে। ভালবাসা স্ত্রীবিয়োগীর প্রাণ কি সুস্থভাবে থাকে? কত দুঃখ কত মনঃকষ্ট, এক এক মুহূর্ত যে ভাবে যে প্রকারে অতিবাহিত হয়, তাহা মুখে প্রকাশ অসাধ্য। ভুক্তভোগী না হইলে অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই।

নির্জ্জনে একা বসিয়া রোকায়ারূপ ধ্যান করি, একটু ভাল বোধ হয়। কেহ কথা কহিয়া বিরক্ত করিলে বিবক্ত বোধ হয়;—প্রাণেও ব্যথা লাগে।

একদিন "ওমর"—আসিয়া অনেক কথার পর বলিলেন—ওস্‌মান! তুমি এরূপ ভাবে থাকিলে মনুষ্যত্ব হারাইবে, এক কাজ কর। আমার কন্যা "হাফেজা" রূপবতী বিদ্যাবতী, অতি সুশীলা, তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিতেছি;—তুমি সুখী হইবে। আমি কিন্তু নীরব। রোকায়ার রূপ আমার চক্ষের উপর রহিয়াছে, আমার মন অন্য কথায় শান্ত হইবে কেন? আমি নিরুত্তর। কোন কথাই কহিলাম না। ওমর বুঝিলেন আমি যখন কোন কথা কহিলাম না, —মৌনী হইয়া রহিলাম। প্রাচীন রীতি অনুসারে এক প্রকারে সম্মতির লক্ষণ বলিয়াই জ্ঞান করিলেন।

অনেকেই শুনিল যে, ওমরের কন্যা হাফেজার সহিত আমার বিবাহ হইবে। কিন্তু দিন যায়,—ওমর একদিন বলিলেন—ওস্‌মান্! কৈ—তুমি ত সে বিষয়ের কোন যোগাড় করিতেছ না? কারণ কি?

আমি সবিনয়ে বলিলাম—আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। রোকায়ার কথা ভুলিতে পারিব না। তবে একটি কথা আমার মনের অন্তস্থানে নিহিত আছে, সে কথা যদি কাহার মুখে শুনি, সে সময় কি করিব বলিতে পারি না। কিন্তু আপনার প্রস্তাবে আমি নীরব। আমি সম্মত নহি। ওমর আমার কথা শুনিয়া আগুন হইলেন। কতই যে কটু কথা বলিলেন; —শেষ কথা আমার কন্যাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, বংশের অপমান করা হইয়াছে। হাফেজার আর বিবাহই হইবে না, আমি তোমাকে ইহার বিশেষ শাস্তি দিব। তোমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা একেবার জীবনের মত মিটাইয়া দিব। এই অসি দ্বারা তোমার শিরচ্ছেদন করিব।

আমি নীরব! —ওমর বলিলেন এখনি তোমার শাস্তি দিতাম। কিন্তু কথাটা বড়ই গুরুতর। হাজরাত মোহাম্মদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার সমুচিত শাস্তি বিধান করিব।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমার পক্ষে যাঁহারা ছিলেন, ওমরের এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারাও জ্বলিয়া উঠিলেন। সকলেই এক সময়ে ওমরকে দেখিবেন। ওমরের পক্ষে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ওমরকে দেখিবার কথা শুনিয়া তাঁহারাও তখনই কোমর বাঁধিয়া খাড়া হইলেন। চিরশান্তিময় মোস্‌লেম সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এক সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সামান্য কথাস্ত্র আঘাতে একতাবন্ধন ছিন্ন হইয়া আপোষে মারামারি কাটাকাটির সূত্রপাত হইল। কোন পক্ষই কম নহেন, তুমুল যুদ্ধ সূচনা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে কথা হাজরাতের কর্ণগোচর হইল, হাজরাত বিশেষ দুঃখিত ভাবে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

বড়ই লজ্জার কথা! ভয়ানক দুঃখের কথা—আক্ষেপের কথা। মোসলমান মোসলমানে মনোমালিন্য, কলহ বিবাদ। পরিণামে লৌহ অস্ত্র ব্যবহারের উদ্যোগ। যে শুনিবে সেই হাসিবে। শত্রুপক্ষ হাতে তালি দিয়া হাসিতে থাকিবে। আমি তোমাদের উভয়ের মনোমালিন্য দুঃখ বেদনা বিবাদ, মিটাইয়া দিতেছি। ওমরকে বলিলেন—ওমর! তোমার—রূপবতী, বিদ্যাবতী সুশীলা, সচ্চরিত্রা কন্যা—হাফেজাকে আমি গ্রহণ করিতেছি; আর কন্যা

ওম্মেকুলসুমকে (রোকায়ার কনিষ্ঠা ভগ্নী) ধর্ম্মানুসারে ওসমানের হস্তে সমর্পণ করিতেছি—আর কি কথা আছে? হাজরাতের অভিমতানুসারে কার্য্য হইয়া,—গোলযোগ মিটিয়া গেল। বিবাহ হইল,—কিন্তু—প্রিয়সী রোকায়ার রূপ ছায়া এখনও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে, চক্ষে ঘুরিতেছে এত ভাল অবস্থার মক্কায় আসিলাম, রোকায়াকে সঙ্গে আনিতে পারিলাম না। কোরেশদিগের দুরবস্থা—সে সুন্দর চক্ষু দেখিতে পারিল না, ইহাই আমার শত আক্ষেপ। বিবাদ মিটিল, শান্তি হইল, আমার মনের বেদনা মনেই রহিয়া গেল। সকলি দয়াময়ের ইচ্ছা।

হাজরাত ওমরের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। তাঁহার মনে উঠিতেছে নানা কথা—প্রথম কথা এই,—সহস্র মোহর পুরস্কার লোভে, হাজরাত মোহাম্মদের মাথা কাটিতে প্রস্তুত হইলাম। আবুজেহেলের কার্য্য তায় মক্কানগরের প্রাচীন দেবতা হাবাল দেব নিকট সকলে একত্র যাইয়া, দেবতা সম্মুখে পুরস্কার দানের প্রতিজ্ঞা করিলেন। আমি হাজরাতের মাথা কাটিয়া স্বীকার হইয়া দেবতা সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। কোরেশরা মহা সন্তোষের বাজনা বাজাইয়া আমাকে বিদায় করিলেন। নগরের মধ্যে আবার বৃদ্ধ নরনারী সকলেই জানিল যে ওমর,—হাজরাত মোহাম্মদের মাথা কাটিতে হাবলে দেবের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। হাজরাত সে সময় কাবাগৃহের এক কোণে বসিয়া ধ্যান করিতেন। অস্ত্র শস্ত্র সকল বাঁধিয়া কাবাগৃহের দিকেই চলিলাম। পথিমধ্যে আমার পরিচিত একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি আমার হাব ভাব, উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বেশে কোথায় যাইতেছ?

আমি উত্তর করিলাম,—মোহাম্মদের মাথা কাটিতে যাইতেছি। সে লোকটি হাসিয়া বলিল—ভাই! তুমি কোরেশ দলের প্রধান বীর, প্রধান পৌত্তলিক, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু ভ্রাতঃ! ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে কেহই মারিতে পারে না। কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। আমি জানিতাম ঐ লোকটা অন্তরে অন্তরে মোহাম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে—কেবল আমাদের সকলের ভয়ে প্রকাশ্যে মোহাম্মদের দলে মিশিতে পারিতেছে না। ওর মুখে, ঐরূপ কথা শুনিবার কথা। প্রকাশ্যে বলিলাম—তোমাকে আমি চিনি। তোমার মনের খবরও আমার জানা আছে। ওহে! তোমার মত অদেখা ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নাই। তরবারি আমার, —মাথা হইল মোহাম্মদের,—মাথা কাটিবে ওমর—তাহার বাহু বলে, হৃদয় বলে, সাহসের বলে। বাঁচাবেন কে?—না যাহার হাত পা নাই—দেহ নাই, চক্ষু নাই। আচ্ছা বলত ভাই! ওমরের আঘাত বৃথা হইবে কি প্রকারে? হয় তরবারির ধার ভোঁতা হওয়া চাই, নয় তরবারিখানা ভগ্ন হইয়া দুই তিন খণ্ড হওয়াও চাই। সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদের গাথা গর্দ্দান পাথরের গড়া হওয়া আবশ্যক, তাহার পরেও আমার হাতখানা অবশ হওয়াই যেন এক রূপবিবেচনা করি। এতগুলি ঘটনা ঘটিলে তবে মোহাম্মদ বাঁচিতে পারে? তোমার মত অন্ধ বিশ্বাস আমার নাই। কারণ নাই, কার্য্য নাই, উপকরণ নাই—কিছুই নাই, সে কথা শুনে কে? সে লোকটি বলিল—ভাই! তোমার সঙ্গে কথা বলিতে ভয় হয়—চটিও না।

আচ্ছা ঐ যে ছাগলটা—তোমার সম্মুখে চরিতেছে, বিনা অস্ত্র সহায়ে উহাকে ধর দেখি?

আমি বলিলাম—তুমি নিশ্চয়ই পাগল, তাহা না হইলে ছাগল ধরিতে বলিবে কেন? সে লোকটা তখনি উত্তর করিল,—আমি পাগলই হই, আর ক্ষেপাই হই, আহাম্মক মূর্খ জাহেলই হই, একটা কথা বলিলাম—তুমি ধর দেখি? এই "ধরা"তেই তোমার ক্ষমতা বুঝিব। তোমার ইচ্ছা মত কার্য্য করিয়া কৃতকার্য হইতে পার কি না তাহাও বুঝিব।

আমি অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া ছাগল ধরিতে চলিলাম। দশ হাতের মধ্যেই ধরিব মনে করিলাম, কিন্তু একশত হাতের মধ্যেও ধরিতে পারিলাম না। ক্রমেই রাগ বাড়িতেছে। তখন ছাগলটা চক্র দিয়া ঘোরা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিবার জন্য সম্মুখ ঘুরিয়া ধরিতে যাই, ছাগলটা বামচক্র ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া যায়। সে সহজে ঘুরিতে পারে, আমাকে ঐরূপ হঠাৎ ঘোরাফেরা করিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

কি করি! লজ্জার দায়ে ছাগলের পিছনে পিছনে দৌড়াতে হইল। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম, পরিশ্রমের একশেষ করিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আর পা উঠে না, দৌড়িতে অশক্ত হইলাম। ছাগলটা ধরিতে পরিলাম না। পিছনে পিছনে তাড়নায় যেই একটু শিথিল ভাব আসিয়াছে, ছাগলটা তখন চার পা তুলিয়া লাফাইতে লাফাইতে দৌড়িয়া জয়ী ভাবিয়া—ডাকিতে ডাকিতে বহুদূর চলিয়া গেল।

ছাগলের পিছনে পিছনে দৌড়িয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। একটু সুস্থির হইলে সে লোকটা বলিল—দেখিলে ত ভাই! ইচ্ছা করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কার্য্য সিদ্ধি করিতে, —অন্য আর কোন শক্তি নিশ্চয়ই আছে। মোহাম্মদকে মারিতে যাইতেছ, গেলেই যে মারিতে পারিবে তার বিশ্বাস কি?

আমি বলিলাম—

তা ত বটে। তোমার কথাতেই ত আমার মনে খট্‌কা বসিল। ছাগলটার পিছনে পিছনে দৌড়িয়ে এই দেখনা—গলদঘর্ম্ম হইয়াছি। ক্ষুধা পিপাসাও অত্যন্ত হইয়াছে। এখন আর মোহাম্মদকে মারিতে যাইব না। নিকটেই আমার ভগ্নীর বাড়ি—সেই বাড়ীতে যাইয়া পিপাসা শান্তি ও ক্ষুধা নিবারণ করিয়া—এখনি আসিতেছি। মোহাম্মদকে আমি দুই টুকরা করিবই করিব।

সেই লোকটী বলিল—

'তুমি কি শুন নাই? তোমার ভগিনী আর তাহার স্বামী—তোমার ভগ্নিপতি তাহারা উভয়েই মোহাম্মদের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমাকে তাহারা আদর করিয়া পাপগ্রস্ত হইবে কেন?'

'আমি বলিলাম—তোমার এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার ভগিনী কখনও পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোহাম্মদের ধর্ম্মগ্রহণ করিবে না। তুমি বল কি? আমার সহোদরা ভগ্নী আমাকে পাইলে কত সন্তোষ কত আহ্লাদিত হইবে, তাহার অন্ত নাই।'

'ভগ্নী তোমার বটে! তুমি হইতেছ বিধর্ম্মী পুতুলপূজক। আর তিনি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়া এখন হইয়াছেন "মুসলমান"। তোমার আদর করিবে না, তোমার সঙ্গে বসা উঠা করিবে না। তোমার সঙ্গে একত্র আহার করিবে না। তোমার স্পর্শ করা জল পর্য্যন্ত তাহারা খাইবে না, স্পর্শ করিবে না।'

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—অসম্ভব! আমার সঙ্গে একত্র আহার না করিয়া কি বাঁচিতে পারে?—আমার স্পর্শ করা খাদ্য খাইবে না আশ্চর্য্য কথা। আমি রন্ধন করিয়া দিলে অবশ্যই খাইবে।

'শুন কথা—তুমি গিয়া পরীক্ষা কর। যদি আমার কথা মিথ্যা হয় আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া গালাগালি দিও। না হয় তোমার সহিত আমার দেখা হইলে যে শাস্তি ইচ্ছা হয় দিও। তুমি তোমার ভগ্নীর বাটীতে গিয়া স্বহস্তে একটা দোম্বা কি ছাগল "জবাহ্" করিয়া নিজেই রন্ধন করিও, আর তোমার ভগ্নী, ভগ্নীপতি উভয়কে সেই মাংস খাইতে ডাকিও। তখনই আমার কথার হাতে হাতে প্রমাণ পাইবে! আমি তোমাকে দৃঢ়তার সহিত কহিতেছি—তাহারা তোমার রন্ধন করা মাংস কখনই খাইবে না। তোমার সঙ্গেও আহার করিবে না।

লোকটা এই কথা বলিলে—আমি আর কোন কথা না কহিয়া সোজা ভগ্নীর বাটীতে যাইয়া দেখি, প্রবেশদ্বার বন্ধ। দ্বারের নিকট যাইয়া কান পাতিয়া রহিলাম। কারণ তাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা কহিতেছে কি না? শুনিতেই আমার কাণে শব্দ আসিল তাহারা কি যেন পড়িতেছে। সে পাঠের অর্থ বড়ই চমৎকার! শুনিতেই শ্রদ্ধা হয়। আমি উচ্চস্বরে ডাকিলাম। আর তাহাদের পড়া বন্ধ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ত্রস্ত পদে চলাফেরা করা, মৃদু মৃদু শব্দে কথা কহা আমি বুঝিতে লাগিলাম, দ্বার কেহই খুলিল না। আমি বেশী গোলমাল করায় ভগ্নী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। সেই লোকটী যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহার অনেক কথা প্রথম দেখা ও প্রথম ব্যবহারেই প্রাপ্ত হইলাম। আমার ভগ্নী আমাকে সালাম করিল না, আর আমাকে দেখিয়া যেন দুঃখিত হইল।

আমি বলিলাম—ফাতেমা! আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে,—পেট পুরিয়া খাইতে হইবে। তোমার একটা ছাগল আমাকে দেও, আমিও জবাহ্ করিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলেই একত্র একসঙ্গে খাইব। তোমাদের সঙ্গে বহুদিন একসঙ্গে আহার করি নাই। আজ সকলে একসঙ্গে আহার করিব। ভগ্নীর মুখে কোন কথা নাই, আমিই একটা ছাগল ধরিয়া তাহার গলায় ছুরি বসাইলাম। মাংস ছাড়াইয়া লইয়া রন্ধন করিতে প্রস্তুত হইলাম। তাহারা কেহ কোন কথা কহিতেছে না।

রাঁধা-বাড়া শেষ করিয়া ভগ্নী ভগ্নীপতিকে একত্র আহার জন্য ডাকিলাম, তাহারা কোন উত্তর করিল না। পুনঃ পুনঃ ডাকিলাম, ভগ্নী উত্তর করিল—

"আমরা খাইব না।"

"কেন খাইবে না?"

"তাহা বলিব না।"

"বলিতেই হইবে!"—ক্রোধে আমার শরীর কাঁপিতেছে। বলিলাম "খাইতে হইবে!"

ভগিনী এবং ভগিনীপতি এবারে উভয়ে বলিল—আমরা খাইব না। জোরের সহিত বলিল—কখনই খাইব না, বিরক্তির সহিত বলিল—তুমি যা ইচ্ছা তাই কর।

আমার সহ্য হইল না। ভগিনীর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আহারের স্থানে টানিয়া আনিতে আনিতে মুখে বলিলাম—

খাইবি না কেন? খাইতেই হইবে। সেও বলিল,—খাইব না—প্রাণ গেলেও খাইব না। কি করি, ভগিনীকে প্রহার আরম্ভ করিলাম। মার খাইলে নিশ্চয়ই খাইতে চাহিবে। মারের নিকটে প্রতিজ্ঞা কি? অসম্মতই বা কি? ভগিনীকে মারিতে মারিতে তাহার স্বামী আপন স্ত্রীর সাহায্যে আসিয়া, আমার হাত হইতে ফাতেমাকে ছাড়াইয়া লইবে ইচ্ছা করিল। আমি ফাতেমাকে ছাড়িয়া দিয়া ভগিনীপতিকে মারিতে আরম্ভ করিলাম। তখন ফাতেমা আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল,—'ভাই! তুমি যাহাই কর তোমার সঙ্গে আমরা একত্র খাইব না। তুমি পৌত্তলিক।'

মুখে যাহা আসিল গালাগালি দিয়া বলিলাম,—'তবে বুঝি তোমরা মোহাম্মদের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছ?'

ভগিনী উত্তর করিল—'হাঁ আমরা সত্য ধর্ম্ম এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।'

এই বলা—আর আমার হাত পুনরায় ছুটিল। বলিলাম, 'এখনই সে ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌। আমার সম্মুখে লাত গোরির নাম করিয়া বল যে মোহাম্মদের ধর্ম্ম ছাড়িলাম।'

ফাতেমা বলিল—'ভাই! তুমি মার—মারিতে মারিতে মারিয়া ফেল! গলায় ছুরি দেও, আমরা আমাদের ধর্ম্ম ছাড়িব না। এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রাণ গেলেও পরিত্যাগ করিব না।'

তখন আর কি করি—ক্ষান্ত হইলাম। মনে করিলাম, এতদূর যখন পণ, তখন আর কিছু বলিব না। আর ইহারা পাগল নহে,—ছেলে ছোকরা নহে, আপন পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া মোহাম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল,—কারণ কি? ভগিনীর গায়ে প্রহারের চিহ্ন, স্থানে স্থানে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগিল। আমি কিছু না খাইয়া, ঘরের মধ্যে যাইয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রার ভাণ করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে নূতন কথার শব্দ আমার কানে আসিল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। যেমন শব্দ যোজনা তেমনি উপদেশ তেমনি বর্ণনা, তেমনি আশ্চর্য্য কথা। সে সকল কথা কখনই কাহার মুখে শুনি নাই। কতক্ষণ শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ত্রস্তভাবে উঠিয়া ঐ পাঠ স্থানে উপস্থিত হইতেই দেখি—আমার ভগিনী আর ভগিনীপতি উভয়ে কাগজে লিখা ঐ সকল কথা একমনে পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহারা ভয়ে সেই লিখা কাগজ,—বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। আমি বলিলাম 'ফাতেমা! ভয় করিও না। তোমরা যে পড়িতেছিলে, আমার কানে কথাগুলি এতই ভাল লাগিল যে, কান ফেলিয়া না শুনিয়া থাকিতে পারিলাম না। কাগজখানা দেও—আমি পড়িয়া দেখি।'

ফাতেমা মৃদু মৃদু স্বরে 'ভাই! ও কাগজখানা তোমার হাতে দিতে পারি না। তুমি

আসল খোদাতালাকে ছাড়িয়া,—যে এই দুনিয়ার মালিক,—চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পাতাল পর্ব্বত ঐ সকলের অধিকারী—তিনিই সৃষ্টিকর্তা আমাদের "আল্লাহ" তাঁহার আকার নাই, —নিরাকার! তাঁহাকে ছাড়িয়া পুতুল পূজা করিয়া মহাপাপী হইয়াছ,—ভাই! তোমার হাতে আল্লার কালাম (কথা) লিখা কাগজ দিতে পারি না।'

আমি অনেকক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলাম,—'ভগিনী! তোমরাই পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও।'

ফাতেমা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিল। চার পাঁচ পদ শুনিয়াই যেমন আমি আত্মহারা হইলাম। কি অমূল্যবাণী! সমুদায় জগৎ তাঁহার। তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা। এ জগতে তিনি ভিন্ন পূজনীয় আর কেহ নাই। অন্য কাহারও কিছু নাই। সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিমান্—তোমাদের খোদাতায়ালা।

আচ্ছা ভগিনী সমুদায়ের মালিকই যদি তিনি হইলেন। আমাদের এ ৩৬০ প্রতিমার দুনিয়ায় জায়গা জমি কোথা? আমাদের ঠাকুর দেবতার নির্দ্দিষ্ট এক টুকরা জমিও এই মক্কা নগরে দেখিতে পাই না। ভগিনী আর পড়।—

সেই দিন সুরা "তাহা" অবতীর্ণ হইয়াছিল। পবিত্র কোরাণে এক সুরার নাম "তাহা" সেই তাহা—সুরা ফাতেমা পড়িতে লাগিলেন। আমার মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। শব্দের মধুমাখা ঝঙ্কার কর্ণে লাগিয়া হৃদবোধে—আমি যেন আত্মজ্ঞান হারাইয়া পাগলের মত হইলাম।

মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল,—যেন কেহ বল করিয়া জিহ্বার উচ্চারণ করাইয়া দিল—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহ—
মোহাম্মদার রসুলল্লাহ।

ইহাই সত্য—এই কথা উচ্চারণ করিয়াই ভগ্নীপতিকে বলিলাম—'আইস আমি এখনি হাজরাত মোহাম্মদের নিকট যাইব।' তখনি নিকট যাইয়া চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম। অপরাধ ক্ষমা চাহিলাম। নিতান্তই আগ্রহে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। সেইদিনই প্রকাশ্যভাবে উপাসনা করিলাম। আমার দ্বারা সেই দিন মোস্‌লেম সংখ্যা মাত্র—৩১ জন পূর্ণ হইল।

কোরেশরা বলিতে লাগিল। হায় হায়! ওমর একি করিল? মোহাম্মদের মাথা কাটিতে যাইয়া নিজের মাথা মোহাম্মদের পদে বিক্রি করিয়া আসিল। হায়! হায়! সেই একদিন আজি একদিন। ছয় বৎসরের কথা, ৩১ জন মাত্র মুস্‌লমান জগতে ছিলাম। আজ এক আরব প্রদেশেই ৩১ লক্ষ মোসলমান দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ধন্য! ধন্য এলাহির আশ্চর্য্য বিচার!!

আর একটি কথা মনে হইল,—যে সময় প্রকাশ্য উপাসনা করিতে মক্কার প্রকাশ্য পথে বাহির হইয়াছিলাম—হাজরাত অগ্রে, তাহার পর হাজরাত আলী, তাহার পর আমি—অন্য অন্য মোস্‌লেম কয়েকজন আমার পশ্চাতে। প্রকাশ্য উপাসনা জন্য প্রকাশ্যে

স্থানে যাইতেছি। নগরের লোক ভাবিল আমি হাজরাত মোহাম্মদের মাথা কাটিতে কোন প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইতেছি। আমার সজ্জিত বেশ—হস্তে উলঙ্গ তরবারি। যে পাপাত্মা নীচমনা সয়তান এই প্রকাশ্য উপাসনায় বাধা দিতে আসিবে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। নগরের লোক এবং কোরেশগণ ভাবিল—অন্য প্রকার। হাজরত মোহাম্মদের ও আলীর মাথা কাটিতে দুইজনকে লইয়া যাইতেছি। কানে শব্দ আসিল কেহ বলিতেছে, খেতাবের পুত্র ওমরের অসাধারণ ক্ষমতা—মোহাম্মদ আর আলীকে বিনা বন্ধনে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছে। শীঘ্র চল, শীঘ্র চল! মাথা কাটা দেখিয়া আসি। মোহাম্মদের জীবন লীলা আজ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে যুবা আলীর প্রাণও গেল। কতজনে কত কথা বলিয়া আমাদের পাছে পাছে আসিতে লাগিল।

উপাসনা স্থানে যাইয়া হাজরাত মোহাম্মদ যখন সকলের এমাম (অগ্রবর্ত্তী) হইয়া উপাসনায় দণ্ডায়মান হইলেন, আমরা তাঁহার পশ্চাতে হাত বাঁধিয়া খাড়া হইলাম, তখন কোরেশরা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। মুখে বলিল একি? এ কিরূপ কাণ্ড? ওমর উপাসনার জন্য মোহাম্মদের সঙ্গী!! কি আশ্চর্য্য কথা! কোথায় মাথা কাটিবে? না নিজের মাথা মোহাম্মদের চরণপ্রান্তে গড়াইয়া দিল। নিশ্চয় মোহাম্মদ যাদুকর শক্ত ভেল্কিবাজ! আমি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—কোরেশগণ, আমি আমার মনের গতিতে, বিবেকের তাড়নায় এবং ঐশ্বরিক বাণীর প্রভাবে চক্ষের আঁধার ঘুচিয়া গিয়া সত্য উদ্ধার পথ দেখিতে পাইয়া, সত্যসনাতন, এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; আজ প্রকাশ্যে উপাসনা করিব। কোন বাধা মানিব না। যদি কেহ প্রকাশ্যে উপাসনায় যোগ দিতে ইচ্ছা কর, পবিত্র সাজে সাজিয়া আইস। বাধা দিতে ইচ্ছা কর, যত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয় শীঘ্র শীঘ্র আমার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিতে খাড়া হও,—ওমর প্রস্তুত আছে। কেহ কোন কথা কহিল না, কেহ অগ্রসরও হইল না। নির্ব্বিঘ্নে খোদাতায়ালার উপাসনা, জগতে সেই দিন প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন হইল। সেই একদিন—আর আজ একদিন! দয়াময়! তোমারই মহিমা!

মোহাম্মদ খালেদ চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। তিনি শয়ন শয্যাতেও নাই। বস্ত্রাবাসের সম্মুখে পাচারি করিয়া বেড়াইতেছেন, আর নিশার পরিমাণ জন্য নির্দ্দিষ্ট তারকার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার মনেও নানা কথা উঠিয়াছে। যে কোরেশগণ আমার সহায়ে মোস্‌লেমগণের প্রতি যে কত অত্যাচার করিয়াছিল, আমি মোসলেমবিরোধী থাকিয়া কত কুকার্য্যই করিয়াছি। দয়াময় এলাহির নিকট অনুতাপ আত্মগ্লানি সহিত কতবার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছি। একটি কথা মনে হইতেছে। ভবিষ্যৎ কার্য্যের মন্দ ফলও ভাবিতে হয়। এলাহি-কৃপায় রাত্র প্রভাত হইলে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিয়া কাবাগৃহ হইতে পাপময় প্রতিমা সকল দূর করিতে পারিব কিনা? কাবাগৃহে "আল্লাহ আকবর" শব্দে প্রবেশ করিতে পারিব কিনা? উপাসনার আহ্বান ধ্বনিতে নগরের লোককে জাগাইতে পারিব কিনা?—খোদাতালার একত্ববাদ কল্মাই সমগ্র নগরে ঘোষণা করিয়া অধিবাসিগণকে এক

মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিব কিনা? এস্‌লামের একতাসূত্রে বন্ধন করিতে সক্ষম হইব কিনা? বিনা রক্তপাতে নগর মধ্যে শান্তিভাবে খোদার নাম করিতে করিতে যাইতে পারিব কিনা?—কোরেশদিগের যেরূপ ভাব গতি, অবস্থানুসারে সাহস বল যাহা দেখিতেছি, তাহাতে যে কিছু করিতে পারিবে,—কেহ যে আমাদের গমনে বাধা দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে, তাহাত বুদ্ধিতে আসিতেছে না।

তবে ভবিষ্যৎ ভবিতব্য কথা—সেই অনাদি অনন্ত মহাপ্রভুই জ্ঞাত আছেন। কোরেশরা কি কোনরূপ ছল করিয়া,—এইরূপ নির্জীব শক্তিহীন দুর্ব্বল নিঃসহায়ের ভাব দেখাইতেছে? না-না, তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে আবু সুফিয়ান এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত না। ওমরের তরবারির ধারেই তাহার জীবনের শেষ অভিনয় হইয়া যাইত। যাহাই হইক, —প্রস্তুত ভাবেই নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। যুদ্ধসাজে রণডঙ্কা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইবে।

এই সকল চিন্তায় মন দিয়া প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ পাচারি করিয়া বেড়াইতেছেন। গুপ্তচরেরা যাহারা নগরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিতে গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া সেনাপতিকে তাহাদের সংগৃহীত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মোহাম্মদ খালেদের চিন্তা-বেগ অনেক লাঘব হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"নগরের প্রবেশদ্বারে আমাদের প্রহরিগণ কি করিতেছে?

উত্তর—"তাহারা অস্ত্রশস্ত্র এমন কি উলঙ্গ অসি হস্তে নগরপ্রবেশের প্রত্যেক দ্বারে দুই দুই জন একত্রে পাচারি করিয়া পাহারা দিতেছে। প্রবেশদ্বার পার হইয়া অন্যদল নগরের দিকে সম্মুখ করিয়া উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে সাত সাত জন একত্রে পাহারায় নিযুক্ত আছে! নগর হইতে একটি প্রাণীরও বাহিরে আসিবার সাধ্য নাই। প্রবেশ করিতেও কাহারও ক্ষমতা নাই।" এই কথা বলিয়া দূতেরা বিদায় হইল।

পাঠক কল্পনার শক্তি, মনোবিজ্ঞানের অগোচর—যুক্তি কারণের বহির্ভূত। ভূলোকে বসিয়া সূর্য্য-লোকে, ধ্রুব-লোকে,—বৃহস্পতি মঙ্গল বুধগ্রহ, আকাশময় ভ্রমণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আবার জগৎ রাজ্যে স্বীয় বাসভবনের উপবেশন স্থানে চলিয়া আইস, কেহ জানিবে না, শুনিবে না, পাতাটি নড়িবে না, শব্দটি হইবে না। আবার সমুদ্র ভ্রমণ, দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আইস। একমুহূর্ত্তে বঙ্গসাগর, সুয়েজ খাল, লোহিতসাগর ঘুরিয়া আরবসাগর হইয়া জেদ্দা,—তাহার পর মক্কাশরিফ ঘুরিয়া চলিয়া আইস,—বাধা দিবার কেহই নাই। তবে চালনা শক্তি যথেচ্ছা রূপ থাকিলেই আর কোন বাধা বিঘ্ন হইতে পারে না।

পাঠক! মক্কানগরের কোরেশদিগের অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের কথা—পুরুষগণের দুই চারটা কথা শুনাইয়া আসল কথা আরম্ভ করিব। আজিকার নিশা সুখের জাগরণের। এস্‌লামের স্থায়ী কীর্ত্তির স্মরণীয় রজনীর প্রথম রজনী। এস্‌লাম ধর্ম্ম জগতে স্থায়ী হইয়া প্রথম সুপ্রভাতের শেষ রজনী। তাহাতেই আমোদ আহ্লাদ জাগরণ। ঐ শুনুন, প্রধান কোরেশ

মহলে অন্তঃপুর মধ্যে এক প্রাচীনা কোরেশ-মহিলা, শয়ন শয্যায় বসিয়া নবীনা কন্যাদিগকে কি বলিতেছেন।

"মা! তোমরা দেখ নাই! এই নগরে খাদিজা নামে এক ধনবতী বিধবা রমণী ছিলেন। নগরের লোকে তাহাকে রাণী বলিয়া মান্য করিত। কত চাকর, কত কারবার—টাকা, উট দোম্বার বহুতর কারবার ছিল। নগরের সমুদায় সওদাগর লোকের মহাজন ছিলেন। দেশ বিদেশের সওদাগর লোক খাদিজা রাণীর ভাণ্ডার হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিত।

মোহাম্মদ সেই খাদিজা রাণীর সু-নজরে পড়িল। মোহাম্মদের কাজ কর্ম্মে রাণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই স্বামীপদে বরণ করিয়া ধনসম্পত্তি যাহা ছিল—সমুদায় মোহাম্মদকে দান করিলেন। সকলেই ভাবিল—মোহাম্মদের কপাল ফিরিল;—দুঃখিনী আমেনার পুত্র বড় লোক হইল। মোহাম্মদ কি করিলেন? অতি অল্প দিনের মধ্যে সমুদায় টাকা দুঃখী কাঙ্গালীকে দান করিয়া নিজেরাই দুঃখী কাঙ্গালী হইলেন। মোহাম্মদ সে সময় এক প্রকার পাগল! ধর্ম্ম-কথাই তাঁহার মুখে। ঈশ্বর এক—দেবদেবী কিছু নয়! এ কথা বিবি খাদিজাই আগে বিশ্বাস করিলেন।

পাগলের কথা কে শুনে? পাড়ার মেয়েরা মোহম্মদকে কত যন্ত্রণা দিয়াছে।—কাঙ্গালের কথা কে শুনে! কিছুদিন পরে খাদিজা বিবি মারা গেলেন। আজ মোহাম্মদ রাজা বাদসা। খাদিজা বিবির ভাগ্যে মোহাম্মদের এই বাদসাই দেখিতে ভাগ্য হইল না। বড়ই দুঃখের কথা!"

এক কন্যা বলিল—

"মা! যাহারা মোহাম্মদকে যন্ত্রণা কষ্ট দিয়াছিল, রাত্র প্রভাত হইলে মোহাম্মদ তাহাদিগকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। ও মা! ভাল কথা—আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর কি হইবে মা? সে যে মোহাম্মদের "চাচার" (পিতৃব্য) বুক চিরিয়া কলিজার রক্ত খাইয়াছিল।—কলিজাটা নখে চিরিয়া দাঁতে চিবিয়া রস খাইয়াছিল,—তাহার কি হইবে মা? আমার বোধ হয় তার কলিজা জীবিত অবস্থাতেই বুক চিরে বাহির করিবে।"

"কি জানি কার কপালে কি আছে! দেবদেবীর আর নিস্তার নাই।"

"সে কি আর বলিতে? সে কথা যাই হউক, আমাদের অনেকেই মোহাম্মদের মাথা কাটিতে একরাত্রে গিয়াছিল। তাহাদের ভাগ্যে কি হয়—তাহাই ভাবিতেছি। সেই ভাবনায় চক্ষে ঘুম নাই মা!"

কন্যা বলিল—

"তারা ত আর একা গিয়াছিল না,—সঙ্গে যারা যারা গিয়াছিল সকলেরই এখন প্রাণের ভাবনা ভাবিতে হইয়াছে। অপরাধ স্বীকার করিয়া—মোহাম্মদের নিকট মাপ চাহিলে বোধ হয় তিনি মাপ করিতেও পারেন।"

পুরুষের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন,—"যদি তাহাই হইল,—মোহাম্মদের কথা মানিতেই হইল, তবে এত ধনক্ষয়, জ্ঞাতিক্ষয়, জনক্ষয় করিয়া কি লাভ ছিল? সমুদায়

অনিষ্টের মূল 'আবু জেহাল' আবু সুফিয়ান। একজন মরিয়া বাঁচিয়াছেন,—এখন মারা যাই আমরা। এখন যার যার তার তার। বাঁচো আর মরো—যার যার ভাবনা সেই সেই ভাব। প্রভাত হইলেই আমরাও বাঁচিবার উপায় করিব।"

কেহ বলিতেছে,—ঠাকুর দেবতার লীলাখেলা এই নিশিতেই শেষ হইয়া গেল। আজিকার প্রভাতের পর আর কেহ ঠাকুর দেবতার মুখ দেখিতে পাইবেন না। এস্‌লামের জয় হইলে আর ঠাকুর দেবতা থাকেন কোথা?

কেহ পূর্ব্ব আচরণ—পূর্ব্ব ব্যবহার চিন্তা করিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। অনেকের চক্ষেই ঘুম নাই। প্রভাত হইলে কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে?

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার চক্ষে কয়েকদিন হইতে নিদ্রা নাই। আবু সুফিয়ান এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হেন্দা পৌত্তলিকই আছেন। তাঁহার মনের গতি এখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। স্বামী এস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য হেন্দা জীবন্তে মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতেছেন। নগরময় কথা প্রচার হইয়াছে, রাত্রি প্রভাতেই মোহাম্মদের আগমন। হেন্দা মক্কা নগর হইতে পলাইয়া অন্য কোন পল্লিগ্রামে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—সুযোগ সুবিধা হয় নাই বলিয়া তাহা পারে নাই। সঙ্গিনীগণ লইয়া সারাটি রাত্রি বসিয়া চিন্তা করিতেছে। না জানি কার কি হয়?

॥ ত্রয়োদশ মুকুল ॥

সৃষ্টিকাল হইতে সময় ক্রমাগতই যাইতেছে। মক্কানগর মধ্যে অনেকেই জাগিয়া সময় গত করিতেছেন। নগর-বহির্ভাগে মোসলেমদল মধ্যেও যাঁহারা জাগিবার, জাগিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

জগতে মহাকীর্ত্তি স্থাপন, সমুজ্জ্বল দিবাকরের প্রথম উদয় হইবার পূর্ব্বাভাস ঊষার আগমন প্রতীক্ষায় অনেকের চক্ষেই নিদ্রা নাই। পৌত্তলিক ধ্বংসের শেষ রজনীর শেষ দেখিতে, বহু, নয়নপল্লব বিস্ফারিত রহিয়াছে—বন্ধ হয় নাই। সময় আর উলটিয়া বৃদ্ধি হইতেছে না। যাঁহারা জাগিতেছেন, তাঁহারাই দেখিতেছেন, নগরের অন্ধকার—মক্কানগরের ঘোর অন্ধকার ক্রমে তরল হইতে হইতে,—পূর্ব্বাকাশে ঊষার ধবল রেখার সূত্রপাত। সূত্রপাত হইতে হইতেই যেন বোধ হইল আজ ঊষা রজতময় সুহাসির আভা,—চির অধিকার স্থানে ঢালিয়া দিয়াছেন। অস্থায়ী জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। সে হাসি বেশিক্ষণ রহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি ফুরাইয়া গেল। সে লাবণ্যময়, মনোরঞ্জন নয়নরঞ্জন সুখভাব আর রহিল না। সে বদনমণ্ডলে শুভ্র জ্যোতির আভাস—পূর্ব্বভাব আর থাকিল না। সময়ের গতিতে এখন সর্ব্বাঙ্গ জ্যোতিহীন পরিষ্কার শুভ্রভাব দেখা দিল। পরিবর্ত্তন, —পলে অনুপলে পরিবর্ত্তন। ভাবময় ধরণীর সে লাবণ্যহীন পরিষ্কার শুভ্রভাব—তাহাও রহিল না। এস্‌লাম সম্প্রদায়ের নিয়মিত উপাসনার আহ্বান ধ্বনিতে যেন চতুর্দ্দিক পরিষ্কার

হইয়া গেল। মৃদু মৃদু সুশীতল বায়ু বহিতে লাগিল।

যাঁহারা সেই উপাসনা—আহ্বানধ্বনিতে জাগরিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহারাই প্রভাত সমীরণের সুমধুর ভাব অনুভব করিতে পারেন।

প্রভাত বায়ু বহিতেছে। মক্কা নগরে—নগরের প্রান্তভাগের প্রান্তরে—নিকটস্থ পর্ব্বত-গাত্রে, বহিয়া বহিয়া এস্‌লামের জয় ঘোষণা করিয়া যাইতেছে। খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখাগুলি মৃদু মৃদু ভাবে অগ্রভাগ দোলাইয়া—পাতাগুলি নড়াইয়া বলিয়া যাইতেছে—জয় এস্‌লামের চিরস্থায়ী জয়। সৃষ্টিকর্ত্তার নামের কলঙ্ক তোমার দৃশ্যস্থান হইতে ঘুচিল। এ সময় শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি আর শুনিতে পাইবে না। আমি তাহা আর বহিয়া আনিব না। শুনিয়াছ—ঐ পবিত্র মধুর আহ্বানস্বর? কাবাগৃহ হইতে ঐ স্বর প্রতিদিন বহিয়া আনিব। জগৎ নিলয় হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন বহিয়া আনিয়া শুনাইতে থাকিব। মক্কা নগরের প্রতি উচ্চ সৌধে প্রতি দ্বারে দ্বারে, পর্ব্বতশিখরে, বায়ুপ্রবাহে বহিয়া যাইতেছে—সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়; —এস্‌লামের জয়, হাজরাত মোহাম্মদের জয়।

মোস্‌লেমগণের উপাসনা শেষ হইলেই, সহস্র কিরণ বিকীর্ণ করিয়া এস্‌লামের জয় জগৎকে দেখাইতে, যেন নম্রভাবে নতুন সাজে নবীন সূর্য্য উদয় হইলেন।

এদিকে মোস্‌লেম বাহিনীও নগরপ্রবেশের জন্য প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদের সাংকেতিক বাঁশরী রব শুনিতে পাইলেন। ডঙ্কা নাগারা দুন্দুভি যুদ্ধবাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল। হাজরাত মোহাম্মদ প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে, মান্যমান বিখ্যাত খ্যাত যোধ সকলকে আহ্বান করিয়া সুমধুর বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"প্রিয় ভ্রাতাগণ! প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদিগের নিকট আমার একটি প্রার্থনা। যদিও করবালধারী, অন্য অন্য অস্ত্র সজ্জিত রণ-মদে-মত্ত বীরগণের রীতিনীতি বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু আমার প্রার্থনামতে আপনাদিগকে সে বিরুদ্ধভাবকেই শুদ্ধভাব জানিয়া মানিয়া চলিতে হইবে। যুদ্ধযাত্রা করিলে, যুদ্ধার্থী বীরগণের মনের উৎসাহ ভঙ্গ না হয়, হৃদয়ের তেজ বল যাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র মন্দীভূত না হয়, বীরোচিত কার্য্যে কোনরূপ হীনতার আভা পতিত না হয়। রণোম্মত্ত বীরত্বে কোনরূপ কলঙ্ক না স্পর্শে, মলিনতা ভাব না দেখায়, কর্ত্তৃপক্ষের তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ সকল বীর-বিধান রণনীতি সময়োপদেশ পরিজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও আপনাদের চিরহিতৈষী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী চিরমিত্রের সবিনয় প্রার্থনা যে—

এখনই পবিত্র মক্কা নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। মক্কানগরে এলাহি-আজ্ঞার এলাহির গৃহ, "কাবাশরিফ" বর্ত্তমান থাকায় তাহার মান্য এতই অধিক হইয়াছে যে, তাহার তুলনা দিয়া কথায় বুঝান অসাধ্য। একমাত্র বলিতেছি যে, এ ভূমণ্ডলে, মক্কা নগরের তুল্য পবিত্র নগর আর নাই। হাজরাত এব্রাহিম খলিলল্লাহ স্বীয় পুত্র হাজরাত এসমাইলকে সঙ্গে করিয়া, পিতাপুত্র একত্র খোদাতালার আদেশে পবিত্র হস্তে ঐ পবিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বহস্তে পাথর কাটিয়া টানিয়া জলসহ অন্য অন্য উপকরণাদি আনিয়া স্বহস্তে ভিত্তি বসাইয়াছেন,

গাঁথনির কার্য্য করিয়াছেন। এলাহির কৃপায় কাবাগৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে। তাঁহার মর্য্যাদার সমতুল্য পবিত্র, পুণ্যময়, মাননীয় গৃহ কোন তীর্থস্থানে নাই। সেই অতুলনীয় গৃহের মান্যহেতু,—স্বর্গীয় সুমহান্ পবিত্র বারির আধার জাম্‌জাম্ কূপের মান্যহেতু,—সাফা মারওয়া আরফাত মিনা পর্ব্বত সকলের মান্যহেতু,—আমাদের আদি পিতা, হাজরাত আদম কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে আনীত "হাজরাল অসউদ" প্রস্তরের মর্য্যাদাহেতু,—আর আপনাদের প্রিয়বন্ধু আমি—আমার জন্মভূমির মান সম্ভ্রম রক্ষা হেতু, নগরের মধ্যে আমার উপদেশ মত প্রবেশ করিতে হইবে। আপনাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা,—সাবধানে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। আপনাদের পদসঞ্চালনের ভাব দেখিয়া কাহার মনে একথা উদয় না হয় যে, ইহারা জেতা। দর্পের সহিত শারীরিক বল গৌরব, শক্তির ক্ষমতার গ্রীবা উচ্চ করিয়া পথে চলিয়াছে। অহঙ্কারের আভাস মাত্র থাকিবে না। ইহাই হইল মূল ভাব। তাহার পর বিশেষ নম্রভাবে অথচ দুঃখ চিন্তার আভাস বর্জ্জিত। জয়ধ্বনি জয়োল্লাস, চীৎকার হর্ষধ্বনি করা হইবে না। জয় ঘোষণার সময় উপস্থিত হইলে স্বভাবতঃই হর্ষধ্বনি ফুটিয়া উঠিবে। অস্ত্র সকল কোষবদ্ধ থাকিবে। মাত্র জাতীয় পতাকা উড়িতে উড়িতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। নগরবাসীর প্রতি কোনপ্রকার অমর্য্যাদাসূচক বাক্য, কোনরূপ কটূক্তি দ্বারা কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া হইবে না। কাহারও প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা ব্যবহার করিয়া কাহার মনে কেহ ক্লেশ দুঃখ বেদনা দিতে পারিবেন না। আকার ইঙ্গিতেও কেহ কাহার প্রতি অমর্য্যাদাসূচক কথা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। রণবাদ্য রীতিমত বাজিতে বাজিতে যাইবে। মক্কা নগরে প্রবেশ করিতে কেহ যদি গমনে বাধা দেয়,—কি দিতে অগ্রসর হয়, তাহাকে কি তাহাদিগকে অতি ভদ্রতার সহিত বিনয় সহকারে, নরম নরম কথায় বুঝাইয়া, বিপক্ষআচরণ হইতে নিবৃত্তি করিতে হইবে। আমাদের নিরীহ ভদ্র ব্যবহার সত্ত্বেও যদি কেহ আক্রমণ করে, অস্ত্র ব্যবহারে উদ্যত হয়, মাথা পাতিয়া সে আঘাত সহ্য করিতে হইবে। অনুনয় বিনয় করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিতে—বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে হইবে। বলিবে, ভ্রাতাগণ! কাবাগৃহের প্রতি দৃষ্টি কর। কাবাগৃহের কথা মনে কর। খোদার ঘরের মর্য্যাদা রক্ষা কর। এসকল কথাতেও যদি তাহারা শান্ত না হয়, ক্রমে মোস্‌লেমগণের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে, আর কি করিবে। যাহা মনে হয় করিও—খোদাতালা তোমাদের রক্ষক।"

বিদেশী একজন সৈনাধ্যক্ষ মোসলেম দলে ছিলেন, তিনি বলিলেন—

"যুদ্ধ, বিগ্রহ, মারামারি, শত্রুদমন, রাজ্যাধিকার ব্যাপারে তীর্থস্থানের মর্য্যাদা রক্ষা হওয়া ভ্রমমাত্র। রক্ষা হয় না, রক্ষা করা যায় না।"

হাজরাতের কর্ণে এই কথা প্রবেশ মাত্র বলিলেন,—

"মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি এস্‌লাম ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। মোস্‌লেম দলে আপনি থাকিতে পারেন না। এস্‌লামের জ্যোতিঃ প্রভাবে আপনার হৃদয়ান্ধকার এখনও দূরীভূত হয় নাই, আপনি আপনার দেশে চলিয়া যাউন। আপনি

মোস্‌লেম দলে থাকিবার উপযুক্ত নহেন।" সমরসভার সভ্যগণ তখনি উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষকে পদচ্যুত করিলেন। মোস্‌লেমগণ হাজরাতের আদেশ ও উপদেশ মতে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হাজরাত স্বীয় বস্ত্রাবাসে যাইয়া—পরিধেয় পরিবর্ত্তন করিয়া অতি দীন হীন দরিদ্রের বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার দৈন্য অবস্থায় যেরূপ পরিচ্ছদ ছিল, এইক্ষণে সেইরূপ শত তালীযুক্ত পায়জামা, ছেঁড়া ফাড়া সামান্য বস্ত্রের পিরহান, মলিন, শিরস্ত্রাণ—অথচ স্থানে স্থানে জোড়া তালী দেওয়া, হস্তে আশা। গলায় "তস্‌বিহ" (জপের মালা) ফকীরের বেশ। কোরাণ শরিফের "আয়েত"—(পদ) পড়িতে পড়িতে উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন।

সর্ব্বশেষে হাজরাতের উষ্ট্র। রক্ষিগণ, স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া হাজরাতের উষ্ট্রের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া চলিল। মোস্‌লেম যোধেরা পূর্ব্বমত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল। অস্ত্র সকল কোষে আবদ্ধ, তীর তূণীরে ঢাকা। আয়ুধ টঙ্কারবর্জ্জিত সরলভাবে বাম পার্শ্বে দোলিত, বর্শা বল্লম, অস্ত্রের আবরণ নাই, কিন্তু ফলক সকল নতমুখী। কাহার মুখে কথা নাই; হাসির রহস্যের নাম নাই, দর্প বাহাদুরী অহঙ্কারের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সময় সময় কেবল খোদার কালাম (বাণী) মুখে। খোদার কালাম অনেক দলে সমস্বরে গাহিতে গাহিতে যাইতেছে।

মোস্‌লেম বাহিনীতে যদিচ দর্প অহঙ্কার বীরবিক্রম ভাব প্রকাশ্যে কিছুই নাই। মনের মধ্যে সকলি যেন গুপ্তভাবে চাপা রহিয়াছে। হৃদয়ের প্রফুল্লতা যেন মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দর্প অহঙ্কার নাই, মার মার কাট কাট শব্দ সহ বীরত্বের হুঙ্কার নাই,—ভীষণ ভাব দেখাইতে কাহারও চেষ্টা নাই। কলরব কোলাহল নাই। সকলেই নিস্তব্ধ—অতি বিনম্র ভাব অবলম্বনে যাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে পবিত্র কোরাণের পদ সকল বিশুদ্ধভাবে আওড়াইতেছেন। মোস্‌লেমগণের বদনমণ্ডলে, উৎসাহ উৎফুল্ল হরিষের ভাব,—পূর্ণমাত্রায় আঁকা রহিয়াছে। এস্‌লাম তেজ যেন, প্রতিশরীরে বিজলীবৎ খেলা খেলিয়া ক্রমেই শক্তিশালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে পরিচয় দিতেছে। ভয়ের চিন্তা মাত্র নাই। কি একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থির মনে মহা সন্তর্পণে একত্র চলিয়াছে।

হাজরাত মোহাম্মদ দীন দুঃখীর বেশে যাইতেছেন। পবিত্র কোরাণের পদ পাঠ করিতে করিতে যাইতেছেন। মোস্‌লেমবাহিনী নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রুতা ভাবের কোন লক্ষণই কাহার চক্ষে পড়িল না। রাজপথে লোকজনের চলাচল প্রায় নাই। স্থানে স্থানে দুই একজন যাহা দেখা যাইতেছে, তাহারা এস্‌লাম দলভুক্ত। পৌত্তলিক কোরেশগণ মধ্যে, এপর্য্যন্ত কাহাকেও দেখা যায় নাই। নগর নীরব—জনমানব শূন্য নীরব।

বিনা বাধায় বিনা আয়াসে বিনা যুদ্ধে নগরে প্রবেশ করিয়া মোস্‌লেমগণ হাজরাতের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ বলিলেন—

এলাহি-কৃপায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে নগরে প্রবেশ করিলাম। এইক্ষণে মোস্‌লেমগণ এস্‌লামের জয় ঘোষণা করিয়া এই কয়েকটি কার্য্য করুন। নগর প্রবেশের প্রত্যেক দ্বারে

মোস্‌লেম সৈন্যগণ প্রহরীর কার্য্য করিবে। অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত পরিচিত মোস্‌লেম ব্যতীত, হাজরাত ওমরের বিনাদেশে অন্য কাহাকেও নগরের প্রবেশ করিতে দিবে না! নগর হইতে নগরের বাহিরে যাইতে কোন বাধা নাই। এই আদেশ করিয়া হাজরাত নিকট সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। এদিকে মোস্‌লেমগণ "আল্লাহ আকবর" রবে নগর কম্পিত করিতে লাগিলেন।

হাজরাত উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া বন্ধু বান্ধবগণ সহ, কাবাগৃহের মান্য হেতু পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। দলে দলে নাগরিকদল যাহারা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া যোগদান করিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেই আবু সুফিয়ান ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন, হাজরাতের পদাশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাজরাত পদব্রজে যাইতেছেন, দুই চক্ষে অবিরত জলধারা বহিতেছে। মুখে কোরাণ শরীফের পদাবলী। কাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। কোন দিকে লক্ষ্য নাই। এক মনে কাবাগৃহ অভিমুখে যাইতেছেন। কাহার সঙ্গে কোন কথা নাই, তাঁহার সে সময়ের কার্য্যই কোরাণ মজিদের পদাবলী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ,—দুই চক্ষু হইতে অবিরত জলধারা বহিয়া গণ্ডস্থল—শেষে বক্ষস্থলের বসন পর্যন্ত সিক্ত হইতে লাগিল। কোন দিকে মন নাই। কাবাগৃহের প্রাঙ্গণসীমায় যাইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতেই সকলে হাজরাতের পশ্চাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। ছেঁড়া বসন, মলিন শিরস্ত্রাণ, হাতে তসবিহ, সামান্য দীন হীন দরিদ্রের বেশ, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তেজ যেন সমুদায় শরীর হইতে,—প্রতি লোমকূপ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চক্ষু প্রদীপ্ত—অগ্নিময় তেজ শত শিখা বিস্তারে তীক্ষ্ণবাণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ক্রোধভাবে দৃষ্টি করিলে তাহার যেন কিছুতেই রক্ষা নাই। দৃষ্টিমাত্র জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। সাহস করিয়া কেহ সম্মুখে যাইতে কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেছে না।

হাজরাত কাবাগৃহ সম্মুখে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উঠাইয়া সর্ব্বশক্তিময়—দয়াময় এলাহির নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হাজরাতের পশ্চাৎ যাঁহারা নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন, সকলেই প্রার্থনায় যোগদান করিয়া— হস্ত উত্তোলন করিলেন।

হাজরাত উচ্চকণ্ঠে করুণস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা দয়াময়! এলাহি! তোমার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর তোমারই প্রতি নির্ভর করিয়া দীন দরিদ্রবেশে, তোমারই একত্ববাদ,—তোমারই নির্দ্দিষ্ট এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে, তোমারই মোস্‌লেম-সমাজ জগতে চিরস্থায়ী করিতে, পৌত্তলিক পূজা দূর করিয়া—জগতের শেষদিন পর্য্যন্ত—পবিত্র কাবাগৃহে তোমার নিরাকার উপাসনার প্রচলন করিতে, কাবাগৃহের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে, —তুমি একা এক—সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা জগৎপ্রভু,—তাহাই আজ পুতুল পূজকগণকে দেখাইতে তোমার আজ্ঞাবহ কিঙ্করকে শক্তি দাও।

দয়াময়! 'লা লাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদর রসুলুল্লাহ' কলেমার সত্যতা জগতে বিঘোষিত করিতে, দেব দেবী প্রতিমা সকল যে সম্পূর্ণ মিথ্যা—সত্য সত্যই যে তাহারা নির্জ্জীব

মাটির পুতুল,—তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত জগৎকে দেখাইতে, মিথ্যা দূর করিয়া সত্য স্থাপন করিতে, অধীন আজ্ঞাবহ দাস যে শেষ পয়গম্বর—তাহা সর্ব্বসাধারণমনে বিশ্বাস জন্মাইতে, কাবাগৃহের প্রতিমা সকলকে চিরদূর করিতে, মোস্‌লেমগণ হৃদয়ে বল দাও; —প্রভু! তাহাদের কার্য্যে সহায় হও। তোমার এই আজ্ঞাবহ কিঙ্করকে মদিনা হইতে যে ভাবে মক্কানগরে আনিতে চাহিয়াছিলে তাহা সফল হইয়াছে। দয়াময়! তুমিই সর্ব্বসার—সর্ব্বকার্য্যের মূলাধার। হৃদয় ও মনের সহিত সাষ্টাঙ্গে তোমায় প্রণিপাত করি (আমিন)। মোস্‌লেমগণ প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ মোস্‌লেমগণ! তোমাদের আজ্ঞাবহ ভ্রাতার প্রার্থনার ভাব বুঝিয়াছ? কাবাগৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে কে আমার সঙ্গী হইবে? আইস ভ্রাতাগণ! আইস আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।"

"আল্লাহ্ আকবর" শব্দ করিতে করিতে মোস্‌লেমদল হাজরাতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাবাগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং স্বহস্তে পুতুল সকল বাহির করিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়, এইরূপই হইয়া থাকে। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে মোস্‌লেমগণ,—দেব দেব প্রতিমা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কোথায় নিক্ষেপ করিলেন তাহার চিহ্নও রহিল না। হাজরাতের আদেশে তখনি 'জামজাম' কূপের জল দ্বারা কাবাগৃহ বিধৌত হইলে, হাজরাত প্রচার করিলেন, এখনই খোদাতালার দরগায় কৃতজ্ঞতাসূচক "শোকরাণা" নামাজ আদায় করিতে হইবে; বলিয়াই ভীমনাদে "আল্লাহ আকবার" বলিয়া খাড়া হইলেন। শোকরাণা উপাসনা শেষ হইলে হাজরাত আলী এস্‌লামের বিজয় নিশান কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে,—জয়! এস্‌লামের জয়! সমস্বরে মোস্‌লেমগণ সহিত সপ্তবার অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে করিতে জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে গগনভেদী শব্দ হইতে লাগিল,—

জয় এস্‌লামের জয়! জয় এস্‌লামের জয়।

তহমিনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আভাস

*তুরাণ রাজ্য অন্তর্গত সামান গাঁ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী প্রান্তর। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত। চতুর্দ্দিকে যেন দাউ দাউ করিয়া অগ্নি-শিখাসম রৌদ্র তেজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। বায়ু বেগহীন। বৃক্ষপত্র সকল নীরবে স্থির। মধুমাসের প্রথম ভাগ। অনাবৃষ্টিহেতু বহুদূরব্যাপী, ধূলি-কণাসকল ধূমাকারে প্রান্তর হইতে আকাশপথ ঘিরিয়া রহিয়াছে। রবিতাপে সময় সময় ঐ ধূমপুঞ্জ হইতে ধূলিকণাসকল অগ্নিকণার ন্যায় চাকচৈক্য দেখাইয়া, ধূমপুঞ্জে মিশাইয়া যাইতেছে।

এমন সময় এক অশ্বারোহী যুবাবীর বীরদাপে, বীরসাজে, বীরত্বের সহিত যথাসাধ্য অশ্ব চালনা করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, শরবিদ্ধ মৃগ অন্বেষণে মহাবলে ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত।

ঐ যে সুতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মৃগরাজ[১] নাকেমুখে রক্ত বমন করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। বীরবর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, জীন ও লাগাম খুলিয়া অশ্বকে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুপদ বার বার চুম্বন করিয়া, নতশিরে সেলাম বাজাইয়া আহার অন্বেষণে মধ্য প্রান্তরে চলিয়া গেল। যুবাবীর নিকটস্থ বৃক্ষমূলে, প্রিয় অশ্বের জীন পালানে শয্যা রচনা করিয়া সদ্য বধ্য মৃগমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। প্রিয় অশ্ব প্রান্তরের কোন দিকে বিচরণ করিতেছে, দেখিয়া রচিত শয্যায় শয়ন করিলেন।

যুবাবীর মৃগয়ামোদে বড়ই অনুরক্ত। শার্দ্দুল, গণ্ডার, মত্তহস্তী, বন্যবরাহ এবং পশুরাজ সিংহ ভিন্ন, সে সুতীক্ষ্ণ বাণ ক্ষুধানিবৃত্তির কারণ না হইলে, নিরীহ মৃগজাতি বক্ষে কখনই বিদ্ধ হয় না। যুদ্ধবিদ্যায়, রণ-কৌশলে, বাহুবলে, সর্ব্বদেশ বিখ্যাত। বন-বিহার মৃগয়ামোদ সুখ উপভোগ করাই বীরবরের ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। পরিশ্রমের পর যেই শয়ন অমনি নিদ্রাকর্ষণ!

যেস্থানে বীরবরের ঘোটক বিচরণ করিতেছিল। দুইজন পথিক সেই স্থানে যাইয়া

---

*'হাফেজ', জানুয়ারি, ১৮৯৭।

১. 'মৃগরাজ' অর্থ সিংহ। এখানে শব্দটির ভুল প্রয়োগ হয়েছে। আসলে লেখক হরিণ শব্দের অর্থে 'মৃগরাজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়া ঘোটকের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, গঠন, বর্ণ, কর্ণ, পুচ্ছ এবং শরীরের চিহ্ন সকল দেখিয়া, উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে, ঈঙ্গিতে দুই একটি কি কথা বলিয়া অতি ত্বরিতপদে, অশ্বারোহী যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং অতি সাবধানে বীরবরের আপাদমস্তক, মুখের গঠন, বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া মহা আনন্দিত হইল। বীরবরের কোনরূপ অসুখের কারণ না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মহা সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিতে করিতে তীর গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব তাহার গন্তব্যপথে বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন। অস্তাচলের নিকটবর্ত্তী প্রায়। যুবা ঘোর নিদ্রিত। তাহাকে জাগায় কে? তাহার নিদ্রা ভাঙ্গায় কে? বিজন প্রান্তরে বৃক্ষমূলে একা নিদ্রিত, সে ঘুম, বীরবরের সে ঘুম ভাঙ্গায় কে?

প্রান্তর মধ্যে 'ধর ধর' 'গেল গেল' 'এইবার গেল' এই সকল শব্দ হইতেছে। এবং নিদ্রিত যুবাবীরের অশ্বকে কয়েকজন দেশীয় লোক ঘিরিয়া ঐ সকল কথা কহিতেছে। অশ্ব পিছাড়া ঝাড়িতেছে। লম্ফে লম্ফে দন্তাঘাত করিতেছে। ধাইয়া ধাইয়া আক্রমণকারীদিগকে দৌড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কেহ পিছন দিক হইতে দড়ি দড়া ফাঁস দিয়া আট্‌কাইবার চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর দিকে আসিতে বার বার চেষ্টা করিতেছে এবং বিকট চিৎকার করিয়া উপস্থিত বিপদ-বিষয় প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করাইতে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে। যুবাবীর নিদ্রার আবেশে এমনি অজ্ঞান যে, প্রিয় অশ্বের বিকট চিৎকার আক্রমণকারীদিগের কোলাহল, ধর ধর, ঐ গেল, পালাল, দড়ি ছিঁড়িল, ইত্যাদি কোন শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না।

কতক্ষণ? মনুষ্য সহিত অশ্বের যুদ্ধ কতক্ষণ? আক্রমণকারীদের মধ্য হইতে দুই তিনজন অশ্বের গায়ে, গলায়, পায়ে দড়ি জড়াইয়া একজন বলিল,—

"ওহে ভায়া! প্রাণের মায়া আছে? এই ঘোড়া ধরে রাজকন্যার নিকট নিতে না পারিলে, কাহারও মাথা ঘাড়ে থাকবে না।"

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ঘোড়ার গলায় দড়ি খুব জোরে টানিয়া ধরিয়া বলিল—

"ওহে ভায়া! ঘাড়ে যে মাথা থাকবে না তা ত বুঝি। কিন্তু দাদা! এক প্রেমের খাতিরে কতজনের জান মারা যাবে! প্রেম পিরিত কি বালাই!

তৃতীয় ব্যক্তি সক্রোধে বলিল—

"প্রেম পিরিত কর! ওদিক যে গলায় বাঁন্দন দাঁতে কেটে ছিঁড়ে দুই টুকরা করে ফেল্লে? আর ত রাখা যায় না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—

"ওহে ভায়া! তাই ত দেখতে পাচ্ছি। মাত্র পায়ের আর কোমরের বাঁন্দনটা আছে। ঘোড়া না নিতে পাল্লে আমাদের মাথা ত কাটা যাবেই রাজনন্দিনীই কি থাকবেন! তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ঘোড়া আটকাইতে না পাল্লে আপন বুকে আপনি ছুরি বসাবেন।"

তৃতীয়—"এই বেঁধেছি। ধর ধর, এই দড়াটা ফিরিয়ে গলায় পেঁচ দিয়ে দেও দেখি। শক্ত করে ধর—আর যাবে কোথা?"

দ্বিতীয়—"ধরেছি। ওহে ধরেছি। ভয় নাই, যাবে কোথা? (ঘোড়াকে সম্বোধন করিয়া) ও পক্ষীরাজ! ভেবেছি কি? তোমাকে ছাড়ছি না। নাথিয়ে দুইজনার মাথা ভেঙ্গেছ। ৪/৫ টির শরীরের স্থানে স্থানের মাংস দাঁতে তুলে নিয়েছ? তোমাকে ধরিলেও মরণ না ধরিলেও মরণ। তোমাকে নিয়ে রাজ্যকন্যা তহ্মিনার নিকট হাজির করিলেই ইনাম বকশিস্ যা চাইব তাই পাইব। তোমাকে হাতে পেলে তার প্রাণ বাঁচে। প্রাণের প্রাণ তোমাকে কি ছাড়তে পারি? তুমি পিছাড়া ঝাড়ো, দাঁতে দাঁতে ঠেকাইয়া দন্তাঘাত করো, পায়ের খুরের চাপে মাথার খুলি উড়াও, প্রাণের প্রাণ—অশ্ব—তোমায় ছাড়তে পারি না।

ধর ধর আর রসিকতার কাজ নাই। নিয়ে হাজির কর্ত্তে পাল্লে বাহাদুরী!

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলে সকলে একজোট হইয়া একত্রে সাবধানে সতর্কে ঘোড়ার গলায় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া রাজধানী "সামান গাঁ" অভিমুখে মনের আনন্দে হাসি রহস্যে লইয়া চলিল।

যাইতে যাইতে প্রথম ব্যক্তি বলিল—ভাই সকল! একটি কথা। এখন ত একপ্রকার নির্ভাবনাই হওয়া গেল। আচ্ছা ভাই একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই, তোমরা কি বল যে? তাইতো বলি, আবার বলতে চাইনে। কথাটা কি? ঘোড়ার সঙ্গে রাজকন্যা তহমিনা দেবীর প্রণয় কি প্রকারে হলো?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—ভায়া! ভাল কথা তুলেছ? আমিও তাই দুই তিনবার ভেবেছি! কথাটা কি? আসবার সময় আর কেউ কেউ এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল।—আমি ভাই ঠিক উত্তর দিতে পারি নাই। তবে মনে মনে ভেবেছি। রাজা রাজড়া বড়লোকের কাণ্ড—কি জানি কি হবে।

তৃতীয় হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাইরে! তুই যে মজলি দেখছি, কথাটা কি জান? ঘোড়ার সঙ্গে প্রণয় নয়। আবার এক প্রকারে আছেও। ঘোড়াটা তাঁর ভালবাসার। কাজেই ভালবাসার ভালবাসা,—হৃদয়ের ভালবাসা।"

"বুঝলেম না। এত ঘোর-ফেরে-বুদ্ধির বেড়ে আসিল না। কিছুই বুঝলেম না।"

"এ আর এত বেশী ঘোর পেঁচাও কি? এ ঘোড়া যাঁর তাঁর জন্যে রাজকন্যা পাগল। তাকে বিয়ে কর্ত্তে চান।"

"বা—দাদা খুব বুঝালে। তবে তাকে না এনে ঘোড়া ধরে আনলে কেন?"

"কারণ আছে।"

"কারণ যাই থাক্। তিনি কোথা আছেন? চল ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাই। আমাদের রাজকন্যা যার জন্যে পাগল তাকে ফেলে ঘোড়া কেন? ছেড়ে দেও ঘোড়া? আসল থাকতে নকল কেন? খোদ মালিক থাকতে বাহন কেনরে ভাই।"

"আরে ভায়া সে বড় শক্ত কথা। এই ঘোড়ার সওয়ার কোথায় আছে জানি না। তবে

রাজকন্যার দাসীদের মুখে শুনেছি, রাজবাড়ীর প্রায় চাকরই শুনেছে। সত্যিমিথ্যা ভগবান জানেন। রাজকুমারী কোন এক বীরযুবার বীরত্ব, সাহস বলবিক্রমের প্রশংসা শুনে তাঁহার প্রতি মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে দিবারাত্র সেই ধ্যান কচ্ছেন।"

"রূপ দেখলেন কি করে?"

"চিত্রপট পর্য্যন্ত আনিয়ে দেখেছেন! তাই ত আরো পাগল হয়েছেন।"

"তাই ত ভায়া! বড়লোকের সকলই উল্টো। এ আশ্চর্য্য? পাগল করিল দো-পায়া, ধরে আনি চার-পায়া? কেমন মিল। কেমন বিরহ বিকারে ঠাণ্ডা দারু। ভাল ভাল। ভাল কথা। ঘোড়া দেখলে কি পাগলামি সারবে?"

"কি জানি ভাই! ঘোড়াটা ধরে নিচ্ছে কেন? তা ত কিছুই বুঝতে পারলেম না। তবে ভালবাসার ভালবাসা, চক্ষে দেখতে পেলেও চক্ষু ঠাণ্ডা হয়।"

দ্বিতীয় বলিল—"যাই বল ভায়া! রাজরাজড়ার কথা—বড়ো লোকের কথা, পিরিত প্রণয়ের কথা, তাদের স্নেহ-মমতার কথা—আমাদের মাথাতেই আসে না। আমরা তো বুঝতেই পারি না। ঘোড়সওয়ারের নাম কি জানি না। ঘোড়াটি এদেশে কি প্রকারে এলো তা আমরা কেউ জানি না।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল—"তোমরা যাই বল! আসল কথা হচ্ছে রাজকুমারী সে বীরযুবার ছবি দেখে আর তার গুণ-গরিমার কথা শুনে, সাহস, বলবীর্য্য, হাতিমারা, রাক্ষসমারার প্রশংসা শুনে তার উপর একেবারে পাগল হয়েছেন। এ ঘোড়া যে সেই বীরযুবার ঘোড়া সে কথা তিনি বোধ হয় কার মুখে শুনে থাকবেন। ভালকথা এতেও অনেকটা বুঝা যায় যে,—এ ঘোড়া ধরার কাণ্ড কারখানা রাজকুমারী নিজেই কচ্ছেন। তা না হলে জমাদারে হুকুম শুনিয়ে দিল যে, ঘোড়া ধরে আনবি। না আনতে পাল্লে রাজকন্যার হুকুমে মাথা কাটা যাবে। এনে রাজনন্দিনীর প্রমোদোদ্যানের গুপ্তদ্বার দিয়া, একেবারে ধাত্রীমাতার নিকট লইয়া যাইবি। তিনি যে হুকুম করেন, তাই তামিল করিবি। পুরস্কার পারিতোষিক ইনাম বক্‌শিশ্ যা বরাতে থাকে সমুদয় ধাত্রীমাতার নিকট প্রাপ্ত হইবি। সাবধান রাজদরবারে কি প্রকাশ্যে কোন কার্যকারকের নিকট এ ঘোড়ার কথা ঘুর্ণাক্ষরে[১] মুখে আনিবি না।"

"আচ্ছা ভাই! তা ত শুনলেম্। একটি কথা কি? রাজকন্যা যে এইরূপ পাগল হয়েছেন, তা তার পিতামাতায় শুনেছেন?"

"রাজ্যের প্রায় লোক শুনেছেন—রাজরাণীও শুনেছেন, শুনে কি করবেন। তাঁরা রাজকন্যার বিয়ের জন্য কত চেষ্টা করলেন কিছুতেই কিছু হলো না। কোনখানে বিয়ে কর্ত্তে তার মন বসিল না বোঝ ত ভায়া! মায়া সকলেরই সমান। একটি কন্যা রাজপুরি মধ্যে, রাজার সংসার মধ্যে ঐ একটি মাত্র কন্যা। তাকে দুঃখ দিয়ে তাকে নারাজ করে, চলে কি প্রকারে? রাজা, রাজকন্যার বিয়ে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা মেয়েকেই দিয়ে দিয়েছেন।

১। সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে 'ঘুণাক্ষর' শব্দটি 'ঘুর্ণাক্ষর' হয়েছে।

যাতে সে সুখী হয়, চিরকাল যাকে নিয়ে থাকতে হবে, তার পছন্দসই কাজ করে। সেই ভাল। আরো শুনেছি। সে বীরযুবা ভারি পালওয়ান। তিনি মায়ের জনন দ্বার হতে জন্মেন নাই। তাঁর মায়ের পেট চিরে বের কর্ত্তে হয়েছিল।

সে কি কথা? পেট চিরে মানুষ বেরয়। সে মা বাঁচলো কি মলো?

"ও অনেক কথা! শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া চাই। যে বীরবর মায়ের পেট চিরে বেরলেন। তার পিতা কে? 'সিং মোরগ' নামে এক বৃহৎ পাখী, দশ বারটা হাতী চুঙ্গলে করে উড়ে বেড়ায়, সমুদ্র পার হয়ে যায়। সেই স্তি মোরগ বীরবরের পিতাকে প্রতিপালন করেছিল। সেই পাখী বনের পাখী হইলেও তার ভারী মায়া। সেই পাখী, বীরযুবা আর এই ঘোড়া তার মায়ের পেট চিরে তাকে বের করে ক্ষতস্থান কি কৌশলে জুড়িয়ে দেয়। সেই বীরযুবা কত হাতী মেরেছে, কত রাক্ষস মেরেছে, কত সিংহ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, গণ্ডার মেরেছে তার ইতি নাই।"

"রাজকন্যার ত বড় সাহস। এমন রাক্ষসমারা, হাতীমারা, সিংহমারা মানুষের সঙ্গে ঘরকন্না করা কম কথা নয়। কোন সময় প্রাণটা নিয়ে বসবে?"

যাক সে ভাবনা যার সে ভাবুক। আমাদের ভাবনা যা তাই দেখ। সন্ধ্যাও হয়ে এলো শীঘ্র শীঘ্র এই যম নিয়ে যেতে পাল্লে রক্ষা। দেখ! ওরে চক্ষুর ভাব দেখ। একটু ছুট পেলে আর রক্ষা থাকবে না। বাবা! যে মানুষের ঘোড়া, শুনলেই গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। ধন্য, সাহস রাজনন্দিনী তহমিনার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারণ

সামান গাঁ নগরের অধীশ্বরের কন্যা তহমিনা রূপেগুণে স্বদেশ বিখ্যাত। সামান গাঁ নগরের রাজমুকুট কালে তহমিনার শিরেই শোভা পাইবে। এক বংশে একটি মাত্র কন্যা, আদর যত্ন ভালবাসার অবধি নাই, সখী, সহচরী, দাসদাসী, ধাত্রী, সহ রাজবালা রাজকীয় উদ্যানে অতি সমারোহে বিশেষ জাঁকজমকে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করেন। সমায়ান্তে একবার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে* যাইতে হয়। বড়ই আদরের কন্যা। সর্ব্বদা নৃত্যগীত রঙ্গরস আমোদ-আহ্লাদে দিবারাত্র হাসি খুসিতে দিন যাপন করেন।

একদা প্রধান মন্ত্রী মুখে ইরানাধিপতি, কায়কাউস রাজের প্রধান সেনাপতি বীরবর রোস্তমের গুণানুবাদ, বিশেষ বীরত্বের কথা শুনিয়া মনে মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। সময়ে রাজা ও রাণীর কর্ণগোচর হইলে তাহারা প্রকৃত অনুরাগ পরীক্ষার জন্য রাজকন্যার বিবাহ আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। রাজবালা তহমিনা বীরবর রোস্তম ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে না, স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া জনক জননীর নিকট অতি গভীর স্থানীয় কথা অকপটে প্রকাশ করেন। তাহারাও কন্যার অকপট অনুরাগ ও ভালবাসার ভাবলক্ষণ বুঝিয়া, আর কখনও বিবাহের কথা তুলিয়া, প্রাণাধিক তনয়ার মনে আঘাত প্রদান করেন নাই। তাহারা স্বাধীন ভালবাসার বিরোধী হইয়া, কোন কথা কখনও জিহ্বাগ্রেও আনয়ন করেন নাই।

রাজনন্দিনীর অনুরাগ, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর রোস্তমের প্রতি, অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা, একপ্রাণ হওয়ার বাসনা, অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া এক আত্মা এক প্রাণ হওয়ার ইচ্ছা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে আত্মজ্ঞান হারা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বীরবর রোস্তম ইরানাধিপতির কার্যে যুদ্ধ বিগ্রহে, শত্রুদমনে, দৈত্যদলনে, রাক্ষস নিধনে, হিংস্রজন্তু বিতাড়ণে, গুপ্তশত্রুর অনুসন্ধানে সর্ব্বদা পরিলিপ্ত থাকিতেন। তহমিনার সংবাদ তাহাকে কে উপযাচক হইয়া দেয়। তহমিনার হৃদয়ের আলেখ্য তাঁহাকে কে দেখায়? যে সন্তপ্তহৃদয়ের উত্তেজিত, আন্দোলিত বিচলিতভাবের অবিকল ছবি, তাহাকে কে দেখায়? সে হা হুতাশসহ পরিশুষ্ক কণ্ঠের আপেক্ষ উক্তি সম্পূর্ণ না হউক, অতি সামান্যভাবেই কে তাহার কর্ণগোচর করে? কে এই রোস্তম প্রেমে পাগলিনী রাজনন্দিনীর পবিত্র প্রেম প্রসঙ্গ, হৃদয়ের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যভাবকে তাহার নিকট অকপটে উপস্থিত করে? ঐ রাজবালার অন্তঃস্থলের[১] মধ্যস্থলের সেই ক্ষতটুকু বীরবরকে দেখাইয়া, নিখুঁত খাঁটী সুশীতল প্রেমরসে মিশ্রিত মিলন ঔষধির সুব্যবস্থা কে করে? প্রেম প্রণয় পিরিতির বীজ অতি রসাল হইলেও রাজনৈতিকক্ষেত্রে

---

*'হাফেজ', ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭।

১। অন্তস্তলের

অতিসহজে ফুটে না। সে নিরস ক্ষেত্রে সে অপূর্ব্ব স্নেহময় পবিত্ররসের প্রবাহ ফোয়ারা ছোটে না। অজস্রধারেও ঝরে না। বীরহৃদয়ে ভালবাসা কি?

রাজরাণী কন্যার জন্য বড়ই ভাবিত, নিতান্তই চিন্তিত। সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভিন্ন আর উপায় কি। সেই অনাথ নাথ দীনবন্ধু ভিন্ন আর ভরসা কি। একটি মাত্র কন্যা তাহারও এই দশা। সকলি বিধাতার লীলা!

মানুষ আপদ, বিপদ, সম্পদ, সমভাবে দুঃখ সুখে, সকল অবস্থাতেই সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে, ভালকথা। সহস্র কথার এক কথা। কিন্তু পরমেশ্বরের নির্ভর সহিত ধৈর্য্য, সেই ধৈর্য্যের সহিত সুখ সময়ের পূর্ব্ব দুরবস্থা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া অভাব অনটনের কথা মনে করিয়া "ছিল না, হইয়াছে, আবার হইতে পারে," মনে স্থির করিয়া, হস্তসঞ্চালন করাই শ্রেয়ঃ, পদ চালনা করাই কর্ত্তব্য। দন্ত, জিহ্বা, চক্ষুকে আয়ত্তে রাখিয়া সংসারে চলাফেরাই জ্ঞানীর কার্য্য। আবার আপদে বিপদে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা দয়ার সাগর,—"দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝোরে অবিরত ধারে।" মনে অকাট্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে, বিপদ হইতে উদ্ধারের সদুপায় উদ্ভাবন করাও একপ্রকারে ঈশ্বরের অভিপ্রেতই বলিতে হইবে। নিয়তির বিধান যদি অকাট্য, কিন্তু অদৃষ্ট অবলম্বনে, বুদ্ধি বিবেক বিচার সহায়ে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সত্য সরল বিশ্বাস রক্ষা করিয়া বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট, যাহাতে লাঘব হয়, সংসারী মাত্রেরই তাহার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হাত পা সঙ্কোচ করিয়া শুধু বসিয়া থাকা মানব প্রকৃতির কার্য্য নহে।

মহারাজা প্রাণপ্রতিম দুহিতার দুরবস্থা দেখিয়া বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রোস্তমের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে আদেশ করিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে ইরাণ—তীস্তান প্রভৃতি স্থানে যাইয়া গুপ্তচরেরা যে সকল সংবাদ রোস্তম সম্বন্ধে সংগ্রহ করিবে যথা সময়ে কুমারী তহমিনার নিকট আসিয়া জ্ঞাপন করে। সামান গাঁ অধিপতি জানিয়াছিলেন যে, তহমিনার চিত্তপটে প্রমত্তকুঞ্জরঘাতী বীরবর রোস্তমের প্রতিকৃতি চিহ্ন ব্যতীত আর কোন চিহ্ন স্থান পায় নাই। কাজেই কন্যার অভিরুচি মতে আহার বিহার আমোদ আহ্লাদে নৃত্যগীতে সময় অতিবাহিত করিতে দাস দাসী ধাত্রী সহচরীগণ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে এক মনোরম উদ্যান বাটিতে থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গুপ্তচরগণ মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া সামান গাঁ অধিপতি সমীপে প্রকাশ করিল যে, রাজ্যের প্রান্তসীমায় মহাবীর রোস্তম মৃগয়া উপলক্ষ্যে আগমন করিয়াছেন। বৃক্ষতলে অশ্বসাজে শয্যারচনা করিয়া নিদ্রিত আছেন। সুশিক্ষিত অশ্ব স্বাধীনভাবে প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করিতেছে।

সংবাদ শ্রবণে রাজা অস্থির হইলেন। রোস্তমের নাম শুনিয়া মহারাজের হৃদয়-রক্ত পরিশুষ্ক হইতে লাগিল। স্বরাজ্যের প্রান্তসীমায় মহাকাল কালান্তককাল উপস্থিত, কম্পিত কলেবরে একপ্রকার দিশাহারা হইয়া কুমারী তহমিনার নিকট রোস্তমের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

রাজনন্দিনী এই শুভসমাচার শ্রবণ করিয়া ধাত্রীর সহিত পরামর্শ আঁটিয়া গোপনে বিশেষ বুদ্ধি কৌশলে বীরবরের অশ্ব ধরিয়া আনিতে বিশ্বাসী কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের প্রতি আদেশ হইল—

নির্দিষ্ট অশ্ব ধরিয়া আনিতে পারিলে আশার অতিরিক্ত পুরস্কার। না আনিতে পারিলে শিরচ্ছেদ।

রাজকুমারীর কৌশল ব্যর্থ হয় নাই। বীরবর পথশ্রান্ত ক্লান্ত নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। আরও সাহায্যই করিয়াছে সেই বৃক্ষমূলে ধরাসনে অশ্বসাজে রচিত শয্যায় শায়িত এবং নিদ্রিত। পাঠক! সেই যুবা বীরই ইরান অধিপতি শাহ কায়কাউসের প্রধান সেনাপতি, ভুবন বিখ্যাত জালপুত্র প্রমত্ত কুঞ্জর হন্তা মহাবীর রোস্তম। তহমিনার—

রাজকুমারী তহমিনা, হৃদয়বল্লভের অশ্ব আক্রমণে আদেশ করিয়া কত কি ভাবিতেছেন; কত কথাই মনে উঠিতেছে। অস্থির চঞ্চল উড়ু উড়ু ভাব, কোন কাজেই মন বসিতেছে না। কোন কথাই কানে ভাল লাগিতেছে না। শরীরে যত্ন নাই! পরিচ্ছদ ভালমন্দ বিচার নাই। কখনও শয্যায়, কখনও ধরায়, কখনও কারুকার্য্যখচিত মখমলের মসনদে। কখনও বৃক্ষতলে কখনও সরসীর শ্বেত পাথরে বান্দা ঘাটে, কখনও লতাকুঞ্জে। কখনও প্রস্তর আসনে, কখনও কাষ্ঠাসনে উপবেশন, উত্থান-পদচারণা। কখনও অন্যমনস্কে, দুই একপদ অগ্রসর! কখনও দণ্ডায়মান। কিছুতেই মন সুস্থির হয় না। সহচরিদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় ইচ্ছা হয় না। গীতবাদ্য বহুদিন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দিবারাত্র সেই চিন্তা, সেই বীরবর রোস্তমের রূপ চিন্তা। আজ সেই রূপের সহিত অন্য চিন্তা। ঘরে বাহিরে উদ্যানে, লতাকুঞ্জে, বৃক্ষমূলে সরসীতটে কোন স্থানেই সুখ নাই।

আকাশে চাঁদ তারা হাসিতেছে। শূন্য সাগরে শুভ্রমেঘ ভাসিতেছে। জ্যোৎস্নাজলে ফুটন্ত ফুলের উঠন্তভাব, টলমল ঢলঢল ভাব আটকাইয়া কোন কোন চক্ষে ধাঁধা লাগাইতেছে, হাসি আর গালে ধরে না। যেই কোন বৃক্ষপত্র সরিল, পাতাটা নড়িল, শুষ্কপত্র খসিল, অমনি তহমিনার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ঐ বুঝি কে আসিল। পদাতিক দল বুঝি প্রাণপ্রতিম প্রিয়জনের প্রিয় অশ্ব ধরিয়া আনিল, কি শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিল। না জানি কি সংবাদ! অন্যমনস্কে, যেন কোন কথা মনে নাই। ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ দেখি, রৌদ্র তেজে যে ফুলগুলো মরো মরো ভাব দেখাচ্ছিল, এখন তেমন তাজা কাঁচা কাঁচা ভাব দেখাচ্ছে। জ্যোৎস্নাজালে যৌবন যেন আটকা পড়ে ফুটন্ত ফুলে উঁকি মাচ্ছে। ওদিকে ও শব্দ কিসের?

কথাই আছে—দিনে বুড়ি রাত্রে ছুঁড়ি। কৈ কিসের শব্দ। এত অন্যমনস্কভাব, চঞ্চলভাব কেন? সুস্থির হয়ে মন স্থির করে কার্য্য করুন। এত উতলা হলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। একটু চিন্তা করে দেখুন দেখি, আপনি কেমন গুরুতর কার্য্যে হাত দিয়েছেন। একি কম কথা। যাঁহার নামে সমগ্র পারস্য রাজ্য ত্রাসিত, দৈত্যকুল কম্পিত, মহা মহাবীর শ্রেষ্ঠ মহাবীরের মস্তক অবনত, মহারাজা স্বয়ং সংজ্ঞাহত সভাষদগণ সশঙ্কিত, সেই মহাবীর

রোস্তমের সহিত আপনি যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে। বিজয়লক্ষ্মী জয়মাল্য কোন্ গলে পরাইতে অদৃশ্যভাবে যুগল হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, কে বলিতে পারে? এতে কি আর এত উতলা শোভা পায়? তবে প্রেম-প্রণয় ভালবাসা মায়ামমতার ক্ষমতা অসীম ও অন্য প্রকার। যাই হউক এত উতলা হইবেন না। স্থির হউন। উতলার কার্য্য নহে। প্রেম প্রসঙ্গ বটে। কিন্তু এত বড় কঠিন হৃদয়। সহস্র চক্ষুজলে, লক্ষ লক্ষ অবলার আত্মদানে, কোটী কোটী জীবের কাতর কণ্ঠে যাহার শরীরের একগাছি লোম অন্যমনস্কে একটু নাড়াচাড়া করে না। শুষ্ক মাটিতে যাহারা রক্তস্রোত বহায়, মুহূর্ত্তমধ্যে হাজার হাজার জীবের কলেজা তীর তরবার, বর্শায় পার করে তাহাদের সঙ্গে রমণী হৃদয়ের ভালবাসা কি? সে নীরস কঠিন অন্তরে প্রেমের লীলাখেলা এ কি? কোথায় প্রণয় পিরিত প্রেম আর কোথায় ঢাল, তলবার, মুগুর, লাঠি, কোথায় সুরস-পূর্ণ সুচিকন সুমিষ্ট কথা আর কোথায় আগুনমাখা কর্কশ ব্যবহার। কোথায় অতি মোলায়েম, অতি নরম মাখন হইতেও কমল[1]। আর কোথায় রূঢ় নিরস রক্তারক্তি কাটাকাটি। একেবারে বিপরীত। আমি মরিলে কি হয়? সে গলে কৈ? আমি প্রেম প্রেম করিয়া ঢলাইয়া বেড়াইলে কি হয়? তার মনে কি বলে? দেখা চাই, পরীক্ষা চাই। তবে ত কথা। যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতেই বা আস্থা কি? ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া মন স্থির করুন। যে পথে কৌশলজাল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, শিকার ফাঁদে পড়িলেও পড়িতে পারে। সে নরসিংহ, যে দৈত্যমানব সংহারী, সে প্রমত্ত করীমুণ্ড খণ্ড খণ্ডকারী, বীরবর রোস্তম তহমিনার প্রেম পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেও হইতে পারে।

রাজনন্দিনী তহমিনা শ্যামল দুর্ব্বাদলসম্ভূত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ধরাশয্যায় ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া বসিলেন এবং হাত দুখানি সুকোমল করপল্লবে জড়াইয়া ধরিয়া স্বীয় মস্তক স্পর্শে বলিলেন—"আমি! আমি না বুঝিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। যেভাবে ছিলাম, সেইভাবেই না হয় জীবন শেষ করিতাম। এদেহে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত, হা, রোস্তম! হা রোস্তম! নাম জপ করিয়া যমদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। শেষ শয্যা, শেষ বাক্য পর্য্যন্ত ঐ নাম মুখে করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইতাম, সেও বরং ভাল ছিল, এ কি করিতে কি করিলাম! হায়! আগ-পাছ না ভাবিয়া এ কি করিলাম। ক্ষিপ্ত মনের ন্যায় বালচপলতার ন্যায় বুদ্ধির চাঞ্চল্যে প্রণয়কুহকে পরিণাম না ভাবিয়া, কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি! প্রাণবল্লভ নিদ্রিত, অশ্ব সুদূর প্রান্তরে স্বাধীনভাবে বিরচিত।

*"যে প্রকারে হয় অশ্ব বন্ধন কর। অতি সাবধানে আমার এই পুষ্পোদ্যানে আনয়ন কর। একি সম্ভবপর কথা! যদি অশ্ব সে প্রান্তরে না থাকে লোকে শুনিয়া কি বলিবে? যদি থাকিয়া থাকে, অথচ প্রেরিত পদাতিক দল অশ্ব না ধরিতে পারে? ধৃত করিল অথচ

১। কোমল

*'হাফেজ', মার্চ-এপ্রিল, ১৮৯৭।

এ পর্য্যন্ত আনিতে পারিল না—আনিবার সাধ্য হইল না, তত শক্তি না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? কি জানি বীরবরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া, অশ্বধৃতকারীগণ যদি তাহার হস্তে নিপাতিত হয়, তখনই বা কি হইবে। এই সকল চিন্তায় আমি অস্থির হইয়াছি, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি। আমার প্রাণ ত গিয়াছে। আজ নয় আমি! আজ নহে, বহুদিন দেহ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। হায়! সেই মৃত প্রাণের জন্য কতগুলি জীবন্ত জীব অকারণ সমন-ভবনে গমন করিবে। এ যে একমুখো ভালবাসা। মুহুর্ত্তে[১] মুহুর্ত্তে নিরাশ, পলকে পলকে ত্রাস। যাহা ঘটিবার আমারই ঘটিয়াছে। যাহা দেখিবার আমিই দেখিয়াছি। না হয় স্বপ্নই হইল, না হয় চিত্তপটেই মন আকুল করিল। আমিই দেখিয়াছি, আমিই তাহার গুণাগুণ শুনিয়া রোস্তম নামে পাগল হইয়াছি, রোস্তমরূপে মোহিত হইয়াছি। রোস্তমের বল, রোস্তমের সাহস, রোস্তমের বীরত্বের কথা শুনিয়া আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহমন সে পদে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ত ইহার কিছুই জ্ঞান নহেন, ঘুণাক্ষরেও ইহার ঘুণ পরিমাণ কথাও তিনি জানেন না। তহমিনা! হতভাগিনী তহমিনা যে রোস্তমরূপে মজিয়াছে, তাহা কি তিনি জানেন?

তহমিনা কে? তাই কি তিনি জানেন? না কিছুই না। তাহাতেই বলিয়াছি—

"এ একমুখো প্রেম।" আমি ভালবাসি—ভালবাসাও ভালবাসে—সে ক্ষেত্রে কথা স্বতন্ত্র, তাহাতে আশা থাকে।—জীবন ভার বোধ হয় না, যদি ভালবাসা যথার্থ হয়, পরস্পর জীবন মরণের দায়িত্ব বোঝে, সে জ্ঞান মাথায় থাকে। তবে চিরবিরহেও সুখ আছে। সে প্রেমে প্রেমত্ব আছে, সে প্রেমের তত্ত্ব আছে। নিরাশ নিশ্বাস নাসারন্ধ্রে কখনই বহিবে না, মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস। এ ত তা নয়, এ একমুখো একতরফা ভালবাসা। একতরফার মূল্য কোথাও নাই প্রণয়ীর নিকটেও গৌরব নাই। যার কথা তার নিকটে ব্যক্ত করিবারও সাধ্য নাই। এ যে ভয়ানক প্রেম!"

ধাত্রী তহমিনার হস্ত দু'খানি ধরিয়া আপন বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া মস্তকে, মুখে, ললাটে বার বার চুমা দিয়া শত্রুর মুখে আপদ বালাই, হস্তের সঞ্চালনে আর মুখের বিকৃতি বোলে সমূলে প্রদান করিয়া বলিলেন।—

প্রাণাধিক! বাছা তহমিনা! যে চিন্তা পূর্বে করা হয় নাই। যে ভাবনা কার্য্যের প্রথমে ভাবা যায় নাই। সে কথা লইয়া আর চিন্তা করায় ফল কি? যাহা হইবার হইয়াছে। যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। এখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করো। আমি বেশ বুঝিতেছি এ ভয়ানক প্রেম, বিস্ময় ব্যাপার।

বহির্দ্বারে, উদ্যান বহির্দ্বারে কোলাহল। হরিষের লক্ষণযুক্ত মানুষের কণ্ঠস্বর। ঐ আসছে—ধরেছে ধরেছে। খুব কপাল! নে বাবা! পারিতোষিক এনাম বকশিশ মাথা করে বয়ে নিতেও পারবি না। আচ্ছা যাত্রায় পা বাড়িয়ে ছিলে? বাপ্‌রে ভয়ানক ঘোড়া। চক্ষু

১। মুহূর্ত্তে

দুটি লাল করে ঘন ঘন হ্রেষারবে নাকসাট, কর্ণ তাড়ণ, পুচ্ছহেলন দেখিয়া কার সাধ্য উহার গায়ে হাত দেয়। সাবাস সাবাস খুব বাহাদুরী করেছ। যে ঘোড়া কত হিংস্র পশু, পায়ের জোড়াখুরের আঘাতে যমপুরী পাঠিয়েছে, সেই ঘোড়ার গলায় দড়ি, পায় দড়ি, কমরে দড়ি লাগিয়ে গো বলদের মত টেনে এনেছে। বাহবা বহুত বহুত তারিপ।

দ্বারপাল, উদ্যানের মালি এবং অন্য লোকে অশ্ব ধৃতকারীগণের বহুতর প্রশংসা ও গুণানুবাদ করিতে করিতে ধাত্রীমাতার নিকট একজন বলিতে, দশজনে ঘোড়া ধরার খবর দিতে বেগে ছুটিল। এই গোলযোগ ও প্রশংসার মূলে অবশ্য কিছু আছে, জানিবার জন্য রাজনন্দিনী ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া শ্যামল ক্ষেত্র হইতে উঠিতেই সংবাদ আসিল, অশ্ব ধৃত হইয়াছে, রাজবালার আদেশে অশ্ব ধৃত হইয়া আসিয়াছে। ধৃতকারীরা পুরস্কার প্রার্থনা করে।

রাজনন্দিনী যে দাসীমুখে এ শুভসংবাদ শুনিলেন, তখনই তাহাকে পরাধীন জীবন দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিয়া সহচরী মধ্যে গণ্য করিলেন। অযাচিতভাবে কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত অর্থ ঐ দাসী প্রাপ্ত হইল। পদাতিক দল যাহারা এই অশ্বধৃত কার্য্যের প্রধান নেতা, তাহার আশার অতিরিক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইল।

রাজনন্দিনীর আদেশে ধৃত অশ্ব অশ্বশালায় রক্ষিত হইল না। উদ্যানমধ্যে রাজবালার প্রাসাদের নিকট সুপ্রশস্ত এবং সুগন্ধিযুক্ত প্রকোষ্ঠে বহু যত্নে অতি আদরে ধৃত অশ্ব রক্ষিত হইল। আহা। ভালবাসার ভালবাসা কথাটাই ভালবাসা। তাহার উপর সেই ভালবাসা প্রত্যক্ষ দেখিলে, কি হস্তগত হইলে, মনে কি বলে, তা যার ভালবাসার ভালবাসা সেই জানে। অন্যকে বুঝাইব কি করিয়া? ভালবাসার ভালবাসা, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলি ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। ইহাতে তর্ক নাই, কথা নাই। সন্দেহ নাই। ভালবাসার অতি কদর্য্য, অতি নোংরা[১], অতি কুৎসিৎ অতি জঘন্য জিনিসটি—বিষয়টি ভালবাসার চাইতেও ভালবাসিতে ভালবাসার ইচ্ছা হয়। কিন্তু যদি সে ভালবাসা মূল ভালবাসা, প্রকৃত ভালবাসা হয়। তবে ভালবাসিতে, রাজনন্দিনী তহমিনা, ভালবাসার ভালবাসা ঘোড়াটি যে ভাল বাসিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি! ঘোড়া একটি পশু, তাহাকে অন্য অন্য রাজ অশ্ব নিকট রাজঅশ্বশালায় রাখিবার আদেশ করিলেই ত পারিতেন, ঘোড়াকে ঘোড়ার ন্যায় যত্ন করিলেই ত হইতে পারিত, তাহা না করিয়া এত যত্নের কারণ কি? যার ভালবাসা সেই জানে। যার মনের গুপ্ত রহস্য সেই আলোচনা করে। অশ্বের থাকিবার স্থান সজ্জিত হইল। রাজনন্দিনী স্বহস্তে ঘোড়ার গা মার্জনা করিয়া উৎকৃষ্ট গোলাপ জলে অশ্ববরের মুখ, চোক্ ধৌত করিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর খাদ্যের ব্যবস্থা।

হা তুমি অশ্ব! ভালবাসার ভালবাসা। তোমাকে থাকিবার স্থান দিলাম, আমি জানি তুমি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাও, তত্রাচ তুমি ভালবাসার ভালবাসা, তাই ত লালা মখমলের বিছানা দিলাম। গলায় সোনার জিঞ্জির পরিয়েছি। চার পায়ে রৌপ্যহার ঝুলাইয়াছি।

১। নোংড়া

রৌপ্যাধারে (রূপার বালতি) সুমিষ্ট জল (কমলালেবু রসে মিশ্রি পানা) রাখিয়াছি। এখন আহার করাই কি? ঘোটকবর এখন তোমার মন রাখি কি দিয়া? মাংস খাবে? না পেটে সহিবে না। তুমি ভালবাসার ভালবাসা মাংস খাইলে পেটে সইবে না। দুধ! সর্ব্বনাশ! দুধ! ও দুধ! তা ত হইতেই পারে না। দুধ কে খায়! ভাললোকের খাদ্য নহে। কে দুধ খায়? ও হবে না, পেট ফাঁপতে পারে। ও অশ্ব তুমি ভালবাসার ভালবাসা। তোমার জন্য চারিদিক নজর রাখিতে হয়। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই খাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না। আহার করো।—মাথা খাও, পেট পুরিয়া আহার করো।

প্রিয় পাঠকগণ! হাসিবেন না। মাথায় দিব্বি দিয়া বলিতেছি, হাসিবেন না। কবিগুরু ফেরদৌসী মহোদয়ের পদাঙ্ক চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই এই 'তহমিনা'। কবিগুরু তুসী যথার্থ স্বাধীন চিত্তের উপাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরস্বাধীন পারস্য রাজ্যে থাকিয়া স্বীয় লেখনী এরূপ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিয়াছেন যে, ভাবিতেও ভয় উপস্থিত হয়। যে পরিপক্ক সুলেখনী হইতে অত স্বাধীনভাব প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহা হইতে সামান্য অশ্বের সহিত মানুষের কথাবার্ত্তা অসম্ভব কি? আশ্চর্য্য কি? হাসিবার বিষয় কি? তবে সে সময়ে এত মানহানির মোকদ্দমা ছিল না। পাঠক! পূর্ব্ব কথা মনে করুন।

আহার করো, মাথা খাও—পেট পুরিয়া আহার করো। তুমি ভালবাসার ভালবাসা, পেট পুরিয়া আহার করো। কি দিয়া তোমার মন যোগাই। ভালবাসার ভালবাসা তুমি? কি দিয়ে তোমার মন যোগাই।

এখন রাজনন্দিনী তহমিনা কি বলিতেছেন শুনুন—

"তোমরা এখনি আমার সেই ভালবাসা অশ্বতরী", সেই পঞ্চকল্যাণী শ্বেতবর্ণ অশ্বতরীকে, এই ভালবাসা অশ্বসহিত সংমিলন করাইয়া দেও, সাবধান এখনই আজ্ঞা প্রতিপালন কর।"

কর্ম্মচারীদিগকে এই আদেশ করিয়া রাজনন্দিনী শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন।

পাঠক! ভাবিতে পারেন কথাটা কিরূপ হইল। কবিগুরু কি এতই স্বাধীনভাবে লেখনীগতি পরিচালনা করিয়াছেন। যে একজন অবিবাহিতা রাজকন্যা—তাহার দ্বারা এরূপ ঘৃণিত বিষয়ের অবতারণা করিলেন—সে কি কথা! কবিগুরুর নিতান্তই ভ্রম। সময়ে যে এ কথার উত্তর দিতে হইবে, লোকে উত্তর চাহিবে, তিনি একথা ভাবেন নাই। নিতান্তই ভ্রম। ভ্রম নহে। আমাদের ভ্রম। শুনুন কথা ঃ—

তহমিনা রাজনন্দিনী স্বাধীনা। তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাদের চিন্তা হইতে বহু ব্যবধান। বহুদূর। কে জানে? কে বলিতে পারে—বীর জননী, বীর প্রসবিনী, বীরদুহিতা, বীরজায়াদিগের সুদূর চিন্তা। সেই ভাবী দূর চিন্তার ভাবী সুফলের সূচনা। সুযোগ সংযোগ মিলন। কে জানে ইহার ভিতরে কি আছে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিদ্রাভঙ্গ

রজনী প্রভাত হইল। কাহারও সুখে, কাহারও দুঃখে, কাহারও মধ্যভাবে, এই ত্রিবিধভাবে, চন্দ্রতারা সহিত রজনী প্রভাত হইল। পাখিরা ঈশ্বরের গুণ-গান করিয়া অরণ্য আমোদিত করিল। প্রভাতবায়ু প্রান্তর মজাইল সুন্দরী উষা শুভ্র বসনে পূর্ব্বদিক হাসাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তুসকল জঙ্গলের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিল। দিনমণির আগমন ভাব বুঝিয়া দিনকানা পেঁচার দল কোঠরে ঢুকিল। জগৎলোচন রবিদের পূর্ব্বগগনে দেখা দিলে, বীরবর রোস্তম ঈশ্বরের নাম করিয়া শয্যা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। তাহার বিস্ফারিত লোহিত লোচনদ্বয়, ক্রমে প্রান্তরের উপর দিয়া যতদূর দৃষ্টির আয়ত্ত, তাহা দেখিয়া আসিল তখনই দৃষ্টি ফিরিল। বামে দক্ষিণে বাঁকা নয়নে নয়নপাত করিয়া সে বিশাল দৃষ্টি পুনরায় সুস্থির ও একাগ্রচিত্তে দক্ষিশবামে ঘুরিয়া সম্মুখ প্রান্তরে পড়িল। জীবজন্তু পরিশূন্য ময়দান ধূ-ধূ করিতেছে। বীরবর রোস্তম, চক্ষুদ্বয় করপল্লবে, শেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যতদূর সাধ্য বিশেষ মন সংযোগে দেখিলেন। কিছুই নাই। কোন জীবজন্তু প্রান্তরে নাই কি আশ্চর্য্য। ঘোড়? ঘোড়া কৈ? আমার ঘোড়া কৈ? সে ঘোড়া সামান্য ঘোড়া নহে? সে নব নব মোলায়েম ঘাসের লোভে এ ময়দান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, একথা নিতান্তই অসম্ভব। কখনও কোনদিন আমাকে এরূপভাবে রাখিয়া ঘোড়া কোথায় যায় নাই। ময়দানে, জঙ্গলে, যুদ্ধস্থানে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, সমুদ্রতটে, যেখানেই বিশ্রাম করি, নিশা যাপন করি, নিদ্রিত অবস্থায়, আমার নিদ্রিত অবস্থায় অশ্ব আমার প্রহরীর কার্য্য করে। কোন কারণেই আমাকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে যায় না। যাইবে না। অশ্ব আমার নিকটবর্ত্তী থাকিয়া নিশীথ রাত্রে প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করে। যাহাতে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তদপ্রতি দৃষ্টি রাখে। নিদ্রিত অবস্থায় হিংস্রজন্তুগণ আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক সাবধানে শয়ন স্থানের চারিদিকে পদচারণা করিতে থাকে। বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে, অতি মৃদু মৃদু ভাবে হ্রেষা রবে আমাকে জাগাইতে থাকে। সামান্য বিপদে সে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে না। সে নিজেই তাহার প্রতিকার করে। সে সকল কথার ভাব ত কিছুই দেখিতেছি না। একি আশ্চর্য! এ জীবনে যাহা ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল! কত দানব, দৈত্য নররাক্ষস রাজ্যে দুর্জ্জয় সমরে এই অশ্ব লইয়া গিয়াছি। কত হিংস্র জন্তু, কত বন্য পশু, কত পাহাড় জঙ্গলমধ্যে, কত নিশা, কত বৃক্ষমূলে, শীলাতলে, সমুদ্রকূপে, কত রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, কোনদিন কোন স্থানে আমার প্রিয় অশ্ব এরূপভাবে অন্তর্দ্ধান হয় নাই। আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যায় নাই। আজ একি কথা! কি আশ্চর্য ঘটনা! সামান্য প্রান্তর মধ্যে, শত্রুবিহীন দেশমধ্যে, আমার ঘোড়া, চারপায়া জন্তুটা বায়ুভরে শূন্যে উড়িয়া গেল! তুরাণ রাজ্যে রোস্তমের নাম কে না জানে? ঐ ও

ধু ধু করিতেছে। সমান গাঁর প্রান্তসীমা ধু-ধু করিতেছে, এদেশে রোস্তমের ঘোড়া কে না চেনে? এই ক্ষুদ্র রাজ্য সন্নিকট প্রান্তর হইতে আমার ঘোড়া, রোস্তমের ঘোড়া উড়িয়া গেল?

রোস্তম শয্যা হইতে উঠিয়া বৃক্ষমূলের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং মুখে বলিলেন—

হাঁ এই অশ্বসহায়ে কত দৈত্য ধ্বংস করিলাম। কত রাক্ষসকুল বিনাশ করিলাম। সামান্য হরিণ শিকারে আসিয়া চির প্রিয় অশ্ব হইতে বঞ্চিত হইলাম। এখানে থাকিয়া আক্ষেপের ফল কি? বার বার চক্ষু ঘুরাইয়া না চাইয়া ময়দান জঙ্গল দেখিয়াই বা লাভ কি? দেখি, অন্বেষণ করিয়া দেখি। চারিদিক সন্ধান করিয়া জানি আমার অশ্ব কি হইল? গেল কোথা? কোন শত্রুকুল, কি হিংস্রজন্তু, কি কোন নরনারী, কৌশলে বলে ছলে, চক্রে আমার অশ্বকে অপহৃত কি প্রাণবধ করিয়া থাকে, তবে রোস্তমের হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। তাহাকে জীবন্ত মৃত্তিকায় দাবাইয়া দিব। না হয় অগ্রে জীন তাহার পিঠে বাঁধিয়া, মুখে লাগাম চড়াইব। আর এই কশাঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বিন্দু বিন্দু রক্ত ধারের সহিত ফোটায় ফোটায় বাহির করিব।

এই বলিয়া মহাবীর রোস্তম, অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, অসি হস্তে ঘোটকান্বেষণে বৃক্ষমূল হইতে প্রান্তরের দিকে গতি করিলেন। যে স্থানে অশ্ব বিচরণ করিয়া উদর পরিপোষণ করিয়াছে, সে স্থানের মৃত্রিকায় পরিষ্কার পদচিহ্ন প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছে। ঐ পদচিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, ক্রমে ঐ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে ক্রমেই সামান গাঁ অভিমুখে চলিলেন। যতই লোকালয় নিকট বোধ হইতে লাগিল ততই অশ্বের পদচিহ্ন স্পষ্ট ও বেশী পরিমাণ চোক্ষে পড়িতে লাগিল। প্রান্তর পার হইয়া লোকালয় প্রবেশ করিলে, অধিবাসীরা রোস্তমকে দেখিয়া ভয়ে ভীত ও সশঙ্কিত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। ঘোড়ার সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না। গ্রাম গ্রাম পল্লী পল্লী প্রান্তর প্রান্তর পবনগতির অগ্রে অগ্রে বীরবর রোস্তমের আগমন বৃত্তান্ত চারিদিক বিস্তার হইয়া পড়িল। সামান গাঁ অধিপতির কর্ণেও রোস্তমের আগমন যথাসময়ে প্রবেশ করিল। আরও শুনিলেন যে, ভয়ঙ্কর বেশে মহা ভয়ঙ্কর ক্রোধের লক্ষণ—অসি হস্তে অশ্ব সন্ধানে আসিতেছেন, ক্রমেই রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

অসমাপ্ত